CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

म्नाय-ग्रन्थालय,
रत्ननिधि, करौंदी
वाराणसी-5

2.3

आम्नाय-ग्रन्थालय,
रत्ननिधि, करौंदी
वाराणसी-5

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

L. C. Sharma

आम्नाय-ग्रन्थालय,
भरतमिलाप, कचौड़ी
वाराणसी-5

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তিকিরণাবলী

आम्नाय—ग्रन्थालय,
[illegible], करौंदी
वाराणसी-5

চৈতন্যচন্দ্র মম হৃৎকুমুদং বিকাশ্য
হৃদ্যং বিদেহি নিজ-চিন্তন-ভৃঙ্গরঙ্গৈঃ।
কিঞ্চাপরাধ-তিমিরং নিবিড়ং বিধূয়
পাদামৃতং সদয় পায়য় দুর্গতং মাম্।

(শ্রীস্তবাবলী)

শ্রীবিভাস প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম এ।

মূল্য—২৲ টাকা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আম্নায়—গ্রন্থালয়,
সৎনিধি, কাশী
বারাণসী-5

উৎসর্গ পত্র।

পরমারাধ্যতম শ্রীমৎ কুমুদপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
পিতৃদেব মহোদয়—

পিতঃ, আমি সর্ব্বতোভাবে আপনার সেবার অযোগ্য। যদি আমার লিখিত এই গ্রন্থের একটী অক্ষরও আপনার চিত্তের তৃপ্তি-জনক হয়, তাহা হইলে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস সার্থক হইবে।

আপনার স্নেহের
বিভাস

—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পূর্ব্বাভাষ।

যাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার নিকট ভক্তি শাস্ত্র এবং দর্শনাদি শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন এবং করিতেছেন তন্মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিগণের অধ্যাপনাতেই আমি সবিশেষ প্রীতিলাভ করি। এই শ্রেণীর বিদ্যার্থিগণের মধ্যে আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ বিভাস প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম এ, মহাশয়ের নাম বিশিষ্ট ভাবে উল্লেখ যোগ্য। ইনি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি-ফলে অতীব স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন জনকের ঔরসে এবং সাধ্বী সতী মহাপুণ্যবতী ঘনীভূতা ভক্তিরমূর্ত্তি দেবী-প্রতিমা জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বাল্য হইতেই ইহার চিত্ত স্বভাবতঃই অন্তর্মুখ, চাঞ্চল্যচপলতা-বিবর্জ্জিত, জ্ঞান-বিবেক-বৈরাগ্যপূর্ণ এবং ভগবদ্‌ভক্তিরসে অভিষিক্ত। কাব্যরসের সহিত বৈষ্ণব প্রকৃতির চির সম্বন্ধ। বৈষ্ণব বেদান্তেই কাব্যরসের চরম পরিণতি। শ্রীবৃন্দাবন,—উন্নত উজ্জ্বল রসময় প্রাকৃত-অপ্রাকৃত নিখিল কাব্যের নিত্য নিকুঞ্জ—নিখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীবৃন্দাবন-বনবিহারী শ্রীগোবিন্দ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ-সেবীরও চিরসেব্য। উচ্চতম কবিপ্রকৃতিক শ্রীমান্ বিভাস প্রকাশ যে বৈষ্ণবদর্শন, বৈষ্ণবসাহিত্য ও ব্রজরসের সাধন-ভজনের প্রতি আকৃষ্ট হইবেন ইহা স্বাভাবিক। ইহার ন্যায় ভক্তিরসাভিষিক্ত বিদ্যার্থীর অধ্যাপনায় যে পরম প্রীতি লাভ করা যায়, তাহাও স্বাভাবিক। ইহার প্রণীত এই ভক্তিকিরণাবলী গ্রন্থ-পাঠে পাঠক মাত্রই পরমানন্দ লাভ করিবেন। এই গ্রন্থের প্রত্যেক সন্দর্ভেই বিপুল শাস্ত্রানুশীলন, গভীর গবেষণা ও আন্তরিক অনুভবোপলব্ধির বহুল নিদর্শন অতীব স্পষ্ট-রূপেই প্রতিভাত হইবে। প্রত্যেক সন্দর্ভেই ধারা বাহিক বিষয়-বিন্যাস,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সহৃদয়তা, আন্তরিকতা ও শাস্ত্রে সুগভীর প্রবেশ-অধিকার পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। গ্রন্থকার নিজের জীবনে যাহার আস্বাদ পাইয়াছেন, যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহার ভাবচ্ছায়া যথাসম্ভব এই সন্দর্ভসমূহে বিন্যস্ত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ-পাঠে শাস্ত্রজ্ঞ ও অশাস্ত্রজ্ঞ সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকই যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হইবেন। ইহার বৈষ্ণবোচিত-নম্রতা অন্তর্মুখতা ও সলজ্জ ভাব-প্রভৃতির প্রবল প্রভাবে এই অত্যুপাদেয় প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার আশা ছিল না। ইহার পরমারাধ্যতম শ্রীমৎ পিতৃদেব মহোদয়ের একান্ত আগ্রহে এবং আমার দুষ্পরিহার্য্য অনুরোধে কোনও রূপে অতি অল্প সংখ্যক গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। ইনি লাভ-পূজা ও প্রতিষ্ঠার অত্যন্ত বিরোধী। পাঠকগণের কৃপাশীর্ব্বাদই ইহার একমাত্র প্রার্থনীয়। অলমতি বিস্তরেণ।

শুভ বৈশাখ
১৩৩৮ সাল।

শ্রীরসিক মোহন দেবশর্ম্মা।
২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীট।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভূমিকা।

শ্রীসোণার গৌরাঙ্গ, সাধনা, উৎসব ও পাঞ্চজন্য প্রভৃতি মাসিক পত্র সমূহে সময়ে সময়ে আমার লিখিত যে সকল প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছিল, সেই গুলিই স্থানে স্থানে প্রয়োজন মত পরিবর্ত্তিত করিয়া একত্র 'ভক্তিকিরণাবলী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

আতুর্জ্জনগণ-করুণাবিতরণশীল কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের পার্ষদ ও শ্রীচরণানুচর গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ সনাতন রূপ রঘুনাথ ও শ্রীজীব গোস্বামিমহোদয়গণের ভক্তিসিদ্ধান্ত-অবলম্বন করিয়াই এই গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ লিখিত হয়। যে স্বনাম-প্রতিষ্ঠ পরম পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের অসীম অনুগ্রহে ও অকপট স্নেহ-সৌজন্য-বাসিত মধুর প্রীতি-ব্যবহারে সমুদ্র-কোটিগম্ভীর শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রের সহিত আমার বর্ণপরিচয় ঘটিয়াছে, তাঁহারই সবিশেষ আগ্রহ, পরিশ্রম ও সাহায্য ফলে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রকাশ করা সম্ভব হইল। কেবল মাত্র লেখনী দ্বারা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা অসম্ভব, কারণ তাহা ভাবাতীত। যাহা হোক্ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশের স্মৃতির সহিত উক্ত মহোদয়ের নির্ম্মল স্নেহ-প্রীতি-স্মৃতিগুলি বিজড়িত করিবার অবকাশ লাভ করিয়া আমি গভীর আনন্দ অনুভব করিতেছি।

শ্রীপাদ গোস্বামিগণের গ্রন্থ সমূহে গভীর গবেষণা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অনুভবাত্মক জ্ঞান-ভক্তি-বিচার পরিপাটী দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের দার্শনিক বিচার-পদ্ধতি শুষ্কতর্কে পর্য্যবসিত হয় নাই, কিন্তু আত্মার গভীরতম অনুভূতির সহিত সংমিশ্রিত হইয়া সরস সুন্দর মধুর ও সারগর্ভ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়াছে। ইহার কারণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণা-প্রেরিত হইয়াই তাঁহারা গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছেন। জীবের প্রতি করুণা করিয়া তাঁহারা যে সকল শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার উজ্জ্বল কিরণচ্ছটায় জগৎ উদ্ভাসিত হইতেছে। তাঁহাদের ভক্তিসিদ্ধান্ত-স্থাপন, ভক্তির মাহাত্ম্য-কথন, বিচার-বিশ্লেষণ, বিভাগ-উপবিভাগ-করণ—এক বিরাট ব্যাপার। যাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থাদি আলোচনার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে বঙ্গদেশের সাহিত্য ও ধর্ম্মশাস্ত্রে নিজস্ব বলিয়া গর্ব্ব করিবার যদি কিছু থাকে, তবে তাহা উক্ত শ্রীপাদ গোস্বামিগণের গ্রন্থেই নিহিত আছে। সেই সকল অনন্ত সিদ্ধান্ত সমূহের লেশাভাস যাহা তাঁহাদের অসীম অহৈতুকী করুণা প্রেরণায় ও শ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদ-ফলে আমার মলিন চিত্তে স্ফুরিত হইয়াছেন, তাহাই সংক্ষেপে এই প্রবন্ধ সমূহে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

ভ্রম-প্রমাদ ঘটিয়া থাকিলে অদোষদর্শী পরমকরুণ সাধু ভাগবতগণ যেন তাহা নিজগুণে ক্ষমা করেন, ইহাই কাতর প্রার্থনা।

'আবাস'
নলিন সরকার ষ্ট্রীট।

শ্রীবৈষ্ণবকৃপাপ্রার্থী
শ্রীবিভাসপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তিকিরণাবলী

শ্রীকিশোরী কুণ্ড ও শ্রীমদ্দাসগোস্বামী।

শ্রীরাধা-গোকুল-চন্দ্রের জয় হউক—শ্রীরাধামাধব-যুগলিতত্নু শ্রীগৌরসুন্দরের জয় হউক ও শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদবৃন্দের জয় হউক। শ্রীবৃন্দারণ্য নিকুঞ্জবিলাসিনী শ্রীরাধা-কুণ্ডেশ্বরীর অপার অসীম অহৈতুকী করুণায় শ্রীবৃন্দাবনের মুকুটমণিসদৃশ শ্রীরাধাকুণ্ডে ক্ষণকালের জন্য আমার মত অযোগ্য জীবের বাসের সৌভাগ্যোদয় হইয়াছিল। শ্রীকুণ্ডের মঞ্জুমহিমা ও বিপুল মাধুর্য্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে সকল উক্তি আছে, সে বিষয় এখানে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু যাহা শাস্ত্রপাঠেও পাওয়া যায় না, যাহা কেবল অহৈতুকী করুণালভ্য, সেইটী হইতেছে, উক্ত মাধুর্য্যরসবোধ। উহা কোন শাস্ত্র যুক্তির মধ্যে নাই! কারণ শ্রীকুণ্ডের তত্ত্ব ও মাধুর্য্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেরূপ বহুল উল্লেখ দেখা যায়, তাহার এক বিন্দুও আমাদের মত প্রাকৃত দৃষ্টিসম্পন্ন সংসারীর নয়নপথের পথিক হয় না। সেই কিরণের ঘটা—মাণিকের ছটা—সেই মণিময় কল্পতরুতলে রতন-বেদিকা—সেই প্রবাল মণি-মুক্তা-মণ্ডিত তটভূমি অথবা কেকা-কলরব-মুখরিত, কোকিল-কাকলীকূজিত, ভ্রমর-ঝঙ্কৃত, সরোজ-সুরভিত বসন্ত-মলয়ানিল-সেবিত শ্রীকুণ্ডনীর-তীরস্থ বাণীরকুঞ্জ—ইহার কিছুইত আমাদের চর্ম্মচক্ষে দৃষ্ট হয় না। অনেক শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি—যাঁহারা এই সকল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধাম-তত্ত্বালোচনা করিয়া হয়ত সুদীর্ঘ জীবন যাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের চক্ষেও এই অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-কণিকার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার অতীব দুর্লভ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণকমলাশ্রিত শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ-বর্ণিত ও সাক্ষাৎ অনুভূত সেই প্রেমানন্দ নিকেতনের-মহাভাবরাজ্যের মহা-মাধুর্য্য যাহা শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী,, স্পর্শমণিলাভার্থ সমাগত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া ছিলেন—কিম্বা যাহা শ্রীমদ্দাস গোস্বামিপাদ মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীরাধার করুণা প্রেরণায় তদীয় 'স্তবাবলী' গ্রন্থে গীতাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া সংসার সন্তপ্ত মানবকে শীতল করিবার জন্য যে সুরভি রাধাকুণ্ডের বর্ণনা করিয়াছেন এবং যাহার সন্দর্শনে তিনি স্বয়ং ভাবের আতিশয্যে নিজেও আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন, এখন আর সেই শ্রীবৃন্দাবন-বন-মাধুর্য্য লোক-লোচনের দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া উহা যে নাই এ কথা বলা যায় না! কারণ আমাদের দৃষ্টির গতি আর কত দূর? আমরা অনন্ত বিস্তৃত অসীম আকাশ ও অপার সাগরের বিপুল বিশালতার শতাংশের একাংশও তো দেখিতে পাই না; কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের দৃষ্টির বাহিরে যে কোন বস্তু নাই, তাহা বলা যায় না; আধুনিক বিজ্ঞানাচার্য্যেরা বলেন যে এমন অনেক তারকা আছে, যাহার আলোক এখনও এ জগতে আসিয়া পৌঁছায় নাই। প্রাকৃত বস্তু সম্বন্ধেই যখন এরূপ, তখন অপ্রাকৃত বস্তু দর্শনের জন্য যে বিভিন্ন প্রকারের দৃক্‌শক্তির উন্মেষ প্রয়োজন, তাহা বলা বাহুল্য। সেই জন্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তদীয় "শ্রীগোপাল চম্পূ" গ্রন্থের প্রথমে ধাম সম্বন্ধে বৃহদ্গৌতমীয় বচন উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "অদৃশ্যম্ চর্ম্মচক্ষুষা"।

শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে ইহার সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। এ বিষয় যাঁহারা সুসিদ্ধান্ত জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের পক্ষে উক্ত সন্দর্ভ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীমদ্দাস গোস্বামীও শ্রীরাধামাধবের লীলা-বিলাস দর্শন জন্য দিব্যদৃষ্টি ভিক্ষা করিয়াছেন যথা,—

"সা ত্বং বিধাস্যসি ন চেন্মমনেত্রদানম্
কিং জীবিতেন মম দুঃখদবাগ্নিদেন।"

অর্থাৎ হে করুণাময়ী শ্রীরাধে, যদি তুমি তোমার লীলা-দর্শনে আমাকে দিব্য দৃষ্টি দান না কর, তাহা হইলে দুঃখ-দাবানল সন্তপ্ত-জীবনে আর প্রয়োজন কি ?

যাহা হউক, শ্রীরাধাকুণ্ডের অমৃত সলিল যাহা শ্রীভানুনন্দিনী ও তদীয় প্রিয় সখীবৃন্দের স্বহস্তে খনন দ্বারা আবির্ভূত হইয়াছেন, ও যাহা সর্ব্বতীর্থময়, তাহার স্বরূপ ও মাধুর্য্য আমাদের দৃষ্টি গোচর না হইলেও যদি কোন ভক্ত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রীকুণ্ড-সলিলে অবগাহন করেন ও শাস্ত্র বাক্যে আস্থাসম্পন্ন হন, তবে কালে তাঁহার চিত্তবৃত্তির পরিমার্জ্জনে ও প্রেমাবির্ভাবে শ্রীকুণ্ড মহিমা তাঁহার অলৌকিক ভাব-সম্পন্ন চিত্তে অবশ্যই স্ফুরিত হইবেন। কারণ, বস্তুশক্তি তর্কের অপেক্ষাধীন নহে; ইহা শ্রীপাদ গোস্বামিগণ বহু শাস্ত্র যুক্তি ও অনুভবসিদ্ধ প্রমাণ দ্বারা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু "আদৌ শ্রদ্ধা",—আমাদের সেই খানেই ত্রুটী। প্রেম আবির্ভাবের ক্রম দেখাইতে গিয়া শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী প্রথমেই শ্রদ্ধার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রেম নবম তলে অবস্থান করেন। ভাবের মহা অট্টালিকার ভিত্তিই হইতেছে শ্রদ্ধা। শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের নাই, সেইজন্য ভক্তি লাভ দুর্ঘট। জ্ঞানলাভের পক্ষেও শ্রদ্ধার প্রয়োজনীয়তা শ্রীগীতায় স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, যথা;—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্" কিন্তু আমাদের তাদৃশ ভক্তি না থাকিলেও যাঁহারা প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিনেত্রে অপ্রাকৃত বস্তু দর্শন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিয়াছেন, তাঁহাদের চরণ আশ্রয় করিয়া তদ্ভাবে ভাবিত হইলে বোধ হয় বস্তুর কিছু আস্বাদন হইয়া থাকে। সেইজন্য শ্রীকুণ্ড দর্শনে গমন করিলে প্রথমেই শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর কথা মনে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ-শ্রেয়সী-প্রেয়সী সরসীতীরাশ্রয়পূর্ব্বক অতুল ঐশ্বর্য্য ও নিখিল আশা-বিবর্জ্জিত হইয়া জীবনের শেষ দিন অবধি—"প্রভুদত্ত" স্থানে তিনি শ্রীকুণ্ডেশ্বরীর অপূর্ব্ব করুণার দিকে চাহিয়া একনিষ্ঠচিত্তে শ্রীরাধামাধবের ভজন-পরায়ণ ছিলেন ও রাগযজ্ঞের ঋত্বিক্ রূপে মানবকে দুর্গম রাগবর্ত্মে প্রেরিত করিবার জন্য কৃপালোক বর্ষণ করিয়া নিজের অপাপবিদ্ধ জীবনকে প্রেমভজনের আদর্শরূপে জগতের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন; এখন এই কথাটাই হৃদয়ে প্রথমে জাগিয়া উঠে। কারণ জীবভাবে সাধকরূপে তাঁহার যে অসামান্য ভজন নিষ্ঠা ও অলৌকিক বিরাগপূত উৎকণ্ঠা-বিহ্বলা ও আর্ত্তিময়ী প্রেমভক্তি—যাহা বর্ষা বারি-বেগ-পুষ্টা দুকুলপ্লাবিনী তটিনীর মত সাগরসন্ধানে ছুটিয়াছে, তাহা জগতে অতীব বিরল। যাঁহারা তাঁহার পূত জীবনচরিত আলোচনা করিবেন, তাঁহারাই বোধ হয় অসঙ্কোচে স্বীকার করিয়া লইবেন, যে ঈদৃশ বিরাগী প্রেম-ভজনাবতার জগতের ইতিহাসে প্রায়শঃই দৃষ্ট হয় না। তদীয় শ্রীস্তবাবলী নামক গ্রন্থে যে সকল কবিতা দৃষ্ট হয়, তাহা ভাব-মাধুর্য্যে রসগাম্ভীর্য্যে, ভাষা-পারিপাট্যে ও আস্বাদন-প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ। যাঁহারা কেবল সাহিত্যের দিক্ দিয়াও আলোচনা করিবেন, তাঁহারাও এ বিষয়ে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইবেন না। শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলী, প্রার্থনামৃত, প্রেমাম্ভোজ-স্তবরাজ, উৎকণ্ঠাদশক, অভীষ্ট প্রার্থনাষ্টক, প্রার্থনাশ্রয় চতুর্দ্দশক, শ্রীগৌরাঙ্গ স্তব কল্পতরু প্রভৃতি স্তবসমূহ সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীমদ্দাস গোস্বামিপাদ তাঁহার নিভৃত হৃদয়কুঞ্জ হইতে বিলাপ-কুসুমচয়নপূর্ব্বক নিবিড় নয়ননীরে অভিষিক্ত করিয়া প্রীতিসূত্রে যে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মালা গ্রন্থন করিয়া তদীয় হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রীদেবী শ্রীরাধিকাচরণে অর্পণ করিয়াছেন, তাহা জগতের সাহিত্যক্ষেত্রে ছন্দে, পদলালিত্যে, প্রসাদ-গুণে ও উপমাঅলঙ্কারে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিবে, সন্দেহ নাই। এরূপ প্রগাঢ় লালসাময়ী, দৈন্যাত্মিকা প্রার্থনা, এরূপ বিরহের জ্বালাময়ী উদ্দাম-উচ্ছ্বাস,—সংস্কৃত সাহিত্যে অতীব বিরল। শ্রীব্রজবিলাস স্তবে তিনি শ্রীব্রজপরিকর হইতে আরম্ভ করিয়া তত্রস্থ তরুলতা, নদী নদ ও পর্ব্বত প্রভৃতি সকলের নিকট পরমভক্ত সাধকোচিত ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন; তাঁহার বার্দ্ধক্য, রোগ ও শোক অপনোদন পূর্ব্বক শ্রীব্রজরাজকুমার যেন তাঁহাকে তদীয় ভজনে নিযুক্ত করেন, এইজন্য আর্ত্তিপূর্ণ ভাষায় মনোরথ জ্ঞাপন করিতেছেন; কিন্তু শ্রীবিলাপ-কুসুমাঞ্জলিতে সিদ্ধ দেহাভিনিবেশ-নিবন্ধন তিনি যেন স্বীয় প্রাণেশ্বরীর জন্য "বিরহদন্দহ্যমানা" তরুণী-সেবিকার মত ব্যাকুলা—নিরীক্ষণামৃত-দানে তদীয় বিগাঢ় বিরহ-সন্তপ্ত জীবনকে শিশিরীকৃত করিতে অত্যন্ত-উৎকণ্ঠিতা। দেহজাত বিলাপ এখানে বিলোপিত। এখানে যে শোক, তাহা দেহজন্য নহে; কিন্তু প্রিয়তম বস্তু দর্শনাভাব নিবন্ধন; যাহা চলচপলার চকিত চমকের মত তাঁহার বিরহ-ঘনাবৃত হৃদয়াকাশে স্ফুরিত হইতে না হইতেই মিলাইয়া যাইতেছিল—যে বিদ্যুদ্দাম কান্তিময়ী "কাঞ্চন পিকী"—লীলাময়ী দেবী মূর্ত্তি তদীয় হৃদয়কুঞ্জে সহসা আবির্ভূত হইয়া অন্তর্হিতা হইতেছিলেন, তাঁহাকেই চিরতরে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ও বাহিরে নয়ন সম্মুখে প্রাপ্তির জন্য তিনি ব্যাকুল। ইহাই দেবদুর্লভ নিবিড় নৈরাশ্য, যাহা পাশ্চাত্য কবিরা Divine discontent বা Melancholy রূপে আখ্যা দিয়া দুঃখের চরম বিলাস দেখাইয়া সাহিত্য ভাণ্ডার রত্নে পূর্ণ করিয়াছেন। শ্রীমৎ রঘুনাথ দেখিতেছেন "শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠম্" বিরহিণীর নয়নে সকল জগৎই শূন্যময় প্রতিভাত হওয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বাভাবিক। সকল দিক্ পূর্ণ হইলেও তাঁহার পক্ষে শূন্য। সে রিক্ততা কোন প্রাকৃত দ্রব্য দ্বারাই পূর্ণ হইতে পারে না। তাই কবি বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন,—

"শূন ভেল নগরী, শূন ভেল সগরী" (সকলি)।

তিনি প্রাণেশ্বরীর সন্দর্শন বিনা এক মুহূর্ত্তও যেন জীবনধারণ করিতে পারিতেছেন না। তাই আর্ত্তিভরে প্রার্থনা করিতেছেন,—

"তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি ন জীবামি ত্বয়া বিনা
ইতি বিজ্ঞায় দেবি ত্বং নয় মাং চরণান্তিকে ॥"

অর্থাৎ হে দেবি! আমি তোমারই, অন্যের নহে। এই কথা জানিয়া আমাকে তোমার চরণসরোজে স্থান দাও।" আহা! ইহাই প্রকৃত আর্ত্তি। মানুষ ক্ষুধাতৃষ্ণায়, রোগে শোকে, শীতাতপে কাতর হয়, কিন্তু সে কাতরতা ক্ষণস্থায়ী অল্প বস্তুর জন্য কাতর হইলে অল্প বা খণ্ডিত বস্তু লাভেই শান্ত হওয়া যায়; কিন্তু যে ব্যাকুলতা জাগিলে আহার নিদ্রা ভোগসুখ অনায়াসেই ত্যাগ করিয়া রাজপুত্রও তরুতল আশ্রয় করিয়া ভিক্ষা বৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করেন, যে বিশাল ব্যাকুলতা অখণ্ড বা ভূমা বস্তু লাভ জন্য,—তাহা তৎপ্রাপ্তির পূর্ব্বে দূরীভূত হয় না। যে আর্ত্তির জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুও জীব শিক্ষা দিয়া বলিয়াছেন "হেন আর্ত্তি জগন্নাথ মোর নাহি দিলা" সেই আর্ত্তির সিন্ধু স্বয়ং বিপ্রলম্ভরসঘন শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীমদ্দাস গোস্বামী শ্রীগম্ভীরা মন্দিরে যেরূপে দেখিয়াছেন ও তদীয় "দ্বিতীয় স্বরূপ" গোস্বামী স্বরূপের মধ্য দিয়া যেরূপে শ্রীমৎরঘুনাথের মধ্যে কৃপা সঞ্চারিত হইয়াছে, সেইরূপেই তাঁহার ভজনজীবন গঠিত হইয়াছে; সেইরূপ ভাবচ্ছবিই তদীয় মানস-সরসীতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস মুক্তকণ্ঠে শ্রীগৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু স্তবে স্বীকার করিয়া অতি দৈন্য সহকারে বলেন—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"যো মাং দুস্তরগেহনির্জ্জলমহাকূপাদপারক্লমাৎ
সদ্যঃ সান্দ্রদয়াম্বুধিঃ প্রকৃতিতঃ স্বৈরীকৃপারজ্জুভিঃ।"

অর্থাৎ যিনি আমাকে গৃহরূপনির্জ্জলকূপ হইতে কৃপারজ্জুদ্বারা উদ্ধার করিয়াছেন, সেই চৈতন্যদেবকে ভজনা করি।

"মহাসম্পদ্দাবাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ
উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ যে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥"

অর্থাৎ আমি পতিত এবং কুৎসিত, এহেন আমাকে যিনি কৃপা দ্বারা মহৎসম্পৎরূপ দাবানল হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক স্বীয় স্বরূপের নিকট স্থাপন করিয়া প্রমোদিত হইয়াছেন এবং যিনি প্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়া আমার বক্ষঃস্থলে গুঞ্জাহার ও গোবর্দ্ধন শিলা দান করিয়াছেন, সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন। আবার শ্রীরাধাকুণ্ডের নিকট কাতর হইয়া জানাইতেছেন—

"হে শ্রীসরোবর সদা ত্বয়ি সা মদীশা
প্রেষ্ঠেন সার্দ্ধমিহ খেলতি কামরঙ্গৈঃ
ত্বঞ্চেৎ প্রিয়াৎপ্রিয়মতীব তয়োরিতি মাং
হা দর্শয়াশু কৃপয়া মম জীবিতং তাম্'।
'মম বিরহ হতায়া প্রাণরক্ষাং কুরুস্ব'।

অর্থাৎ হে শ্রীকুণ্ড! তোমার মধ্যে শ্রীরাধিকা তদীয় প্রিয়তমের সহিত আনন্দে ক্রীড়া করিতেছেন। তুমি যদি তাঁহাদের অতিশয় প্রিয় হও, তাহা হইলে বিরহকাতর আমার জীবন স্বরূপ তাঁহাকে দেখাইয়া প্রাণ রক্ষা কর।"

মণিমুক্তামালাবিনিন্দিত বিলাপমালায় শ্রীগ্রন্থ খানি এই প্রকার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সমলঙ্কৃতা। এই শ্রীকুণ্ড ত্যাগ করিয়া শ্রীমৎ রঘুনাথ কোথাও গমন করেন নাই। তাঁহার জীবনে ইহা দৃঢ় নিশ্চয় ছিল যে শেষ দিন অবধি শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনের কোমল ক্রোড়ে ব্রজ-জাত ফল মূল ও তক্রাদি সেবা করিয়া এই স্থানেই দেহ রক্ষা করিবেন। তাই বলেছেন ;—

"স্বকুণ্ডং তব লোলাক্ষি সপ্রিয়ায়াঃ প্রেমাস্পদম্।
অত্রৈব মম সংবাস ইহৈব মম সংস্থিতিঃ ।"

অর্থাৎ হে চঞ্চলনয়নে শ্রীরাধে! এই রাধাকুণ্ড তোমার প্রাণবল্লভ ব্রজরাজনন্দনের নিত্য বিহার স্থান। অতএব এই শ্রীকুণ্ডতীরে আমার নিত্য নিবাস ও স্থিতি হউক। পুনর্ব্বায় বলিতেছেন,—

"কৃপাঞ্চেন্নয্যেবং কিরতি ন তদা ত্বং কুরু তথা
যথা মে শ্রীকুণ্ডে সখি সকলমঙ্গং নিবসতি।"

অর্থাৎ যদি শ্রীরাধামাধব কৃপা না করেন, তবে হে রূপমঞ্জরি তুমি এরূপ কর, যেন শ্রীকুণ্ডে আমার সকল অঙ্গ বাস করে অর্থাৎ দেহত্যাগ হয়। এই বহুদিনের আশা-লতিকা শ্রীরাধারাণীর করুণামৃত-সেচনে সঞ্জীবিতা হইয়া কালে ফলবতী হইয়াছিল। অনেক কবিতার মধ্যেই শ্রীপাদের সাধক ও সিদ্ধ দেহোচিত উৎকণ্ঠা ও লালসার উদ্গম দেখা যায়। সাধক দশায় প্রার্থনা করিতে করিতে যেন অন্তর্মনে নিত্যসিদ্ধ ভাব দেহের স্ফূর্ত্তি নিবন্ধন আপনাকে শ্রীব্রজপরিকরভুক্ত জ্ঞানে সাক্ষাৎ শ্রীরাধামাধবের লীলা বিলাস মানসনয়নে সন্দর্শন করিতেছেন ও তদীয় রাগমার্গ গুরু শ্রীরূপমঞ্জরীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"তমালস্য ক্রোড়ে স্থিত-কনক-যূথিং প্রবিলসৎ
প্রসূণাং লোলালিং সখি কলয় বন্ধ্যাং চিরমিমাম্
তিরস্কর্ত্তুম্নেস্তদ্দ্যুতিমঘভিদোঽঙ্কে স্থিত চল-
দৃশাং স্বৈরাং রাধাং তড়িদতি রুচিং স্মারয়তি যা।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ হে সখি রূপমঞ্জরী! প্রসূনসমূহ-বিলসিত চঞ্চল অলিকুল-শোভিত তমাল-ক্রোড়ে কনক-যূথি দর্শন কর। যেহেতু এই স্বর্ণ যূথি নিবিড় জলদ তিরস্কারী শ্যামসুন্দরের অঙ্কস্থিতা চঞ্চল মৃগনয়না সোহাগ-স্মিতা শ্রীরাধাকে স্মরণ করাইতেছে। কিরূপ তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ও লৌল্যবাসিতহৃদয় হইয়া তিনি শ্রীযুগলকিশোরের দর্শন লাভ করিতে বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ধ্যাননিমজ্জিত যোগীর মত আস্বাদনীয়। যথা,—

"চকোরীব জ্যোৎস্নাযুতমমৃতরশ্মিং স্থিরতড়িদ্
বৃতং দিব্যাম্ভোদং নবমিব রটচ্চাতক-বধূঃ
তমালং ভৃঙ্গীবোদ্যতরুচি কদা স্বর্ণ লতিকা
শ্রিতং রাধাশ্লিষ্টং হরিমিহ দৃগেষা ভজতি মে।"

অর্থাৎ চকোরী যেমন চন্দ্রিকাযুক্ত চন্দ্রকে আলিঙ্গন করে, অচলা চপলা সম্বলিত মনোহর নবজলধরকে শব্দায়মান চাতকী যেমন আলিঙ্গন করে, সেইরূপ রাধালিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণকে কবে আমার দু'নয়ন দর্শন করিবে। পুনর্ব্বার বলিতেছেন,—

"মধুমধুরনিশায়াং জ্যোতিরুদ্ভাসিতায়াং
সিতকুসুমসুবাসা ক্লিপ্তকর্পূরভূষা।
সুবলসখমুপেতা দূতিকান্যস্তহস্তা
ক্ষণমপি মম রাধে নেত্রমানন্দয় ত্বম্॥"

অর্থাৎ হে রাধিকে! জ্যোৎস্না-পুলকিত সুমধুর বাসন্তী রজনীতে শুভ্র কুসুমতুল্য বস্ত্র ও অঙ্গে কর্পূর ভূষা লেপন করিয়া সুবল সখার অনুগামিনী ও বৃন্দাদূতীর স্কন্ধে হস্ত ন্যস্ত করিয়া জ্যোৎস্না-অভিসারকালে স্বীয় দর্শন দান দ্বারা ক্ষণকালও আমার নেত্রের আনন্দ বিধান কর। অন্য স্থানে শ্রীমদ্দাসগোস্বামী বলিতেছেন,—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"কদা শুভ্রে তস্মিন্ পুলিন বলয়ে রাসমহসা
সুবর্ণাঙ্গী-সঙ্ঘেষ্বহমহমিকা মত্তমতিষু
হরৌ যাতে নীলোৎপল নিকষতাং জিত্বরগুণা
গুণাদস্মান্ দিব্য দ্রবিণমিব রাধা মদয়তি ॥"

অর্থাৎ নির্ম্মল যমুনা-পুলিনে শ্রীরাসমণ্ডলে সকল সুবর্ণাঙ্গী গোপীগণ "আমিই সুন্দরী আর কেহই নহে" এইরূপে রাসসৌন্দর্য্যে উন্মত্তচিত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণের নীল নলিননিভ অঙ্গ নিকষ পাষাণ স্বরূপ হইয়া ছিল। অর্থাৎ স্বর্ণ পরিক্ষক যেরূপ নিকষপাষাণে সুবর্ণ পরীক্ষায় যেটী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাতেই অনুরক্ত হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ নিজ অঙ্গরূপ নিকষপাষাণ দ্বারা স্বর্ণাঙ্গী গোপীগণকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীরাধিকার উৎকর্ষ হেতু আকৃষ্ট হইয়াছেন, সেই ব্রজরমণী-মুকুট-মণি শ্রীরাধা কবে আমাকে আনন্দিত করিবেন।" এস্থলে কি শব্দালঙ্কার, কি পদলালিত্য, কি ভাব-মাধুর্য্য সকল দিক্ দিয়াই কবিত্বের শ্রেষ্ঠ গুণাবলী প্রকটিত হইয়াছে। ইহাতে এত বিরহ-বেদনা, এত ভাবাতিশয্য, যে ভাষা স্থানে স্থানে যেন তাহা বহন করিতে অসমর্থ। যথা—

"উদ্দাম-নর্ম্ম-রসকেলি-বিনির্ম্মিতাঙ্গং
রাধামুকুন্দ-যুগলং ললিতাবিশাখে
গৌরাঙ্গচন্দ্রমিহরূপযুগং ন পশ্যন্
হা বেদনা কতিসহে স্ফুট রে ললাট ।" ৯

অর্থাৎ শ্রীরাধামাধব, ললিতা, বিশাখা, গৌরাঙ্গ চন্দ্র ও রূপ সনাতনকে না দেখিয়া আর কত বেদনা সহ্য করিব, ইত্যাদি। ইহা সাধক দশোচিত প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা। তাহার পরক্ষণেই অন্তর্মনে লীলা-বিশেষ অনুভব করিয়া শ্রীরূপমঞ্জরীকে বলিতেছেন,—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"রচয়তি হরিরারাদ্দৃগ্বিভঙ্গেন নদ্যাং
রবিরিব কমলিন্যা পুষ্পকান্তি করেণ।"

অর্থাৎ সূর্য্য যেমন কিরণ দ্বারা কমলিনীর কান্তি প্রকাশ করেন, সেই-রূপ শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতে নয়ন ভঙ্গী দ্বারা শ্রীরাধার বদনকমলে মৃদুহাস্য বিকশিত করিতেছেন।

পুনশ্চ— "উপগিরি গিরিধাতুঃ সুস্মিতে বক্ত্রবিম্বে
ভ্রমতি নিভৃত রাধা নেত্রভঙ্গী-চ্ছলেন
অতি তৃষিত চকোরী লালসেবাম্বুদস্তো-
পরি শশিনি সুধাঢ্যে মধ্য আকাশদেশম্।"

অর্থাৎ "হে রূপমঞ্জরি! যেমন আকাশে মেঘের উপর সুধাপূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলে অতি তৃষাতুর চকোরীর লালসা ধাবিত হয়, সেইরূপ শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরি-সমীপে শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর হাস্যসুধাপূর্ণ বদনচন্দ্রবিম্বে প্রচ্ছন্নভাবে শ্রীরাধা চকোরী নেত্রভঙ্গিমাচ্ছলে ভ্রমণ করিতেছেন।" এইরূপ ভাব ও ভাষায় শ্রীস্তবাবলী গ্রন্থখানি পূর্ণ। বাহুল্য ভয়ে গ্রন্থ-খানির অন্যান্য স্থান উদ্ধৃত হইল না। তদীয় "মুক্তা চরিত্র" নামে যে শ্রীগ্রন্থ আছেন, তাহাতেও শ্রীরাধামাধবের সাক্ষাৎ লীলাবিলাস বর্ণিত আছেন। যখন যে লীলা শ্রীপাদ ভাবনেত্রে সন্দর্শন করিয়াছেন, তাহাই অনুপ্রাণনাবশতঃ উহাতে লিপিবদ্ধ আছেন। শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামী বাহ্য-দেহানুসন্ধানশূন্য হইয়া কিরূপ ভাবে ব্রজলীলা রসসিন্ধুতে মগ্ন থাকিতেন ও ব্রজরস বর্ণনে তিনি কিরূপ সিদ্ধহস্ত, তাহা দেখাইবার জন্য কয়েক স্থান হইতে অতি অল্পসংখ্যক কবিতা উদ্ধৃত হইল। ব্রজরসের উপাসনা কেবল রাগানুগা ভক্তি দ্বারা সম্পাদিত হয়। সেই জন্য রাগানুগামার্গী সাধককে কি পরিমাণে দেহ-গেহ বিস্মৃত হইয়া আপনার স্বরূপোন্মেষের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিরন্তর একান্তমনে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীবৃন্দাবনে আলিবেষ্টিত শ্রীরাধামাধবের ও অনুগম্যমানা সখীর কথা রত হইয়া লীলা স্মরণ করিতে হইবে, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অনেকের ধারণা যে রাগমার্গে বিধিমার্গের ন্যায় শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তির অঙ্গানুষ্ঠান করিতে হয় না। কিন্তু গোস্বামিপাদগণের মত তাহা নহে। যদিও রাগোৎপত্তির কারণ হইতেছে,—কেবলই ব্রজভাবে লোভ বা রুচি; কিন্তু তাহা হইলেও শাস্ত্রাদির অপেক্ষা আছে। কারণ যে প্রকার ব্রজবাসিগণের রাগের আতিশয্য দেখা যায়, তাহারই অনুসরণ করিতে হইবে। বিধিমার্গে ও রাগমার্গে প্রভেদ এই যে, যে শ্রবণকীর্ত্তনাদি বৈধী ভক্তিতে. শাস্ত্রশাসন-ভয়ে অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাই রাগ-মার্গে রাগপ্রেরিত হইয়া অনুষ্ঠেয়। রাগ,—মনোধর্ম্ম বলিয়া রাগমার্গে স্মরণের প্রাধান্য হইলেও উহা যুগধর্ম্ম শ্রীনামকীর্ত্তনাধীন।

যে শ্রীমদ্দাস গোস্বামী এই আনন্দ-লীলা-নিকেতনে শ্রীযুগলকিশোরের লীলামাধুর্য্যে অবগাহন করিতেছেন, তিনিই কিন্তু সাধক দশায় পরম নিষ্ঠাবান ভক্ত; ভজনের নিয়মাবলীর কিছুমাত্র ত্রুটী বা পরিবর্ত্তন নাই। তাই শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী বলেন,—

"রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা।"

যিনি কুসুমকোমলা প্রেমভক্তির নির্ঝরিণী, তিনিই আবার ভজন বিষয়ে সুমেরুবৎ সুকঠোর। এইরূপে তাঁহার জীবন রাগানুগা ভক্তি সাধকের সর্ব্বথা আদর্শ ও অনুকরণীয় হইয়াছে। শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর স্বরূপালোচনা করিতে গেলে দেখা যায়, যিনি শ্রীব্রজলীলায় রতিমঞ্জরী তিনিই শ্রীগৌর লীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-সহায়, অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে শ্রীমৎ রঘুনাথ। সুতরাং সেদিক্ দিয়া দেখিলে তাঁহার পক্ষে ঈদৃশ বিলাস-বৈভব আহার নিদ্রা ত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকুণ্ডে কেবলই 'কিশোরী-ভজন, কিশোরী-পূজন' আশ্চর্য্যজনক নহে। তদীয় স্বামিনী-প্রীতি,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীরাধানিষ্ঠা জগতে অতীব মধুর ও সুদুর্লভ। তাঁহার তুলনা তিনিই। তদীয় গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে তিনি বোধ হয় 'সখী-স্নেহাধিকা' শ্রেণী ভুক্তা হইবেন। নিত্য লীলায় তাঁহার যে একটী বিশেষ স্থান আছে, তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। অন্য যে কেহ সখীস্নেহাধিকা হইবেন তাঁহাকে শ্রীরতীমঞ্জুরীর আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার ঈদৃশ জীবন দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর, জগতে রাগানুগা ভক্তি সাধনের স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন। এইরূপ বৈরাগ্যপূতা প্রেমভক্তি আপনি আচরণ করিয়া যিনি চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, সেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্যদ, সকল দেশে সকল কালে শ্রদ্ধার পাত্র। ঈদৃশ মহাপুরুষ যে দেশে ও যে কালে আবির্ভূত হন, কেবল তদানীন্তন সেই দেশ ও কাল যে তদীয় শিক্ষা ও জীবন দ্বারা গৌরবান্বিত হয়, তাহা নহে; তাঁহার সমুদ্রকোটী-গভীর জীবন-মাহাত্ম্য ও ভজন-পারিপাট্য সুদূর ভবিষ্যতে মানবসমাজকে আশার আলোকে প্রদীপ্ত করিয়া ভজন মার্গে উন্নীত করে।

শ্রীকিশোরীকুণ্ডতীরস্থ তদীয় ভজনকুটীরে যদিও আর কেহ তাঁহার নয়ন-নীহারসিক্ত, বিরহতাপতপ্ত পরিম্লদিত বদনকমল দর্শন করিতে বা বীণাবিনিন্দিত করুণ কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিতে পাইবে না,—যে বিরহানল তদীয় হৃদয়ে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল, যদিও তাহা মিলনোচ্ছ্বাসে চির নির্ব্বাপিত হইয়াছে, যদিও তাহার বিরহ-বিলাপ-আর্ত্তি চিরতরে মিলনানন্দে বিলীন হইয়াছে, কারণ শ্রীমদ্দাস গোস্বামী নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার কৃপা ও ভাবপ্রেরিত বাক্যসমূহ শ্রীগ্রন্থাকারে অশেষ কল্যাণ-বিধানার্থ জগতে বিদ্যমান আছেন। শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে গ্রন্থ-সঙ্গ দ্বারাও অনেক উপকার আশা করা যায়। তদীয় সমাধি মন্দিরে এখনও ভক্তগণ ভক্তি-অশ্রু-অর্ঘ্য প্রদান করেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীরাধাকুণ্ডতটাশ্রয়ী, বিরতসকলকর্ম্মা, সেই রাগভজনবীর—সেই রাজপুত্র-ভিখারীর চরণে কোটি কোটি নমস্কার। হিমালয়ের শিখরের মত যাঁহার জীবন উচ্চাদর্শে গঠিত, সেই অত্যুচ্চ প্রদেশে জীবের গমনোপায় নাই; কিন্তু নিম্ন হইতে বিস্ময়বিহ্বল হইয়া সসম্ভ্রমে তদীয় শ্রীচরণারবিন্দে ভক্তিঅশ্রুধৌত ভাবকুসুমাঞ্জলি অর্পণ করা যাইতে পারে। তিনি আমাদের দুর্গম রাগ-ভজন-পথে কৃপালোক বর্ষণ করিয়া প্রকৃত পথ-প্রদর্শকরূপে সহায় হউন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে একান্ত প্রার্থনা ও অভিলাষ।

শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর শ্রীরাধানিষ্ঠা।

আমরা শ্রীমদ্দাস গোস্বামিচরণের অপার করুণায় প্রথম প্রবন্ধে তদীয় কথামৃত আলোচনা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। তিনি কলি-যুগপাবনাবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অসীম কৃপার কিরূপ পাত্র, শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর মধ্য দিয়া কি রূপে সেই কৃপাটী অভিব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। তদীয় রাগভজন পরিপাটী, পাষাণবৎ তাঁহার ভজন-কঠোরতা ও অপরপক্ষে কুসুমের মত তাঁহার কোমলা প্রেমভক্তির আচরণ, শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাগবতগণের অবিদিত নহে! তথাপি তদীয় অলৌকিক পরম পবিত্র শ্রীচরিতামৃত আস্বাদনে মাদৃশ অধম জীবের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়, সেই জন্য বার বার তাহার আলোচনা আবশ্যক।

তাই ভক্তিরত্নাকরে কথিত আছে,—

'অতি ক্ষীণ শরীর দুর্ব্বল ক্ষণে ক্ষণে,
করয়ে ভক্ষণ কিছু দুই চারি দিনে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বস্তুপিও শুষ্ক দেহ বাতাসে হালয়,
তথাপি নির্ব্বন্ধ ক্রিয়া সব সমাধয়।
প্রভুদত্ত গোবর্দ্ধন শিলা গুঞ্জাহারে
সেবে কি অদ্ভুত সুখে, আপনা পাসরে।
দিবা নিশি না জানয়ে শ্রীনাম গ্রহণে
নেত্রে নিদ্রা নাই, অশ্রুধারা দুনয়নে। ইত্যাদি

বাহিরে তাঁহার অবধূত আকৃতি, কিন্তু হৃদয় প্রেম-ভক্তির মন্দাকিনী-নীরে সরস সুন্দর ও সুশীতল,—জলপূর্ণ মহাসরোবর শৈবাল দ্বারা আবৃত হইয়া যেরূপ লোক-লোচনে প্রতিভাত হইয়া থাকে এই উদাহরণটীও তদ্রূপ হইতে পারে। যিনি স্বয়ং শ্রীল গৌর সুন্দরের পার্ষদ এবং যিনি স্বচক্ষে নীলাচলে তাঁহার দিব্য শ্রীরাধাভাবাঢ্য লীলা মাধুর্য্য সন্দর্শন করিবার অসীম সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, সাধনার আবশ্যকতা না থাকিলেও শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেব তাঁহার মধ্যে রাগমার্গের ভজন-পরিপাটী মূর্ত্তিমতী করিয়া জগতের সম্মুখে দেখাইবার জন্যই যেন শ্রীরাধাকুণ্ড-তটে তাঁহার সর্ব্বথা সর্ব্বত্যাগময় ভজনের জীবন গঠন ক রয়াছেন। তাঁহার অলৌকিকী শ্রীরাধানিষ্ঠা তদীয় ভজনের একটি বৈশিষ্ট্য। যদিও শ্রীমন্ মহাপ্রভুই গুঞ্জামালা কৃপাদানচ্ছলে তাঁহাকে শ্রীরাধার শ্রীচরণ কমলে সেবিকা রূপে সমর্পণ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীপাদরূপ গোস্বামিমহোদয়ের দ্বারাই যে তাঁহার রাগভজনের বিশেষ শিক্ষা লাভ হইয়াছিল, তাহা আমরা তদীয় শ্রীমুখোক্তি হইতেই জানিতে পারি যথা :—

শ্রীস্তবাবলীর অভীষ্টসূচনে,

যদযত্নতঃ শমদমাত্মবিবেকযোগৈ-
রধ্যাত্মলগ্নমবিকারমভূন্মনো মে
রূপস্য তৎ স্মিতসুধং সদয়াবলোক-
মাসদ্য মাদ্যতি হরেশ্চরিতৈরিদানীম্।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ যে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর যত্নে আমার মন শম, দম, আত্ম-অনাত্ম-বিচার ও ধ্যান দ্বারা বিকাররহিত হইয়া ভগবততত্ত্বে বিনিযুক্ত হইয়াছিল, সেই মন তাঁহারই স্মিতসুধাপূর্ণ করুণা-দৃষ্টি লাভ করিয়া এখন শ্রীহরির লীলারসে মগ্ন হইতেছে। প্রথমে সাধকরূপে শ্রীপাদ রঘুনাথের হৃদয় কিরূপে সুদৃঢ় ভাবে শ্রীভগবানে সংলগ্ন হইয়াছিল ও তৎপর সেই রাগ-দ্বেষ-কষায়-শূন্য, স্ফটিকমণির মত উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ হৃদয়ে সিদ্ধদেহাভিনিবেশ ক্রমশঃ প্রগাঢ় হইয়া শ্রীযুগলকিশোরের অসীম মধুময়ী লীলা স্ফুরিত হইয়া ছিলেন, এস্থলে তাহাই সবিশেষ দ্রষ্টব্য। ইহা তাঁহার 'ইদানীং' এই স্বকীয় উক্তি হইতেই প্রকাশিত হইতেছে। ইহাই সাধন ক্রম-পরিপাটী। যতক্ষণ চিত্ত বাসনা-কলুষিত ও রাগ-দ্বেষ-দুষ্ট হইয়া থাকে, ততক্ষণ তাহাতে অপ্রাকৃত শ্রীভগবল্লীলা স্ফুরণ একেবারেই অসম্ভব। স্ফটিকমণির মত সুনির্ম্মল হৃদয়েই অকলঙ্ক ব্রজ-রাগচন্দ্র প্রতিবিম্বিত ও লীলা-বৈচিত্রী প্রকাশিত হন। তাই শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তদীয় ভক্তি-সন্দর্ভের শেষের দিকে রাগানুগা ভক্তি আলোচনা প্রসঙ্গে এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—"যস্য পূর্ব্বোক্তরাগ-বিশেষে রুচিরেব জাতাস্তি, ন তু রাগবিশেষ এব স্বয়ং তস্য তাদৃশ রাগসুধাকর-করাভাস-সমুল্লাসিত হৃদয়-স্ফটিকমণেঃ শাস্ত্রাদি-শ্রুতাসু তাদৃশ্যা রাগাত্মিকায়া ভক্তেঃ পরিপাটীম্বপি রুচির্জায়তে। ততস্তদীয়ং রাগং রুচ্যানুগচ্ছন্তী সা রাগানুগা তস্যৈব প্রবর্ত্ততে। অর্থাৎ যাহার পূর্ব্বোক্ত রাগবিশেষে রুচি উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু স্বয়ং রাগ-বিশেষ লাভ হয় নাই, রাগচন্দ্রের কিরণ দ্বারা প্রোদ্দীপ্ত সেইরূপ স্ফটিক-স্বচ্ছ হৃদয়বান্ জীবেরই শাস্ত্রাদি-শ্রবণে রাগাত্মিকাভক্তির পরিপাটীতেও রুচি জন্মিয়া থাকে। সেই রাগানুগামিনী রুচির অনুগমন করিয়া যে ভক্তি প্রবর্ত্তিতা হইয়া থাকেন, তাহাকেই রাগানুগা ভক্তি বলা হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাধক যতই সাধনার সমুন্নতস্তরে উন্নীত হন, ততই তাঁহার দেহ গেহ বিস্মরণ ঘটিয়া থাকে ও স্বরূপ উন্মেষিত হয় ও তিনি লীলারসাস্বাদনে মগ্ন হন। শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় অনুরাগী ভক্তের কৃপাবিশিষ্ট জীবের হৃদয়ে রাগচন্দ্রিকা প্রকাশিত হন; কিন্তু অনাদি ভগবদ্বহির্মুখ মায়া-কবলিত সাধারণ মানুষের উহা লাভ একপ্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্রজবাসীগণে যে নিত্য সিদ্ধ নির্ম্মল নিরুপাধি রাগ বর্ত্তমান আছেন, তাহার প্রসঙ্গ শুনিবা মাত্রই তৎপ্রাপ্তি নিমিত্ত লোভই রাগোদয়ের কারণ—ইহাতে শাস্ত্র বা যুক্তির অপেক্ষা নাই, কারণ লোভোদয় হইলে কেহ কহনও আপনার যোগ্যতা অযোগ্যতার কথা বিবেচনা করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হয় না কিম্বা কেবল শাস্ত্র দৃষ্টে লোভ হয় না। তাদৃশ লোভই বা কয়জন ভাগ্যবান জীবের লব্ধ হইয়া থাকে তাহাও বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। যে ব্যক্তি কোন বস্তু লাভ করিতে প্রকৃত লোভী হইয়া থাকে, তাহাকে তৎপ্রাপ্তির জন্য উন্মত্তের ন্যায় দেহ গেহ বিস্মৃত হইয়া অনুসন্ধান করিতে দেখা যায় ও তল্লাভের পূর্ব্বে শান্ত হইতে শুনা যায় না। ইহাই প্রকৃত লোভ, কিন্তু যাহা ক্ষণ-প্রভার স্ফুরণের মত হৃদয়ে উদিত হইয়া পরক্ষণেই অন্য বস্তু লাভের জন্য চিত্ত বিক্ষেপ আনয়ন করে তাহা কখনই প্রকৃত লোভসঞ্জ্ঞায় অভিহিত হইতে পারে না। শাস্ত্রাদির অপেক্ষা না থাকিলেও শাস্ত্রে যেরূপ ব্রজবাসীগণের রাগাতিশয্য শ্রবণ করা যায়, তাহারই অনুবর্ত্তন করিতে হইবে কারণ যাহার নিকট যে বস্তুর সন্ধান লাভ সুলভ হয়, তাহারই নিকট লোভী ব্যক্তির গমন যুক্তিযুক্ত। শাস্ত্রই সে সন্ধান প্রদান করেন, সেই জন্য শাস্ত্র উপেক্ষণীয় নহে। তবে বৈধী ও রাগ মার্গে প্রভেদ এই যে এখানে শাস্ত্র শাসন ভয়ে ভক্তির প্রবর্ত্তন হইতেছে না কিন্তু ব্রজবাসীগণের ভাব মাধুর্য্য লোভই ভক্তি প্রবৃত্তির কারণ। তাহা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইলে দেখা গেল যে কিরূপ বিশুদ্ধচিত্ত শ্রীভগবদ্ভক্তজনের প্রাক্তন বা আধুনিক কৃপা সৌভাগ্য বিশিষ্ট জীবের রাগমার্গে উপাসনা সম্ভব। সেই জন্য ভজনের ক্রমপরিপাটীও শ্রীবৈষ্ণব শাস্ত্রে এইরূপ দৃষ্ট হয়, যথা—শ্রীনাম কীর্ত্তন দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে শ্রীরূপের স্ফুরণ হওয়া স্বাভাবিক—তাহার পরে শ্রীভগবানের অলৌকিক রূপ মাধুর্য্যে চিত্ত মগ্ন হইলে শ্রীগুণের স্ফুরণ অধিকতর রূপে হইয়া থাকে ও সর্ব্বশেষে সপরিকর নামরূপগুণ স্ফুরণ হইলে শ্রীভগবল্লীলাস্ফুর্ত্তি সুষ্ঠু ভাবেই হইয়া থাকে। ইহাই শ্রীপাদ গোস্বামিমহোদয়গণের অনুমোদিত ভজন-পন্থা। শ্রীমদ্দাস গোস্বামি পাদের পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটী হইতে এই বিষয়টি বিশেষরূপে সমর্থিত হইতেছে।

শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলির প্রারম্ভেও তিনি বলেন—

> বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধং।
> কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখ-দুঃখী সনাতনং তংপ্রভুমাশ্রয়ামি।

অর্থাৎ আমার অভিলাস না থাকিলেও যিনি জ্ঞানান্ধ আমাকে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়া ছিলেন, সেই পরদুঃখ কাতর ও দয়ারসাগর প্রভু সনাতনকে আমি আশ্রয় করি। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে প্রথমে তিনি বৈরাগ্য ভক্তিরস পান করিয়া ছিলেন, পরে শ্রীরাধা-মাধবের অপ্রাকৃত লীলারসে মগ্ন হইয়াছিলেন। ইহা যদিও শ্রীপাদের দৈন্যোক্তি কিন্তু ইহার মধ্যে জীবের শিক্ষার বিষয় অনেক আছে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, যে শ্রীমদ্দাস গোস্বামী শ্রীগৌরপার্ষদ ও শ্রীব্রজ লীলায় রতিমঞ্জরী, সেই জন্য তাঁহার জীবনে ঈদৃশ সাধনের ক্রম বিকাশের প্রয়োজন ছিল না তথাপি জীবশিক্ষার জন্যই তাঁহার এইরূপ সাধক ভাবে ভজন পরিপাটী। এইরূপে তিনি সকল দিক্ দিয়াই রাগমার্গীয় সাধকের আদর্শ স্থানীয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এখন তাঁহার শ্রীরাধিকাচরণে যেএকান্ত নির্ভরতা—পরানিষ্ঠা তাহাই সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে। শ্রীরাধিকাষ্টক, প্রেমপূরাভিধস্তোত্র. বিলাপকুসুমাঞ্জলি, শ্রীরাধিকাষ্টোত্তরশতনাম স্তোত্র, প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য-স্তবরাজ, নবাষ্টক, শ্রীবিশাখানন্দদস্তোত্র, উৎকণ্ঠাদশক, অভীষ্ট-প্রার্থনাষ্টক প্রভৃতি স্তবসমূহ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

শ্রীবিলাসকুসুমাঞ্জলিতে শ্রীমতী রতিমঞ্জরীর স্বামিনী-বিরহ-বিষাদ-মলিন মুখচ্ছবি দর্শন করিয়া এবং কুকুরীর কাতর বিলাপধ্বনি-বিনিন্দিত করুণ আর্ত্তি শ্রবণ করিয়া পশু পাখী তরু-লতা-বিতানও অশ্রু সম্বরণ করিতে সমর্থ হয় না।

সেখানে তিনি দীনা, ক্ষীণা, শ্রীরাধা বিরহ-লীনা ; সে বিরহ-বিলাপ-উচ্ছাস, আগ্নেয় গিরির জ্বাল-মালা সদৃশ সন্তাপদায়ক। তিনি স্বীয় প্রাণেশ্বরীর দর্শন-লালসায় তৎকুণ্ডতীরে পতিতা হইয়া প্রগাঢ় অর্ত্তিভরে আকুল হইয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বিনাইয়া বিনাইয়া রোদন করিতেছেন। তিনি যেন স্বীয় বিরহ-বিধুর জীবন-ভার বহন করিতে একান্ত অসমর্থা, একা-কিনী অনাথিনীর মত নিজ দুঃখ নিলয়ে রোদনশীলা। যদবধি শ্রীবৃন্দা-বনে শ্রীরূপমঞ্জরী কৃপা করিয়া রাগমার্গে পরিচর্য্যাদি শিক্ষাদান দিয়া তাঁহার নেত্র উন্মীলন করিয়াছেন, তদবধি তাঁহার হৃদয়ে শ্রীরাধিকার শ্রীচরণকমললাক্ষারস দর্শনাভিলাষ জাগিয়াছে। সেই অলক্তকরসই তদীয় বিরহ সন্তপ্ত জীবনের একমাত্র মহৌষধি। তাই কাতর হইয়া প্রার্থনা করিয়াছেন—

দেবি দুঃখকুলসাগরোদরে দূয়মানমতিদুর্গতং জনং।
ত্বৎকৃপা-প্রবল-নৌকয়াদ্ভুতং প্রাপয় স্বপদপঙ্কজালয়ং।
ত্বদলোকন-কালাহিদংশৈরেব মৃতং জনং।
ত্বৎপাদাব্জমিলল্লাক্ষাভেষজৈর্দেবি জীবয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ হে দেবি, বিরাট্ দুঃখ সাগরে পতিত হইয়া অতিশয় সন্তপ্ত ও দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছি, অতএব তুমি আমাকে স্বীয় কৃপারূপ নৌকা দ্বারা অপূর্ব্ব নিজ চরণ সরোজ প্রাপ্ত করাও। আমি তোমার অদর্শনরূপ কালসর্প দংশনে মৃত প্রায় হইয়াছি—তোমার চরণ কমলের অলক্তকরস দ্বারা আমায় জীবিত কর। এইরূপে শ্রীরাধিকার অদর্শনে বিরহ বিধুরা হইয়া যেন নিত্য ক্ষণে ক্ষণে দাবানলে তাঁহার পরিশুষ্ক ক্ষীণ তনুবল্লরী দংদহ্যমানা হইতেছিল। তাঁহার শ্রীরাধিকাচরণ-স্মরণ ভিন্ন অন্য শরণ নাই। শয়নে স্বপনে সুষুপ্তি ও জাগরনে সকল অবস্থাতেই তাঁহার চিত্ত শ্রীরাধিকায় একতানতা লাভ করিয়াছে—তদীয় তনুমন প্রাণ তাঁহাতেই সমর্পিত। সেই জন্য বলিতেছেন—

তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি ন জীবামি ত্বয়া বিনা।
ইতি বিজ্ঞায় দেবি ত্বং নয় মাং চরণান্তিকে।

তিনি শ্রীরাধিকার সখীত্বপদও অভিলাষ করেন না। কেবল সকল বিস্মৃত হইয়া তাঁহার চরণ কমলের প্রেমসেবাধিকার চাহেন। কত আশা করিয়া তিনি শ্রীরাধাকুণ্ড আশ্রয় করিয়াছেন—কতদিন কত মাস কত বৎসর গত হইল তদীয় প্রাণেশ্বরীর দর্শন-সৌভাগ্যে বঞ্চিত আছেন। তবে আর এ বিরহ-দুঃখ-দাবানল-দগ্ধ জীবনে প্রয়োজন কি? ব্রজ-বাসেই বা কি হইবে? শ্রীকৃষ্ণ লাভ করিয়াই বা কি ফল? যথা—

'ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রণৈর্ব্রজেনবা বরোরু বকারিণাপি;

এই স্থানেই শ্রীরাধানিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা। তদীয় সিদ্ধদেহাভিমান এতাদৃশ প্রগাঢ় যে শ্রীরাধিকাযূথের মঞ্জরী আবেশ সময় তাঁহার প্রিয় সেবক দাস ব্রজবাসী সখীস্থলী হইতে নবপলাশপত্র আনয়ন করিয়া তাহাতে তক্র (ঘোল) প্রদান করিলে শ্রীমদ্দাস গোস্বামি চরণ জিজ্ঞাসা করিলেন 'কোথা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইতে এই নব পত্র প্রাপ্ত হইলে ? তদুত্তরে শ্রীব্রজবাসী বলিলেন যে উহা তিনি গোচারণ করিতে গমন করিয়া সখীস্থলী বা (চন্দ্রাবলীর গ্রাম) হইতে আনিয়াছেন। ইহা শুনিয়া ক্রোধে তিনি তৎক্ষণাৎ তক্রসহ পত্র ফেলিয়া দিলেন ও উক্ত গ্রামে কখনও আর গমন করিতে ব্রজবাসীকে নিষেধ করিলেন। ইহা দ্বারা সাধক-দেহেতে সিদ্ধ ক্রিয়া স্পষ্টই বুঝা যায়। যাহা হোক, শ্রীরাধার প্রসাদ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি বিশেষতঃ উজ্জ্বলরসাস্বাদন দুর্ঘট, সেই জন্য শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—

'অনারাধ্য রাধাপদাম্ভোজরেণুম্
অনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কাম্ !
অসম্ভাষ্য তদ্ভাবগম্ভীর-চিত্তান্
কথং শ্যামসিন্ধোরসস্যাবগাহঃ ?

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রীরাধার চরণ রেণু আরাধনা করেন নাই, শ্রীরাধা-চরণাঙ্কিত শ্রীবৃন্দাবন আশ্রয় করে নাই ও নতশিরে প্রিয়বাক্যে শ্রীরাধা-ভাবে-বিভাবিত গভীর চিত্ত জনগণের সম্ভাষণ করে নাই, সে ব্যক্তি উজ্জ্বল (শৃঙ্গার) রস-সমুদ্রের জলে কি রূপে অবগাহন করিবে ?

স্ত্রু শ্রীবিশাখানন্দদস্তোত্রেও বলেন :—

ভজামি রাধামরবিন্দনেত্রাং
স্মরামি রাধাং মধুরস্মিতাস্যাম্
বদামি রাধাং করুণাভরার্দ্রাং
ততো মমান্যাস্তি গতির্ন কাপি।

দৈন্যের খনি শ্রীমদ্দাস গোস্বামী প্রাণেশ্বরীর দাস্যলাভে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া কাকুভরে শ্রীপ্রেমাম্ভোজরাজে বলেন—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ত্বাং নত্বা যাচতে ধৃত্বা তৃণং দন্তৈরয়ং জনঃ।
স্বদাস্যামৃতসেকেন জীবয়ামুং সুদুঃখিতং ॥
ন মুঞ্চেচ্ছরণায়াতমপি দুষ্টং দয়াময়ঃ।
অতো গান্ধর্ব্বিকে হাহা মুঞ্চৈনং নৈব তাদৃশম্ ॥

অর্থাৎ হে গান্ধর্ব্বিকে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি যে এই অতি দুঃখিত জনকে তোমার স্বীয় দাস্যামৃত-সেচন করিয়া জীবিত কর। দয়াময় ব্যক্তিমাত্রই শরণাগত দুষ্টজনকেও পরিত্যাগ করেন না। অতএব হে করুণাময়ি, তুমি তাদৃশ এই জনকে ত্যাগ করিওনা।

অভীষ্টসূচনস্তোত্রে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন না করিয়াও শ্রীমৎ রঘুনাথ এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, যথা—

নিভৃত বিপিন লীলাঃ কৃষ্ণবক্ত্রং সদক্ষা
প্রপিবথ মৃগকন্যাঃ যূয়মেবাতিধন্যাঃ।
ক্ষণমপি ন বিলোকে সারমেয়ী ব্রজস্থা
প্যুদরভরণবৃত্ত্যা বংভ্রমন্তী হতাহম্।

অর্থাৎ হে মৃগকন্যাগণ, তোমরা ধন্যা, যে হেতু নির্জ্জন বনভূমিতে বিচরণ করিয়া সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণানন-চন্দ্র-সুধা নয়ন-চষক দিয়া পান করিতেছ কিন্তু কুক্কুরী স্বরূপা আমি শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়াও ঐ মুখ কমল দর্শন করিতে পারিতেছি না; উদর ভরণ লইয়াই ব্যস্ত আছি।"

আবার বলিতেছেন—

রাধেতি নাম নব সুন্দর সীধু-মুগ্ধম্
কৃষ্ণেতি নাম মধুরাদ্ভুত গাঢ় দুগ্ধম্
সর্ব্বক্ষণং সুরভি-রাগ-হিমেন রম্যং
কৃত্বা তদেব পিব মে রসনে ক্ষুধার্ত্তে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ শ্রীরাধা নাম অভিনব মনোহর অমৃতের ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণ নাম মধুর অদ্ভুত ঘন দুগ্ধের মত অতিশয় স্বাদু, হে ক্ষুধাতুর রসনে, তুমি এই দুই বস্তু সুগন্ধি অনুরাগরূপ হিম দ্বারা উহাকে রমণীয় করিয়া সর্ব্বদা পান কর। আবার তিনি শ্রীরূপ গোস্বামিচরণের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন—

বসতো গিরিবর-কুঞ্জে
লপতঃ শ্রীরাধিকেꣳহনুকৃষ্ণেতি।
ধয়তো ব্রজ-দধি-তক্রং
নাথ সদা মে দিনানি গচ্ছন্তু।

শ্রীরাধিকার আনুগত্য ভিন্ন শ্রীমৎরঘুনাথ শ্রীকৃষ্ণকেও পৃথকরূপে লাভ করিতে অভিলাষ করেন না। তাই স্বনিয়মদশকে বলেন—

"গতোন্মাদৈ রাধা স্ফুরতি হরিণা শ্লিষ্ট-হৃদয়া
স্ফুটং দ্বারাবত্যামিতি যদি শৃণোমি শ্রুতিপটে।
তদাহং তত্রৈবোদ্ধতমতি পতামি ব্রজপুরাৎ
সমুড্ডীয় স্বান্তাধিকগতি খগেন্দ্রাদপি জবাৎ।

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অনুমতি করিলেও তিনি শ্রীরাধা-মাধব লীলা-নিকেতন শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিবেন না—এমন কি শ্রীকৃষ্ণই যদি দ্বারকায় বিহার করেন তবুও তিনি সে স্থানে গমন কবিতে অভিলাষী নহেন কিন্তু উন্মাদ বশতঃ শ্রীরাধা যদি দ্বারকায় গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণালিঙ্গিতা হইয়া শোভিতা হয়েন, তাহা হইলে শ্রীমৎ রঘুনাথ মনোধিক দ্রুতগামী খগরাজ হইতেও সবেগে ব্রজপুর হইতে উড্ডীয়মান হইয়া উৎকণ্ঠা সহকারে দ্বারকায় গমন করিবেন। ইহার মধ্যেই রাগ মার্গের নিগূঢ় তত্ত্ব রহিয়াছে। অনেকে হয়ত এরূপ উক্তিতে আশ্চর্য্য হইয়া বলিতে পারেন যে শ্রীরাধা ব্যতীত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীকৃষ্ণ লাভ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ হওয়া অশ্রুতচর। কিন্তু গভীর ভাবে প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে ইহার মধ্যে বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি নাই ও ইহা সার সিদ্ধান্ত সম্মত। রাগমার্গের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, ব্রজগোপীর আনুগত্য নিবন্ধন এই ভজনে স্বসুখতাৎপর্য্যানুসন্ধান নাই, কিন্তু কেবলই প্রিয়ানুকুল্যে সেবা আছে। যিনি যে সখী বা মঞ্জরীর অনুগত হইবেন, তিনি তাঁহারই সর্ব্বথা সর্ব্বদা আদেশানুবর্ত্তিনী হইয়া শ্রীরাধা মাধবের মানসী সেবারত হইবেন। বিশেষতঃ প্রেম বিনা শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় না. সেই প্রেম কিন্তু শ্রীভগবানের প্রিয় পার্ষদবৃন্দে নিত্য অবস্থান করেন ও মন্দাকিনী ধারার মত জগতে ভক্ত হৃদয়ে সঞ্চারিত হন। সকল ভক্তগণ মুকুটমণি শ্রীবৃষভানুনন্দিনী অখণ্ড প্রেম রসের আশ্রয়। সেইজন্য শ্রীউজ্জ্বল নীলমণিতে তিনি "মহাভাব স্বরূপেয়াং গুণৈরতি বরীয়সী' বলিয়া কথিত হইয়াছেন ও পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকারও বলেন 'ভক্তগণে প্রেম দিতে হ্লাদিনী কারণ"। ইহা হইতে সুচারুরূপেই প্রতিপন্ন হইল যে শ্রীরাধার কৃপা ভিন্ন বা হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা অনুগৃহীত না হইলে প্রেম লাভ অসম্ভব। আরও এক কথা। শ্রীরাধা বিরহিত শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তিতে আস্বাদনের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য প্রকাশ পায় না।

প্রেমানুরূপই রসাস্বাদ হইয়া থাকে। সেইজন্য সাধারণ ভক্তগত প্রেমের জাতি ও পরিমাণের ন্যূনতা নিবন্ধন আস্বাদনেরও পূর্ণতা হয় না। রাগ-ভজনে সাধকের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই কিন্তু সখী বা মঞ্জরীর মধ্য দিয়া। শ্রীকৃষ্ণরসস্বরূপ ও শ্রীব্রজসুন্দরীগণ মহাভাব স্বরূপিনী, সেই জন্য গোপীগণের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা-জনিত যে আনন্দ তরঙ্গ উচ্ছ্বলিত হইবে, তাহার কণিকাও সাধারণ সাধক সাক্ষাৎ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া কখনই প্রাপ্ত হইতে পারেন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

না, কারণ তাঁহার যদিও প্রেম লাভ হয় তথাপি মহাভাব কক্ষায় উহা পর্য্যবসিত না হওয়ায় তাদৃশ আস্বাদনবিশেষ লাভ সুদূর-পরাহত। পক্ষান্তরে গোপী-আনুগত্যে ও করুণায় শ্রীযুগল কিশোরের সেবা হইতে উত্থিত তজ্জাতীয় মাধুর্য্যাস্বাদন অনায়াসেই সম্ভবপর হয়। সিদ্ধান্তের দিক্ দিয়া দেখিলে এইরূপই উপলব্ধি হয়। এই জন্যই শ্রীমদ্দাস গোস্বামি চরণ শ্রীরাধিকাতেই তনুমনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও তাই বলেন—

রাধিকা চরণাশ্রয়, যে করে সে মহাশয়
তারে মুই যাই বলিহারি।

শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর প্রণীত শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে রসিকভক্ত শিরোভূষণ শ্রীপাদ রামানন্দ রায়ও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সহিত রসপ্রসঙ্গে এই মর্ম্মেই বলেন—

"নির্ব্বাণনিম্ব রসমেব পিবন্তি কেচিদ্
ভব্যা ন তে রসবিশেষবিদো বয়ং তু।
শ্যামামৃতং মদন-মন্থর-গোপরামা-
নেত্রাঞ্জলি চুলুকিতাবসিতং পিবাম।"

অর্থাৎ কেহ কেহ নির্ব্বাণরূপ নিম্বফল পান করেন। তাঁহারা শান্ত রসজ্ঞ কিন্তু রস বিশেষ-বেত্তা নহেন। আমরা কিন্তু প্রেমাবেশে বিবশা গোপীগণের নয়নাঞ্জলি দ্বারা ভুক্তাবশেষ শ্যামামৃতই পান করিব অর্থাৎ প্রেমাতিশয্যে যে শ্রীব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নবনবায়মান সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য অনন্ত ভাবোদ্গারিণী দৃষ্টি দ্বারা আস্বাদন করিবেন, আমরা তাঁহাদেরই আনুগত্যে তদীয় ফেলালব আস্বাদন করিব। পূজ্যপাদ শ্রীচরিতামৃত-কার ইহার মর্ম্মানুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন।

৬

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'অরসজ্ঞ কাক চূষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে' ॥

যাহা হউক আমরা শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর শ্রীরাধা নিষ্ঠার দিগ্‌দর্শন মাত্র প্রাপ্ত হইলাম। পরিশেষে তদীয় সেবা-লালসা ও দর্শন-লালসার শ্লোক দ্বারা উপসংহার করা যাইতেছে। সাধক দশোচিত উৎকণ্ঠায় এই উক্তিটী যেন বহির্গত হইয়াছিল—

"প্রাণেভ্যোঽপ্যধিক প্রিয়া মুররিপোর্যাহন্ত যস্যা অপি
স্বীয় প্রাণপরাদ্ধতোঽপি দয়িতা স্তৎপাদরেণোঃ কণাঃ।
ধন্যাং তাং জগতীত্রয়ে পরিলসর্জ্জঙ্কালকীর্ত্তিং হরেঃ
প্রেষ্ঠাবর্গশিরোঽগ্রভূষণমণিং রাধাং কদাহংভজে।

অর্থাৎ যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ সমূহ অপেক্ষাও প্রিয়তমা পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণেয় শ্রীচরণ রেণু-কণিকাও যাহার অসংখ্য প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয় ও যাঁহার কীর্ত্তি শোভামানা ও ত্রিজগতে প্রসরণ নিমিত্ত বেগবতী ও যিনি নিখিল ব্রজললনাললামভূতা সেই সৌভাগ্যবতী ধন্যতমা শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব?

দর্শন লালসায় বলিতেছেন :—

'সার্কং ত্বয়া সখি নিকুঞ্জ গৃহে সরস্যাঃ
স্বস্যান্তটে কুসুমভাবিত ভূষণেন।
শৃঙ্গারিতং বিদধতী প্রিয়মীশ্বরী সা
হাহা ভবিষ্যতি মদীক্ষণ গোচরঃ কিং?

অর্থাৎ হে সখি রূপ মঞ্জরি! যিনি তোমার সহিত স্বীয় কুণ্ডের (শ্রীরাধাকুণ্ডের) তীরস্থ নিকুঞ্জ-ভবনে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে নানাবিধ পুষ্পরচিত অলঙ্কারে ভূষিত করিতেছেন, হায়, সেই ঈশ্বরী শ্রীরাধিকা কি আমার নেত্র গোচর হইবেন?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অন্যস্থানে আছে,—

"জনোঽয়ং যাচতে দুঃখী রুদন্নুচ্চৈরিদং মুহুঃ,
তৎপদাম্ভোজ যুগ্মৈকগতিঃ কাতরতাং গতঃ।
কৃত্বা নিজ গণস্যান্তঃ কারুণ্যান্নিজসেবনে
নিযোজয়তু মাং সাক্ষাৎ সেয়ং বৃন্দাবনেশ্বরী।

এইরূপে শ্রীমৎ রঘুনাথ গোস্বামী কাতর ভাবে কত প্রার্থনাই করিয়াছেন ও জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সংকল্পানুযায়ী শ্রীকুণ্ডে থাকিয়া প্রেমাশ্রুচ্ছুরিত ভক্তিলোচনে সিদ্ধদেহে শ্রীরাধামাধবের কত অনন্ত মধুর লীলা বিলাস সন্দর্শন করিয়াছেন তাহার আভাস তদীয় শ্রীমুখোক্তি হইতেই প্রাপ্ত হইলাম। শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর জীবনে কি এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য রহিয়াছে যাহা আজ পর্য্যন্ত সকল দেশে মহজ্জনগণের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ কলিয়া থাকে। তদীয় বৈরাগ্য ও প্রেম-ভজন-পরিপাটী বারবার আলোচনা করিতে করিতে মনে হয়, সহসা একদিন তাঁহারই অপার করুণা দৃষ্টিপাতে মলিন চিত্ত শুদ্ধ হইবে ও অকপটে তদীয় শ্রীচরণসরোজে শরণ লইতে পারিব।

শ্রীরাধিকার অভিসার কালে সে অসীম অসমোর্দ্ধ রূপমাধুর্য্য শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর ভাব নেত্রে প্রতিভাত হইয়াছিল ও যে নিবিড় অনুভূতি গীতাকার বিগলিত হইয়া বঙ্গভাষার গৌরবও শ্রী বর্দ্ধিত করিতেছে তাহা ভক্তগণের আস্বাদনের জন্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা—

চন্দ্রবদনি ধনি মৃগ-নয়নী॥
রূপে গুণে অনুপমা রমণী মণী॥
মধুরিম হাসিনি কমল বিকাশিনি
মোতিম-হারিণি কম্বুকণ্ঠিনী।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

থির সৌদামিনি গলিতকাঞ্চন জিনি
তনু-রুচি-ধারিণি পিকবচনী ॥
উরজলম্বি-বেণি মেরু পরে যেন ফণি
অভরণ বহুমণি গজগমনী।
বিণা পরিবাদিনি চরণে নূপুর ধ্বনি
রতিরসে পুলকিনি জগমোহিনী।
সিংহ জিনি মাঝখিনি তাহে মণি কিঙ্কিনি
ঝাঁপি ওঢ়নি তনুপদ অবনী।
বৃষভানুনন্দিনি জগজনবন্দিনি
দাস রঘুনাথ পঁহু-মনোহারিণী।

শ্রীগীতায় ভক্তিযোগ।

শ্রীগীতা অষ্টাদশ অধ্যায়ে সমাপ্ত। ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ এই অষ্টাদশ অধ্যায়কে তিন ষট্‌কে বিভাগ করিয়াছেন। প্রথম ষট্‌কে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, দ্বিতীয়ে ভক্তিযোগ ও তৃতীয়ে জ্ঞানযোগ উক্ত হইয়াছেন। ভক্তিযোগটী নায়ক মণির মত মণিমালার মধ্যগত হইয়া অবস্থান করিতেছে। শ্রীগীতায় যে ভক্তিতত্ত্ব সর্ব্বত্রই কোথাও পরিস্ফুটরূপে কোথাও অপরিস্ফুটরূপে উল্লিখিত আছে, তাহা শ্রীভগবচ্চরণে বিশ্বাসসহ প্রণিধান পূর্ব্বক পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। ভক্তিপ্রবাহ, ত্রিবেণীতে স্বরস্বতীর প্রবাহের মত অন্য ষটকদ্বয়েও অন্তঃসলিলারূপে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিরাজিত আছে। প্রথম ষট্‌কের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে শ্রীভগবান্ ভক্তির মহিমা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা,—

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জ্জুন।
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।

অর্থাৎ তপস্বী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ কিন্তু সেই যোগিগণ হইতেও মদ্গতচিত্ত হইয়া আমাকে যাঁহারা ভজনা করেন তাঁহারাই যুক্তভম ইহাই আমার অভিমত। এইরূপ সকল প্রকার যোগীগণ হইতে ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন গীতায় অন্যত্র দেখা যায় না। শ্রীগীতায় ১৮শ অধ্যায়ে সর্ব্বশেষে ভক্তির মহিমা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করা হইয়াছে। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে নিষ্কাম কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও বহুবিধ শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন, ইহাতে অর্জ্জুনের চিত্ত বিচলিত হওয়া সম্ভব। কারণ যখন যে বিষয়ে শ্রীভগবান্ তাঁহাকে উপদেশ করিয়াছেন, তখন সেই বিষয়টীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সুচারুরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় অর্জ্জুনের পক্ষে সর্ব্বগুহ্যতমতা ও সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠবত্তা পর্য্যালোচনা ও নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। শ্রীভগবান সেই জন্যই অর্জ্জুনের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া সকল শাস্ত্রসিন্ধু নির্ম্মন্থন পূর্ব্বক সারসিদ্ধান্তরত্ন তাঁহার করে অর্পণ করিয়াছেন। তাহা এইরূপ—

"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতং॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যোঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥"

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় সেইজন্য তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত সর্ব্বগুহ্যতম বাক্য যাহা পূর্ব্বে রাজগুহ্যাভিধেয় নবম অধ্যায়ে বলিয়াছি, তাহাই পুনরায় উল্লেখ করিতেছি। তোমার সম্মুখে তোমার সহিত মিত্র স্বরূপে এই যে আমি শ্রীকৃষ্ণ রূপে বর্ত্তমান আছি তুমি এই শ্রীকৃষ্ণ রূপের ভজনা কর। আমাকে নমস্কার কর, আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর, এরূপ সাধন করিলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে—অন্যের কথা কি বলিব? তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়—তোমার শপথ করিয়া আমি ইহা প্রতিজ্ঞা করিতেছি। এখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনের প্রণয় বিশেষ প্রদর্শিত হইল। লৌকিক জগতে যেমন শপথের দৃঢ়তা সম্পাদন জন্য প্রিয়জন পুত্র কন্যা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিতে দেখা যায়, এখানেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। এখানে সর্ব্বত্র 'মৎ' এই শব্দ প্রয়োগ হেতু শরণাপত্তি লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণভজনেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইয়াছে। নিত্যনৈমিত্তিক সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তুমি নিষ্কিঞ্চন হইয়া আমার শরণ গ্রহণ কর—আমি তোমাকে ভজনের প্রতিবন্ধক বা অন্তরায় সমূহ হইতে রক্ষা করিব। তুমি শোক করিও না ইত্যাদি। শ্রীভগবদাজ্ঞায় সর্ব্বকর্ম্মত্যাগে কোন পাপই আশঙ্কা করা যায় না। তদীয় আজ্ঞা পালনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যাঁহারা একান্তী শ্রীকৃষ্ণভক্ত, তাঁহাদের আর কোন প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানই প্রয়োজন হয় না। শ্রীভাগবতে আছে যে, যিনি একান্তভাবে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শরণ্য মুকুন্দের শরণাগত হইয়াছেন, তিনি দেব পিতৃ প্রভৃতির কিঙ্কর নহেন অর্থাৎ শাস্ত্রের বিধি নিষেধের অতীত; আরও আছে যে তিনিই শ্রেষ্ঠতম ভক্ত—যিনি শ্রীভগবদাদিষ্ট কর্ম্ম সমূহের দোষগুণ জানিয়া তৎসমুদয় ত্যাগ করিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাঁহাকেই ভজনা করেন। এইরূপ অভিপ্রায়ই শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামিচরণ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে জ্ঞাপন করিয়াছেন ; ইহাই শ্রীগীতার মহোপসংহার বাক্য। উপক্রমে "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং" ইত্যাদিতে শ্রীঅর্জ্জুনের অপাণ্ডিত্য দেখাইয়া এখানে শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদীয় নিগূঢ় শেষ উপদেশামৃত গ্রহণ করিবার জন্যই আদেশ করিতেছেন। শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নিরূপণ উপক্রম উপসংহারের একবাক্যতা দ্বারাই করিতে হয়। অতএব এই উভয় বাক্যেরই এক অর্থ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ভজনে তাৎপর্য্য। শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীও এই শ্লোকের টীকায় বলেন, "সর্ব্বেষাং শাস্ত্রাণাং পরম রহস্যমীশ্বরশরণ মেবেতি তত্রৈব শাস্ত্র পরিসমাপ্তির্ভগবতা কৃতা।" সর্ব্ব গুহ্যতম বলিলেই গুহ্য প্রভৃতি কি তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা হয়। এতদুত্তরে বলা হয়, ব্রহ্মজ্ঞান গুহ্য, পরমাত্মজ্ঞান গুহ্যতর, চতুর্ব্যূহস্থিত শ্রীনারায়ণ ভজন গুহ্যতম ও নরাকৃতি পরমব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভজনই সর্ব্বগুহ্যতম। এইরূপ অভিপ্রায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভের শেষের দিকে ও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

নরাকৃতিই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ ও বিশ্বরূপ তাঁহারই অধীন বলিয়া ইচ্ছা মাত্রেই তাহা শ্রীঅর্জ্জুনকে দেখাইয়াছেন। এই স্বরূপ দেবগণও দেখিতে অভিলাষ করেন, ইহা বিশ্বরূপ দর্শন প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন। অনেকে কিন্তু পূর্ব্বোক্ত উক্তি বিশ্বরূপপর ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কারণ উহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই শ্রীঅর্জ্জুন বলিয়াছেন 'দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্য জনার্দ্দন' ইত্যাদি। অর্থাৎ হে জনার্দ্দন, এখন তোমার নরাকার রূপ দেখিয়া শান্ত হইলাম। এইরূপ গীতায় ভক্তিযোগটী বিশেষরূপেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া সাক্ষাৎ ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীভগবান অনেক কথাই বলিয়াছেন। যথা—

"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ হে পার্থ, সেই পরম পুরুষ অনন্যা ভক্তি লভ্য।

"ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।"

আমার এই স্বরূপ বেদাধ্যয়ন, দান, তপস্যা ও যজ্ঞ দ্বারা কেহ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু অনন্যা ভক্তি দ্বারা আমাকে যথাযথ রূপে জানিতে, দর্শন করিতে ও আমার সহিত মিলিত হইতে সমর্থ হয়। গীতার শেষেও শ্রীভগবান এই কথা বলেন,—

"ভক্ত্যা মামভিজনাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্"

অর্থাৎ ভক্তি দ্বারা আমার ব্যাপকত্ব ও আনন্দস্বরূপত্ব সম্যক্‌রূপে জানা যায়—এইরূপে আমার যথার্থ জ্ঞানান্তর আমার সহিত মিলিত হয়। ত্রয়োদশ অধ্যায়েও বলেন—

"ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী"

অর্থাৎ জ্ঞান, যোগ, তপ প্রভৃতি সাধনান্তর রহিত কেবল শুদ্ধা একনিষ্ঠ ভক্তিই আমাকে পাইবার শ্রেষ্ঠ উপায়। জ্ঞানও যে ভক্তির অবান্তর ব্যাপার তাহা শ্রীধর স্বামিপাদ তদীয় গীতায় টীকার উপসংহারে জ্ঞাপন করিয়াছেন। গীতায় উহার উল্লেখ আছে, যথা—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।"

অর্থাৎ যাহারা সতত যুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজন করে, তাহাদের আমিই জ্ঞান প্রদান করি যাহা দ্বারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়। এইরূপে বহুস্থানেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভক্তির মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। শুধু মহিমা নহে, এই ভক্তির নানা প্রকার ভেদও উক্ত হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বলেন—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।"

অর্থাৎ সুকৃতিশালী চারিপ্রকার ভক্ত অর্থাৎ আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী আমাকে ভক্তি করে। এখানে পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার ভক্ত সকাম কারণ শ্রীভগবানের নিকট হইতে কিছু অভিলাষ করিয়া ভজনা করেন। কিন্তু জ্ঞানী নিষ্কাম। এইজন্য তিনিই ভগবানের নিরতিশয় প্রিয়—আত্মস্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার ভক্তই কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, আর জ্ঞানী ভক্ত যে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অনুষ্ঠাতা তাহা তদীয় নাম হইতে বুঝা যায়। যোগমিশ্রা ভক্তির সংবাদও শ্রীভগবান্ অষ্টম অধ্যায়ে প্রদান করিয়াছেন, যথা—

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনোহৃদি নিরুধ্য চ
মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্।" ইত্যাদি

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা সকলকে সংযত করিয়া মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া প্রাণকে ভ্রূদ্বয় মধ্যে স্থাপন করতঃ আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করেন তিনি পরমাগতি লাভ করেন। এইরূপ ঈশ্বরানুরাগ সহকৃত যোগকে যোগমিশ্রা ভক্তি বলে। এইরূপে চারিপ্রকার ভক্ত আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু অর্থার্থী ও জ্ঞানী ভক্তির অধিকারী রূপে নিরূপিত হইলেন। আর্ত্ত প্রভৃতি তিন শ্রেণীর ভক্ত যদি সুকৃতিশালী অর্থাৎ ভক্তি বাসনা হেতু সৎসঙ্গ লাভ করেন, তবেই শ্রীভগবানকে সাক্ষাৎ ভজনা করেন ও শেষে সর্ব্ববস্তুতে শ্রীভগবৎসত্ত্বানুভব করিয়া জ্ঞানী ভক্তের অবস্থা প্রাপ্ত হন। তাহা না হইলে অন্য দেবতাগণের উপাসনা করিয়া সংসারদশাই প্রাপ্ত হন। জ্ঞানী কিন্তু একনিষ্ঠ ভক্ত, সেইজন্য তিনি শ্রীভগবানকেই ভজনা করেন ও তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়েন, সে বিষয়ে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সন্দেহ নাই। সেই জ্ঞানী, অন্যাভিলাষ, জ্ঞানিসম্প্রদায় প্রসিদ্ধ তত্ত্বম্-পদার্থদ্বয়ের অভেদানুসন্ধান ও স্মৃতি-প্রসিদ্ধ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম—সকলই উপেক্ষা করিয়া কেবল শ্রীভগবানকেই ভজন করেন। সেইজন্য তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। এখানে যে জ্ঞানী ভক্ত বলিয়া কথিত হইলেন তাহার অর্থ স্বামিপাদ 'আত্মবিৎ' বলিয়াছেন। জ্ঞানীরই দেহানুসন্ধান না থাকায় চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় না, সেইজন্য তাঁহার নিত্য যোগ ও একান্তভক্তিত্ব সম্ভব হয়। এইরূপ অভিপ্রায় শ্রীপাদ্ শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ব বিভাগ ১ লহরী টীকায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীরূপগোস্বামিচরণের মূল শ্লোকটী এই :—

"তত্র গীতাদিযুক্তানাং চতুর্ণামধিকারিণাং
মধ্যে যস্মিন ভগবতঃ কৃপা স্যাত্তৎ প্রিয়স্যবা।
স ক্ষীণতত্তদ্ভাবঃ স্যাচ্ছুদ্ধভক্ত্যাধিকারবান্
যথেভঃ শৌনকাদিশ্চ ধ্রুবঃ স চ চতুঃসনঃ।"

অর্থাৎ গীতা শাস্ত্রে যে চতুর্ব্বিধ ভক্তি অধিকারী আর্ত্ত প্রভৃতি বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহাকে শ্রীভগবান্ বা তদীয় প্রিয় ভক্ত কৃপা করিবেন, তিনিই সেই সেই পূর্ব্বভাব নষ্ট হইলে শুদ্ধাভক্তির অধিকার লাভ করিবেন। দৃষ্টান্ত স্থলে আর্ত্তভক্ত গজরাজ, জিজ্ঞাসু শৌনক প্রভৃতি, অর্থার্থী ধ্রুব ও জ্ঞানী সনক, সনাতন, সনন্দ ও সনৎকুমার প্রভৃতি। এই চারি প্রকার অধিকারীই কিন্তু শুদ্ধা ভক্তির পূর্ব্বাবস্থায় বিরাজিত কারণ ত্বং পদার্থ জ্ঞানের কথা দূরে থাক্ যাঁহারা তত্ত্বম পদার্থৈক্যজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও শ্রীভগবৎ প্রসাদে শুদ্ধা ভক্তিতে প্রবেশ করিতে দেখা যায়। যেমন সনক সনাতন প্রভৃতি ব্রহ্মানন্দে মগ্ন জ্ঞানিগণও শ্রীভগবানের চরণ কমলে স্থিত তুলসীসুরভি নাসারন্ধ্রে লাভ করিয়া চিত্তে বিপুল ও নিবিড়তর শ্রীভগবৎ মাধুর্য্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনুভব করিয়া পুলকিত কলেবর হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাহা হইলে এ স্থলে জ্ঞানী শব্দে ভগবদজ্ঞানীই বুঝাইতেছে! শ্রীরূপগোস্বামিচরণ এই চারি প্রকার ভক্তিই যে শুদ্ধ ভজনে পর্য্যবসিত হইতেছে ও শুদ্ধা ভক্তির উৎকর্ষ ও মহিমা যে অসমোর্দ্ধ তাহা জ্ঞাপন করিবার জন্যই এই এই দৃষ্টান্তটী উল্লেখ করিয়াছেন।

গীতায় সপ্তম অধ্যায়ে সকাম আর এক প্রকার ভক্তেরও উল্লেখ আছে। যাহার জন্ম-জরা-মরণ,-প্রবাহ হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য শ্রীভগবানের নিকট মোক্ষ কামী তাঁহারা এই শ্রেণীর। আর শুদ্ধা ভক্তির উল্লেখ সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমেই দেখা যায়: যথা—

"ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ"।

ইত্যাদি অর্থাৎ আমাতে আসক্তচিত্ত মদাশ্রয় বা জ্ঞানকর্ম্মাদি আশ্রয় না করিয়া অনন্যভাবে আমারই ভজনশীল ব্যক্তি আমার সহিত ধীরে ধীরে যুক্ত হইয়া কিরূপে আমাকে প্রাপ্ত হয় তাহা জানিবে। অষ্টমাধ্যায়ে "অনন্যচেতা সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ" বাক্যে ও নবমধ্যায়ে "মহাত্মানস্ত মাং পার্থ" ও

"সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে"।

অর্থাৎ "যাহারা নিরন্তর অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে স্মরণ করে" ইত্যাদিমহাত্মা ব্যক্তিগণ আমারই ভজন করেন কেহ কেহ মদ্বিষয়ক কীর্ত্তনালক্ষণ ভক্তি লাভ করিবার জন্য সাধু-সভায় গমন করিতে যত্নশীল হন ও ভক্তি লাভ করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহারই অভ্যাস করেন। এই প্রকার কীর্ত্তনাদি শুদ্ধা ভক্তি দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা উল্লিখিত আছে। এই অধ্যায়ে আরও কেবলা ভক্তির উল্লেখ আছে.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।"

অর্থাৎ যাহারা আমাকে অনন্যভাবে চিন্তা করিয়া উপাসনা করে, সেই সকল নিত্যযুক্ত যোগীর যোগক্ষেম (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ) বহন করি। যদিও তাদৃশ ভক্তগণ কখনও আমাকে কোন ভার অর্পণ করেন না—আমি স্বেচ্ছায় তদীয় ভার গ্রহণ করি। যেমন নিজ ভোগ্য কান্তার ভার তদীয় ভর্ত্তা বহন করে সেইরূপ প্রীতি-যুক্ত ভক্তের ভার শ্রীভগবান্ বহন করেন। বস্তুতঃ যাঁহার সংকল্প মাত্রে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়াদি কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, তাঁহার পক্ষে ভক্ত পালন কার্য্যটী ভার বলিয়া পরিগণিত নহে।

"অনিত্যমসুখম্ লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাং।"

অর্থাৎ এই অনিত্য পরিবর্ত্তনশীল নশ্বর পৃথিবীতে সুখলাভের কিছু মাত্র আশা না করিয়া এই ক্ষত্রিয়কুলোৎপন্ন উত্তম দেহ প্রাপ্ত হইয়া আমাকেই ভজনা কর। এইরূপে অর্জ্জুনকে বহুশঃ ভজনোপদেশ শ্রীভগবান্ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ দ্বিতীয় ষটকে প্রধানীভূতা ও কেবলা এই দুইপ্রকার ভক্তি বলিয়াছেন। কর্ম্মী, জ্ঞানী যোগিগণ কর্ম্মফল সিদ্ধির জন্য যে ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তাহা গুণীভূতা নামে কথিত হয়। উক্ত ভক্তি প্রাধান্যের অভাব হেতু ভক্তি বলিয়া কথিত হয় না, কারণ প্রাধান্য অনুসারেই কথন হইয়া থাকে। কর্ম্ম. জ্ঞান ও যোগ বলিয়া উক্ত হয়। সকাম কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি প্রাপ্তি, নিষ্কাম কর্ম্মের ফল জ্ঞান লাভ এবং জ্ঞান ও যোগের ফল নির্ব্বাণ-মোক্ষ. আর প্রধানীভূতা ভক্তি অধিকারী আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থীগণ তদীয় স্ব স্ব কামনানুসারে ফল প্রাপ্ত হন ও তাহার পর ভজনীয় বিষয়ের সাদ্গুণ্য হেতু সুখৈশ্বর্য্য-প্রধান সালোক্য প্রাপ্তি হন; কিন্তু কর্ম্মী যেমন স্বর্গফল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভোগান্তে স্বর্গ হইতে পতিত হন, ইঁহাদের সেরূপ পতন হয় না। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অধিকারী তদপেক্ষা উত্তম ফল প্রাপ্ত হন অর্থাৎ সনকাদির মত তাঁহারা শান্তরতি প্রাপ্ত হন।

ভক্তের ও শ্রীভগবানের কারুণ্যাধিক্য বশতঃ শ্রীশুকদেবের মত কখনও কখনও ইঁহাদের প্রেমোৎকর্ষলাভও ঘটিয়া থাকে। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি যদি নিষ্কাম হয় তবে ইহার ফল জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, কখনও স্বভাব বশতঃ কিম্বা দাস্যাদি ভক্তসঙ্গ বাসনা হেতু জ্ঞানকর্ম্মাদি মিশ্র ভক্তগণেরও দাস্যাদি প্রেমপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু উহা ঐশ্বর্য্য প্রধান।

জ্ঞানকর্ম্মাদি দ্বারা অবিমিশ্রিত শুদ্ধা, অনন্যা অকিঞ্চিনা প্রভৃতি বহু নামে কীর্ত্তিতা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির ফল দাস্য সখ্যাদি প্রেমময় পার্ষদগতি লাভ। সংক্ষেপে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তদীয় অন্বর্থ নাম্নী সারার্থ-বর্ষিণী টীকায় এইরূপ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহা হইলে এখানে চারি প্রকার সকাম ভক্ত যথা, আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও মোক্ষকামী পঞ্চম নিষ্কাম জ্ঞানীভক্ত ও ষষ্ঠ প্রকার শুদ্ধভক্তি অধিকারী।

মুক্তাফল।

শ্রীমদ্বোপদেব-কৃত মুক্তাফল গ্রন্থ খানি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকরণ গ্রন্থ অর্থাৎ শ্রীভাগবতের ভক্তি বিষয়ক সারগর্ভ শ্লোক সংগ্রহ করিয়া শ্রীবোপ-দেব এই গ্রন্থখানি মুক্তাফল নামে অভিহিত করেন। শ্রীভাগবতরূপ শুক্তি হইতে এই মুক্তাফল আহৃত হইয়াছে। প্রকরণ গ্রন্থের লক্ষণ এইরূপ। যথা:—

"শাস্ত্রৈকদেশসম্বদ্ধং শাস্ত্রকার্য্যান্তরে স্থিতম্,
আহুঃ প্রকরণং নাম গ্রন্থভেদং বিপশ্চিতঃ॥" ইতি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ মূল শাস্ত্রের সহিত একদেশ সম্বন্ধ থাকে ও ঐ শাস্ত্রের বিষয়ান্তরও যাহাতে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে, উক্তরূপ গ্রন্থ-বিশেষকে পণ্ডিতগণ প্রকরণ বলিয়া অভিহিত. করেন। এখানে শ্রীভাগবতই "মুক্তাফলের" মূল উপজীব্য গ্রন্থ। শ্রীভাগবতের বিষ্ণুভক্তিবিষয়ক শ্লোকবিশেষ শ্রীমদ্বোপদেব শৃঙ্খলাপূর্ব্বক উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই জন্য মূলের সহিত একদেশ সম্বন্ধান্বিত হইতেছে ও শ্রীভাগবতের বহু বিষয়ের মধ্যে এই "মুক্তাফল" গ্রন্থে কয়েকটী সার বিষয়ক শ্লোকও সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থকৃৎ শ্রীপাদ বোপদেব দেবগিরীশ্বর যদুবংশীয় রামচন্দ্র রাজার মন্ত্রী হেমাদ্রি কৃপায় রাজাশ্রয় লাভ করিয়া দুইজনে সাহচর্য্যে অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই "মুক্তাফলের" টীকা বিদ্বদ্বরেণ্যশিরোমণি চতুবর্গ চিন্তামণি গ্রন্থকার শ্রীহেমাদ্রি কর্ত্তৃক প্রণীত হয়। উহার নাম কৈবল্য দীপিকা। এই টীকা শ্রীভাগবতের পরমহংসপ্রিয়া টীকাবলম্বনে কৃত হয় তাহা টীকাকার মহাশয়ের উক্তিতেই লিখিত আছে।

শ্রীবোপদেবকৃত হরিলীলা বা শ্রীভাগবতের অনুক্রমণী (সূচী) গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে :—

"শ্রীমদ্ভাগবতস্কন্ধাঽধ্যায়ার্থাদি নিরূপ্যতে।
বিদুষা বোপদেবেন মন্ত্রিহেমাদ্রি-তুষ্টয়ে ॥"

অর্থাৎ রামচন্দ্রের মন্ত্রী হেমাদ্রির তুষ্টি বিধানার্থ শ্রীবোপদেব শ্রীভাগবতের স্কন্ধ-অধ্যায়াদির সূচী নিরূপণ করিতেছেন। এই শ্লোকের হরিলীলা বিবেকাখ্য টীকায় উক্ত আছে 'যদ্যপি ভূয়স তদভ্যর্থনেন হেমাদ্রি তুষ্টয়ে ইত্যুক্তং' ইত্যাদি। ইহাদ্বারা সূচিত হইতেছে যে হেমাদ্রি দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া তিনি রাজার আশ্রয় লাভ করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মুক্তাফল গ্রন্থের উপসংহারে উক্ত আছে,—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"বিদ্বদ্ধনেশশিষ্যেণ ভিষক্‌কেশবসূনুনা
হেমাদ্রির্ব্বোপদেবেন মুক্তাফলমচীকরৎ।" ৫৪

অর্থাৎ বিদ্বদ্ধনেশশিষ্য ভিষক্‌ কেশবপুত্র বোপদেব দ্বারা হেমাদ্রি মুক্তাফল গ্রন্থ প্রণয়ন করান।

এই মুক্তাফলের টীকার ও হরিলীলাটীকার কথা শ্রীজীবগোস্বামিচরণ শ্রীভাগবত সন্দর্ভে অনেক স্থানে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। যদিও শ্রীহেমাদ্রিকৃত কৈবল্যদীপিকায় অদ্বৈতবেদান্তসিদ্ধান্তানুসারেই শ্রীভাগবতের শ্লোক ব্যাখ্যা দেখা যায়, তথাপি তিনি অনেক স্থানে শ্রীগোস্বামি আচার্য্যগণের সিদ্ধান্তানুকূলকথাও উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা না হইলে শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী কখনও তদীয় ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থে অবিরুদ্ধাংশের উল্লেখ করিতেন না। অন্য সকল অবতারগণ জগৎসৃষ্টি স্থিতি হেতু আধ্যাত্মিক সমূহের মধ্যে উল্লেখিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণ বিনা, যথা,—

"অন্যে ত্বাধ্যাত্মিকাঃ সুরনরাদয়। অবতারশ্চ সর্ব্বে বিনা কৃষ্ণং, সতু পুরুষঃ ত্রিবিক্রমাবতারত্বাদ্ যথোক্তং

"তয়োর্ব্বাং পুনরেবাহমদিত্যামাস কশ্যপাৎ।
উপেন্দ্র ইতি বিখ্যাতো বামনত্বাচ্চ বামনঃ" ইতি,

শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ কারণ তিনি ত্রিবিক্রমাবতার। শ্রীভাগবতের এই উক্তি তিনি স্বয়ং শ্রীমুখে শ্রীদেবকী বসুদেবের নিকট বলেন, যথা 'তোমরা যখন অদিতি ও কশ্যপ রূপে পৃথিবীতে প্রকাশিত ছিলে তখন আমার নাম ছিল উপেন্দ্র বা খর্ব্বাকৃতি নিমিত্ত "বামন"। ইহারও পূর্ব্বে যখন তোমরা পৃশ্নি ও সুতপা রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলে, তখন পৃশ্নিগর্ভরূপে আমিই তোমাদের পুত্র হইয়াছিলাম।' ইহা হইতে বুঝা যায় যে "মৎ" শব্দ প্রয়োগ হেতু শ্রীকৃষ্ণই অন্যান্য অবতার রূপে আগমন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি যে অবতারী তাহা শ্রীহেমাদ্রি স্বীকৃত প্রমাণ রূপে শ্রীভাগবত হইতে উদ্ধৃত শ্লোক হইতেই স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। আরও কুশস্থলী (দ্বারকা) পুরীতে যে মূর্ত্তি আছেন, তাহাতে ত্রিবিক্রম চিহ্নও কৃষ্ণ ব্যপদেশক। প্রহ্লাদসংহিতায় দ্বারকামহাত্ম্যে স্কন্দপুরাণের তৃতীয়াধ্যায়ে বৈকুণ্ঠভূষণকারী শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক তদীয় সকল তেজ যে পূর্ব্বকথিত মূর্ত্তিতে বিন্যস্ত হইয়াছিল তাহা দেখান হইয়াছে।

যথা "কলাভিঃ সহিতং তেজস্তস্যাং মূর্ত্তৌ নিবেশিতম্" ইত্যাদি।

তথাচ "আদৌ ত্রিবিক্রম ইতি খ্যাতিরাসীহন্মীতলে

কৃষ্ণস্য তু কলা হ্যাসাং কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।"

অর্থাৎ নৃসিংহ পুরাণেও দেখা যায় যে পূর্ব্বে পৃথিবীতে ত্রিবিক্রম (বামন) বলিয়াই খ্যাতি হইয়াছিলেন ও শ্রীকৃষ্ণের কলা বা অংশাংশ বলিয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণও বলা হয়। আরও বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে শ্রীজীব গোস্বামি চরণ তদীয় শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে শ্রীকৃষ্ণের কেশাবতারত্ব খণ্ডন প্রসঙ্গে ২৯ অনুচ্ছেদে মুক্তাফলের শ্রীহেমাদ্রিকৃত টীকাই বিস্তৃত প্রমাণরূপে উদ্ধার করিয়াছেন। সেইজন্য তাহা এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল না—তবে তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ। শ্রীভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে সপ্তম অধায়ে ২৬ শ্লোকটী অবতার চিন্তন প্রসঙ্গে মুক্তাফলে উল্লিখিত আছে। তাহার টীকায় হেমাদ্রি বলেন যে অনন্তর সকল অন্তরায় দূরীকরণার্থ ও সর্ব্বকামসিদ্ধির জন্য শ্রীকৃষ্ণাবতার ভাবনা করিবে। কলয়া শব্দের অর্থ এইরূপ আছে "পূর্ণরূপেন নত্বংশেন কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং' ইত্যনেন বিরোধাৎ অর্থাৎ পূর্ণ অখণ্ড স্বরূপ স্বয়ং শ্রীভগবানকে চিন্তা করিবে। এখানে কলা শব্দে অংশ ব্যাখ্যা করিলে শ্রীভাগবতের "শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান" এই পরিভাষার (অনিয়মে নিয়মকারিণী) বিরোধ উপস্থিত হয়। এই শ্লোকে কেশ শব্দেরও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

[library stamp]

যথাশ্রুত অর্থ যাঁহারা করিয়া থাকেন তাঁহারা সম্যক্ বিচার করেন নাই। কারণ যখন দেবতা মাত্রেই অজর তখন কালধর্ম্ম দ্বারা যিনি পরিণাম প্রাপ্ত হন না সেই কালাতীত শ্রীভগবানে জরা অনুদয় হেতু কেশ শুক্লত্ব নিতান্তই অসঙ্গত এবং তদীয় কেশের যে স্বাভাবিকী সিতকৃষ্ণতা আছে তাহারও কোন প্রমাণ নাই। সেইজন্য সিতকৃষ্ণ কেশ এই পদের অর্থ এইরূপ হইল।

সিত শব্দের অর্থ নির্ম্মল মুক্তিরূপ ও কৃষ্ণ শব্দের অর্থ মলিন বা অনির্ম্মল ভুক্তি রূপ যে ক অর্থাৎ সুখ তাহার স্বামী। বিষ্ণু পুরাণের "উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে" এখানে সিত শব্দে বলরাম ও কৃষ্ণরূপ সুখ স্বামি দ্বয় এইরূপ বুঝাইবে। যদি কেহ কোন শব্দে অংশ বুঝেন তজ্জন্য তাহা নিরসন করিয়া বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণকে অনন্ত শক্তিমান্ সাক্ষাৎ আদি পুরুষরূপে নিশ্চয় করিতে বহুল শাস্ত্র যুক্তি আছে। আরও দেখা যায় যে বিষ্ণু কৃষ্ণ প্রভৃতি শব্দ এক পর্য্যায়ে অভেদে ব্যবহার হয়। তবে যে শ্রীভাগবতে দেখা যায় "ততো জগ-, মঙ্গলমচ্যুতাংশম্' (ভাঃ ১০।২।১৮) সেখানে বহুব্রীহি সমাস করিতে হইবে, অর্থাৎ জগতের মঙ্গলরূপ চ্যুতি রহিত ঐশ্বর্য্য যাঁহার তিনি। 'তত্রাং-শেনাবতীর্ণস্য' এখানে অংশ শব্দে বলদেব। এইরূপ সর্ব্বত্র। 'ভাগবতে তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহগতৌ' (ভাঃ ৪।১।৫৯) এই বাক্যটি অন্য কল্পবিষয়ক অথবা অংশশ্চ অংশশ্চ অংশৌ। একটি অংশ শব্দে যথা-স্থিত অর্জ্জুন বিষয়ক ; অন্যটি 'অংশাঃ সন্ত্যস্যেত্যংশঃ' অর্শাদ্যচ প্রত্যয়ান্ত ভগবদ্বিষয়ক। কারণ শ্রীকৃষ্ণের অংশ নরনারায়ণই দ্বাপরান্তে কৃষ্ণার্জ্জুনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এইরূপে শ্রীমৎ হেমাদ্রি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ ভগবত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন। বিদ্বদনুভব শাস্ত্রার্থ নির্ণয় বিষয়ে একটী প্রমাণ। রসাংশ সম্বন্ধেও শ্রীপাদ হেমাদ্রি বিশেষ বিচার করিয়া-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ছেন তাহা মুক্তাফলের ১১শ অধ্যায়ের টীকায় ও গ্রন্থের অন্যান্য স্থানে দ্রষ্টব্য। বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী সংযোগে কি প্রকারে স্থায়িভাব রসতা প্রাপ্ত হয় তাহা আদি নাট্যশাস্ত্রাচার্য্য ভরতমুনির গ্রন্থ হইতে ও তৎটীকাকারমহোদয় অভিনবগুপ্তকৃত ব্যাখ্যা হইতে সবিশেষ সমালোচিত হইয়াছে। দশরূপক, ধ্বন্যালোক কাব্যপ্রকাশ, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ প্রভৃতি অসংখ্য অলঙ্কারশাস্ত্রকর্ত্তৃগণের গ্রন্থ নির্ম্মন্থন করিয়া রসশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। উহার সংক্ষেপে মর্ম্মার্থ প্রকাশিত হইল। ভক্তিরসই হাস্যশৃঙ্গারাদি নববিধ রূপে অনুভূত হইয়া থাকে। "ব্যাসাদভির্বর্ণিতস্য বিষ্ণুভক্তানাম্বা চরিত্রস্য নবরসাত্মকস্য শ্রবণাদিনা জনিতশ্চমৎকারো ভক্তিরসঃ" অর্থাৎ ব্যাসাদি কর্ত্তৃক বর্ণিত বিষ্ণুর ও বিষ্ণু ভক্তগণের নব রসাত্মক চরিত্র শ্রবণ দর্শন স্মরণ জনিত যে চমৎকার বা চিত্তের স্ফারতা তাহাই ভক্তিরস। ভক্তিই পক্ক দশা প্রাপ্ত হইয়া রস হইয়া থাকে। এবিষয় উক্ত আছে "ভাবা এবাতি সম্পন্নাঃ প্রযান্তি রসতামমীতি ভক্তিরসানুভবাচ্চ ভক্তঃ যথা তৃপ্ত্যনুভবাৎ তৃপ্ত ইত্যুচ্যতে।" অর্থাৎ ভক্তিরসানুভব হয় বলিয়াই ভক্ত, যেমন তৃপ্তি অনুভব হয় বলিয়া তৃপ্ত, সেই অনুভব হাস্যাদি ভেদে নবধা। সেইজন্য যে কোন উপায়ে কৃষ্ণে মন নিবিষ্ট কর—"তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েদিতি" এই ভাগবতোক্ত ভক্তি লক্ষণ হেতু হাস্যাদি ভাব শ্রীভগবানে প্রযুক্ত হইলে ভক্তিরস পদবীকে প্রাপ্ত হয়। হাস্য প্রভৃতি এই নব প্রকার রসের স্থায়িভাব ভরতমুনি প্রণীত নাট্যশাস্ত্রে এইরূপে উল্লিখিত আছে—

"হাসোরতি শোকরোষভী জুগুপ্সা শমবিস্ময়
উৎসাহশ্চ ক্রমাদেবু স্থায়িভাবা রসেষমী।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ হাস, রতি, শোক, রোষ, ভয় জুগুপ্সা, শম, বিস্ময় প্রভৃতি হাস্যাদি রসের স্থায়িভাব। যদি কেহ রস লক্ষণাভাব হেতু ভক্তির রসতা সম্বন্ধে আপত্তি করেন, হেমাদ্রি তন্নিবারণজন্য দশরূপক নামক অলঙ্কার শাস্ত্রের রসস্বরূপ নিরূপণ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা,—

"বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈ র্ব্যভিচারিভিঃ
আনীয়মানঃ স্বাদ্যত্বং স্থায়িভাবো রসঃ স্মৃতঃ।"

অর্থাৎ কাব্যে স্বীকৃত বা অভিনয়ে প্রদর্শিত বিভাবাদি দ্বারা শ্রোতা ও দর্শকবৃন্দের অন্তরে বর্ত্তমান রত্যাদি স্থায়িভাব স্বাদগোচরতা অর্থাৎ নির্ভরানন্দ ও জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইলে রস কহে। রসিক শব্দে সামাজিকই বুঝাইবে। এইস্থলে শ্রীমদানন্দবর্দ্ধনাচার্য্য কৃত ধ্বন্যালোক গ্রন্থের প্রথম উদ্যোতের টীকাকার শ্রীপাদ অভিনব গুপ্তের সহৃদয় শব্দের লক্ষণ বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। যথা, "যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ্বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয় তন্ময়ীভবনযোগ্যতা তে· হৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ। যথোক্তম্

'যোঽর্থো হৃদয়সংবাদী তস্য ভাবো রসোদ্ভবঃ
শরীরং ব্যাপ্যতে তেন শুষ্কং কাষ্ঠমিবাগ্নিনা।

অর্থাৎ যাহাদিগের চিত্তদর্পণ পুনঃ পুনঃ কাব্যানুশীলন বশতঃ নির্ম্মল হইয়াছে ও কবিদ্বারা বর্ণনীয় বিষয়ে তন্ময়ভাব প্রাপ্ত হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে অর্থাৎ আপনার চিত্তটী কবির চিত্তের সহিত একীভূত করিয়া তদীয় ভাব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই সকল কবির হৃদয়ের অভিপ্রায়জ্ঞ রসিকগণকে সহৃদয় বলা হয়। কবির মর্ম্মার্থের রসানুভূতি হইতে উত্থিত ভাব শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নির মত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীমৎহেমাদ্রি বলেন কাব্য কিন্তু উক্তরূপ আনন্দ সম্বিদুন্মেষের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কারণ বলিয়া রসবৎ "আয়ুর্ঘৃতমিতিবৎ" অর্থাৎ ঘৃত যেমন আয়ুর কারণ বলিয়া কার্য্যকারণ অভেদ কথন অভিপ্রায়ে ঘৃতই আয়ু বলা হয় এখানে কাব্যই রসাস্বাদের কারণ বলিয়া কাব্যও রসবৎ বলা হয়। বিভাবাদির লক্ষণ যাহা সকল অলঙ্কার শাস্ত্রেই আছে তৎসমুদয়ও উল্লিখিত আছে। এইরূপে ভক্তি, বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী দ্বারা রসতা প্রাপ্ত হয়। 'যস্মাদেবং সামগ্রীকো ভক্তিরসস্তস্মাৎ অনপহ্নবনীয়ঃ।' দৃষ্টান্ত স্থলে উক্ত আছে। সামগ্রী—কেনাপ্যুপায়েন মনোনিবেশঃ স্থায়ী। চরিত্রশ্রবণাদয়ঃ উদ্দীপনবিভাবঃ। বিষ্ণুভক্তাশ্চালম্বনমনুভাবাস্তু স্তম্ভাদয়ো বক্ষ্যমাণা, যথাযোগ্যং ধৃত্যাদি ব্যভিচারিণশ্চঃ। উপায়স্তু রতিঃ হাস্যাদি। কবিভির্বর্ণিতস্যেত্যনেন মহাকবি প্রবন্ধ সমর্পমাণেষেব রস ব্যবহারো নান্যত্রেত্যুক্তম্। অতএবোক্তং

"কবিবাগভিনেয়শ্চ তদুপায়ো বিধেয্যতে
বস্তুশক্তি মহিম্নাতু প্রথমোঽত্র বিশিষ্যতে। ইতি

যত্ত্বভিনবগুপ্ত হেমচন্দ্রাভ্যামেবং ভক্তাবপি বাচ্যমিত্যুক্তম্ তদঙ্গং রসত্বস্য দর্শিতত্বাৎ। সামগ্রী সদ্ভাবেপি প্রত্যাখ্যানমরোচকতামাত্র শরণং। নব সঙ্গচ্ছমানোঽপ্যয়ং অসর্ব্ববিষয়ত্বাদ্রসত্বাৎ চব্যতামিতি চোত্তম। তথা সতি সার্ব্বরসস্তোচ্ছেদাপাতাৎ। তস্মাৎ সবাসনস্যৈব রসচর্ব্বণেতি সর্ব্বথা নিস্তুষং ভক্তিরসদর্শনম্। অর্থাৎ ভক্তি রসে রসতা প্রাপ্তির সামগ্রী হইতেছে এইরূপ, যথা—যে কোন উপায়ে শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করাই স্থায়িভাব। চরিত্র শ্রবণ উদ্দীপন বিভাব। বিষ্ণু ভক্ত গোপী প্রভৃতি আলম্বন বিভাব। স্তম্ভ প্রভৃতি অনুভাব। যথাযোগ্য ধৃতি প্রভৃতি ব্যভিচারী। উপায় রতি। মহাকবি ব্যাস প্রভৃতি প্রণীত কাব্য সম্বন্ধেই রস শব্দের ব্যবহার সম্ভব, অন্যত্র নহে; ইহাই শ্রীপাদ বোপদেবের অভিপ্রায়। কবির প্রণীত শ্রাব্য কাব্য বা দৃশ্য কাব্য (নাটক)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই দুই প্রকার উপায় দ্বারাই রসাস্বাদ হইয়া থাকে। বস্তু শক্তির মহিমাহেতু প্রথমটী বিশিষ্টতা লাভ করিতেছে।

অভিনব গুপ্ত পাদ যে ভক্তির সম্বন্ধেও এইরূপ বলিয়াছেন তাহা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ ভক্তির রসত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বিচার করিয়া দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ কাব্যরস সৎকবির বর্ণনাচাতুর্য্য গুণে ও অভিনেত্রী-বর্গের অভিনয় নৈপুণ্যের দ্বারাই যেমন অলৌকিতা লাভ করে (কিন্তু স্বতঃ অলৌকিক নহে) ও আস্বাদ যোগ্য হয়, সেইরূপ কিন্তু ভক্তিরস নহে। কারণ ভক্তি স্বতঃই রস স্বরূপ, অলৌকিক ও অদ্ভুত। উহার সামগ্রী বিভিন্ন প্রকারের। সামগ্রী সদ্ভাবেও যদি উহা প্রত্যাখ্যাত হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ভক্তিরসে অরুচিই উহার কারণ। ভক্তিরস নানাবিধ হইলেও যে উহা সকলের বিষয়ীভূত হইতেছে না বলিয়া রসত্ব প্রাপ্তির অযোগ্য তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে। এইরূপ উদ্যমে সকল রসেরই মূলচ্ছেদের প্রসক্তি হয়, কারণ সকল রসই যে সকলের বিষয়ীভূত হয় তাহা নহে, যেমন প্রশান্তচিত্ত ব্রহ্মচারিগণ শৃঙ্গার রসাস্বাদে পাষাণবৎ অবস্থান করিবে। সেইজন্য যাহার বাসনা বা ভক্তিসংস্কার আছে তাহারই ভক্তিরসাস্বাদন হয়। এইরূপ ভক্তিরস দর্শন সর্ব্বপ্রকারে দোষবিবর্জ্জিত। হেমাদ্রির উক্তি অতিশয় সারগর্ভ। তাঁহার পূর্ব্বে বোধ হয় কেহ এইরূপে বহুবিচার দ্বারা ভক্তির রসতা প্রতিপাদন করেন নাই! কারণ ভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তির বৃত্তিবিশেষ, যখন উহা দ্বারা শ্রুতি কীর্ত্তিত "রসো বৈ সঃ" রস স্বরূপ শ্রীভগবান্ বশীভূত ও রসনীয় হয়েন ও 'সেই রস লভ করিয়াই জীব আনন্দিত হয়,' এইরূপে প্রেমরস প্রশংসিতও হইয়াছে, তখন উহার রসত্ব স্বতঃসিদ্ধ তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অদ্বৈত বৈদান্তিক শিরোমণি মধুসূদন সরস্বতী মহোদয় তদীয় ভক্তিরসায়নে এবিষয় বিশেষ বিচার করিয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামিচরণও তদীয় প্রীতি-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সন্দর্ভে ভক্তিরসপরিকর সামগ্রীবর্ণন প্রসঙ্গে বলেন যে, প্রহ্লাদের মত ভক্তি সংস্কারই পুরুষ-যোগ্যতা সূচনা করিতেছে।

বাসনা না থাকিলে রস নিষ্পত্তি যে অসম্ভব তাহা লৌকিক কাব্যেও স্বীকৃত আছে। তাই সাহিত্যদর্পণ টীকায় এই বচনটী উদ্ধৃত হইয়াছে "পুণ্যবন্তঃ প্রমিন্বন্তি যোগিবদ্রসসন্ততিম্" অর্থাৎ প্রাক্তন পুণ্যশালীব্যক্তিগণ যোগিগণের ন্যায় রসপ্রবাহ আস্বাদন করেন। বিশেষতঃ শ্রীভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় শ্লোকেই শ্রীভগবৎ প্রীতি মাত্র প্রতিপাদক শ্রীভাগবত পুরাণের রসাত্মকত্ব শব্দ প্রয়োগ দ্বারাও উক্ত আছে "পিবত ভাগবতং রসমালয়ং" ইত্যাদি। এখানে রস শব্দের বিশেষণ 'ভাগবত" এই শব্দটী প্রযুক্ত আছে। ইহা দ্বারা প্রাকৃত রস ব্যাবৃত্ত হইয়াছে। শ্রীভাগবত যখন শ্রীভগবদ্বিষয়ক তখন তন্নিহিত রসটীও শ্রীভগবদ্বিষয়ক, শব্দশ্লেষ দ্বারা ভগবৎ সম্বন্ধি রসই বুঝাইতেছে। সেই রসও ভগবৎ প্রীতিময়। এইরূপে প্রীতিসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামিচরণও বিশেষ বিচার করিয়াছেন। রসিক বা রস বিশেষ ভাবনাচতুর এই শব্দ দ্বারা প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন সংস্কার বিশিষ্ট জনেরই ভাগবত রসাস্বাদনে বিজ্ঞতার বিষয় উল্লেখ আছে।

অন্য রসশাস্ত্রানুসারে মুক্তাফলেও শ্রীমদ্বোপদেব সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ ভেদে শৃঙ্গার রস দ্বিবিধ দেখাইয়াছেন ও শ্রীভাগবতসাগর মন্থিত করিয়া উহার সার শ্লোকসমূহ উত্তোলন পূর্ব্বক যথাযোগ্য স্থানে বিন্যাস করিয়া প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। হেমাদ্রি মুক্তাফল-টীকায় বিপ্রলম্ভ রস যে চতুর্ব্বিধ তাহা শ্রীভাগবতের শ্লোক হইতেই বিশেষ বিচার পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রেমবৈচিত্তের বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রস-বোধ ও কবিত্ব শক্তির পরিচয় হরিলীলার টীকার উপসংহার বাক্য হইতেই সুষ্ঠু পরিচয় পাওয়া যায়। যথা,—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"লক্ষ্মা সুবর্ণলতয়া বপুষি প্রকাণ্ডে,
শ্লিষ্টস্তনস্তবক নম্রিতয়া নিতান্তম্।
সচ্ছায়কঃ শিতিরুচিঃ ফলিতস্তমাল-
স্তাপং ব্যপোহতু ভবার্কভবং হরির্নঃ।

অর্থাৎ স্তনস্তবক (পুষ্পগুচ্ছ) নমিত সুবর্ণ লতিকার ন্যায় লক্ষ্মীদ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া সাধুগণের ছায়াদানকারী বিশালবপু তমাল-শ্যামল শ্রীহরি আমাদিগের ভবতাপ দূরীভূত করুন। এইরূপ তত্ত্বেও লীলাংশে বহুল গবেষণা দৃষ্ট হয়।

মেঘালোকে।

প্রাবৃটের ঘন মেঘ দর্শনে মানব হৃদয় এই বাহ্য জগৎ ছাড়িয়া স্বতঃই লীলা-কুঞ্জ-কাননে ধাবমান হয়; কোনরূপ স্বকীয় প্রয়াস অপেক্ষা করে না। মেঘ দর্শনে শ্রীরাধিকা বিহ্বল হইতেন ও তৎভাবাঢ্য শ্রীগৌরসুন্দরও অশ্রুস্ত অদৃষ্টচর অবস্থা প্রাপ্ত হইতেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে উক্ত আছে,

'মাধবপুরীর প্রেম অকথ্য কথন,
মেঘদরশনে মূর্চ্ছা পায় সেই ক্ষণ'।

মেঘের সহিত মানুষের হৃদয়েও কোন একটী অজানা সম্বন্ধ আছে। তাহা না হইলে আকাশে মেঘোদয় হইলে হৃদয়াকাশে ভাবান্তর উপস্থিত হইত না। কবি কালিদাস আষাঢ়ের প্রথম দিনে মেঘের মধ্যে অনুপম সুন্দরের সন্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ময়ূরপুচ্ছশোভিত গোপবেশধারী শ্রীকৃষ্ণকথাই তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছিল, তাই তাঁহার হৃদয়ের ভাব নব বর্ষার কাব্য 'মেঘদূতে' মধুর কলনাদে উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে। মেঘের আগমন চিরনূতন—অথচ চিরপুরাতন—তাহা নবনবায়মান ভাবরসাক্রান্ত অথচ কোন দূর অতীত স্মৃতির ভারে লীলালস মন্থর। তাই 'মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ।' অর্থাৎ মেঘ দেখিলে সুখী লোকের মনেও ভাবান্তর ঘটে। মেঘের আগমনে প্রতিদিনের এই সংসার হইতে আমাদের মন দূরে কোন ভাবলোকে চলিয়া যায় ও সীমার বন্ধন হইতে চিরমুক্ত হইয়া কোন চিরসুন্দর নিত্য লীলানিকেতনের পথে বাহির হয়। নব নব বর্ণ বিন্যাসে, নিবিড় আঁধারে, গর্জ্জনে ও বর্ষণে মেঘ কোন চিরপরিচিতের সন্ধান দেয়—একটা সুদূর অতীতের আলোকে মণ্ডিত হইয়া বিশ্বে বিশ্বাতীতের আভাস প্রদান করে ও আনন্দ রাজ্যের নিবিড় ছায়া ঘনাইয়া তুলে। এই মর্ত্তে তখন যাহা অসম্ভব, তাহাও সম্ভব হয়—এই কর্ম্মপাশবদ্ধ দেহের মধ্য হইতে আত্মা যেন বহির্গত হইয়া পথিক বধূর মতই প্রিয়তমের প্রতীক্ষা করেন। চিরবিরহের বেদনায় ও চিরমিলনের আশায় তাহার হৃদয় আলোড়িত হয়। পৃথিবীর যাহা জানা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা অজানার জন্যই হৃদয় ব্যাকুল হয় ও নিত্যপরিচিত সংসারকে আচ্ছন্ন করিয়া সজল মেঘমেদুর নব বর্ষার আহ্বান মানবকে বিধি বাঁধনের বাহিরে লইয়া যায় ও অসীম ভাবলোকে কোন এক পরম সখার সন্ধান প্রদান করে। তাই সহসা 'ভাবস্থিরানি জননান্তরসৌহৃদানি' জন্ম জন্মান্তরের সখ্যোচিত ব্যবহার যাহা সংস্কার-রূপে চিত্তে দৃঢ়বদ্ধ তাহারই মধুর স্মৃতি হৃদয়ে উদিত হয়; মেঘ যেন চিরবিরহিণীর জন্য প্রিয়তমের বাণী বহন করিয়াই আনে, তাই প্রাণ উতালা হয়, নয়নে অকারণে জল কণিকা ঝরে, অঙ্গে শিহরণ জাগে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বর্ষার মধ্যে যে একটী বিরহ-রস নিবিড় হইয়া আছে তাহা ভাবুক মাত্রই অন্তরের অন্তরতম দেশে অনুভব করেন এবং নির্ব্বাসন-স্মৃতি শেলের মত হৃদয় বিদ্ধ করে। অখণ্ড ভাবলোকে সম্মিলিত দুইটী আত্মা কালক্রমে যখন ছিন্ন মেঘের ন্যায় দূরে দূরে সরিয়া পড়ে, তখন সতত‌ই তাহাদের মিলন প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। মেঘোদয়ে এই প্রয়াসটী শতগুণে উচ্ছলিত হইয়া উঠে—সেই জন্যইত পুনরায় মিলনের চেষ্টা ও এত বিরহের ব্যাকুলতা—যে এত নিকটে ছিল, নিকটে কেন, একাত্মাই ছিল সে যেন ভিন্নরূপেই প্রকাশিত হইয়াছে।

তাই অসীম মিলন আকাঙ্ক্ষায় হৃদয়সাগরে বিরহের উত্তাল তরঙ্গমালা উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা বাধা দিবার কাহারও শক্তি নাই। শেষে হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া তাহার মধ্যেই প্রিয়তমের বসিবার আসন পাতা হল, তাই মেঘ-শ্যামল-সুন্দর চপলার কনক-কান্তির মধ্যেই আবৃত হইলেন—এই খানেই মিলন-বিরহ উত্থিত লীলারস আস্বাদনের চরম পরিণতি। এই লীলারসতত্ত্বটী অনুভব করা কেবলই করুণা-সাপেক্ষ। এই শ্রাবণের বর্ষণের মধ্যে তাহার যেন আভাস ও ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আজ তাই বর্ষার দিনে এই কথাটাই মনে হইতেছে। এইরূপ কত দিন, কত মাস, কত বর্ষই গেল, কত কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হইল, কত রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ কত বিষয়ই আহরণ হইল—শান্তি কোথায়? আপ্যায়ন কোথায়? বর্ষার দিনে বিরহি-হৃদয় যাহাকে চায়, তাহার সন্ধান লাভত হইল না। জগতের যত বস্তু আছে তাহাও যদি কাহারও পক্ষে ভোগ করা সম্ভব হয়, তথাপি শান্তি কই? এ যে সমস্তই খণ্ডিত নশ্বর—জলবুদ্‌বুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, ক্ষণপ্রভার মত ক্ষণকালের জন্যই স্ফুরিত হইয়া হৃদয়াকাশ নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া মিলাইয়া যায়,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—এমন একটী বস্তু জানা চাই, যাহার জ্ঞানে সকল বস্তুর জ্ঞান লাভ করা যায়, যে বস্তু লাভ করিলে আর অলভ্য কিছুই থাকে না। সেই বস্তু, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সুখ দুঃখ, শীত উত্তাপ এই সকল দ্বন্দ্ব-ধর্ম্মের অতীত। সুখই পাইতে হইবে—সুখের অন্বেষণই জীব করিয়া থাকে। আবার যাহা ভূমা তাহাই কিন্তু সুখ। অল্প বস্তুর মধ্যে সুখ নাই—এই কথাটী জানা নিতান্তই প্রয়োজন। শুধু আক্ষরিক জ্ঞান নয়, উহা এইরূপে অন্তরে অনুভব করা প্রয়োজন যে, যতক্ষণ এমন কোনও একটী বস্তু লাভ হইতেছে ততক্ষণ সমস্ত জীবনই ব্যর্থ। আমরা কি বোধ করি যে এই জীবনের প্রত্যেক দিন যাহা নদীর প্রবাহের মত তর তর বেগে মহাকাল সমুদ্রের দিকে ছুটিতেছে তাহা একটি বস্তুর অভাবে বিফল? আমরা কি বোধ করি যে আমাদের জীবন দিন রজনী করুণৈক-সিন্ধু অনাথবন্ধু বিনা অনাথ ও অধন্য? সেইজন্য শ্রুতিতে মৈত্রেয়ীর মধুর অথচ সুদৃঢ় বামাকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল, 'যেনাহং নামৃতঃ স্যাং কিমহম্ তেন কুর্য্যাম্' অর্থাৎ যাহা দ্বারা আমি অমৃতস্বরূপ না হইয়া গেলাম, তাহা লইয়া আমার কি প্রয়োজন? শ্রীভগবান্, রসস্বরূপ বা অমৃতস্বরূপ। স্পর্শমণির স্পর্শের মত তাঁহার স্পর্শে মানুষ অমৃত হয়।

আমাদের মনে এখনও একটী অখণ্ড বস্তু না পাওয়ার অভাবই জাগে নাই। অভাব জাগিলে তবেই মানুষ কোন বস্তু লাভ করিতে যত্নবান্ হইয়া থাকে কিন্তু তৎপূর্ব্বে নহে। এই অভাবও সেই সময় অনুভূত হয় যখন কোনও শুভ মুহূর্ত্তে তাঁহাকে ক্ষণকালের জন্য প্রিয়তম জন বলিয়া জানি—যখন তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা বলিয়া কখনও বোধ করি। প্রিয় বস্তুর অভাবই চিত্তে বেদনা সঞ্চার করিয়া দেয়। রস-শাস্ত্রে তাহাই বিরহ বলিয়া কথিত হয় অর্থাৎ প্রীতি না থাকিলে বিরহ নাই; কারণ মিলন ও বিরহ প্রেমের দুইটী কলেবর। যখন অন্তরে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেই প্রিয়তমের অভাবজনিত বেদনা জাগে তখন আর সংসারের মধ্যে-মন রসাস্বাদন করিতে পারে না। 'ন কুত্রাপি রতিং করোতি' 'ভুবি ভোগা ন রোচন্তে' তখন জগজ্জনের মধ্যে থাকিয়াও তাহার কারাবাসের মতই অনুভূত হয়। এখানে যেন তাহার কেহ আপন জন নাই। তাহার আত্মা নিতান্তই অনাথিনী, কাঙ্গালিনী, দীন-দুঃখিনীর মত সংসারের অশোকবনে পরিজন চেড়ী বেষ্টিতা হইয়া থাকে; যেন কারাগারেই আছে। তখন যতদুর দৃষ্টি যায় ততদূর সে দেখিতে পায় যে তাহার সমস্ত জীবনের উপর বিরহ সন্ধ্যার নিবিড় বিরাট আঁধার নামিয়াছে। মাঝে মাঝে বক্ষঃ সিক্ত করিয়া শ্রাবণের ঘন বর্ষণের মত নয়নের বারিপাত হইয়া কিছুক্ষণের জন্য তাহার মরুর মত তপ্ত হৃদয়কে শিশিরীকৃত করে কিন্তু সে কতক্ষণ? আবার যে সন্তাপ সেই সন্তাপ। কিন্তু এই মহাদুঃখের অন্তঃস্তলেও এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-রস গোপনে নিবিড় হইয়া আছে। তাহা না হইলে জীবনে আশার অঙ্কুর পর্য্যন্ত শুকাইয়া যাইত। ভক্তের হৃদয়াকাশে শ্রাবণের পুঞ্জীভূত মেঘের মতই এই বিরহ-অন্ধকারকে ক্ষণকালের জন্য আলোকিত করিতে শ্রীভগবান্ চপলার চকিত চমকের মত স্ফুরিত হন। সেই স্ফূর্ত্তি জনিত আনন্দে তাহার অসীম দুঃসহ দুঃখও বহনীয় ও সহনীয় হইয়া থাকে কিন্তু দর্শন আকাঙ্ক্ষা শতগুণ বর্দ্ধিতই হইয়া যায়। তখন মনে হয় যে চির-বিরহের আঁধার ছিল ভাল, এখন নিবির আঁধারকে ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক আলোকে আরও নিবিড়তম করিয়া তুলিল। একা-কিনী নির্জ্জনে প্রিয়তমের ধ্যানই তাহার জীবাতু হয়। নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মত ধ্যানধারাই তপ্ত প্রাণ শীতল করে। কখন কখনও এই ধ্যানও হয় না। চিত্ত প্রিয়তমের জন্য এত চঞ্চল হয় যে তাহার বিষয় চিন্তা করিতে যাওয়াও অসম্ভব হইয়া উঠে—আপন জনও সুখ দানে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সমর্থ হয় না। তাই শ্রীপাদ ভাবুকচূড়ামণি চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন,—

নিজ পরিজন সে নহে আপন
আমি আপন বলিব কায়।"

যিনি এই বিরহের আদিতে অন্তে ও মধ্যে গভীরভাবে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া লীলা-বিলাস ও প্রেমরসাস্বাদন করেন, তিনিই কেবল তখন ভক্তের একমাত্র স্পৃহণীয় হয়েন। শ্রীপাদ লীলাশুক বিল্বমঙ্গলের জীবনে এইরূপ অলৌকিক বিরহজনিত ভগবদ্‌ভক্তিই জাগিয়াছিল—যাহার প্রচণ্ড বেগে তিনি আহার নিদ্রা ও চিন্তামণির চিরস্পৃহণীয় সঙ্গ সকলই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি উন্মত্তের ন্যায় শ্রীবৃন্দাবনের গমনপথে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহারই শতাংশের একাংশ তদীয় সঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ 'শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত' গ্রন্থে ভাবুক রসিক রাগানুগা ভক্তগণের আস্বাদন জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি 'বহুল জলদচ্ছায়াচৌর' শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভাবনেত্রে দেখিলেন, সেই শ্যামলসুন্দর আনন্দ লীলাময় বিগ্রহ তাঁহার নিকট লীলাবিলাস প্রকাশ করিলেন—তাঁহার অসীম একনিষ্ঠ প্রেম, তাঁহার অলৌকিক ইষ্টনিষ্ঠার কথা একটী শ্লোকেই ব্যক্ত হইয়াছে—

"সন্তবতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতো ভদ্রাঃ
কৃষ্ণাদন্যকোবা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি।"

বিষ্ণুর সর্ব্বপ্রকার শুভাবহ অনন্ত অবতার আছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন লতাসমূহেও কে প্রেমদান করিতে সমর্থ? ইহা দ্বারা বুঝায় যে কিরূপ সুদৃঢ়রূপে তদীয় চিত্ত শ্রীকৃষ্ণচরণে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। নিষ্কিঞ্চন একান্তী ভাগবতগণের স্বভাব চাতকের মত। তৃষিত চাতক যেমন সমুদ্র, সরোবর প্রভৃতি জলাশয় থাকিলেও মেঘনির্ম্মুক্ত বারিই পান

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিয়া থাকে ও বারিদান না করিয়া যদি সেই মেঘ তাহার প্রতি বজ্রহননেও উদ্যত হয়, তথাপি সে যেমন সেই মেঘের দিকেই চাহিয়া থাকে, সেইরূপ একান্ত ভক্তও তদীয় প্রেষ্ঠ ইষ্টের দিকেই সুখে দুঃখে কৃপাপ্রার্থী হইয়া থাকেন। তাই শ্রীপাদ রূপগোস্বামিচরণ শ্রীস্তবমালায় বলেন,—

"বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াম্বা,
গতিরিহ ন ভবতঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটি নির্ভরং বা নবাম্ভ,
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন।"

অর্থাৎ হে দিনবন্ধো! তুমি আমার প্রতি দণ্ড বা দয়া কর, আমার তুমি ভিন্ন অন্য আশ্রয় নাই। যেরূপ মেঘ হইতে বজ্র বা নূতন জলই নিপতিত হউক তথাপি চাতক মেঘের স্তব করিয়া থাকে। মেঘ বিনা যেমন নদ্যাদি জলাশয় চাতকের তৃষ্ণা হরণ করিতে সমর্থ নহে, সেইরূপ হে কৃষ্ণ, তুমি বিনা বিধিরুদ্রাদি আমার অন্তরের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে সমর্থ নহে। ইহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র গতি তাহাই সূচিত হইতেছে। তাদৃশ চাতক-ব্রত গ্রহণ না করিলে শ্রীকৃষ্ণ-কৃপা-লাভ অসম্ভব। চাতক মেঘের নিকট বারি প্রার্থনা করে কিন্তু নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিজ সুখার্থ কিছুই প্রার্থনা বা অভিলাষ করে না, কেবলই তাঁহার সুখ বিধানে—আনুকূল্যেই নিখিল চেষ্টা পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু শুদ্ধা ভক্তির জন্য যে কামনা তাহা কামনার মধ্যেই গণিত নহে—উহা ভর্জ্জিত ধান্যের মত অঙ্কুর উদ্গমে সমর্থা নহে। সে ভক্তি প্রার্থনাও শ্রীকৃষ্ণসেবানুকূল্যেই হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ যে ভক্তি রসাস্বাদনে ব্যাকুল—তাই তাঁহারই সেবার ও সুখের জন্য এই কামনা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মেঘ দর্শনে এই সকল কথা মনে হয়। মরুভূমিস্থিত শুষ্ক পাদপ-সদৃশ আমার সরসতা সম্পাদন করিবার জন্যই এই মহামাধুর্য্যকাদম্বিনী গগনে উদিত হইয়াছে. মেঘের ছায়ার মধ্যে কাহার শ্যামল করুণায় দ্বিগুণীত আকর্ণবিশ্রান্ত দৃষ্টির আভাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য।

প্রধানতঃ স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য লইয়াই ভগবত্তা। আমরা, প্রথমতঃ শ্রুতি হইতে পরতত্ত্বের স্বরূপ, ঈশভাব ও মধুর ভাবের পরিচয় কতটা পাওয়া যায়, তাহা আলোচনা করিয়া পুরাণে লীলার মধ্য দিয়া সেই সকল তত্ত্ব কিরূপে প্রকাশিত হইয়াছে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

শ্রুতিতে ব্রহ্মের স্বরূপ যে সচ্চিদানন্দ তাহা বহুবার উল্লিখিত আছে। যথা—"সচ্চিদানন্দময়ং পরব্রহ্ম" নৃ পূর্ব্ব ১।৬ "সর্ব্বপূর্ণরূপোঽস্মি সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ" মৈত্রী ৩।১২। প্রাচীন উপনিষদে আমরা বহুবার সৎচিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের সংবাদ প্রাপ্ত হই। যথা—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" তৈ ২।১।১। "বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম" বৃ ৩।৯।২৮। "আনন্দং ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ" তৈ ৩.৬।১। "আনন্দংব্রহ্মণো রূপম" ইত্যাদি। 'সদেব সৌম্যেদং ইদমগ্র আসীৎ" সর্ব্বোপনিষৎসারে এই কয়েকটী একত্র উক্ত আছে—

"সত্যং জ্ঞানং অনন্তং আনন্দং ব্রহ্ম।"

"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।" ২য় মুণ্ডক—৪০।৮।

শ্রুতিতে বর্ণিত ব্রহ্মস্বরূপের মধ্যে "আনন্দ" স্বরূপেরই বিশিষ্ট উল্লেখ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দৃষ্ট হয়। ভগবান্ বাদরায়ণি "আনন্দময়োঽভ্যাস্থাৎ" এই সূত্রটী প্রণয়ন করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে পরমানন্দময় পুরুষের আশ্রয় বা প্রতিষ্ঠা রূপে ব্রহ্মই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, যথা—"ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা"। তাহার পরে সেই ব্রহ্মই যে রস স্বরূপ তাহার ঈঙ্গিত আছে যথা,—রসো বৈ সঃ রসংহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি "কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি। তৈ ২।৭ অর্থাৎ তিনি রস স্বরূপ—তাঁহাকে জীব লাভ করিয়া আনন্দিত হয়। যদি আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম না থাকিতেন কেই বা প্রাণ চেষ্টা করিতে পারিত। তিনিই আনন্দ দান করেন। বৃহদারণ্যকে আমরা দেখিতে পাই সেই আত্মা নিরুপাধি প্রীত্যাস্পদ। অন্য বস্তু প্রিয় হয় কেবল আত্মার জন্যই। যথা—"ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।" অর্থাৎ সকল বস্তু সেই বস্তু সমূহের জন্যই যে প্রিয় হয় তাহা নহে কিন্তু আত্মার জন্য প্রিয়। জগতে নিখিল বস্তুর মধ্যে সেই মহান্ আত্মা ওতঃপ্রোত ভাবে অনুস্যূত আছেন। তাঁহার সেই চিদাভাস জড়ের উপর প্রতিবিম্বিত হইয়া উহাকে চেতিত করে ও প্রীতির বিষয় করিয়া তুলে কিন্তু আত্মার প্রতি প্রীতির কোন হেতু নাই। তাহা স্বয়ংই প্রেমস্বরূপ। সেই জন্য উক্ত আছে "প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতর যদয়মাত্মা" বৃ—১।৩।৮। পুত্র, বিত্ত ও অন্যান্য নিখিল বস্তু হইতে সেই অন্তরতম আত্মা প্রীত্যাস্পদ। পঞ্চদশী-কার তাই ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন, "ইয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমা-স্পদংযতঃ" ইত্যাদি। সেই জন্যই শ্রুতিতে ব্রহ্মের বহু প্রকারে উপাসনা থাকিলেও প্রিয় রূপে উপাসনাই অন্তরঙ্গ, যেন নিগূঢ় রহস্য রূপে স্থানে স্থানে আভাষে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাই আমরা দেখিতে পাই "প্রিয়-মিত্যেতদুপাসীত।" অর্থাৎ তাঁহাকে প্রিয় জ্ঞানে উপাসনা করিবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত' ইত্যাদি—এইরূপে শ্রুতিতে প্রিয়বাদের কথা আভাসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। গীতোপনিষদের "প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া-র্হসি দেব সোঢ়ুম্" শ্রীঅর্জ্জুন-বাক্যও বিবেচনীয়। ইহার টীকায় শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী বলেন—'প্রিয়ঃ পতিরিব প্রিয়ায়াঃ পতিব্রতায়াঃ অপরাধং মমাপরাধ ত্বং সোঢুং ক্ষন্তুমর্হসিঅনন্যশরণত্বান্মম।' উপনিষদের প্রার্থনাগুলির মধ্যেও অস্ফুটভাবে যে ব্রহ্মকে হৃদয়ের প্রিয়তম, মনোনয়ন-রসায়ন বস্তু রূপে জ্ঞাপিত করা হইয়াছে তাহা বুঝা যায়। যথা—আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রানশ্চক্ষুঃ শোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়ানি সর্ব্বাণি সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদং মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত নিরাকরণংমেঽস্তু। অর্থাৎ আমার সকল অঙ্গ প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, বল, ইন্দ্রিয়গণ আপ্যায়িত হউক। আমি যেন ব্রহ্মকে অস্বীকার না করি, তিনিও যেন আমাকে নিরাস না করেন—এইরূপে আমাদের নিয়ত নিকটতম সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকুক। ইহা হইতে বুঝা যায় সেই কমনীয় নিত্যানন্দ বস্তুর সেবা ভিন্ন ইন্দ্রিয়গণ আপ্যায়িত হইতেই পারে না। এই তত্ত্বই "হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে' বলিয়া নারদপঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে এবং "আমাকে যেন তিনি পরিত্যাগ না করেন" এই উক্তি দ্বারা পরমাত্মার সহিত আমাদের একটি ঘনিষ্ঠভাবে প্রীতির সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে। চক্ষুর যে অনাদি কাল হইতে প্রাকৃত রূপ দর্শন তৃষ্ণা তাহা সেই দিন উপশান্ত হইবে, যে দিন সে কোন এক সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সার, নিত্যমধুর চিদানন্দ মূর্ত্তি দর্শন করিবে; শ্রোত্রের যে প্রাকৃত কথা শ্রবণে প্রবৃত্তি তাহা মধুরতম বাক্যামৃত শ্রবণে চিরতৃপ্ত হইবে, নাসিকার প্রাকৃত ঘ্রাণ লালসা অপ্রাকৃত সুরভি সেবা দ্বারা বিনিবৃত্ত হইবে, প্রাকৃত অঙ্গের স্পর্শ লালসা উপশান্ত হইবে, যে দিন পরমরসকদম্বঘন মূর্ত্তির সহিত মিলিত হইবে—এইরূপে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সকল ইন্দ্রিয়ই আপ্যায়িত হইবে। সেইজন্য গীতায় দেখিতে পাই যে বিষয়-আহরণ হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করিলেও তাহার ভোগাসক্তি বিলুপ্ত হয় না ; কিন্তু যে দিন সকল ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের নিয়ামকের সেবায় নিযুক্ত হয়, সেদিন আর চাঞ্চল্য বা ইতর বস্তু ভোগ স্পৃহা থাকে না। তাই উক্ত আছে,—

"বিষয়াঃ বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ
রসো বর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।"

ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যের বিষয় ভূয়ঃ ভূয়ো শ্রুতিতে উল্লেখ আছে। তিনি অন্তর্য্যামী বিধাতা, মহেশ্বর, বিরাট্—তাঁহার প্রশাসনে চন্দ্র সূর্য্য জ্যোতিষ্ক মণ্ডল, অগ্নি স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বিশ্বের সৃষ্টির সহায়ক হন। সেই ঈশ্বরের ভূমা সত্তায় সকল জগৎ পরিব্যাপ্ত। যথা—"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বম্" ঈশ ১। "সর্ব্বস্য প্রভুম্ ঈশান্ সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ।" শ্বেত ৩।১৭।৩। তিনি সকলের প্রভু, ঈশ্বর ও সকল জগৎ তাঁহার শাসনাধীন। তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের একমাত্র অধিকারী। সেই জন্য শ্রুতিতে "তজ্জলান্" শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। "এষ সর্ব্বেশ্বর এষঃ সর্ব্বজ্ঞঃ এষোঽন্তর্য্যামী" মাণ্ডুক্য—৬। "বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ" শ্বেত—৩।১৮। স্থাবর জঙ্গম তাঁহার শাসনাধীন। "শাস্তা জনানাং হৃদয়ে সন্নিহিতঃ"—সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক গার্গীকে বলিয়াছেন,—"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত, এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবা পৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত" ইত্যাদি তাঁহার শাসন দুর্লঙ্ঘ্য। "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" কঠ ২।৩।২। তিনি মহৎভয়—উদ্যত বজ্র "ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্য ভীষাস্মাদ অগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ তৈ—২।৮। তাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত, সূর্য্য উদিত, অগ্নি তাপ প্রদান করে—ইত্যাদি। "মৃত্যুর্য্যস্যোপসেচনং"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ মৃত্যুই যাঁহার ব্যঞ্জন স্থানীয়া তিনি বিরাট্—তিনি বিশ্বরূপ। "তস্য প্রাচীদিক্ প্রাঞ্চঃপ্রাণো দক্ষিণাদিক্ দক্ষিণে প্রাণাঃ" ইত্যাদি। বৃ—৪।২।৪ অর্থাৎ পূর্ব্বদিক্ তাঁহার পূর্ব্ব প্রাণ, দক্ষিণ দিক তাঁহার দক্ষিণ প্রাণ। আবার ছান্দোগ্য শ্রুতিও বলেন—"স এব অধস্তাৎ, স উপবিষ্টাৎ...... স এবেদং সর্ব্বং" তিনি অধে, তিনি উর্দ্ধে,তিনিই সমস্ত। মুণ্ডক্যোপনিষদে উক্ত আছে "অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোতে বাগ বিবৃতাস্ত বেদাঃ।" দ্যুলোক ইহার মস্তক, চন্দ্র সূর্য্য চক্ষু, দিক্ কর্ণ, বেদ বাণী ইত্যাদি। শ্রীগীতাও বলেন—"শশিসূর্য্যনেত্রম্"। উহার একাদশ অধ্যায়ে যে বিশ্বরূপ ও ভগবদৈশ্বর্য্য বর্ণিত আছে তাহা বোধ হয় জগতের কোনও ধর্ম্ম গ্রন্থেই নাই। দশম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ তদীয় বিভূতি সাকল্যে বর্ণনে অসমর্থ হইয়া অর্জ্জুনকে বলেন,—

"যৎ যৎ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেববা।
তৎতদেবাগচ্ছত্বং মম তেজোঽংশ সম্ভবম্"।

অর্থাৎ জগতে যাহা কিছু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত প্রভাব বলাদি গুণ দ্বারা শ্রেষ্ঠ সে সমস্তই আমার জ্যোতির অংশ সম্ভূত। অতীত অনাগত বর্ত্তমানে যত জগৎ আছে, তাহা সেই পুরুষের মহিমা। তাই শ্রুতি বলেন "এতাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ পাদোঽস্য বিশ্ব ভূতানি ত্রিপাদস্যা মৃতং দিবি।" সেই পুরুষের এক পাদ (অংশ) বিভূতি এই জগতে প্রকাশিত, তিনপাদ ঐশ্বর্য্য দিব্যধামে। সেই জন্য ছান্দোগ্যোপনিষদও বলেন "সভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত" ইতি। "সে মহিম্নীতি" সেই ভগবান কোথায় প্রতিষ্ঠিত? ইহার উত্তর—আপনার অসীম মহিমায়।

বেদে মধুর ভাবের অস্ফুট আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। সকল বিশ্বেই ঋষিরা এক অখণ্ড রস স্বরূপ মধুর পরম পুরুষের অভিব্যক্তি বলিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দেখিতেন, তাই ঋগ্বেদে "মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধব" ইত্যাদি উক্ত আছে। বায়ু মধুময়, সমুদ্র মধু, ওষধি মধুময়, দিন রাত্রি পার্থিব রজ—সকলই মধু। বৃহদারণ্যকের মধুবিদ্যায় উক্ত আছে "অয়মাত্ম সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ মধু"। অন্তরে যদি কোন অপরূপ মধুময় রসময় তত্ত্বের সন্ধান তাহারা না পাইতেন, তাহা হইলে বহির্জ্জগতে ঐরূপ মধুর ভাবটি উপলব্ধি হইত না। তাঁহারা ঐ তত্ত্বকে "প্রাণস্য প্রাণঃ" অর্থাৎ প্রাণের প্রাণ রূপে বুঝিয়াছিলেন ও "আত্মেত্যেবোপাসীত" অর্থাৎ আত্মারূপে উপাসনা করিও, এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। এত নিকটতম পদার্থ আর কিছুই নাই।

উপনিষদে ব্রহ্মকে সংযদ্বাম, বামনী, ভামনী শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। তিনি সকল কর্ম্মফল মঙ্গল ও মধুররূপে পরিণত করেন—তিনি সকল লোকে প্রতিভাত হন। তাই ঋষিরা "রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং" বলিয়া তাঁহার মধুময়ী মূর্ত্তির আবির্ভাব প্রার্থনা করিয়াছেন। সেই জন্য বলিয়াছেন—

"যা তে রুদ্র শিবা তনুরঘোরা পাপকাশিণী
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি।"

হে রুদ্র! তোমার মঙ্গল প্রদ আনন্দজননী, পুণ্যপ্রকাশকারিণী যে মূর্ত্তি আছে, তুমি সেই সুখতম মধুর মূর্ত্তি দ্বারা আমাদিগকে দর্শন কর। "যমেবৈষঃ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।" অর্থাৎ তিনি যাহাকে বরণ করেন, সেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। এই শ্রুতির ব্যাখ্যা শ্রীপাদ রামানুজ কৃত শ্রীভাষ্যে এইরূপ উক্ত আছে। "প্রিয়তম এবহি বরণীয়ো ভবতি, যস্যায়ং নিরতিশয় প্রিয়ঃ স এবাস্য প্রিয়তমো ভবতি" ইত্যাদি। প্রিয়ই বরণীয় হয়, এই আত্মা যাঁহার অত্যন্ত প্রিয় তিনিও তাঁহার তদ্রূপ প্রিয়। এইরূপে উপলব্ধি হয় যে যে মধুর ভাবের বীজ বেদে আছে, তাহাই স্মৃতি পুরাণাদিতে পল্লবীত, পরিবর্দ্ধিত ও বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পুরাণ রাজচক্রবর্ত্তী শ্রীভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লীলায় যুগ অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়াই তিনি ভগবান্ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। নিখিল ভগবৎ স্বরূপই সচ্চি নন্দ ও পূর্ণ। ব্রহ্ম সংহিতা তাই বলেন—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চি নন্দ বিগ্রহঃ।" কিন্তু তথাপি অখিল শক্তির বিকাশ অন্যান্য অবতা তাদৃশ হয় নাই বলিয়াই শ্রীভাগবতও তদনুসারে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচ শ্রীপাদ গোস্বামিগণ শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে শ্রীলঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বলেন—

"অত্রোচ্যতে পরেশত্বাৎ পূর্ণা যদ্যপি তেঽখিলাঃ।
তথাপ্যখিল শক্তীনাং প্রাক্যট্যং তত্র নো ভবেৎ॥"
অংশত্বং নাম শক্তীনাং সদাল্পাংশ প্রকাশিতা।
পূর্ণত্বঞ্চ স্বেচ্ছয়ৈব নানা শক্তি প্রকাশিতা॥ ১৫০
শক্তিরৈশ্বর্য্য মাধুর্য্য কৃপা তেজোমুখাগুণাঃ।
শক্তের্ব্যক্তিস্তথাব্যক্তিস্তারতম্যস্ত কারণম্॥"

অর্থাৎ শক্তিত্বও সর্ব্বদা শক্তি সকলের অল্প প্রকাশ তাহাকে বলিয়া কথিত হয়, আর স্বেচ্ছানুসারে নানা শক্তি প্রকাশিতার পূর্ণত্ব। এই শক্তি হইতেছে মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য, কৃপা, তেজঃ প্রভৃতি সকল। শক্তির প্রকাশ বা অপ্রকাশই পূর্ণত্ব ও অংশত্বাদির তারত কারণ। এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে অন্যান্য ভগবৎ স্বরূপ যে সকল নিখিল শক্তি বিবর্জ্জিত বা শক্তি প্রকাশে অক্ষম—শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই, কিন্তু যে যে ভগবৎ স্বরূপ প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া বিলাস প্রকটন করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণে যে যুগপৎ অসমোর্দ্ধ মহিয়সী শক্তি বা ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। সেইজন্য ভগবদংশ শব্দে টঙ্ক-(পাষাণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অন্য) ছিন্ন পাষাণ খণ্ডবৎ এইরূপ কথনও বুঝাইতেছে না। বরং নিখিল ভগবৎ স্বরূপের ঈশ্বরত্বে বা তত্ত্বতঃ ভেদ স্বীকার করিলে অপরাধই হইয়া থাকে এবং তাহা শাস্ত্রসিদ্ধান্তানুমোদিতও নহে। শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস মূর্ত্তি, সিদ্ধান্ততঃ তাঁহার সহিত কোন ভেদ নাই। কিন্তু তথাপি রসাধিক্যে শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ স্বীকার্য্য, ইহা শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তদীয় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উল্লেখ করেছেন। প্রেমের দুইটী কলেবর। সংযোগ ও বিয়োগ। শ্রীনারায়ণের সহিত লক্ষ্মীর চিরমিলন, সেই জন্য বিপ্রলম্ভ রসদ্বারা প্রেমের যে অতিরেক বা উৎকর্ষ তাহা সম্ভব নহে। শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণ চতুষ্টয়—লীলা, প্রিয়াগণের প্রেম দ্বারা শ্রেষ্ঠতা, বেণু মাধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্য। এমন কি এক শ্রীকৃষ্ণেরই ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে পূর্ণত্বের তরতমতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

যথা— "কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা মথুরাদিষু।"

অর্থাৎ গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমতা, মথুরায় পূর্ণতরতা ও দ্বারকায় পূর্ণতা প্রকটিত আছে। এখানেও শক্তির বিকাশানুরূপেই এই ভেদ, তাই উক্ত গ্রন্থের কারিকায় উক্ত আছে,—

"প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমোবুধৈঃ
অসর্ব্বব্যঞ্জকং পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ॥"

(১১৯ দক্ষিণ ১ লহরী)

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ যখন নিখিল শক্তি প্রকাশ করেন তখন পূর্ণতম, যখন অনেক গুণ প্রকাশ করেন, কিন্তু সেই সকল গুণ নহে, তখন পূর্ণতর, আর যখন তাহা অপেক্ষা অল্প গুণ প্রকাশ করেন তখন পূর্ণ।

এখন ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য শব্দের বৈষ্ণব শাস্ত্রে যেরূপ সংজ্ঞা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা বলা হইতেছে। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তদীয় রাগ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বর্ত্তচন্দ্রিকায় বলেন "মহৈশ্বর্য্যস্য দ্যোতনে বাদ্যোতনে চ নরলীলত্বানা ক্রমো মাধুর্য্যং।" যথা—পূতনা প্রাণহারিত্বেপি স্তনচূষণ লক্ষ নরবাললীলত্বমেব।" ইত্যাদি। অর্থাৎ পারমৈশ্বর্য্য প্রকাশে বা অপ্রকাশেই হউক যদি নরলীলোচিত ভাবের ব্যতিক্রম না হয়, তাহ হইলে তাহাকে মাধুর্য্য বলে। যেমন পূতনার প্রাণ বধ কালেও শ্রীকৃ নরবালকের মত স্তন্য পান করিয়াছিলেন ও মহাদীর্ঘ দাম দ্বারা তাঁহাকে বন্ধন করা অসম্ভব হইলেও, জননীর ভয়ে বিহ্বলচিত্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মমোহন লীলায় দেখা যায় যে, যিনি শ্রুতিতে "সর্ব্বজ্ঞ" ও "সর্ব্ববিৎ" বলিয়া উদ্গীত হইয়াছেন, তিনি বৎস ও গোপবালক অনুসন্ধান করিতে ছেন, ব্রহ্মা ও বলদেবাদিকে মোহিত করিলেও গোবৎসচারণলীল প্রকাশ করিতেছেন। অনন্ত ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়াও তাহার প্রকাশ ন করিয়া গোপীগণের গৃহে গৃহে দধি দুগ্ধাদি অপহরণ করিয়া শাস্ত্রে "নব নীত চৌরঃ" নামে কীর্ত্তিত হইতেছেন। তাহা হইলে দেখা গেল যে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ না করিয়া কেবলই মৌগ্ধ্য তাহা মাধুর্য্য নহে। কার তাহা হইলে ক্রীড়াচপল প্রাকৃত নরবালকের মুগ্ধতাও মাধুর্য্য সংজ্ঞা অভিহিত করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণে যুগপৎ এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় মৌগ্ধ্য ও সর্ব্বজ্ঞতা একাধারে একই সময়ে রহিয়াছে। তাই শ্রীপাদ লীলাশুক বলেন "মৌগ্ধ্যে চ সার্ব্বজ্ঞে চ সার্ব্বভৌমমিদং মহ" ইহা আশ্চর্য্য নহে, কারণ সকল বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাশ্রয়ত্বই ভগবত্তা। এই মৌগ্ধও শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তিসার লীলানন্দাত্মক—উহা স্বরূপাতিরিক্ত নহে।

শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী প্রীতিসন্দর্ভে অল্প কথায় ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের সংজ্ঞা এইরূপে নির্ণয় করিয়াছেন, যথা 'ঐশ্বর্য্যং প্রভুতা; মাধুর্য্যংনাম চ শীলগুণরূপবয়োলীলানাং সম্বন্ধবিশেষানাঞ্চ মনোহরত্বং'॥

বনে বনে মুগ্ধ হইয়া গো-বৎসাদির অন্বেষণ করিতে করিতে সর্ব্বজ্ঞ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শিরোমণি জানিতে পারিলেন "সর্ব্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগামহ।" এই গো-বৎস ও গোপ-বালকগণ বিধাতা কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে অনবসরে জ্ঞানাদি অনন্ত শক্তি কখন্ প্রভুর সেবা করিব এই বলিয়া যেন অপেক্ষা করে। পুনরায় লীলায় যখন তাহাদের সেবা প্রয়োজন হয় তখনই তদ্দ্বারা আপনাদিগকে কৃতার্থ করে। লীলা শক্তিই সকল বিষয় সুচারু সমাধান করেন

পক্ষান্তরে ঐশ্বর্য্য শব্দের সংজ্ঞা এইরূপে নির্ণীত হইয়াছে "ঐশ্বর্য্যন্তু নরলীলত্বস্থানপেক্ষিতত্বে সতি ঈশ্বরত্বাবিষ্কারঃ যথা মাতাপিতরৌ প্রতি ঐশ্বর্য্যং দর্শয়িত্বা

'এতদ্বাং দর্শিতং রূপং প্রাগজন্ম স্মরণায় মে,
নান্যথামদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্ত্যলিঙ্গেন জায়তে'

ইত্যুক্তম্ যথা—অর্জ্জুনং প্রাত 'পশ্য মে রূপনৈশ্বরম্' ইত্যাদৌ ঐশ্বর্য্যং দর্শিতং।

অর্থাৎ নরলীলাতিক্রম পূর্ব্বক যখন ঈশ্বর ভাব প্রকাশিত হয় তখন তাহাকে ঐশ্বর্য্য কহে, যেমন পিতা মাতা শ্রীবসুদেব দেবকী দেবীকে ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ব.লয়াছিলেন আমি তোমাদের চতুর্ভুজ রূপ দেখাইলাম, পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করাইবার জন্য। তাহা না হইলে মানব চিহ্ন দ্বারা মদ্বিষয়ক জ্ঞান হয় না। কিম্বা যেমন অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইবার কালে বলিয়াছিলেন 'আমার ঐশ্বরাক রূপ দেখ'। তবে ব্রজে দুগ্ধ ভাণ্ডের নিম্ন তলে তৃণের মত ঐশ্বর্য্য, বিশুদ্ধ মাধুর্য্য বারিধির অতল গভীরতার মধ্যে বিলীন হইয়া থাকে কিন্তু ঐ দুগ্ধই যদি অগ্নি সংযোগে কটাহে উদ্বর্ত্তিত হয়, তবে তৃণটী উপরে ভাসিয়া উঠে; সেইরূপ বিরহবাড়বানল দ্বারা ব্রজবাসীগণের নির্ম্মল রাগ-সিন্ধু-সন্তপ্ত ও ক্ষোভিত হইলে তখন ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধান হয়। সেইজন্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তদীয় সিদ্ধান্ত রত্ন গ্রন্থে বলেন—'মাধুর্য্যনিষ্ঠানামৈশ্বর্য্য জ্ঞানং ত্রিবেণ্যাং সরস্বতীপ্রবাহবদ্গৌনতয়াস্তি। বিরহে বিস্ময়ে বিপদি চ তস্যোদয় পর্ব্বণি সারস্বতস্যেব প্রবাহস্য" অর্থাৎ মাধুর্য্যনিষ্ঠভক্তগণের ঐশ্বর্য্য জ্ঞান ত্রিবেণীতে সরস্বতী প্রবাহের মত গৌণ রূপে অবস্থান করে, পূর্ণিমা প্রভৃতি পর্ব্বে সরস্বতী প্রবাহের মত বিরহে বিস্ময়ে বিপদে উহার উদয় হয়। কিন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞান স্ফুর্ত্তি কালে সম্ভ্রম ও হৃৎকম্পের অভাব নিবন্ধন ইহাকে যথার্থ ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বলা যায় না। ব্রজের বিশুদ্ধ মাধুর্য্য জ্ঞানের স্বভাবই এই যে শ্রীকৃষ্ণের শত শত ভগবত্তার প্রমাণ স্বচক্ষে দেখিলেও ব্রজবাসীগণের হৃদয়ে কিছু মাত্র সঙ্কোচ উদিত হয় না ও সম্বন্ধের শৈথিল্যও ঘটে না, বরং গাঢ়তারই পোষণ করে। যেমন শ্রীকৃষ্ণের বন-গমন কালে তিনি দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত হন, সখাবর্গ সাক্ষাৎ ইহা দেখিয়া এবং প্রেয়সীগণ কর্ণে শুনিয়াও তাঁহাদের হৃদয়ে কৃষ্ণবিষয়িণী ঈশ্বরবুদ্ধি উদিত না হইয়া প্রত্যুতঃ সম্বন্ধজ্ঞানেরই পুষ্টি হইয়াছে।

৩। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল লীলা মুকুটমণি শ্রীরাসে যে বিশাল বিপুল ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা চিন্তাতীত। কিন্তু তথাপি সকলগুলিই ঈদৃশ অসীম মাধুর্য্য সম্বলিত যে, ইহা দ্বারা চিত্ত সঙ্কুচিত হইয়া ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে আবৃত হয় না। পূতনা বধ, অঘাসুর, বকাসুর বধ, গোবর্দ্ধন ধারণ, কালিয়দমন, দাবানল ভক্ষণ, ব্রহ্মমোহন প্রভৃতি অনন্ত লীলা তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ব্রহ্মা যখন গো-বৎস ও রাখালবালক হরণ করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শরীর হইতে অসংখ্য তাদৃশ বৎস ও গোপালক অচিন্ত্য অতর্ক শক্তি দ্বারা সৃজন করিয়াছিলেন। এইরূপে এক বৎসর কাল তাঁহারা ব্রজবাসীগণের স্নেহ যত্ন লাভ করিয়াছিলেন। বৎসরান্তে ব্রহ্মা দেখিলেন যে তিনি যেরূপ বালকগণ অপহরণ করিয়াছেন, অবিকল তদ্রূপই রাখালগণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গোচারণ করিতেছে। শুধু তাহাই নহে—প্রত্যেক বালক নারায়ণ রূপ ধারণ করিয়াছেন ও বহু ব্রহ্মা তাঁহাদের স্তব করিতেছেন। তাই ব্রহ্মার স্তবে শ্রীভাগবতে দেখিতে পাই, যথা—

"জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা নমে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরম্" ॥

এই লীলায় একটী নিগূঢ় রহস্য অভিব্যক্ত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ইচ্ছা করিলেই যখন স্বরূপভুত অনন্ত বালক সৃজন করিতে পারেন, তখন পূর্ব্ব সখাগণের প্রয়োজন কি? ইহা প্রশ্ন হইতে পারে। তদুত্তরে বলা হয় যে, তিনি স্বরূপানন্দে রমণ অপেক্ষা ভক্ত প্রেমানন্দে রমণ অধিকতর অভিলাষ করেন। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যের বিষয় যাহা শ্রীভাগবতে লিপিবদ্ধ আছে, তাহাই শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন।

শ্রীরাসে যে অনন্ত প্রকাশে একই সময় অনন্ত গোপীগণের দুই দুই জনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাস মণ্ডলের মণ্ডল স্বরূপে নৃত্য-বিনোদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা মানব বুদ্ধির অতীত। শুধু তাহাই নহে, রাসান্তে প্রত্যেক গোপীর স্ব স্ব ভাবানুরূপ কুঞ্জে বিহার করিয়াছেন। কিন্তু এতাদৃশ ঐশ্বর্য্যও অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য-সিন্ধুর তলে বিলীন হইয়া ঐ মাধুর্য্যকেই পোষণ করিয়াছে; কারণ অনন্ত ঐশ্বর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যে অনন্ত মাধুর্য্য তাহারই গৌরব, তাহাই চিত্তাকর্ষী। এই মর্ম্মে গোস্বামিপাদোক্ত একটী শ্লোক আছে,—

"করুনানিকুরম্ব কোমলে মধুরৈশ্বর্য্য বিশেষ শালিনি
জয়তি ব্রজরাজনন্দনে নহি চিন্তা কণিকাভ্যুদেতি নঃ"।

অর্থাৎ করুণারাশি দ্বারা যিনি কোমল ও মধুময় বিভব দ্বারা শক্তিশালী সেই ব্রজরাজকুমার যদি সম্যক্‌রূপে জয়যুক্ত হইয়া বিরাজ করেন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তবে আমাদের মত সাধন ভজন হীন পতিত জীবগণেরও কণিকামাত্র চিন্তার কারণ নাই। ইহাই আশার বাণী যে, যিনি ভজনীয় তিনি সমর্থ, মধুর ও করুণ। তাহা না হইলে অনাদি বহির্মুখ জীবের পক্ষে স্বীয় শক্তিবলে ভজন করিয়া সংসারসাগর উত্তীর্ণ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

ব্রহ্মসংহিতায় শ্রীকৃষ্ণের মহৈশ্বর্য্যদ্যোতক অনেক শ্লোক আছে,—

"যস্যৈক নিশ্বসিত-কালমথাবলম্ব্য,
জীবন্তি রোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো.
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

অর্থাৎ লোমকূপে আবির্ভূত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব যাঁহার একটী নিশ্বাস পরিমিত কালকে অবলম্বন করিয়া জগতে প্রকটরূপে অবস্থান করেন, সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার কলা বিশেষ, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে ভজনা করি। এইরূপ শ্রীভাগবতেও অনেক শ্লোক আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধৃত করা হইল না।

শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য কেহ কখনও প্রাকৃত ভাষা দ্বারা বলিয়া শেষ করিতে পারে না। উহা এক বিরাট্ অচিন্ত্য ব্যাপার। তাই ব্রহ্মসংহিতা বলেন "যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং"। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য সম্বন্ধেও তাদৃশ। প্রেমাবেশে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনের হস্ত ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অসীম মাধুর্য্য বর্ণন করিতে করিতে সেই মাধুর্য্য-পাথারে ধ্যান নিমজ্জিত মহাযোগীর মত মগ্ন হইয়াছিলেন। সেই ভাব-চিত্রখানি শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী তদীয় শ্রীচরিতামৃতে অঙ্কিত করিয়াছেন, যথা,—"সনাতন কৃষ্ণ মাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু
মোর মন সান্নিপাতি সব পিতে করে মতি
দুর্দ্দৈব বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শেষে শ্রীল গৌরসুন্দর বলেন,—

"আমিত বাউল আন কহিতে আন কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য স্রোতে আমি যাই বহি।"
"কৃষ্ণের মধুররূপ শুন সনাতন,
যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ।" ইত্যাদি

শ্রীভাগবতে শ্রীরাসে ত্রৈলোক্য সৌভগমিদঞ্চনীরিক্ষরূপং," "ত্রৈলোক্যলক্ষ্মৈকপদং বপুর্দধৎ", "বীক্ষালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রী" ইত্যাদি অসীম মাধুর্য্য পূর্ণ শ্লোকগুলি রসিক ভাগবতগণের অবিদিত নহে।

শ্রীপাদ লীলাশুকের কর্ণামৃত গ্রন্থখানি কেবলই শ্রীকৃষ্ণ মহামাধুর্য্য রসাস্বাদনের অফুরন্ত উৎস রূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। উহার প্রতি অক্ষরেই শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর তদীয় প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি লোচনে যে নবনবায়মান শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য স্ফুরিত হইয়াছিল তাহার শতাংশের একাংশ ভাষায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। শেষে ভাবাতিশয্যে ভাষা স্তম্ভিত হইয়া গিয়া যেন এই অমূল্য শ্লোক রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং-মধুরং।"

ইহাই মাধুর্য্যানুভূতির পরাকাষ্ঠা—চরম পরিণতি। মাধুর্য্যনিষ্ঠ রসিক ভাগবতের নিকট এই মধুর রূপ প্রকাশিত হইয়া তাঁহার নিকট নিখিল জগৎ মধুর রসময় ও সুন্দর করিয়া তুলে। উর্দ্ধে অধে পশ্চাতে সম্মুখে—সকল দিকেই এই মহামাধুর্য্য-পারাবার অনন্ত লীলা-তরঙ্গ-ভঙ্গে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উচ্ছলিত হয়, তখন সেই মহামাধুর্য্যের মধ্যে প্রেমিক ভাগবত দেহ গেহ বিস্মৃত হইয়া মগ্ন হইয়া যান। এই স্থানেই ব্রজরস-উপাসনার চরম ও পরম পরিণতি। এখানেই ভগবদনুভূতির শেষ সীমা, কারণ মাধুর্য্যই ভগবত্তাসার।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ঐশ্বর্য্য-গ্রন্থ, ব্রহ্ম-সংহিতা ও মাধুর্য্য-গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত বঙ্গদেশে যাঁহার অপার কৃপাদান, যিনি স্বীয় অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার জন্যই শ্রীরাধাভাবকান্তি ধারণ করিয়াছিলেন ও স্বভজন বিভজনই (বিতরণ) হইয়াছে যাঁহার অবতরণের প্রয়োজন, সেই কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর করুণা প্রেরণায় শ্রীপাদ গোস্বামী আচার্য্য প্রভুগণ যেরূপ ভাবে ঈদৃশ মধুর ভজনের মণিমন্দির, শাস্ত্রযুক্তি ও স্বানুভবপ্রমাণের অচল ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছেন, এরূপ কুত্রাপি পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই। কারণ শ্রীরাধার মহাভাবের ও শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের কথা পূর্ব্বে লোকে শাস্ত্রে পাঠ করিয়াছিল বটে কিন্তু তাহা ধারণার অতীত ছিল। পরমকরুণ শ্রীগৌরসুন্দর জীবের প্রতি কৃপা করিয়া স্বয়ং "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপে" পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া মনস্তত্ত্বের অগোচর ভাব বিকার সকল নিজাঙ্গে প্রকাশিত করিয়া নিখিল জগৎবাসীকে কিরূপে পরম মধুর রসতত্ত্বের উপাসনা করিতে হয় ও কিরূপ আর্ত্তিভরে দিন রজনী দেহ গেহ বিস্মৃত হইয়া ভাবলোকে অবস্থান করিতে হয়, তাহা আপনি আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন। সেইজন্য মনে হয় তদীয় শ্রীচরণ সরোজে যাহাতে অটল বিশ্বাস ও অচলা শ্রদ্ধা ভক্তি হয় তাহার জন্যই ভজননিষ্ঠ প্রবর্ত্তক সাধকের প্রথম প্রয়াস কর্ত্তব্য। কারণ যিনি যাহা প্রদান করিতে আগমন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট সেই বস্তুর জন্য কাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করা সমীচীন মনে হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আম্নায়—গ্রন্থালয়,
সরলনিধি, কাশী
বারোভলী-5

ভক্তিরস।

আমরা প্রথমে প্রাচীন গ্রন্থে শাস্ত্র আচার্য্যগণ নির্দ্ধারিত ভক্তির সংজ্ঞা ও লক্ষণ আলোচনা করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর করুণা হইলে তদীয় শ্রীচরণানুচর গৌড়ীয় আচার্য্যবর্য্যগণ কিরূপে ভক্তিরস আলোচনা করিয়াছেন তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব। পরে ভক্তি কিরূপে রসতা প্রাপ্ত হয় তাহারও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে।

ভজ্ ধাতু ক্তিন্ প্রত্যয়ে ভক্তিপদ সিদ্ধ হইয়াছে। ভজ্ ধাতু সেবার্থেই প্রয়োগ দেখা যায়। গরুড় পুরাণে আছে—ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যধৃত উপনিষদ্সমূহের মধ্যে কেবল এক শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই ভক্তি শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদ সংহিতায় কিন্তু প্রপা ও শ্রদ্ধাদি শব্দ ভিন্ন ভক্তি শব্দ দৃষ্টি-গোচর হয় না। ভক্তি শব্দের পূর্ব্বোক্ত নিরুক্তি অনুসারেই শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে ভক্তিলক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে। নারদপঞ্চরাত্রে উক্ত আছে,—

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং
হৃষীকেন হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুত্তমা।"

অর্থাৎ ঐহিক পারত্রিক সকল প্রকার ভোগ কামনা ত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক সেবাই উত্তমা ভক্তি। তাপনী শ্রুতি বলেন :—

"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনা-
মুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্মং"

অর্থাৎ আনুকূল্যপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণাদিরূপা ভক্তিই ভজন। এই ভজনটী ঐহিক পারত্রিক ফলকামনাশূন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণে প্রবাহরূপে চিত্তার্পণ—ইহাই নৈষ্কর্ম্ম।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গোপালউত্তরতাপনীতে ভক্তির স্বরূপ উত্তমরূপে নির্ণীত আছে. যথা—'বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি।' অর্থাৎ যিনি বিজ্ঞান ও আনন্দের ঘনীভূত মূর্ত্তি সেই শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-রূপ ভক্তিযোগে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। এখানে একসঙ্গে শ্রীভগবৎ স্বরূপ ও তিনি যে ভক্তি শক্তি দ্বারা বশীভূত হন, সেই ভক্তি স্বরূপও পাওয়া গেল। নারদপঞ্চরাত্রে—

'সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তি পরা ভবেৎ॥'

শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশ্যে যে কর্ম্ম তাহাই ভক্তি। এই সাধনভক্তি দ্বারা পরা ভক্তি প্রেমলাভ হয়। শ্রীশাণ্ডিল্য ঋষি তদীয় ভক্তিসূত্রে বলেন 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে' ১ম অঃ ২য় সূ। অর্থাৎ ভক্তি শব্দে শ্রীভগবানে পরমা অনুরাগই বুঝা যায়। শ্রীপাদ স্বপ্নেশ্বরাচার্য্য এই সূত্রের ভাষ্যে বলেন 'অনুস্তু ন লক্ষণান্তর্গতঃ কিন্তু ভগবন্মহিমাদিজ্ঞানাদনু পশ্চাজ্জায়-মানত্বাদনুরক্তিরিত্যুক্তম্।' অর্থাৎ 'অনু' এই শব্দটী লক্ষণার্গত নহে। কিন্তু ঈশ্বরের স্বরূপ ও মহিমা জ্ঞানের পশ্চাৎ তাঁহার প্রতি যে আসক্তি আসে, তাহাই ভক্তি শব্দে অভিহিত হয়, অর্থাৎ অনু=পশ্চাৎ ও রক্তি= আসক্তি=অনুরক্তি। শ্রীনারদসূত্রে উক্ত আছে "ওঁ সা কস্মৈ পরম প্রেম-রূপা।' ১ অনু ২য় সূত্র। অর্থাৎ শ্রীভগবানে পরম প্রেমই ভক্তি. এই ভক্তি কর্ম্মজ্ঞান ও যোগ হইতে শ্রেষ্ঠতরা। কারণ সাধ্য বিশেষেই উহাদের লক্ষ্য কিন্তু ভক্তি স্বয়ংই সাধ্য ও সাধন স্বরূপা যথা—'ওঁ স্বয়ং ফলরূপতেতি ব্রহ্মকুমারাঃ।' ইহা হইতে আমরা এইটুকু লাভ করিলাম যে সকামভাবে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গাদি লোকপ্রাপ্তি হয় ও নিষ্কাম ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে চিত্তশুদ্ধিই উহার সাধ্য ফল। নির্ব্বিকল্প সমাধি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সিদ্ধি হইলে যম নিয়মাদি যোগাঙ্গানুষ্ঠান ত্যক্ত হয়. মুক্তাবস্থায় তত্ত্বম্ পদার্থের ঐক্যানুসন্ধান বিরত হয়। কিন্তু এখানে ভক্তি স্বয়ংই সাধন ও সাধ্য হইতেছে। অর্থাৎ সাধনভক্তি দ্বারা সাধ্য প্রেমভক্তি লাভেই উহার তাৎপর্য্য। ইহার বিশেষ আলোচনা যথাস্থানে হইবে। শ্রীবিষ্ণু-পুরাণে শ্রীমান্ প্রহ্লাদের উক্তিও এই প্রসঙ্গে আলোচ্য, যথা—

"যা প্রীতিরবিবেকীনাম্ বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ন্মাপসর্পতু।"

বিষ্ণু পুঃ ১ম অংশ ২০ অ—২৯ শ্লোক।

অর্থাৎ অজ্ঞ জীবগণের বিষয়ের প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় অব্যভিচারিণী প্রীতি দেখা যায়, তোমায় স্মরণ করিবার সময় আমারও তল্লক্ষণা তীব্র-প্রীতি যেন হৃদয় হইতে অপসারিত না হয়। যে প্রীতি বিষয়ের প্রতি বিষয়ীর, সেই প্রীতিই আমার তোমার চরণে হউক—ইহা কিন্তু নহে, কারণ বিষয়ে আবেশ মায়াশক্তিবৃত্তির কার্য্য কিন্তু শ্রীভগবৎপ্রীতি স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ। সেইজন্য অনেক প্রভেদ। এই বিষয় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তদীয় প্রীতিসন্দর্ভে বিশেষ বিচার করিয়াছেন। ভগবান্ পতঞ্জলিও সমাধি লাভের অনেক উপায় উল্লেখ করিয়া ভক্তিকে উহাদের অন্যতমরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যথা 'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা।' ১ম অ—২৩ সূ। এই যোগ সূত্রটীতে ভক্তির আভাস দিয়াছেন। যোগ দর্শ-নের বার্ত্তিককার পূজ্যপাদ ভোজরাজ বলেন 'প্রণিধানং তত্র ভক্তি-বিশেষো বিশিষ্টমুপাসনং সর্ব্বক্রিয়াণামপি তত্রার্পণং বিষয়সুখাদিকম্ ফলমনিচ্ছন্ সর্ব্বা ক্রিয়া স্তস্মিন্ পরমগুরাবর্পয়তি।' অর্থাৎ প্রণিধান অর্থে ভক্তিবিশেষ দ্বারা বিশিষ্ট উপাসনা বুঝায়, যাহাতে বিষয়সুখাদি ও কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া সকল কর্ম্মই শ্রীভগবানে অর্পিত হইয়া থাকে, এখানে শ্রীভগবান্ গীতায় যেরূপ বলিয়াছেন—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণং॥"

এখানে শ্রীভগবানে বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্মার্পণই বুঝাইতেছে। ইহা কিন্তু স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি নহে। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে ইহাকেই আরোপসিদ্ধা বা ভগবানে কর্ম্মফল অর্পণ নিমিত্ত ভক্তিরূপে অভিহিত করিয়াছেন।

উপরোক্ত সূত্রটীর ব্যাসভাষ্যে এইরূপ লিখিত আছে, 'প্রনিধানাদ্ভক্তি-বিশেষাদাবর্জ্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্নাত্যভিধ্যানমাত্রেন।' অর্থাৎ প্রণিধান শব্দে ভক্তি বিশেষ দ্বারা আবর্জ্জিত বা অভিমুখীকৃত হইয়া ঈশ্বর অভিধ্যান (অর্থাৎ ভগবান্ শরণাগত ভক্তের প্রতি যে ইচ্ছা করেন 'ইহার অভিমত বিষয় সিদ্ধ হউক' তাহাই অভিধ্যান) দ্বারা সেই যোগীর প্রতি অনুগ্রহ করেন। তাঁহার এইরূপে অভিধ্যান হইতেও যোগীগণের সমাধি সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপে ভক্তি বিশেষ দ্বারা শ্রীভগবৎ সাম্মুখ্য লাভ করিয়া তদনুগ্রহে আসন্ন সমাধিলাভ ও তৎফল কৈবল্য লাভ হইয়া থাকে। এইরূপে ভক্তি বিশেষ দ্বারা শ্রীভগবৎসাম্মুখ্য লাভ হইয়া থাকে, ইহাই শ্রীপাদ ভাষ্যকারের অভিমত। এখানে ভক্তিসাধন মাত্র— উহা দ্বারা কৈবল্যই সাধ্য হইতেছে। শ্রীভগবান্ গীতায়ও বলেন যে তাঁহাতে যাঁহারা সতত যুক্ত ও প্রীতি পূর্ব্বক ভজনশীল তাঁহাদের তিনি জ্ঞান দান করিয়া থাকেন, যাহার দ্বারা তাহারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বেদান্ত দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" ৪।১।১। সূ এই ব্রহ্ম সূত্রটীর ভাষ্যে শ্রীপাদ আচার্য্য শঙ্কর কর্ত্তৃক ধ্যানাপন্না উপাসনাই ভক্তিরূপে লক্ষিত হইয়াছে, যথা—"তথা হি লোকে গুরুমুপাস্তে রাজানমুপাস্তে ইতি চ যস্তাৎপর্য্যেন গুর্ব্বাদীননুবর্ত্ততে স এবমুচ্যতে। তথা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধ্যায়তি প্রোষিতনাথা পতিমিতি বা নিরন্তরস্মরণা পতিং প্রতি সোৎকণ্ঠা সৈবমভিধীয়তে।” অর্থাৎ জগতে দেখাও যায় যে যিনি গুরুর বা রাজার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় যে ইনি গুরুর বা রাজার উপাসনা করিতেছেন; সেইরূপ প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা (যাহার কান্ত বিদেশে গমন করিয়াছেন এইরূপ নায়িকা) পতির ধ্যান করিতেছেন, এইরূপে যে নিরন্তর স্মরণশীলা উৎ-কণ্ঠার সহিত বর্ত্তমানা, পতিপ্রাণা স্ত্রী, তিনিও এই প্রকারেই অভি-হিত হইয়া থাকেন। এখানে আচার্য্যপাদ নিরন্তর ধ্যানরূপে যে উপাসনা কার্য্য হইতেছে, তাহাই ভক্তি সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন।

ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষ্য ভূমিকায়ও শ্রীপাদ জ্ঞান ও উপাসনার এইরূপেই ভেদ দর্শন করিয়াছেন। যথা,—“কস্তর্হি অদ্বৈতজ্ঞানস্যোপ-সনানাঞ্চ বিশেষঃ? উচ্যতে—স্বাভাবিকস্যাত্মন্যক্রিয়েঽধ্যারোপিতস্য কর্ত্ত্রাদিকারকক্রিয়াফল ভেদ বিজ্ঞানস্য নিবর্ত্তকমদ্বৈতবিজ্ঞানম্, রজ্জ্বাদাবিব সর্পাদ্যধ্যারোপণলক্ষণ জ্ঞানস্য রজ্জ্বাদিস্বরূপনিশ্চয়ঃ প্রকাশনিমিত্তঃ। উপাসনং তু যথাশাস্ত্রসমাপিতং কিঞ্চিদালম্বনমুপাদায় তস্মিন্ সমান-চিত্তবৃত্তিসন্তানকরণম্—তদ্বিলক্ষণ প্রত্যয়ান্তরিতম্ ইতি বিশেষঃ।” অর্থাৎ অদ্বৈত বিজ্ঞান ও উপাসনার মধ্যে পার্থক্য কি? বলা হইতেছে, অদ্বৈত বিজ্ঞান হইতেছে নিষ্ক্রিয় আত্মাতে আরোপিত কর্ত্তৃ, কর্ম্মাদি কারক, ক্রিয়া ও তৎফল বিষয়ক নৈসর্গিক ভেদজ্ঞানের উপ-মর্দ্দক। প্রকাশ বা আলোক নিমিত্ত রজ্জ্বাদির স্বরূপ নিশ্চয় যেরূপ রজ্জু প্রভৃতিতে সর্পাদির অধ্যাসাত্মক জ্ঞানের নিবর্ত্তক হয়, ইহাও সেইরূপ। কিন্তু উপাসনা হইতেছে শাস্ত্রানুসারে ব্যবস্থিত কোন একটি আলম্বন (ধ্যানের বিষয়) আশ্রয় করিয়া তাহাতেই এমন ভাবে চিত্তবৃত্তির তৈলধারার মত নিরবচ্ছিন্ন একতানতা সম্পাদন করিতে হয় যে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উহাতে যেন বিজাতীয় অন্য প্রত্যয় ব্যবধানরূপে না আসিতে পারে।

শ্রীসম্প্রদায়ের বিশ্ববিশ্রুত আচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ রামানুজও ধ্রুবানুস্মৃতি-কেই তদীয় শ্রীভাষ্যে ভক্তিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন ও বিদ্ ধাতুর অর্থ ভক্তিপর তাহাও দেখাইয়াছেন, যথা—'ধ্যানং চ তৈলধারাবদবিচ্ছিন্ন স্মৃতিসন্তানরূপা ধ্রুবাস্মৃতি।......সেয়ং স্মৃতি দর্শনরূপা প্রতিপাদিতা। অতঃ সাক্ষাৎকাররূপা স্মৃতিঃ, স্মর্য্যমানাত্যর্থপ্রিয়ত্বেন স্বয়মপ্যত্যর্থ প্রিয়া যস্য স এব পরমাত্মনা বরণীয়ো ভবতীতি তেনৈব লভ্যতে পরমাত্মে ত্যুক্তং ভবতি, এবংরূপা ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তি শব্দেনাভিধীয়তে, উপসনা-পর্য্যায়ত্বাদ্ভক্তি শব্দস্য।" অর্থাৎ তৈলধারার মত নিরবচ্ছিন্ন স্মৃতির প্রবাহরূপ ধ্রুবাস্মৃতিই ধ্যান। সেই ধ্রুবাস্মৃতি প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকাররূপিণী। অতএব অত্যন্ত প্রিয় শ্রীভগবান্ এই স্মৃতিপথে উদিত হন বলিয়া সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষের অনুরূপ এই স্মৃতিটী নিজেও যাহার প্রিয় সেই ব্যক্তিই পরমাত্মার বরণীয় হয় অর্থাৎ সেই পরমাত্মাকে লাভ করে, ইহাই উক্ত হইল। এইরূপ ধ্রুবানুস্মৃতিই ভক্তি শব্দে অভিহিত হয়; কারণ ভক্তি শব্দটী উপাসনারই একার্থবোধক।

এইরূপে শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য অশেষ বিশেষরূপে ধ্রুবানুস্মৃতি দ্বারাই মোক্ষ লাভ প্রতিপাদন করিয়াছেন। যদিও তাঁহার মতে মুক্তিদশায়ও ব্রহ্মের সহিত অভেদ বা ঐক্য হয় না কিন্তু ব্রহ্মের সাম্য বা ব্রহ্মোচিত গুণাবলীর প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, মুক্তপুরুষ ব্রহ্মের স্বভাব প্রাপ্ত হন কিন্তু স্বরূপৈক্য কখনও প্রাপ্ত হন না—

"নাপি সাধনানুষ্ঠানেন নিরস্তাবিদ্যস্য পরেণ স্বরূপৈক্যসম্ভবঃ; অবিদ্যাশ্রয়ত্বযোগস্য তদনন্যত্বাসম্ভবাৎ।"—১ম সূত্রের ভাষ্য।

শ্রীসম্প্রদায়ে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি প্রচলিতা; কারণ শ্রীপাদ রামা-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্তুজ তদীয় ভাষ্যের মঙ্গলাচরণেই শেমুষী ভক্তি লাভ প্রার্থনা করিয়াছেন।

এখন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীচরণানুচর শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভক্তি বিষয়ে কি বলিয়াছেন, তাহা দেখা যাউক। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তদীয় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে প্রথমতঃ সামান্যরূপে ভক্তির সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

ইহার সরলার্থ এইরূপ—অন্যাভিলাষশূন্য ও জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত আনুকূল্যে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি নামে অভিহিত হয়েন। শ্রীপাদ শ্রীজীবকৃত টীকায় এইরূপ মর্ম্ম প্রকাশিত আছে, অনুশীলনটী এখানে ক্রিয়া শব্দের মত কেবল ধাতুর অর্থ মাত্রই বুঝাইতেছে। ধাতুর অর্থ দ্বিবিধ—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ। এই দুই ক্রিয়াই কায়িক, বাচিক ও মানসিক চেষ্টা রূপে প্রকাশিত হয়। আনুকূল্য শব্দে শ্রীকৃষ্ণে রুচিকর প্রবৃত্তি বুঝায়, ভক্তিত্বসিদ্ধির জন্যই আনুকূল্য শব্দটীর প্রয়োগ, কারণ প্রতিকূল আচরণ দ্বারা ভক্তি অপ্রসিদ্ধ। তাহা হইলে প্রাতিকূল্যবর্জ্জিত শ্রীকৃষ্ণসুখার্থ বা তৎসম্বন্ধীয় উপযুক্ত ত্রিবিধ ক্রিয়ার নামই ভক্তি। কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে কোন ক্রিয়া শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর না হইলেও উহা শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল কামনায় কৃত বলিয়া ভক্তি শব্দে অভিহিত হয়। যেমন মা শ্রীযশোমতীর স্তনপানপরায়ণ ক্ষুধিত অঙ্কস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ ও কর্ম্মান্তরে গমন। কিন্তু উক্ত দুগ্ধাবর্ত্তন কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণসুখ জন্যই কৃত বলিয়া ভক্তি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল। পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর না হইলেও এখানে পোষ্য অপেক্ষা তৎপোষকের প্রতিই অধিক অপেক্ষা দেখা যাইতেছে। ইহা আপাততঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিজনক না হইলেও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তি শব্দে সংজ্ঞিত হইবে। তাহা না হইলে ভক্তি লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ উপস্থিত হয়।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তদীয় ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুবিন্দুর টীকায় এরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ; উহার তটস্থ লক্ষণ হইতেছে অপর দুইটি বিশেষণ, যথা—(১) "অন্যাভিলাষিতশূন্যং" অর্থাৎ ঐহিক পারত্রিক সুখাভিসন্ধি বিবর্জ্জিত হইয়া কেবল ভক্তিমাত্রই অভিলাষ ও (২) "জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং" অর্থাৎ এখানে জ্ঞান শব্দে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান ও কর্ম্ম শব্দে স্মৃত্যাদি শাস্ত্রোক্ত নিত্য নৈমিত্তিককর্ম্ম বুঝাইতেছে, কিন্তু ভজনীয় শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক জ্ঞান ও তৎসম্বন্ধে সেবাদিকর্ম্ম ব্যাবর্ত্তিত হইতেছে না, কারণ ভজনে উহাই অবশ্য অপেক্ষণীয়। আদি পদে বৈরাগ্য যোগাভ্যাসাদি বুঝায়। এই উত্তমা ভক্তি স্বরূপসিদ্ধা, নির্গুণা, শুদ্ধা, মুখ্যা, অকিঞ্চনা, অনন্যা ও কেবলা প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শ্রীপাদ শ্রীজীব শ্রীভক্তিসন্দর্ভে এবিষয় বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। এই ভক্তি সাধারণতঃ সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তি নামে ত্রিবিধ। উহার বহু অবান্তর ভেদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে দেখান হইয়াছে। শ্রবণকীর্ত্তন প্রভৃতি নববিধা সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হয় ও ক্রমশঃ ভাব ও প্রেম, যাহা ভাবের গাঢ় অবস্থা, সাধক হৃদয়ে আবির্ভাব হইয়া থাকে। শ্রীপাদ গোস্বামিগণ এই ভক্তিটি মনের ধর্ম্ম বলেন না কিন্তু উহা শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তির বৃত্তি বিশেষ। উহা সচ্চিদানন্দময়ী। সাধন অবস্থায়ও উহার স্বরূপ হানি হয় না, কারণ শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি সমূহই সেই কালে ইন্দ্রিয়াদিতে কৃপাপূর্ব্বক আবির্ভূতা হন ও শ্রবণকীর্ত্তনাদি ক্রিয়ারূপে প্রকাশিত হয়েন। শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামিচরণ তদীয় প্রীতিসন্দর্ভে এই ভক্তির স্বরূপ লিখিয়াছেন, যথা—"অথ শ্রুতৌ চ ভক্তিরেবৈনং নয়তি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি শ্রূয়তে, তস্মাদেবং বিবিচ্যতে। যাচৈবং ভগবন্তং স্বানন্দেন মদয়তি সা কিং লক্ষণা স্যাদিতি। ন তাবৎ সাংখ্যানামিব প্রাকৃত সত্ত্বময় মায়িকানন্দ-রূপা, ভগবতো মায়ানভিভাব্যত্বশ্রুতেঃ, স্বতস্তৃপ্তত্বাচ্চ। ন চ নির্ব্বিশেষ-বাদিনামিব ভগবৎ স্বরূপানন্দরূপা ; অতিশয়তানুপপত্তেঃ। অতো নিতরাং জীবস্য স্বরূপানন্দরূপা, অত্যন্ত ক্ষুদ্রত্বাত্তস্য ততো

হ্লাদিনীসন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকো সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিত" ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণানুসারেণ হ্লাদিন্যাখ্য তদীয় স্বরূপশক্ত্যানন্দরূপৈবেত্য বশিষ্যতে, যয়া খলু ভগবান্ স্বরূপানন্দবিশেষী ভবতি, যয়েবং তং তমা-নন্দমন্যানপ্যনুভাবয়তীতি" ইত্যাদি। অর্থাৎ শ্রুতিতে উক্ত আছে ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্ধামে লইয়া যাইয়া শ্রীভগবান্ দর্শন করান। শ্রীভগবান্ ভক্তির বশ, ভক্তিই বহুলা। এখানে এরূপ বিচার করা যাইতেছে, যে ভক্তি শক্তি এইরূপে শ্রীভগবানকে স্বীয় আনন্দে হর্ষ দান করেন তাহার লক্ষণ কি? সাংখ্যবাদিগণের মতে প্রাকৃত সত্ত্বগুণময় মায়িকানন্দ-রূপ নহেন, কারণ শ্রীভগবান্ মায়া দ্বারা বশীভূত হন না, শ্রুতি ইহা বলেন। অধিকন্তু তিনি আত্মতৃপ্ত। নির্ব্বিশেষবাদিগণের মত ভগবৎস্বরূপা-নন্দাও নহেন ; কারণ সে আনন্দে হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যায় না, কিন্তু প্রেমে শ্রীভগবান্ আনন্দস্বরূপ হইয়াও আনন্দাধিক্য লাভ করেন। জৈবানন্দ-রূপও নহে, কারণ জীব অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তাহা হইলে বিষ্ণুপুরাণানু-সারে শ্রীভগবানের হ্লাদিনাখ্য তদীয় স্বরূপ শক্ত্যানন্দরূপা যে হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা শ্রীভগবান্ আনন্দবিশিষ্ট হন ও অন্য সকলকেও আনন্দ দান করেন সেই হ্লাদিনী নামক ভক্তিশক্তি শ্রীভগবানে সর্ব্বদাই বিরাজিত আছেন—সেই হ্লাদিনীর কোন এক সর্ব্বানন্দদায়িনী বৃত্তি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিত্যই ভক্তবৃন্দে নিক্ষিপ্তা হইয়া ভগবৎপ্রীতি নামে বিরাজিত আছেন। অতএব তদনুভবে শ্রীভগবান্‌ও শ্রীভক্তগণকে অত্যন্ত প্রীতি সহকারে ভজনা করেন।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভেও উক্ত আছে "ভক্তির্হি ভক্তকোটিপ্রবিষ্টতদাত্রীভা-বয়িতৃ তচ্ছক্তিবিশেষঃ" অর্থাৎ ভক্তি শ্রীভগবানের শক্তিবিশেষ—উহা ভক্তসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া ভক্ত ও শ্রীভগবানের হৃদয় বিগলিত করেন। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভে উক্ত আছে—'কিঞ্চ পরমসারভূতায়া অপি স্বরূপশক্তেঃ সারভূতা হ্লাদিনী নাম যা বৃত্তি স্তস্যা এব সারভূতো বৃত্তি বিশেষো ভক্তিঃ সা চ রত্যপরপর্য্যায়া। ভক্তির্ভগবতি ভক্তেষুচ নিক্ষিপ্তনিজোভয়কোটিঃ সর্ব্বদা তিষ্ঠতি। অতএবোক্তং "ভগবান্ ভক্তভক্তিমানিতি।" শ্রীভগ-বানের পরম সারভূত স্বরূপ শক্তির প্রধানা বৃত্তির নাম হ্লাদিনী। এই হ্লাদিনী বৃত্তির প্রধান বৃত্তিই ভক্তি নামে অভিহিত। ইহার অপর নাম রতি। শ্রীভগবানে ও ভক্তগণে উভয়কোটিতে নিঃক্ষিপ্ত হইয়া উহা সর্ব্বদাই বিরাজিত। ভক্তি স্বরূপ শক্তি বলিয়াই শ্রীভগবানের স্বতন্ত্রতার হানি হইতেছে না—উহা শক্তিরূপে স্বরূপ হইতে ভিন্না ও অভিন্নারূপে বিরাজিত, ভক্তকোটিগত ঐ ভক্তির ভেদবৃত্তি স্ফুরণহেতু শ্রীভগবানের অনুভব হয় 'আমাকে ঐ ভক্তের ভক্তি আনন্দ দান করিতেছে' এই জন্যই আনন্দ চমৎকারাতিশয্য প্রকাশিত হয়।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও এই সকল বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া তদীয় 'সিদ্ধান্তরত্নে' বলিয়াছেন "ভগবদ্বশীকারহেতু ভক্তিঃ কিংস্বরূপেতি কিং প্রাকৃত সত্ত্বময় জ্ঞানানন্দরূপা কিংবা ভগবদ্‌জ্ঞানানন্দরূপা অথবা জৈবজ্ঞানানন্দরূপা উত হ্লাদিনী-সার-সমবেত-সম্বিৎসাররূপেতি। নাদ্যঃ, ভগবতো মায়াবশ্যত্বাশ্রবণাৎ, স্বতঃ পূর্ণত্বাচ্চ, ন দ্বিতীয় অতিশয়াসিদ্ধেঃ। নাপি তৃতীয় জৈবয়োস্তয়োঃ ক্ষোদিষ্ঠত্বাৎ। কিন্তু চতুর্থ এবাসৌ ভবেৎ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইত্যাদি। তৎ সারত্বঞ্চ তন্নিত্যপরিকরাশ্রয়ক তদানুকূল্যাভিলাষ বিশেষঃ"। অর্থাৎ ভক্তি শব্দে শ্রীভগবানের নিত্য পার্ষদগণের ভগবদ্বিষয়ে অভিলাষ বিশেষ।

শ্রীপাদ বলদেব সিদ্ধান্তরত্ন বলেন "এষাতু ভক্তিস্তন্নিত্য পরিকরগণা-দারভ্যেদানীন্তনেষ্বপি তদ্ভক্তেষু মন্দাকিনীব প্রচরতি। অতস্তদ্ভক্তকৃপৈব লভ্যেতি শ্রীভাগবতাদি সম্বাদঃ। সা তথাভূতা নিত্য ধাম্নে নিত্য পার্ষদেষু নিত্য চকাস্তি সুরসরিদিব তদ্ভক্তপ্রাণাল্যা প্রপঞ্চেঽবতরতি।"

জীবহৃদয় শ্রবণ কীর্ত্তনাদির দ্বারা পরিমার্জ্জিত হইলে শ্রীভগবানের নিত্যপার্ষদগণে বিরাজিত প্রেমভক্তি মন্দাকিনী প্রবাহের মত সাধু ভক্তরূপ প্রণালিকার মধ্য দিয়া প্রপঞ্চে অবতরণ করেন ও জীবহৃদয়ে প্রবেশ করিয়া নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম উন্মেষিত ও বিবর্দ্ধিতও করেন। কিন্তু জীবের স্বরূপনিষ্ঠ জ্ঞানানন্দই যে প্রেম তাহা নহে; কারণ প্রেম বিভু। ইহা অনেকটা এইরূপ—সমুদ্রই তরঙ্গ কিন্তু তরঙ্গই যে সমুদ্র তাহা নহে। এই জন্যই প্রেম জৈবানন্দ স্বরূপ নহে এরূপ নিষেধবাক্য দেখা যায়, কিন্তু জীবে আদৌ প্রেম নাই তাহা বলা যায় না। শুদ্ধ জীব শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশ বা সূর্য্যমণ্ডলস্থানীয় পরতত্ত্বের বহিশ্চর রশ্মি-পরমাণু—চিৎকণ, সুতরাং সে যে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সে অণুচৈতন্য, সুতরাং তাহার প্রেমও তদ্রূপই হওয়া যুক্তিযুক্ত। তাহার মধ্যেও জ্ঞান ও আনন্দাংশ অনভিব্যক্তরূপে আছে। পরমানন্দঘন প্রেম শ্রীভগবৎপ্রসাদবিশেষ দ্বারাই মনেতে উদিত হয় ও ঐ জীবহৃদয়স্থ অণুপ্রেমই ইহার সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয়, কারণ সাজাত্য না হইলে ঐ বিভুপ্রেমের অবতরণই সম্ভব হয় না। প্রীতিসন্দর্ভে তাই উক্ত আছে,—"তস্যা (প্রীতেঃ) বৃত্তের্গুণাতীতত্বং ততোপি ঘনপরমানন্দত্বং শ্রীভগবৎ প্রসাদবিশেষেণ মনস্যুদিতত্বং

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তত্রাপি তত্তাদাত্ম্যেনৈব তদ্বৃত্তিব্যপদেশত্বঞ্চ দর্শিতম্' । শ্রীভগবান্ বিভু— তিনি যখন প্রেমে বশীভূত হইতেছেন তখন বুঝা যাইতেছে যে পার্ষদ-গণ—যাঁহারা রতির পরম আশ্রয়রূপে উল্লেখিত হইয়াছেন—তাঁহাদের হইতেই প্রেমোচ্ছাসটী আগমন করিয়া ভক্তহৃদয় পূর্ণ করে। শ্রীভক্তির-সামৃতসিন্ধুর দক্ষিণ বিভাগ ৫ লহরী ৬১ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীব-গোস্বামী 'হরিপ্রিয়ে' এই শব্দটীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'সাক্ষাত্তদনু-ভবিতরি তল্লীলা পরিকরে রতেঃ পরমাশ্রয়ে।" অর্থাৎ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণা-নুভবী তদীয় লীলা পরিকারগণই রতির পরম আশ্রয়। পুনরায় উক্ত গ্রন্থের টীকায় উক্ত আছে "আধারস্তু রতেরাশ্রয়ঃ। স চাত্র মূলং রতেঃ পাত্রং গৃহ্যতে। তন্নিঃস্যন্দেন হ্যাধুনিকা অপি ভক্তাঃ স্নিগ্ধা ভবন্তি। স পুনঃ হ্যাপরিব্যমান মহারসপূর্ত্তি স্তল্লীলাপরিকরগণ এব।" ভঃ সিঃ দক্ষিণ ১লঃ ৭ শ্লোকের টীকা। অর্থাৎ আলম্বন বা আধার শব্দে রতির আশ্রয়। সেই আধারও এখানে রতির মূল পাত্রকেই বুঝায়; তাঁহাদের হইতে রতি নিঃস্যন্দিত হইয়া আধুনিক ভক্তসকলকেও আপ্যায়িত করিতেছেন। শ্রীভগবানের মহারসপূর্ত্তিকারী লীলা পরিকরগণই রতির মূল আশ্রয়। এখানে 'মূল' 'পরম' এই সকল শব্দে 'আশ্রয়' বিশেষিত হওয়ায় ইহাও বুঝা যায় যে, কেহ অপর আশ্রয় আছে ; তাহা না হইলে বিশেষণের ব্যর্থতাই ঘটে—যেমন পরাশক্তি বলিলেই অপরাশক্তির অস্তিত্বও সূচিত হয়। স্বরূপশক্তি বলিয়া তাঁহারা পরম আশ্রয়, কিন্তু জীবাখ্য তটস্থ শক্তি সেইরূপ নহে।

এই সকল বাক্য হইতে উপলব্ধি হয় যে শ্রীপাদ গোস্বামিগণের অভিমত এই যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম জড়ীয় নহেন—উহা প্রপঞ্চের পরপার হইতেই ক্ষরিত হইয়া ভক্তগণে অগমন করেন। কিন্তু জীবে যে আদৌ প্রেম নাই তাহা বলা যায় না ; কারণ তাহা হইলে উহা আগন্তুকী পদার্থ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে প্রেমের বিভুত্ব এবং নিত্যত্বও বাধিত হয়। এইরূপ উক্তি দার্শনিক বিচারসহ হয় না। সেইজন্য কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় শ্রীচরিতামৃতে বলেন—

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী গীতার 'ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা' ১৮।৫৪ শ্লোকের টীকায় এইরূপ অভিমতই জ্ঞাপন করিয়াছেন। জীবের যখন গুণমালিন্য অপগত হয় তখন সে ব্রহ্ম বা অনাবৃত চৈতন্য-রূপে অবস্থান করে ও আত্মপ্রসাদও লাভ করে। দেহাভিমানের অভাব নিবন্ধন সে বদ্ধ দশার মত আর নষ্ট বস্তুর জন্য শোক বা অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করে না। বাহ্যানুসন্ধান রহিত হইয়া বালকের মত মঙ্গলামঙ্গলে সমভাবে অবস্থান করে। তাহার পর নিরিন্ধন অগ্নির মত জ্ঞান উপশান্ত হইলে প্রেমভক্তি লাভ হয়। প্রেম শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া অবিদ্যা ও বিদ্যা অপগত হইলেও উহার নাশ হয় না। উহা জ্ঞানাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং নিষ্কাম কর্ম্ম ও জ্ঞানাদি হইতে উদ্ভিন্ন হইয়া কেবল রূপে প্রকাশিত হয়। এখানে "লভতে" এই ক্রিয়া পদের দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে যাহা পূর্ব্বে জ্ঞান বৈরাগ্যাদির মধ্যেও সূক্ষ্মাকারে ও বীজরূপে মোক্ষ সিদ্ধির জন্য ছিল ও সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামীর মত যাহার সত্তার উপলব্ধি হয় নাই তাহাই এখন কেবল রূপে প্রকাশিত হইল। এই জন্য "ক্রিয়তে" এইরূপ পদ ব্যবহার হয় নাই। "কলয়া বর্ত্তমানায়া অপি সর্ব্বভূতেষু অন্তর্য্যামিনঃ ইব তস্যঃ স্পষ্টোপলব্ধির্নাসীদিতি ভাবঃ।" মাষ মুগ ইত্যাদি নষ্ট হইলেও তাহার সহিত মিশ্রিত "কাঞ্চন মণির মত অবিনশ্বর প্রেমভক্তি জ্ঞানাদি হইতে পৃথকরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রেমভক্তির লাভ সেই সময়ই সম্ভব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়া থাকে। "সম্পূর্ণায়া প্রেমভক্তেস্তু প্রায়স্তদানীং লাভ সম্ভবোঽস্তি।" এসম্বন্ধে বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকিলে শ্রীভাগবতের ২।৯।৩৩ শ্লোকের শ্রীপাদবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির স্থায়ীভাব প্রকরণে মোহনাখ্য ভাবের অনুভাব স্বরূপ 'ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিত্ব' এই শ্লোকের উদাহরণে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের যে টীকা আছে তাহাতেও পূর্ব্বমত সমর্থিত হয়। যথা—'এবং চৈতৎ উদাহরণানুসারেণ মহাভাবলক্ষণে যাবদাশ্রয়বৃত্তি-রিত্যাশ্রয়পদেন জীবমাত্রস্যৈব ভক্ত্যাশ্রয়ত্বসম্ভবাৎ। যদুক্তং বৈষ্ণব-তোষণ্যাং সন্দর্ভেচ প্রণবব্যাখ্যায়ামার্ষবাক্যং।

"অকারেণোচ্যতে বিষ্ণুঃ শ্রীরুকারেণ কথ্যতে।
মকারস্তু তয়োর্দাসঃ পঞ্চবিংশ প্রকীর্ত্তিতঃ"॥

ইহা হইতে উপলব্ধি হয় যে, সকল জীবেই ভক্তি সূক্ষ্ম রূপে বিরাজিত আছে। কারণ জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস। "দাসোভূতো হরেরেব।" জীবের হৃদয়ে যদি কোন স্বজাতীয় বস্তু না থাকিত তাহা হইলে মন্দাকিনী-প্রবাহের মত পার্ষদগণ হইতে প্রেমোচ্ছাসের সহসা অবতরণই সম্ভব হইত না। ভক্তিসন্দর্ভের প্রথমেই শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বলিয়াছেন যে পরতত্ত্ব উপদেশবিষয়ে অভিধেয় ভক্তি ও প্রযোজন প্রেম—সিদ্ধোপদেশের মতই উপদিষ্ট হইয়াছে। 'তব গৃহে নিধিরস্তীতি শ্রুত্বা কশ্চিদ্দরিদ্রস্তদর্থং প্রযততে লভতেচ তমিতি তদ্বৎ।' অর্থাৎ কোন দরিদ্র ব্যক্তি যদি কাহার নিকট হইতে শুনিতে পায় যে তাহার গৃহে রত্ন আছে তবে সে যেমন সে বিষয় যত্নবান্ হইয়া উহা লাভ করিয়া থাকে, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব উপদেশও সেইরূপ। ইহাদ্বারা শ্রীপাদের অভিপ্রায় এইরূপই মনে হয় যে প্রেমরতন কণিকা জীবের হৃদয়া-ভ্যন্তরেই আছে কিন্তু তথাপি বারংবার শাস্ত্রোপদেশে ভগবদুপাসনা ও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাধু কৃপা দ্বারা যখন চিত্ত পরিমার্জ্জিত হইবে তখনই উহার প্রকাশ বা আবির্ভাব হইবে। পার্ষদগণের কৃপা ও অনুগতি দ্বারা প্রেমের বিপুলতা ও জাতি সম্পাদন হইতেছে—ইহাই মনে হয়। যিনি যে রসের পার্ষদের অনুগত হইবেন তজ্জাতীয় প্রেমই তিনি লাভ করিবেন। শ্রীচরিতামৃতেও শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় মধ্য লীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বলেন,—

"অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি তটস্থা জীব শক্তি।
বহিরঙ্গা মায়া তিনে করে প্রেমভক্তি।"

ইহা দ্বারা প্রেমের বিভুত্বই খ্যাপিত হইতেছে। দার্শনিকগণ বলেন, বিভূত্বের অর্থ—দেশ কালাদি দ্বারা অনবচ্ছেদ। প্রীতিসন্দর্ভে "বিষ্ণুধর্ম্ম" হইতে জ্ঞান প্রভৃতি আত্মার স্বরূপ নিষ্ঠধর্ম্ম বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে,—

আদর্শস্থ মলাভাবাদ্বৈমল্যং কাশতে যথা।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধহেয়স্থ স হ্লাদো হ্যাত্মনোস্তথা।
তথা হেয়গুণধ্বংশাদববোধাদয়ঃ গুণাঃ।
প্রকাশন্তে ন জন্যন্তে নিত্যাএবাত্মনি হি তে।"

এখানে জ্ঞান ও আনন্দ আত্মনিষ্ঠ বলিয়া উক্ত আছে। হ্লাদিনী ও সম্বিৎ সমবেত সারই প্রেম—তখন জ্ঞান ও আনন্দ নিত্য হইলে প্রেমও অনভিব্যক্তভাবে নিত্য ও জীবস্বরূপনিষ্ঠ হওয়াই সুসঙ্গত; কারণ জ্ঞান প্রভৃতি আত্মার স্বরূপ না স্বীকার করিলে জড়তাপত্তি প্রসক্ত হয়। কেহ কেহ বলেন জীবে আদৌ প্রেম নাই কিন্তু উহা পার্ষদগণ হইতেই জীবে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু প্রীতিসন্দর্ভে উক্ত আছে যে 'ন চ প্রীতেজ্ঞানরূপত্বেন সকর্ম্মকত্বমাশক্ষ্যম্। অতো ব্রহ্মজ্ঞানবৎ ভূতরূপোঽয়-মর্থো ন চ যজ্ঞাদিজ্ঞানবদ্ভব্যরূপো বিধিসাপেক্ষ ইতি সিদ্ধম্। অর্থাৎ অবিদ্যার আবরণ তিরোহিত হইলেই যেমন ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হয় সেইরূপ ভগবৎসাম্মুখ্য দ্বারা বহির্মুখতা দূরীভূত হইয়া সাধন ভক্তি-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যারা প্রেম হৃদয়ে প্রকটিত হয় ও পার্ষদগণের আনুগত্যেই উহা বিভূতা লাভ করে।

যাহা হউক এখন এই সাধ্য প্রেম ভক্তি সাধন বিনা কখনও লভ্য নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাণী এই—

'সাধন বিনা সাধ্য বস্তু কেহ নাহি পায়।'

কিন্তু সাধন ভক্তি দ্বারা প্রেমই সাধ্য। এই তত্ত্বটীই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণানুচর বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অপূর্ব্ব দান। শ্রীভাগবতে উক্ত আছে— 'ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুপুলকাং তনুং' অর্থাৎ সাধন ভক্তিদ্বারা সংজাত বা প্রকটিত যে প্রেম ভক্তি তদ্দ্বারা ভক্ত রোমাঞ্চিত কলেবর ধারণ করেন। তবে প্রভেদ এই যে সাধন অবস্থায় শাস্ত্রানুসারে ভক্তির অঙ্গগুলি অনুষ্ঠিত হয় মাত্র, কিন্তু সিদ্ধাবস্থায় শ্রবণ কীর্ত্তনাদি অঙ্গগুলি পরম আনন্দময়ী অবস্থা লাভ করিয়া স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। যেরূপ আম্র অপক্ক অবস্থায় একরূপ কিন্তু তাহাই পক্ক হইয়া আস্বাদনপ্রচুর হইয়া থাকে। ভক্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ একই বস্তুর দুই অবস্থা—সাধন ও সাধ্য।

শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীও তদীয় ভক্তিরসায়ন নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রথমোল্লাসে এবিষয় বিশেষ বিচার করিয়াছেন এবং ফল ও সাধন ভেদে ভক্তির দ্বৈবিধ্য দেখাইয়াছেন। এবিষয় শ্রীপাদ এইরূপে মীমাংসা করিয়াছেন যথা 'অত্রোচ্যতে ফল সাধন ভেদেন ভক্তিদ্বৈবিধ্যোপপত্তিরদোষঃ। তথাহি ভজনং অন্তঃকরণস্য ভগবদাকারতারূপং ভক্তিরিতি ভাবব্যুৎপত্ত্যা ভক্তিশব্দেন ফলমভিধীয়তে, তস্য চ নিরতিশয় পুরুষার্থত্বাৎ পূর্ব্বোক্তবাদানাং প্রামাণ্যমব্যাহতম্ তথা "ভজ্যতে সেব্যতে ভগবদাকারমন্তকরণং ক্রিয়তে অনয়েতি" করণব্যুৎপত্ত্যা ভক্তিশব্দেন শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনমভিধীয়তে ; তস্য চ স্বয়ং পুরুষার্থত্বাভাবাৎ সাধনত্ববাদানাপি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রামাণ্যমবিরুদ্ধং যথা 'বিজ্ঞপ্তির্বিজ্ঞান'মিতি ভাবব্যুৎপত্ত্যা 'বিজ্ঞানমানন্দো ব্রহ্ম' (বৃঃ আঃ ৬৩।৯।২৮) ইত্যত্র বিজ্ঞান শব্দো ব্রহ্মণি বর্ত্ততে 'বিজ্ঞায়তেঽনেনেতি' করণব্যুৎপত্ত্যা 'বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে (তৈত্তিঃ ২।৫।১) ইত্যাদাবন্তকরণে বর্ত্ততে তদ্বৎ ইত্যাদি। অর্থাৎ ফল ও সাধন-ভেদে ভক্তির দ্বিবিধতা দূষণীয় নহে। যেমন উক্ত আছে ভক্তি শব্দের ভাবব্যুৎপত্তি দ্বারা ভজন বা অন্তকরণের ভগবদাকারতা বুঝায়। এখানে ভক্তিযোগ নিরতিশয় পুরুষার্থ হেতু পূর্ব্বোক্ত বাদ সমূহের প্রামাণ্য অটুট রহিল। সেইরূপ করণ ব্যুৎপত্তি দ্বারা ভক্তি শব্দের অর্থ চিত্তবৃত্তি ভগবদাকার হয় যাহা দ্বারা, এখানে ভক্তি শব্দে শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধন ভক্তিযোগ বুঝায়। ভক্তি স্বয়ংই পুরুষার্থ নহে বলিয়া সাধনপর বাক্য সমূহেরও প্রামাণ্য অবাধিত রহিল, ইত্যাদি।

এই ভক্তি যে চিদানন্দরূপিণী সে বিষয়ই উল্লেখ আছে যথ,

"ভগবান্ পরমানন্দস্বরূপঃ স্বয়মেবহি।
মনোগতস্তদাকার রসতামেতি পুষ্কলম্॥"

অর্থাৎ বিম্বস্থানীয় শ্রীভগবান্ আনন্দস্বরূপ—তিনি মনে প্রতিবিম্বিত হইয়া স্থায়ীভাবতা লাভ করিয়া পূর্ণরূপে রসতা প্রাপ্ত করান। এইজন্য ভক্তিরসের পরমানন্দরূপত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত। কারণ উপাধিস্থিত বিম্বই প্রতীয়মান প্রতিবিম্ব—এই কথা উক্ত আছে। ইহার পূর্ব্বেই স্থায়ীভাব কিরূপে রসতা প্রাপ্ত হয় তাহারও ইঙ্গিত আছে। যথা,—

"স্থায়িভাবগিরাতোঽসৌ বস্ত্বাকারোঽভিধীয়তে।
ব্যক্তশ্চ রসতামেতি পরমানন্দতয়া পুনঃ॥"

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে—বিভাব, অনুভাব ব্যভিচারী সংযোগে অভিব্যক্ত স্থায়িভাবই সভ্য ও অভিনয়কারীর ভেদ তিরোধান করিয়া সভ্যগত হইয়া বাক্য সমূহের মধ্য দিয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরমানন্দ সাক্ষাৎকাররূপে রসতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাই রস বেত্তাগণ অবধারণ করিয়াছেন। শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীর ভক্তি-রসায়নের সিদ্ধান্ত আমাদের সর্ব্বথা স্বীকার্য্য নহে। তিনি ভক্তির রসতা সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাই প্রদর্শন আমাদের উদ্দেশ্য। নাট্যশাস্ত্রাচার্য্য ভরতমুনি তাই বলেন,—"বিভাবানুভাব-ব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিরিতি" অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী মিলনে রস অভিব্যক্তি হয়। আর এই যে রস—যাহা দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্য হইতে উদ্ভূত হয়—তাহা সামাজিক বা সহৃদয় সভ্যই আস্বাদন করেন কিন্তু অনুকরণকারী বা অনুকার্য্যের আস্বাদ্য হয় না, কারণ যাঁহার অনুকরণ হইতেছে তিনি সেস্থানে উপস্থিত না থাকাতে তাঁহার রসাস্বাদ হয় না কিম্বা যে অনুকরণকারী নট, রস তদ্গতও বলা যায় না, কারণ তিনি শিক্ষা অভ্যাসাদি প্রকাশের কৌশল দ্বারাই ঐরূপ অনুকরণ করেন, সেই জন্য তাঁহার রসাস্বাদকতা জন্মিতে পারে না। যদি কখনও ভক্তবর হনুমানের বেশধারী নটের রসোৎপত্তি শুনা যায় তবে বুঝিতে হইবে তখন তিনি সামাজিকই হইয়াছেন কিন্তু জীবন্মুক্ত পুরুষগণের মত সংস্কার বশেই অনুকরণ করিতেছেন।

পূর্ব্বোক্ত অভিমত শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর কৃত অলঙ্কার কৌস্তুভের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সুচারুরূপে জ্ঞাপন করিয়াছেন। রসের লক্ষণ এইরূপ আছে,—

"বহিরন্তকরণয়োর্ব্যাপারান্তররোধকং
স্বকারণাদিসংশ্লেষি চমৎকারি সুখং রসঃ।"

অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সমূহের রসের অনুপযোগী পদার্থ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক, রস সাক্ষাৎকারের কারণীভূত বিভাবাদি দ্বারা সম্মিলিত যে চিত্তের স্ফারতারূপ সুখ, তাহাই রস শব্দে অভিহিত হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রসতা দশায় কোন এক অনির্ব্বচনীয় সুখানুভূতি হইতে চিত্তের সম্প্রসারণ ঘটে তাহাই চমৎকার শব্দে উক্ত হইয়াছে। সাহিত্য দর্পণকারও প্রাকৃত কাব্যরস সম্বন্ধেই বলেন "বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যঃ ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ"।

এখন যে স্থায়িভাব, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া রসতা প্রাপ্ত হয়, তাহার ব্যাখ্যা শ্রীঅলঙ্কারকৌস্তভে কিরূপ আছে তাহাই সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে। স্থায়িভাবের এইরূপ লক্ষণ করা হইয়াছে যথা—

"আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽস্তি ধর্ম্মঃ কশ্চন চেতসঃ
রজস্তমোভ্যাং হীনস্য শুদ্ধসত্ত্বতয়া সতঃ
স স্থায়ীকথ্যতে বিজ্ঞৈঃ।"

অর্থাৎ রাজস্তমোগুণরহিতশুদ্ধসত্ত্বাত্মক চিত্তের রসাস্বাদনরূপ কার্য্যের কারণীভূত যে ধর্ম্ম বিশেষ তাহাই বিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক স্থায়িভাব বলিয়া কথিত হয়। অলঙ্কার কৌস্তভে সাধারণতঃ সামাজিকগণের যে শুদ্ধ চিত্তের অবস্থা-বিশেষ, তাহাই কথিত হইয়াছে। অতএব সহৃদয়গণের অবিদ্যা-রাহিত্যও সূচিত হইতেছে। তাঁহাদের চিত্তে যে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হয়, তাহা মায়া-বৃত্তিরূপ নহে কিন্তু চিদ্রূপই—সেই জন্য শুদ্ধ সত্ত্ব বা তুরীয় সত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই হেতু তাঁহাদের রসাস্বাদক চিত্তনিষ্ঠ ধর্ম্মও হ্লাদিনী শক্তির আনন্দাত্মক বৃত্তিরূপ কিন্তু জড়াত্মক নহে। কারণ জড়াত্মক স্থায়িভাবরূপ ধর্ম্মের বিভাবাদি সংযোগে আনন্দাত্মক রসরূপতা প্রাপ্তি যুক্তিযুক্ত হয় না। এখানে স্বচ্ছ রতিমান্ প্রপঞ্চগত সামাজিকগণেরই রসাস্বাদক চিত্তের ধর্ম্মই স্থায়িভাবরূপে কথিত হইল। কিন্তু পার্ষদ বা অনুগত ভক্তগণের নহে। কারণ তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ স্থায়িভাব সমূহ বিদ্যমান আছেন। শ্রীভক্তি রসামৃতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীকৃষ্ণ রতিই স্থায়িভাবরূপে উল্লিখিত আছে, যাহা শ্রবণকীর্ত্তনাদি কর্ত্তৃক বিভাবাদি দ্বারা আস্বাদনীয় হইলে ভক্তিরসাখ্যা পাইয়া থাকেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উক্ত আছে,—

"অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নয়ন্
সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ীভাব উচ্যতে।"

অর্থাৎ যাহা হাসাদি অবিরুদ্ধ ও বিরুদ্ধ ভাবসমূহকে বশীভূত করিয়া মহারাজের মত বিরাজ করে তাহাই স্থায়িভাব। উহা লবণাকরের মত। লবণ সমুদ্র যেমন উহার স্বজাতীয় বিজাতীয় সকল জলকেই লবণাক্ত করে, স্থায়ি সম্বন্ধেও সেইরূপ। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য মধুর রসপরিকরের অনুগত হইয়া যিনি যেরূপ ভজন করেন তাঁহার তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থায়িভাব হইয়া থাকে। "বিভাবয়তি উৎপাদয়াতীতি বিভাবঃ কারণং" অর্থাৎ যাহা উৎপাদন করে বা রতি আস্বাদনের বিষয়রূপ কারণ তাহাই বিভাব। তাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে দক্ষিণ লহরীতে উক্ত আছে,—

"তত্রজ্ঞেয়া বিভাবাস্তু রত্যাস্বাদনহেতবঃ।
তে দ্বিধালম্বনা একো তথৈবোদ্দীপনাঃ পরে॥"

অর্থাৎ রতি আস্বাদনের কারণ সমূহই বিভাব—উহা আলম্বন ও উদ্দীপনভেদে দ্বিবিধ। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্ত রতির বিষয় ও আশ্রয় আলম্বন হইয়া থাকেন। যাহা স্থায়িভাবকে উদ্দীপিত করে তাহাই উদ্দীপন—মুরলী, তুলসী প্রভৃতি। 'অনুপশ্চাদ্ভাবো ভবনং যস্য সোঽনুভাবঃ বা কার্য্য' অর্থাৎ অন্তরের বিকার অববোধক বহিশ্চিহ্ন সমূহই অনুভাব সংজ্ঞায় অভিহিত হয়—যেমন নৃত্য, হাস্য প্রভৃতি। পুলকাশ্রু প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিকও রসশাস্ত্রে সাধারণতঃ অনুভাবেরই অন্তর্গত; কিন্তু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উহাদের একটা স্বতন্ত্র প্রকরণ দৃষ্ট হয়, যদিও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঐ সকল ভাব অন্তর ও বাহিরের বিক্ষোভজনক বলিয়া ব্যভিচারী ও অনুভাবরূপে উল্লিখিত আছে। "বিশেষেণ অভিমুখ্যেন চরিতুং শীলং বস্তেতি ব্যভিচারী সহকারী" অর্থাৎ যাহা স্থায়িভাবের দিকে বিশেষরূপ সঞ্চরণ করিয়া উহাকে পুষ্ট করে কিন্তু নিত্য বর্ত্তমান থাকে না, তাহা ব্যভিচারী বা সঞ্চারীরূপে কথিত হয়। নির্ব্বেদ বিষাদ প্রভৃতি ত্রয়স্ত্রিংশ ব্যভিচারীও অনুভাবের সহকারী মাত্র। রস সাক্ষাৎকারে পরিপাটী এই, যে, প্রথমে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভজনের অঙ্গগুলি পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিলে আনন্দরূপা রতির আবির্ভাব হয়, তদনন্তর বিভাবাদির সংযোগ দশায় রতির সাক্ষাৎকার, তাহার পর রতিরই রসরূপতা প্রাপ্তি হয়। তদনন্তর সেই বিভাবাদি দ্বারাই রসসাক্ষাৎকার হয়, অতএব রতিসাক্ষাৎকারে যেরূপ আনন্দ আবির্ভাব হইয়া থাকে তদপেক্ষা রস-সাক্ষাৎকারে কোটিগুণ আনন্দের আবির্ভাব হয়।

এখানে যে রতি বা ভাব—যাহা রসতা প্রাপ্ত হয় বলা হইল—উহা কিন্তু সম্প্রযোগ বিষয় রতিপরিণামরূপ ভাব বা মহাভাব বা মহারাগ হইতে স্বতন্ত্র! এই রতি বা চিত্তরঞ্জকতা শব্দের অর্থ এই যে উহা চিত্তের কঠোরতা অপনীত করিয়া কোমলতা ও দ্রবীভাব সম্পাদন করে। কারণ উহা "শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা"। পূর্ব্বে সামাজিকগণের যে স্থায়িভাব হ্লাদিনীশক্তির সারবৃত্তিরূপে উক্ত হইয়াছে তাহা হইতে কোটিগুণিত আনন্দরূপ হ্লাদিনী শক্তিসারবৃত্তিরূপা এই রতি—যাহার চরম পরিপাক-দশা মহাভাব; উহ শ্রীব্রজসুন্দরীগণেরই নিজস্ব সম্পত্তি। অপক্ক ইক্ষু-রস যেমন পাক হইতে পাকান্তর প্রাপ্ত হইয়া শেষে ওলারূপে পরিণত হয়, সেইরূপ রতি বা ভাবও ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করিয়া সপ্তম কক্ষাস্থিত মহাভাব বা শ্রীমান্ উদ্ধব দ্বারা বহুপ্রশংসিত রূঢ় ভাবে পরিণাম প্রাপ্ত হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর অন্য আলঙ্কারিকগণের মতানুসারেই প্রাকৃত, অপ্রাকৃত ও আভাসভেদে রস ত্রিবিধ দেখাইয়াছেন কিন্তু প্রাকৃতে রস সম্ভবই হয় না; কারণ ক্রিমিকীটসঙ্কুল জীবচ্ছব অতীব নক্কারজনক স্থূলদেহধারী প্রাকৃত নশ্বর নায়কগণে রসই হয় না, কিন্তু বিচার করিলে উপলব্ধি হয়, যে, বিভাববিরূপতা নিবন্ধন ঘৃণাময় বিরসতাই উৎপন্ন হয়। সেইজন্যই গ্রন্থকার প্রাকৃত রস বিষয়ে একটীও উদাহরণ উল্লেখ করেন নাই। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৌস্তভের টীকায় এইরূপ অভিমতই জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ভক্তিরসের উদাহরণস্বরূপ অলঙ্কার কৌস্তভে উক্ত আছে,—

"জয় শ্রীমদ্বৃন্দাবনমদননন্দাত্মজ বিভো
প্রিয়াভীরীবৃন্দারিক নিখিল বৃন্দারকমনে
চিদানন্দস্যন্দাধিক পদারবিন্দাসব নমো
নমস্তে গোবিন্দাখিলভুবনকন্দায় মহতে।"

অর্থাৎ হে বিভো! শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রাকৃত মদননন্দনন্দন তোমার জয় হউক, প্রিয়তমা গোপাঙ্গনাগণই সুরাঙ্গনা সদৃশ। তুমি নিখিল দেবগণের শ্রেষ্ঠ, তোমার শ্রীচরণারবৃন্দের যশোমকরন্দ ব্রহ্মানন্দরস অপেক্ষাও অধিক। হে অখিলভুবনমহারাজস্বরূপ গোবিন্দ! তোমাকে নমস্কার। এখানে দেব বিষয়ক বলিয়া চিত্তদ্রবকারী রতিই স্থায়িভাব, আলম্বন শ্রীকৃষ্ণ; তদীয় মহিমাদি উদ্দীপন, হৃদয়ের দ্রবত্ব অনুভাব, নির্ব্বেদ দৈন্যাদি ব্যভিচারী।

পূর্ব্বে যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরা রতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে, উহারাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে মুখ্যারতির অন্তর্গত শুদ্ধা, প্রীতি, সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিয়তা ভেদে পঞ্চ প্রকার কথিত হইয়াছে। তাহা হইতে ভক্তিরস প্রধানতঃ পঞ্চ প্রকার—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"অমী পঞ্চৈব শান্তাদ্যা হরের্ভক্তিরসা মতা
এষু হাসাদয়ঃ প্রায়ো বিভ্রতি ব্যভিচারিতাম্ ।"

মধুরা রতিরই সর্ব্বোৎকর্ষ দেখান হইয়াছে। ইহার মধ্যে সকল রতির গুণই বিরাজিত আছে। তাই কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃতে বলেন,—

"শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য গুণ মধুরেতে বসে।"
"কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তারতম।"

এখানে অনেকে ব্যাখ্যা করেন যে, যিনি যে রসে মগ্ন হন, তাঁহার পক্ষে সেই রসই উত্তম. কিন্তু যিনি মগ্ন না হইয়া তটস্থ অর্থাৎ রসসিন্ধুর তীরস্থ হইয়া নিরপেক্ষভাবে বিচার করেন তিনিই রসের তারতম্য বুঝিতে পারেন। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা বোধ হয় শ্রীপাদ গোস্বামিগণের অভিমত নহে। কারণ পূর্ব্বোক্ত শ্রীচরিতামৃতের শ্লোকটী শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণ বিভাগের পঞ্চম লহরীর ২১ শ্লোকেরই প্রতিধ্বনি। যথা—

"যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি
রতির্বাসনয়া সাদ্বী ভাষতে ক্বাপি কস্যচিৎ।"

ইহার সরলার্থ এই যে রতি উত্তরোত্তর আস্বাদবিশেষ ও উল্লাসময়ী হইলেও ঋসনা বা অভিরুচি অনুসারে কোথায় কাহারও নিকট বিশেষ স্বাদযুক্ত হইয়া থাকে। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, এই রতিসমূহে উত্তরোত্তর আস্বাদাধিক্য কিন্তু তথাপি অভিরুচি অনুসারেই কাহারও কোনটীতে প্রবৃত্তি হয়। এখানে আশঙ্কা উপস্থিত হয়, এই রতিসমূহের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয় বিচার করিবেন কে? নির্ব্বাসন ও একবাসন ব্যক্তি এ বিচারে সমর্থ নহে কারণ তাঁহাদের অন্য রসের আস্বাদনই নাই। আর যিনি বহুবাসন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাঁহার রসাভাস বা বহু রস আস্বাদন হেতু বিচার ক্ষমতাই নাই, ইহা সত্য। কিন্তু তথাপি যিনি একরসে মগ্ন তিনিই বিচারক্ষম। কারণ অন্য রস তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ না হইলেও তৎসদৃশ রসের উপমান (তুলনা) প্রমাণ দ্বারা ও বিসদৃশ রসকে কোন দ্রব্য পুষ্ট ও দুষ্ট করিতেছে তদ্দর্শনে অনুমান প্রমাণ দ্বারা তিনিই বিচার করিবেন।

এখানে উপলব্ধি হয় যে, শ্রীপাদের অভিপ্রায় এই যে, যাহার এক রসেরও অনুভূতি নাই, তিনি বিচারক্ষম নহেন, কারণ রসশাস্ত্রে আক্ষরিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও যথার্থ রসানুভূতির অভাব নিবন্ধন প্রকৃত প্রস্তাবে বিচার করিতে যোগ্য নহেন। দৃষ্টান্তস্থলে শ্রীমান্ উদ্ধব—যিনি সঙ্কুল (সখ্য-দাস্য-সম্মিলন) রতির অন্তর্গত হইলেও দাস্য রতির প্রাধান্য হেতু দাসভক্তরূপেই উল্লিখিত হইয়াছেন, তিনি ঐ এক রসে মগ্ন হইয়া ছিলেন বলিয়াই শ্রীব্রজসুন্দরীগণে বিরাজিত মধুরা রতির প্রত্যক্ষানুভূতির অভাবেও উহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব অনুমান করিয়া তাঁহাদের শ্রীচরণরেণুকণা প্রার্থনা করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ ভক্তিরসাস্বাদনরসিক, ইহা শাস্ত্র হইতে জানা যায়। ভ্রমর যেরূপ তামরসকোষে মধুপানে মুগ্ধ হয়, তদ্রূপ আত্মারাম আত্মকাম হইয়াও শ্রীভগবান্ ভক্তহৃদয়কমল-কোষমধ্যে নিহিত ভক্তিরসপানে তৃপ্ত হইয়া থাকেন। শ্রীগীতায় তিনি শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

"যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।"

অর্থাৎ আমি সর্ব্বভূতে সম হইলেও ভক্তিতে বিষম হইয়া পড়ি; যাহারা ভক্ত, তাহাদের সহিত আমার একটী নিবিড় প্রীতির সম্বন্ধ হইয়া থাকে। শ্রীমান্ অক্রূরও তাই বলিয়াছেন যে, যদিও শ্রীভগবানের কেহই দয়িত বা সুহৃৎ, অপ্রিয় বা উপেক্ষ্য নাই, তথাপি কল্পতরু যেরূপ আশ্রিত জনকে অভীষ্ট ফলদান করে, সেইরূপ শ্রীভগবানও শরণাগত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। শ্রীমান্ প্রহ্লাদও শ্রীভগবান্ যে ভক্তপ্রিয় তাহা বলিয়াছেন। যিনি অবিষম তিনি কখনও বিষম হইতে পারেন না। সেইজন্য তাঁহাতে বৈষম্য প্রতীত হইলেও সমতাই আছে; ইহা অতীব আশ্চর্য্যকর। শ্রীপাদ শঙ্করও তাই বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলেন—"ঈশ্বরস্তু পর্জ্জন্যবদ্ দ্রষ্টব্যঃ।" তাঁহার ভক্তপক্ষপাতরূপ বৈষম্য অপরিহার্য্য। ইহা শ্রীমদ্ভীষ্ম কুরুক্ষেত্র রণপ্রাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণকে অর্জ্জুনের প্রাণ রক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করাইয়া ও নিজের প্রতিজ্ঞা অসত্য করতঃ তাঁহারই প্রতিজ্ঞা সত্য করিয়া জগতের সমক্ষে দেখাইয়াছেন। তাই শ্রীপাদ জীবগোস্বামী পরমাত্মসন্দর্ভে বলেন যে, সকলের প্রতি সমান আশ্রণীয় কল্পবৃক্ষরূপ শ্রীভগবানে ভক্তপক্ষপাতরূপ বৈষম্য দর্শন হেতু এই বিষমতাই তাঁহার স্বভাব, এইরূপ সিদ্ধান্তিত হইল। এই যে সাম্য ও বৈষম্য অবিরোধে তাহাতে আছে, ইহা তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিরই পরিচায়ক—ইহাই ভগবত্তা। "বস্তুতস্তু শ্রীভগবত্যচিন্ত্যৈশ্বর্য্যমেব মুখ্য-স্তদবিরোধে হেতুঃ।" শ্রীপাদ শ্রীজীব ভগবৎসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—'বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়ত্বং হি ভগবত্ত্বম্'।

এই ভক্তিরসাস্বাদন সকলের ভাগ্যে ঘটে না। আধুনিক ও প্রাক্তন ভক্তি সংস্কার যাঁহাদের হৃদয়ে বিরাজিত তাঁহারাই ভক্তিরস আস্বাদনে সমর্থ। ভক্তিসন্দর্ভের প্রথমে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন যে, যাঁহারা ভগবৎ সাম্মুখ্যজাত, তদনুভবসংস্কারবিশিষ্ট ও যাঁহারা মহতের কৃপাদৃষ্টি প্রসাদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের শাস্ত্র শ্রবণ করিলেই ভগবৎ-সাম্মুখ্য ও তদনুভব হইয়া থাকে। যাঁহাদের হৃদয় ভক্তিধারায় বিধৌত হইয়া প্রসন্ন উজ্জ্বল অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মভাবাবির্ভাব যোগ্য হইয়াছে, যাঁহারা শ্রীভাগবত গ্রন্থে অনুরক্ত, রসিক ভক্তসঙ্গে আসক্তচিত্ত, যাঁহা-দের শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দে ভক্তিসুখসম্পত্তিই জীবন স্বরূপ ও যাঁহারা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

প্রেমের অন্তরঙ্গ কর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ভক্তিরস আস্বাদন করিতে যোগ্য। রতির অস্তিত্ব হেতু আধুনিকী বাসনা আছেই, তথাপি রসতাপত্তি বিষয়ে প্রাক্তনীও অবশ্য অন্বেষণীয়। প্রাক্তন ও আধুনিক ইহাদের মধ্যে তিরোধান অপেক্ষা করিয়াই ভেদ কথন অভিলষিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী যেরূপ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণিতে ভক্তি-প্রীতি রস সম্বন্ধে গভীর গবেষণাত্মক বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন, শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তদ্রূপ ভক্তিসন্দর্ভে ও প্রীতিসন্দর্ভে ভক্তি-প্রীতি সম্বন্ধে সারগর্ভ বিচার পরিপাটী—বিভাগ, উপবিভাগ, উদাহরণ দেখাইয়া সমগ্র শাস্ত্রসিন্ধু নির্ম্মন্থন পূর্ব্বক যেন সিদ্ধান্তরত্ন উত্তোলিত করিয়া পরম করুণাভরে জীবগণের জন্য শ্রীগ্রন্থে আহিত করিয়াছেন। প্রীতিসন্দর্ভে বলিয়াছেন "ভক্তিময়ো রসঃ ভক্তিরসঃ" অর্থাৎ ভক্তিপ্রাচুর্য্য হেতুই ভক্তিময় রস এইরূপ উক্ত পদের অর্থ বুঝিতে হইবে। রসতা প্রাপ্তির জন্য তিন প্রকার সামগ্রী আছে, যথা ;—স্বরূপযোগ্যতা, পরিকরযোগ্যতা ও পুরুষ-যোগ্যতা। প্রাকৃত রস অপেক্ষা এই ভক্তিরস অত্যন্ত বিলক্ষণ। ভগবৎপ্রীতির স্থায়ীভাবত্ব অশেষ সুখতরঙ্গসঙ্কুল সাগর সদৃশ ব্রহ্মসুখ হইতেও অধিক আনন্দময়, সুতরাং ভক্তি রসের স্বরূপ যোগ্যতা প্রতিপাদিত সুষ্ঠুরূপেই হইল। অপ্রাকৃত রসে বিভাব ও অনুভাব প্রভৃতির অলৌকিকত্ব নিবন্ধন রসপরিকর সামগ্রী স্বতঃই অদ্ভুত ; কোন সৎকবিগণের বর্ণনা কৌশল অপেক্ষা করে না। প্রহ্লাদ প্রভৃতির মত সংস্কারই এই প্রীতি-রস আস্বাদনে পুরুষযোগ্যতা সূচনা করিতেছে।

এইরূপে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী দেখাইয়াছেন যে সকল দিক দিয়াই ভগবদ্ভক্তি রসতাপ্রাপ্তির সম্পূর্ণ যোগ্য। প্রাকৃত রসবেত্তাগণ যে রসসামগ্রীর অভাব নিবন্ধন ভক্তির রসত্ব অভিলাষ করেন নাই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহা প্রাকৃত দেবগণের সম্বন্ধে কিন্তু অপ্রাকৃত সকলরসকদম্বমূর্ত্তি-অখিল রসামৃতসিন্ধু শ্রীভগবানের ভক্তিরস সম্বন্ধে নহে। কারণ শ্রুতি তাঁহাকেই 'রসো বৈ সঃ' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনিই সকল রসের সমাশ্রয় ও বিষয়—তিনিই নিত্যলীলানিকেতনে স্বরূপশক্তিসমূহ লইয়া নিত্য রসলীলামগ্ন। এই রস—যাহা বহুদিন হইতেই কেবল প্রাকৃত কাব্য ও নাটকের অন্তর্গত ছিল, তাহা শ্রীমন মহাপ্রভুর করুণাপ্রেরণায় শ্রীগোস্বামীআচার্য্যবর্য্যগণদ্বারা শ্রীভগবৎ বিষয়ে নিয়োজিত হইয়া জগ-তের অশেষ কল্যাণ বিধান করিয়া এক নবযুগের আহ্বান করিয়াছে। কারণ ইহা বোধ হয় সর্ব্ববাদিসম্মত যে ইহার পূর্ব্বে এরূপ অপ্রাকৃত রসের সুবিস্তৃত বিচার বিশ্লেষণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের অতীত ভাব সক-লের বিভাব ও উদাহরণ প্রদর্শন কেহই করেন নাই। এরূপ রসশাস্ত্র প্রণয়ন যিনি রস স্বরূপ তাঁহার অহৈতুকী অসীম করুণা ভিন্ন কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। সেইজন্য শ্রীমৎরূপগোস্বামিচরণ তদীয় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মঙ্গলাচরণে স্পষ্ট বলিয়াছেন,—

"হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য।

অর্থাৎ যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রেরণায় আমি অতি দীনহীন হইয়াও এই দুষ্কর রস বিষয়ে গ্রন্থ নির্ম্মাণ করিতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছি তাঁহার শ্রীপদকমলের বন্দনা করি। ইহা কেবল শ্রীগোস্বামীপ্রভুগণের বিরাট্ রসতত্ত্বের আলোচনা সম্বন্ধে দিগ্দর্শন মাত্র। শ্রীজীবগোস্বামিচরণ ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর টীকাতে তাই বলেন, যে অপ্রাকৃত ভাগবত রস শ্রীরূপ গোস্বামীর হৃদয়-কমলকোষাভ্যন্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বারা নিহিত হইয়া-ছিল, তাহাই তিনি সংসারতাপতপ্ত শুষ্কহৃদয় জীবের প্রতি পরম করুণা-ভরে বিতরণ করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই ভক্তিরস বিশেষতঃ মধুরারতিরসমহাসিন্ধু অতল, অপার, গম্ভীর ও দুর্ব্বিগাহ। প্রাচীন রসিকভাগবত শ্রীপাদ শুকদেব প্রভৃতি ও অর্ব্বাচীন রসিক মুকুটমণি শ্রীলীলাশুক ও শ্রীপাদ জয়দেব গোস্বামীগণও এই রসসিন্ধুর কূল নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই। শ্রীরূপগোস্বামিচরণও শ্রীমুখে বলিয়াছেন, যে, তিনি এই বিশাল বিপুল নিত্যতরঙ্গায়িত উজ্জ্বলরস সাগরের তটে অবস্থান করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা কণিকামাত্র আস্বাদন করিয়াছেন। তখন সাধারণ মানবের যে উহাতে প্রবেশাধিকারই নাই, তাহা বলা বাহুল্য। রস স্বয়ং প্রকাশ বস্তু, রসিক ভাগবতগণের অহৈতুকী করুণায় উহার আস্বাদন সৌভাগ্য ঘটিয়া থাকে। সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই, যে অখণ্ড-রস-ঘন-আনন্দলীলা-বিগ্রহ, অপ্রাকৃত-রস-বিতরণ-দাতা-শিরোমণি শ্রীগৌরসুন্দরের অপার অহৈতুকী কৃপায় আজ সাধারণ সাধক ভক্তের ব্রহ্মাশিবাদির অগম্য লীলারসস্বাদ সুলভ হইয়াছে, তাঁহারই শ্রীচরণ কমলদ্বন্দ্বে আমাদের চিত্তভ্রমরসমূহ রসপানে মত্ত হউক। শ্রীমদ্দাস গোস্বামিচরণের গভীর বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে ইচ্ছা যায়,—

'চৈতন্যচন্দ্র মম হৃৎকুমুদং বিকাশ্য
হৃদ্যং বিধেহি—নিজচিন্তনভৃঙ্গরঙ্গৈঃ।
কিঞ্চাপরাধতিমিরং নিবিড়ং বিধূয়
পাদামৃতং সদয় পায়য় দুর্গতং মাং ॥"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তপস্যা।

তপস্যা শব্দে সাধারণতঃ বৈধ ক্লেশসাধ্য কর্ম্ম বুঝাইলেও কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের সাধনতারতম্য হেতু তপস্যা শব্দটীর নাম সাম্যেও বহু ভেদ দেখা যায়। কর্ম্মীর তপস্যা সকামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে উহা স্বর্গাদি প্রাকৃত লোক প্রাপ্তির হেতুভূত হইবে—নিষ্কাম ভাবে আচরিত হইলে চিত্তশুদ্ধি-সম্পাদনই উহার ফল। পঞ্চতপা, কৃচ্ছসাধ্য চান্দ্রায়ণাদি ব্রত দ্বারা সংসারসিন্ধু অতিক্রম হয় না। কিন্তু জ্ঞানীর তপস্যা একেবারেই অন্যরূপ। তৈত্তিরীয় শ্রুতির ভৃগুবারুণী সংবাদ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তপস্যা ব্রহ্মজ্ঞানের বিশেষ সহায়। ভৃগু তদীয় পিতার নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ উপস্থিত হইলে তিনি প্রথমে ব্রহ্মানুভূতিদ্বার স্বরূপ অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও বাক্য সম্বন্ধে উপদেশ দিবার পরে ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ বলিলেন, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে. যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব. তদ্ব্রহ্ম।" অর্থাৎ যাহা হইতে নিখিল ভূতগণ উৎপন্ন, যাহাদ্বারা জীবিত ও যাহাতে বিলীন হয় তাহাই ব্রহ্ম, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর। এই কথা বলিলে ভৃগু তপস্যা করিলেন। ভৃগু পিতা কর্ত্তৃক তপস্যা করিতে উপদিষ্ট না হইয়াই যে তপস্যায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিলেন পিতার অসম্পূর্ণ বাক্যই তাহার কারণ। ব্রহ্মজ্ঞানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পিতা কোনরূপ উপদেশ প্রদান করেন নাই। তাহা হইলে বলিতেন "ব্রহ্ম এইরূপ।" অতএব বুঝা গেল যে ব্রহ্মজ্ঞানে অন্য কোন সাধনের অপেক্ষা আছে। শ্রীপাদ আচার্য্য শঙ্কর উক্ত শ্রুতির ভাষ্যে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া বলেন "তপো বিশেষ প্রতিপত্তিস্তু সর্ব্বসাধক-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তমত্বাৎ সর্ব্বেষাং হি নিয়তসাধ্যবিষয়াণাং সাধনানাং তপঃ এব সাধকতমং সাধনমিতি হি প্রসিদ্ধং লোকে। তস্মাৎ পিত্রা অনুপদিষ্টমপি ব্রহ্মবিজ্ঞানসাধনত্বেন তপঃ প্রতিপেদে ভৃগুঃ। তচ্চ তপঃ বাহ্যান্তকরণ সমাধানম্, তদ্দ্বারকত্বাৎ ব্রহ্মপ্রতিপত্তেঃ।"

"মনসশ্চেন্দ্রিয়ানাঞ্চ হ্যৈকাগ্রং পরমং তপং
তজ্জায়ঃ সর্ব্বধর্ম্মেভ্যঃ স ধর্ম্মঃ পর উচ্যতে।" ইতি স্মৃতেঃ

অর্থাৎ তপস্যার সর্ব্বার্থসাধনক্ষমতা হইতে বুঝিয়াছিলেন যে সেই অতিরিক্ত সাধনটা তপোবিশেষ। কারণ শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন ফল লাভের জন্য যত সাধনার উল্লেখ আছে তন্মধ্যে তপস্যাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহা জগতে প্রসিদ্ধই আছে। সেইজন্য পিতার উপদেশ বিনাই ভৃগু তপস্যাকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়রূপে বুঝিয়াছিলেন ও গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই তপস্যাও এখানে বাহ্য ও অন্তঃকরণের সমাধান বা একাগ্রতা মাত্র; কারণ উহা দ্বারাই জ্ঞান লাভ হয় কিন্তু সাক্ষাৎ কর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হয় না। শ্রুতিও তাই বলেন "নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন" অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় না কিন্তু "শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুসমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ" বৃহঃ ৪।৪।২৩। অর্থাৎ শান্ত, দান্ত, বৈরাগ্যসম্পন্ন, দ্বন্দ্বসহিষ্ণু একাগ্র হইয়া আত্মায় আত্মাকে দর্শন করিবে। স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে 'মন ও ইন্দ্রিয়গণের যে একাগ্রতা, তাহাই তপস্যা এবং তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরম ধর্ম্ম।'

এইরূপে তপস্যা দ্বারা অন্নই ব্রহ্ম জানিলে পিতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন 'তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি।' তপস্যাদ্বারা ব্রহ্ম জানিতে ইচ্ছা কর—তপস্যাই ব্রহ্ম। পরে ভৃগু ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপই জানিয়াছিলেন। এই রূপে তপস্যা দ্বারাই ভৃগুর ধীরে ধীরে চিত্তশুদ্ধি হইয়াছিল ও তিনি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। ব্যাহ্যান্তরেন্দ্রিয়ের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আম্নায়-গ্রন্থালয়,

সমাধানরূপ পরমসাধন তপস্যার অনুষ্ঠান যে ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে একান্ত আবশ্যক তাহাই এ প্রকরণের তাৎপর্য্য। আরও উক্ত আছে "সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা"—আত্মা, সত্য ও তপস্যাদ্বারা লভ্য। প্রশ্নোপনিষদে আছে "তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজয়ন্তে" অর্থাৎ তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যাদ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া, আদিত্যকে জয় করেন অর্থাৎ আদিত্য লোকে গমন করেন। শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, পরমাত্মা বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে তপস্যা করিয়া সকল বস্তুর সৃজন করিলেন যথা 'স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদম্ সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ!' এখানে ব্রহ্মের তপস্যা শব্দে জ্ঞানাত্মক পর্য্যালোচনা বুঝিতে হইবে অর্থাৎ তিনি মনে মনে সৃজনসঙ্কল্প করিলেন কারণ মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত আছে "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" অর্থাৎ যাঁহার জ্ঞানই তপস্যা। আরও উহাতে দৃষ্ট হয় যে 'তপসা চীয়তে ব্রহ্ম।' অর্থাৎ তপস্যা অর্থাৎ সৃজনোপযোগী জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্ম উপচয় প্রাপ্ত হন বা সৃষ্টি কার্য্যে উন্মুখতা লাভ করেন। এইরূপে জ্ঞানী, তপস্যা বা অন্তর ও বহিরিন্দ্রিয় সমাহিত করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন। এই যে ব্রহ্মের তপস্যা উহা কোন অভাব হইতে উত্থিত নহে। তিনি আপ্তকাম তথাপি স্বাভাবিক আনন্দোচ্ছ্বাস হইতে এই জগৎ সৃষ্টি-লীলা প্রকাশিত হয়। তাই ভামতীটীকার মঙ্গলাচরণে উক্ত আছে—'স্মিতমেতস্য চরাচরং'। যিনি এক রস, তিনি বহুর মধ্য দিয়া, যিনি অখণ্ড ও অভিন্ন তিনি বৈচিত্র্য ও ভেদের মধ্য দিয়া আপনাকে আস্বাদন করেন। ইহাই ত সৃষ্টি-রহস্য।

বালকের ক্রীড়া প্রবৃত্তি যেমন স্বাভাবিক বা মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগে যেমন কিছুমাত্র অভিসন্ধি নাই, সেইরূপ প্রয়োজনান্তরশূন্য ব্রহ্মেরও লীলা বা স্বভাব বশতঃ জগৎসৃষ্টি সম্ভব হয়, এইরূপ অভিমত শ্রীপাদ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শঙ্করাচার্য্য 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্' ২।১।৩৩ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। যদিও শেষে বলিয়াছেন, এই সৃষ্টি সত্য নহে কারণ অবিদ্যা দ্বারাই নামরূপ ব্যবহারযোগ্য কল্পনা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। শ্রীপাদ রামানুজও বলেন যে সৃষ্টিতে লীলাই প্রয়োজন। সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর যেমন বিনা প্রয়োজনে কন্দুকাদি ক্রীড়া করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপ্তকাম ব্রহ্মেরও সংকল্পমাত্রে জগৎ সৃষ্টি। যাহা হউক সেই সৃষ্টির প্রথম উষায় প্রথম শরীরী হিরণ্যগর্ভ একাকী আনন্দ লাভ করেন নাই। বৃহদারণ্যক শ্রুতির প্রথম অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গটী সুন্দরভাবে বিস্তারিত রূপে আলোচিত হইয়াছে। 'স বৈ নৈব রেমে। তস্মাদেকাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ। অর্থাৎ সেই প্রথম পুরুষ একাকী আনন্দ লাভ করেন নাই বলিয়াই আজও মানুষ একাকী রতি অনুভব করে না। তিনি দ্বিতীয় (স্ত্রী) অভিলাষ করিলেন। এইরূপে সৃষ্টিপ্রবাহ চলিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনাচার্য্য শ্রীপাদ শ্রীজীব পরমাত্মসন্দর্ভে সৃষ্টিব্যাপার বিশেষরূপে আলোচনা ও সবিশেষ বিচার করিয়া শেষে এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। তাহার মর্ম্ম এইরূপ 'তদেবং যুদ্ধাদি নিজ লীলাভির্ভক্তবিনোদনমেব প্রয়োজনং বিশ্বপালনন্তু ততঃ স্বতঃ এব ভবতীত্যুক্তা সৃষ্টিপ্রলয়য়োঃ প্রকৃতীক্ষণাদাবপি সর্ব্বাশঙ্কানিরাসার্থমতিদিশন্ ত্রিষপ্যবিশেষমাহ' ইত্যাদি। অর্থাৎ যুদ্ধাদি লীলাদ্বারা ভক্তবিনোদনই প্রয়োজন। তদ্দ্বারা সৃষ্টিকার্য্যও সুষ্ঠুভাবে প্রবর্ত্তিত হইবে। সৃষ্টি ও প্রলয়ে প্রকৃতিতে ঈক্ষণাদি ব্যাপারে সর্ব্ব শঙ্কা দূরীকরণার্থ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় তিন অবস্থায়ই ভেদ নাই। পরমেশ্বর যখন ভক্ত প্রতি কৃপা হেতু প্রাচীন সৃষ্টিগত সাধক ভক্ত সমূহকে সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তখন প্রকৃতিতে লীনা সেই সকলের প্রতি আবির্ভাব জন্য ঈক্ষণ করেন, তখন জীব-মায়াখ্যশক্তি চেতিতা হয় ও রজগুণ সৃষ্টি হয়। আবার যখন বিচিত্র

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উক্ত লক্ষণ পূর্ব্বা প্রকৃতিলীন ভক্তরূপ স্বীয় অধিষ্ঠানে রমণ করিতে ইচ্ছা করেন তখন তমঃ সৃজন করেন। অতএব "ভক্তনিমিত্তমেব সর্ব্বাএব সৃষ্ট্যাদিক্রিয়াঃ প্রবর্ত্তন্তে ইতি ভাবঃ।" এইরূপ ভক্তের জন্যই সৃষ্ট্যাদি লীলা প্রবর্ত্তিত হয়।

এখন পূর্ব্ব তপস্যাপ্রসঙ্গ আলোচিত হইতেছে। অষ্টাঙ্গ যোগী যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই অর্থাৎ ব্যুত্থিতচিত্ত মানবের জন্য যোগশাস্ত্রে ভগবান্ পতঞ্জলি ক্রিয়াযোগ ব্যবস্থা করিয়াছেন। পাতঞ্জল দর্শনের দ্বিতীয় (সাধন) পাদে প্রথম সূত্রটী এই :—"তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধা-নানি ক্রিয়াযোগঃ" অর্থাৎ তপস্যা, মোক্ষ শাস্ত্রাধ্যয়ন ও পরমগুরু ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগপূর্ব্বক সমর্পণ,—ইহাই ক্রিয়াযোগ। ইহার ব্যাসভাষ্যে এইরূপ উল্লিখিত আছে, 'নাতপস্বিনো যোগঃ সিধ্যতি। অনাদি কর্ম্মক্লেশ বাসনাচিত্রা প্রত্যুপস্থিতবিষয়জালাচা-শুদ্ধির্নান্তরেন তপঃ সম্ভেদমাপদ্যত ইতি তপস উপাদানম্', ইত্যাদি। অতপস্বীর যোগ সিদ্ধ হয় না। অনাদি কালীন কর্ম্ম ও ক্লেশ বাসনাদ্বারা বিচিত্র ও বিষয়জাল সমাকীর্ণ পাপ, তপস্যা ব্যতীত চিত্ত হইতে দূরীভূত হয় না। এইজন্য তপঃ সাধনীয়। চিত্তপ্রসাদকর নির্ব্বিঘ্ন তপস্যাই যোগিসেব্য বলিয়া আচার্য্যগণ বিবেচনা করেন।

এখানে যে তপঃ শব্দ আছে তাহার অর্থ 'নিয়ম' সংজ্ঞা নিরূপণ প্রসঙ্গে উক্ত আছে যথা 'শৌচ সন্তোষতপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়মাঃ' এখানে তপঃ শব্দের অর্থ ব্যাসভাষ্যে 'দ্বন্দসহনম্' অর্থাৎ সুখদুঃখ শীতাতপসহিষ্ণুতা বলিয়া উল্লিখিত আছে। বার্ত্তিককার পূজ্যপাদ ভোজ-রাজও কৃচ্ছ্র, সাধ্যচান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রতেরই উল্লেখ করিয়াছেন। কেবল কাম্য বিষয়ের জন্য তপস্যা যোগীদের অভিলষিত নহে—উহা কর্ম্মীরাই করেন। শ্রুতিতে আছে 'ন তত্র দক্ষিণা যান্তি নাবিদ্বাংসস্তপস্বিনঃ'।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কেবল কাম্য কর্ম্মী বা অবিদ্বান তপস্বী সেখানে গমন করেন না। এই তপস্যাদ্বারা দুঃখ সহনীয়তা অভ্যাস হয়—তদ্দ্বারা উহা ধ্যানের সহায়ক।

শ্রীভগবান্ গীতার সপ্তদশাধ্যায়ে শারীরিক, মানসিক ও বাঙ্ময় ভেদে তপস্যা তিন প্রকার উল্লেখ করিয়াছেন। এই ত্রিবিধ তপস্যা আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার। তাহা গীতা পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। যাহারা শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া কেবল দম্ভ সহকারে ও কামনা রাগদুষ্ট হৃদয়ে ভয়ঙ্কর তপস্যায় নিরত হন, তাহাদিগকে শ্রীভগবান্ অসুর সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। কারণ শাস্ত্র প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করিয়া বৃথা উপবাসাদি দ্বারা শরীর শীর্ণ-কারীগণ সকল হৃদয়ে অন্তর্য্যামীরূপে স্থিত ভগবানের আজ্ঞা লঙ্ঘন দ্বারা তাঁহার অপ্রীতিভাজন হয়। রত্নাকর দস্যু—যিনি পরে আদি কবি বাল্মিকি রূপে বিশ্ববিশ্রুত হইয়াছেন, তাঁহার তপস্যা সর্ব্বজনবিদিত। পঞ্চবর্ষীয় শিশু ধ্রুব যাঁহার তপস্যাপ্রভাবে ধ্রুবলোক সৃষ্ট হইয়াছিল ও যিনি শ্রীভগবানের অপার করুণার পাত্ররূপে বৃত হইয়াছেন, তাহাও পুরাণাদি শাস্ত্রে জ্ঞাত হওয়া যায়।

আর এক প্রকার তপস্যা দেখা যায় যাহা কোন পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় কৃত নহে, কিন্তু তাহা অন্তরের গভীরতম প্রেমের প্রেরণায় অনুষ্ঠিত। মহাকবি কালিদাস তদীয় কুমারসম্ভব কাব্যে যে দেবাদিদেব শ্রীশঙ্কর ও হিমালয়সুতা উমার তপস্যার অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা জগতের কাব্যসাহিত্যে কি উপমালঙ্কার, কি পদলালিত্যে, কি প্রসন্নগম্ভীর শব্দবিন্যাসে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিবে সে বিষয় সন্দেহ নাই। চির বিরাগী মহেশ্বরই যথার্থ প্রেমিক। তিনি জানেন বিরাগের পূত হোমানলেই চিত্ত শুদ্ধ হয় ও অন্য সকল কামনা ভস্মীভূত হইয়া কেবল প্রীতির বিষয়ে চিত্ত একনিষ্ঠ হয়। তিনি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বুঝিয়াছিলেন যে ত্যগের মধ্যেই সম্ভোগরস নিগূহিত আছে। সেইজন্য যিনি তপস্যার ফলদাতা তিনি হিমালয় শৈলের নির্জ্জন বনানীতে ধ্যানমগ্ন তাপস। তাই কবি বলেছেন "স্বয়ং বিধাতা তপসঃ ফলানাং কেনাপি কামেন তপশ্চচার।" তাঁহার সমাধিনিমজ্জিত অবস্থাটী অপূর্ব্ব ভাষায় বর্ণিত আছে। যথা,—

"অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহমপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্ ॥"

অর্থাৎ আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন কিন্তু একবিন্দু বারিপাত হইতেছে না, সাগর জলে পরিপূর্ণ কিন্তু নিস্তরঙ্গ, প্রশান্ত ও অন্তশ্চরী বায়ু সমূহের নিরোধ হেতু বায়ুহীন স্পন্দনশূন্য দীপ শিখার মত মন স্থির ধীর—একটুকু চাঞ্চল্য নাই। প্রিয়াবিরহী মহেশ যেরূপ তপোমগ্ন সেইরূপ উমাও তাপসী। তিনি বল্কলধারিণী, বনবাসিনী—সর্ব্বভোগে বিগতস্পৃহা। দুই সখী সঙ্গে নির্জ্জন বনদেশে তীব্র তপস্যানিরতা। দিবা রজনী আসিতেছে চলিয়া যাইতেছে, সে বিষয় জ্ঞান নাই। কেবলই প্রিয়সঙ্গ লাভাশায় ব্রত অনুষ্ঠান করিতেছেন। আহার নিদ্রা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে ; যদি কখনও ক্ষণিকের জন্য নিদ্রাবেশ উপস্থিত হয় তবে তাহার মধ্যেও বলিয়া উঠেন "ক্ব নীলকণ্ঠো ব্রজতীত্যলক্ষবাক্ অসত্যকণ্ঠার্পিতবাহুবন্ধনা।" অর্থাৎ নীলকণ্ঠ কোথায় গমন করিতেছেন এইরূপ অপ্রাসঙ্গিক বাক্য শ্রুত হয়। কাহার কণ্ঠে যেন বাহু লতিকা জড়াইবার জন্য বাহু প্রসারণ করিতেছেন। একেবারেই দেহজ্ঞান বিরহিত হইয়াছে—তুষার ধবল মহেশের মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে তন্ময়ী হইয়াছেন। ইহাই সাধনার চরমাবস্থা—ইহাই সমাধি বা ধ্যেয় মাত্রেরই স্ফুরণ। এই তপস্যার সফলতা, অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তিতে—মধুর মিলনে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সেদিন সন্ন্যাসী শিরোমণি মহেশের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অস্থিমালা কণ্ঠ হইতে স্খলিত হইয়াছে ও কিংশুককুসুম তৎস্থান অধিকার করিয়াছে—এবার তিনি মদনকে ভস্ম করিবেন না। এবার সেই কন্দর্পের যাহা কিছু স্মরণীয় তাহা পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়াছে—কেবল তাহার যাহা স্মরণীয় তাহা লইয়াই এই মিলনোৎসব—কেবল প্রেমপিপাসার্দ্র অদম্য আকাঙ্ক্ষায় এই সংযোগ সংঘটিত। ইহাই ঈশ কোটির তপস্যা।

পূর্ব্বরাগ ও সুদূর প্রবাসাখ্য মাথুর বিরহে বিশেষরূপে আমরা প্রেমময়ী, ধ্যানময়ী, তাপসী শ্রীরাধার পরিচয় পাইয়া থাকি। পূজ্যপাদ পদকর্ত্তাগণ অমর ভাষায় এবিষয় তদীয় গ্রন্থ সমূহে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সকলেরই সুবিদিত। শ্রীল চণ্ডিদাস বলেন,—

"অরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেন বা যোগিনী পারা।"

মেঘের দিকে অপলকনয়নে শ্রীরাধা চাহিয়া আছেন—শূন্যে শূন্যে কোন চিরপরিচিতের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন—ময়ূরময়ূরীর কণ্ঠ নিরীক্ষণ করিতেছেন। আবার তিনি যোগিনী, কি বিরাগিনী তাহা বুঝিবার উপায় নাই। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির ব্যভিচারীভাব প্রকরণে চিন্তা বা অভিলষিত বস্তু অলাভ জন্য শ্রীরাধার ভাবনার উদাহরণ স্বরূপে পদ্যাবলী হইতে এইরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা,—

"আহারে বিরতিঃ সমস্তবিষয়গ্রামে নিবৃত্তিঃ পরা,
নাসাগ্রে নয়নং যদেতদপরং যচ্চৈকতানং মনঃ॥
মৌনঞ্চেদমিদঞ্চ শূন্যমখিলং যদ্বিশ্বমাভাতি তে,
তদ্‌ব্রূহি সখি যোগিনী কিমসি ভোঃ কিম্বা বিয়োগিন্যসি॥"

অর্থাৎ হে সখি। তোমার আহারে বিরতি ইন্দ্রিয়গণ সমগ্র বিষয়াহরণে বিনিবৃত্ত হইয়াছে, নাসাগ্রে দৃষ্টি, মনের অনন্যবৃত্তি, মৌনাবলম্বন ও তোমার নিকট সকল বিশ্ব শূন্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে--তুমি যোগিনী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কি বিয়োগিনী তাহা সত্য করিয়া বল। শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধা ভিন্ন স্বপ্নেও অন্য কাহাকেও জানেন না। যথা—

'শপে তুভ্যং রাধে ত্বমসি হৃদয়ে ত্বং মম বহি-
স্তমগ্রে ত্বং পৃষ্ঠে ত্বমিহ ভবনে ত্বং গিরিবনে'।

এইরূপে প্রেম দ্বিকোটিস্থ হইয়াই রসতা প্রাপ্ত হয়। ইত্যাদি।

আবার মাথুর বিরহে বর্ণিত আছে,—

গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিব
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে
যেখানে নিঠুর হরি॥

শ্রীপাদ বিদ্যাপতিও গাহিয়াছেন—

অনুখন মাধব মাধব সোঙারিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই
ও নিজ ভাব স্বভাব হি বিছুরল
আপন গুণ লুবধাই। ইত্যাদি

প্রিয় বস্তুর অনুধ্যান করিতে করিতে প্রগাঢ় আবেশনিবন্ধন নিজ দেহানুসন্ধান তিরোহিত হয় ও চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে তৎভাববিভাবিত হইয়া তাহার সহিত অভেদবুদ্ধি উদিত হয়। তখন শ্রীমতী আপনাকে মাধব বলিয়াই মনে করিতেছেন ও আপনার গুণে আপনি মুগ্ধ হইতেছেন। ইহাই প্রেমৈকতন্ময়তা। ইহার সহিত অদ্বৈতবাদিগণের নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানের সৌসাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু উহা এক নহে। শ্রীরাসলীলায় দেখিতে পাই শ্রীকৃষ্ণ গোপীগোষ্ঠী হইতে অন্তর্ধান করিলে তাঁহারা তদীয় লীলানুধ্যান ও অনুকরণ করিয়া তদ্ভাবাক্রান্তচিত্ত হইয়াছিলেন এবং কোন গোপী নিজেকে কৃষ্ণ মনে করিয়া বলিয়াছিলেন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'আমার ললিতগমন দর্শন কর।' 'কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিং ললিতামিতি তন্মনা'। শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী তদীয় বৈষ্ণবতোষিণীর ১০।৩০।৩ টীকায় বলিয়াছেন, 'তন্ময়ত্বঞ্চপ্রেমলীলাভরস্বভাবেনৈব, নতু অহং গ্রহোপাসনাবেশেনেত্যাশয়েনাহ প্রিয়া প্রিয়স্যেতি প্রিয়াস্তস্মিন্ স্বাভাবিকপ্রেমবত্যঃ প্রিয়স্য স্বস্মিন্নপি স্মর্য্যমান তাদৃশ প্রেমিকস্যেত্যর্থঃ। লীলাখ্যশ্চানুভাবোঽয়ং। 'প্রিয়ানুকরণং লীলারম্যৈর্বেশক্রিয়াদিভি'রিত্যুক্তেঃ তথাচ প্রয়োগঃ—

"মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা।"

অর্থাৎ শ্রীব্রজসুন্দরীগণের এই তন্ময়ত্বটীও প্রেমলীলাধিক্যেই বুঝিতে হইবে। 'অহং গ্রহোপাসনা' আমি কৃষ্ণ এই আবেশে নহে। সেইজন্য বলিয়াছেন কৃষ্ণপ্রিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণে স্বাভাবিক প্রেমবতী, প্রিয়ের অর্থাৎ আপনাতে স্মর্য্যমান তাদৃশ প্রেমশীল কৃষ্ণের। সুতরাং ইহা লীলাখ্য প্রিয়ানুকরণরূপ অনুভাব। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে উক্ত আছে, রম্য বেশ ও ক্রিয়াদি দ্বারা প্রিয়ের অনুকরণই লীলা। শ্রীপাদ জয়দেব গোস্বামীর শ্রীগীতগোবিন্দে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। শ্রীরাধা, কৃষ্ণের ন্যায় ময়ূর পুচ্ছাদি বেশভূষা পরিধান করিয়া বার বার তাহা অবলোকন করিতেছেন ও 'আমিই কৃষ্ণ' এইরূপ মনে করিতেছেন। উন্মাদ প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইলে প্রিয়তমের গতি, হাস্য, দৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা চিত্তবৃত্তি আবিষ্ট হইয়া থাকে ও পূর্ব্বোক্ত গতি স্মিতাদিতে গোপীগণের মূর্ত্তি আবিষ্ট হইয়াছিল—ইহাই বুঝাইতেছে। এখানে আমিই কৃষ্ণ বা কৃষ্ণই আমি এইরূপ অবধারণ পূর্ব্বক ভাবনা হইতেছে না কিন্তু আমি কৃষ্ণ এইরূপ রসাস্বাদন দ্বারা প্রৌঢ়াবস্থাকে প্রাপ্ত হইয়া সেই ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণময়ী হইয়াছিলেন। এইরূপে তনুমনপ্রাণ ধনজনমান শ্রীকৃষ্ণচরণে সমর্পণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পূর্ব্বক তদীয় সুখের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যে প্রেমপিপাসাময়ী তপস্যা ও তজ্জনিত সৌভাগ্য তাহার প্রতি অতিশয় লালসান্বিতা হইয়া মাথুর রমণীগণ বলিয়াছিলেন—

"গোপ্য স্তপঃ কিমাচরন্ যদমুষ্য রূপম্।"

ইত্যাদি। অর্থাৎ গোপীগণ কি তপস্যা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ঈদৃশ নবনবায়মান অসমোর্দ্ধ রূপমাধুর্য্য পান করিতেছে যদি আমরা জানিতে পারি তবে তাদৃশ সাধন করিব, এইরূপ অভিলাষ সূচিত হইতেছে। তারপর কোমলাঙ্গী লক্ষ্মী—যিনি শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে স্বর্ণরেখারূপে বিরাজিতা—তিনিও বহুদিন কামনা-বিবর্জ্জিত হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, যদিও গোপীর আনুগত্য স্বীকার না করায় তাঁহার তপস্যা অভীষ্ট ফলদায়ক হয় নাই, যথা,—"যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা" ইত্যাদি। কাত্যায়ণীব্রতপরা গোপকুমারিকাগণেরও প্রেমতপস্যা ভাগবতে ও আনন্দবৃন্দাবনচম্পুতে লিপিবদ্ধ আছে।

এইরূপ প্রেমের তপস্যায় যেরূপ যুগপৎ একাধারে তীব্র বিরহ, সন্তাপ ও মিলনানন্দ উদ্ভূত হয় তাহার পরিচয় শ্রীরাসলীলায় সাধনসিদ্ধা গোপীগণের প্রসঙ্গে জানিতে পারা যায়! তাঁহাদের ভাব সিদ্ধ হইলেও দেহ সিদ্ধ হয় নাই। সেইজন্য তাঁহারা গৃহ মধ্যে অবস্থান করিয়াই মুদিতনেত্রে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিয়াছিলেন। এই ধ্যানে তদীয় সঙ্গ লাভ হওয়ায় তাঁহাদের শুভ, ও তীব্র-বিরহতাপে সকল অশুভ, বিধূত হইয়া গুণময় দেহ পাত হইয়াছিল। শ্রীধরস্বামিপাদ এইরূপ অভিপ্রায়েই তদীয় টীকায় জ্ঞাপন করিয়াছেন কিন্তু শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামীর ব্যাখ্যা ভিন্নরূপ। যাহা হউক, অধিরূঢ় মহাভাবেও এইরূপ সন্তাপ ও আনন্দ যুগপৎ উদ্ভূত হওয়ায় প্রেম কিরূপে পঞ্চম পুরুষার্থ শিরোমণি হয়, এ প্রশ্ন হইতে পারে। তদুত্তরে বলা হয় যে যেমন ক্ষুধা ও ভোজ্য দ্রব্যের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উভয়ের যুগপৎ স্থিতিতেই সুখ কিন্তু ভোজ্য বস্তু অভাবে ক্ষুধা কষ্টকর; ক্ষুধাভাবে ভোজ্য বস্তুও সুখকর নহে, যেমন উত্তাপ সদ্ভাবে শৈত্য সুখদায়ক ও শৈত্য সদ্ভাবে উষ্ণতা আরামপ্রদ কিন্তু কোন একটার অভাবে দুইটিই ক্লেশকর, সেইরূপ রতি প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া ভাব পর্য্যন্ত সংযোগ সময়েও উৎকণ্ঠাময় বিরহ সর্ব্বপ্রকারে অপগত না হওয়ায় অলং বুদ্ধির অভাব হেতু সংযোগটি সর্ব্বদা সুখময় হইয়া থাকে, তদ্রূপ বিরহেও প্রগাঢ় স্মরণ, স্ফূর্ত্তি ও আবির্ভাবজনিত মানস, স্বাপ্নও সাক্ষাৎ সম্ভোগের অভাব হয় না বলিয়া বিরহও সুখময়। সাযুজ্য মুক্তিতে দুঃখের অত্যন্ত অভাব বলিয়া সুখটাও অসুখের মতই হয়। এই জন্য প্রেমই পরম পুরুষার্থ। কিন্তু ভক্তের প্রেম প্রাপ্তি জন্য প্রবৃত্তি স্বীয় সুখের জন্যই হইয়া থাকে না, ইহাই ভক্তিসিদ্ধান্ত। বিশেষতঃ এই সুখ ও দুঃখ প্রাকৃত নহে কিন্তু উহা প্রীত্যাত্মকচিদ্বিলাসজাত, কারণ স্বরূপভূত হ্লাদিনী ও সম্বিৎসারই প্রেম সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। এইজন্য বৈকুণ্ঠগত সুখ, মোক্ষ সুখ, ব্রহ্মাণ্ডের সুখ ও দুঃখরাশি যদি তুলাদণ্ডে পরিমাণ করা হয় তাহা হইলে অধিরূঢ় মাদনাখ্য মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীরাধার সুখদুঃখসিন্ধুর এক বিন্দুও হইবে না। শ্রীমতী তাঁহার নিখিল দুঃখ ও সুখসাগর নির্ম্মথিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপ ইন্দ্রনীলকান্ত মহারত্ন লাভ করিয়াছেন। শ্রীবিদগ্ধমাধবে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় অঙ্কে পৌর্ণমাসীর মুখে এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন,—

> "পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো,
> নিস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ ;
> প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
> জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে বলিলেন—সুন্দরি, শ্রীনন্দনন্দননিষ্ঠ প্রেমের কি অদ্ভুত শক্তি। এই প্রেম যাহার অন্তরে জাগরূক আছে, সেই উহার মাধুর্য্য জানে, অন্যের জ্ঞানের গোচর নহে। শ্রীকৃষ্ণবিরহে যে সকল দুঃখ শ্রীমতী ভোগ করিয়া থাকেন তাহার তুলনায় তীব্র কালকূট হলাহলের কটুতাও নিন্দিত হয় ও শ্রীকৃষ্ণমিলনে তাঁহার হৃদয়ে যে আনন্দ উছলিত হয় তাহা অমৃতের মাধুর্য্যগর্ব্ব খর্ব্ব করে। উহা 'বিষামৃতে একত্র মিলন'। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও প্রেমসম্পুটে বলেন,—

"আহ্লাদয়ন্নমৃতরশ্মিরিব ত্রিলোকীং
সন্তাপয়ন্ প্রলয়সূর্য্য ইবাবভাতি"। ৫৬।

অর্থাৎ প্রেম ত্রিভুবনস্থিত মানবকে চন্দ্রের ন্যায় আমোদিত ও প্রলয়কালীন সূর্য্যের মত সন্তাপিত করিয়া দীপ্তিমান হয়। এই স্থানেই প্রেমতপস্যার বৈশিষ্ট্য।

অন্যের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীব্রজরাজনন্দনও শ্রীরাধিকার প্রেমতপস্যার মাধুর্য্য আস্বাদনলোলুপ হইয়া তদীয় ভাবকান্তি অঙ্গীকার পূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দররূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ও শেষে দ্বাদশ বৎসর নীলাচলে 'গম্ভীরার' মধ্যে নিরন্তর দিনরজনী ধ্যানময়ী, মানময়ী, প্রেমময়ী মাথুরবিরহিণী বিচিত্রভাবময়ী শ্রীরাধিকার মত শ্রীকৃষ্ণানুধ্যানে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাই শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী বলেন,—

"শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর
কৃষ্ণের বিরহ স্ফুর্ত্তি হয় নিরন্তর।
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যেন উদ্ধব দর্শনে।
এই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে।"

চৈঃ চঃ মধ্য ২য় পঃ।

নিভৃত নির্জ্জন শ্রীবৃন্দারণ্যের কুঞ্জ কুটীরে শ্রীরাধা যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন ও তদাস্বাদন জনিত যে আনন্দ লাভ করিয়াছেন, তৎপ্রতি লুব্ধ হইয়াই নীলাম্বুতীরস্থ শ্রীনীলাচলের শ্রীগম্ভীরার মধ্যে মধুধারার মত নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানময়ী শ্রেয়সী প্রেয়সীর মতই শ্রীব্রজরাজকুমার গৌরকান্তি ধারণ করিয়া কনককদম্বকেশরের মত সর্ব্বাঙ্গ পুলকাকুল হইয়া, কখনও বা অরুণিত নয়নযুগলকে জলযন্ত্রে পরিণত করিয়া, অবিরাম অশ্রু বর্ষণে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন। সে দিব্যোন্মাদ অবস্থা ও অনন্ত মহাভাববিকার ধারণা করা মানব-মনের সাধ্যাতীত। শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী কেবলমাত্র দিগ্ দর্শন করাইয়াছেন, ইহা তাঁহার শ্রীমুখের উক্তি। তবে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে এই স্থানেই প্রেম তপস্যার পরাকাষ্ঠা—চরম ও পরম পরিণতি। প্রেম মাধুর্য্যে যিনি আবেশে ও বেশে সন্ন্যাসী, সেই তাপসশিরোমণির শ্রীচরণকমলে চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়ভাবে লীন হউক।

অচিন্ত্য-স্বরূপ।

পরতত্ত্বের স্বরূপ লইয়া শাস্ত্রে বহু মতভেদ ও বিবাদ সৃষ্টি হইয়াছে। একই শ্রুতি কখন ব্রহ্মকে নিরাকার, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, আবার কখনও তাঁহাকে সগুণ, অশেষ-কল্যাণগুণগণ-সমন্বিত আনন্দময় অন্তর্য্যামী পুরুষ (যাঁহার এই বিশাল বিশ্ব শরীর) বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। সেই বেদই আবার তাঁহাকে "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্" (কেন, ১।১২) ইত্যাদি রূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। যে বেদ ব্রহ্মকে "অনেজদেকং (ঈশ, ৪) বলিয়াছেন, সেই বেদই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আবার "মনসো জবীয়ো" বলিয়া তাঁহার অতিক্রত গমনের সংবাদ দিয়াছেন। এইরূপ "অপাণিপাদো যবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" (৩।১৯ শ্বেতাশ্বতর), "তদেজতি তন্নৈজতি" (ঈশ, ৫) "আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ" (কঠ।১।২।২১) প্রভৃতি আপাতবিরোধী শ্রুতি-বাক্য দৃষ্টি-গোচর হয় এবং এই সকল বাক্য লইয়া মহা প্রত্যক্ষানুভবী ধীশক্তি-সম্পন্ন আচার্য্যগণ স্ব স্ব সম্প্রদায়ানুসারী অর্থ করিয়া গভীর গবেষণা ও প্রদীপ্ত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা এই দুর্ব্বোধ্য দার্শনিক বিচারের মধ্যে আপনার লক্ষ্য হারাইয়া ফেলেন, তাঁহারা কখনই প্রকৃত শান্তি-লাভে সমর্থ হন না; কারণ, এরূপ বিচারের শেষ নাই। তর্ক চিরদিনই হইয়াছে ও যতদিন দর্শন-শাস্ত্র থাকিবে ততদিন হইবে, একই তত্ত্ব নিশ্চয়ই উক্ত আচার্য্যগণের হৃদয়াকাশে নানাভাবে প্রতিভাসিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আচার্য্য-গৌড়পাদ তদীয় মাণ্ডুক্য-শ্রুতির কারিকায় তাই বলিয়াছেন,—

"যং ভাবং দর্শয়েদ্ যস্য তং ভাবং স তু পশ্যতি।
তঞ্চাবতি স ভূত্বাসৌ তদগ্রহঃ সমুপৈতি তম্॥"

অর্থাৎ আচার্য্য যাহাকে যেভাবে পরম-তত্ত্ব বলিয়া প্রদর্শন করান, সে সেই ভাবই আত্মস্বরূপে দর্শন করিয়া থাকে, আত্মা তাহাকে সেই ভাবাপন্ন হইয়া রক্ষা করেন, কিন্তু কোন্ মত যে বেদান্তমোদিত তাহা আজও স্থিরীকৃত হয় নাই। বেদ যে কোন্ তত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা উপলব্ধি করা আজও দুরূহ ব্যাপার। শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রিয় ভক্ত উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

"শব্দব্রহ্ম সুদুর্ব্বোধ্যম্ প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ম্।
অনন্তপারং গম্ভীরং দুর্ব্বিগাহ্যম্ সমুদ্রবৎ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিম সনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন॥"

অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম সমুদ্রবৎ গম্ভীর অতলস্পর্শ, ইহার অর্থ সম্যক্ বুঝিয়া উঠা কঠিন। কোন্ বিষয় কেন বিধান দিতেছেন এবং কোন্ বিষয় নিষেধ করিতেছেন তাহা ভগবান্ ভিন্ন অন্য কেহ জানে না. গীতাতেও তাই উক্ত হইয়াছে,

"বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্।"

শুষ্ক তর্ক দ্বারা যে ব্রহ্মের বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায় না তাহা শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যথাঃ—'নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া, প্রোক্তান্যে- নৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ;" (কঠ ১।২।৯)। "অনীয়ান্ হ্যতর্ক্যমনুপ্রমাণাৎ।" ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নও এই শ্রুতি-বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন— "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" অর্থাৎ বেদবাহ্য শুষ্ক তর্ক দ্বারা পরমার্থ নির্ণয় করা অসম্ভব। সেই জন্যই শ্রুতি গম্ভীর স্বরে বলিয়াছেন—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।"

মানবের বুদ্ধি ভ্রমপ্রমাদ প্রভৃতি দোষদুষ্ট! একজন মনীষী যাহা তর্ক দ্বারা স্থিরীকৃত করিলেন, তাহা অধিকতর ধীমান্ ব্যক্তি দ্বারা খণ্ডিত হইতে দেখা যায়, সেই জন্য সমগ্র জ্ঞান-নিদান-স্বরূপ শ্রুতির নিত্যতা ও অপৌরুষেয়ত্ব আস্তিক দার্শনিকগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। স্মৃতিও বলেন—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥"

অর্থাৎ যাহা প্রকৃতির পরপারে সে বিষয় লইয়া মানুষ দেশকাল নিমিত্তাধীন মনের দ্বারা কখনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না। তবে শাস্ত্র-বিহিত পূর্ব্বাপর-অবিরোধে বেদানুকূল-তর্ক স্বীকার্য্য। সেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জন্য শ্রুতিকেই অপৌরুষেয় বলিয়া আচার্য্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রুতির জ্ঞান নিত্য-পদার্থ, তাহা কোন কোন যুগে লুপ্ত হয় বটে, কিন্তু আবার উহা সমাধিবান্ ঋষিহৃদয়ে প্রকাশিত হয়। ঋষিরা এই জন্য তত্ত্বদ্রষ্টা, স্রষ্টা নহেন। এসম্বন্ধে বৃহদারণ্যক-শ্রুতি-বাক্য এই—"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্বেদ" ইত্যাদি।

যাহা হউক, আস্তিক দার্শনিকগণ শ্রুতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও একমাত্র প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও শ্রৌত মন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। কেহ নির্গুণ ব্রহ্মই শ্রুতির প্রতিপাদ্য এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আবার কেহ সগুণ ব্রহ্মেই উহার তাৎপর্য্য ও লক্ষ্য এইরূপ বহু বিচারের দ্বারা দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এইজন্য শ্রুতির যথাশ্রুত অর্থ করাই সমীচীন। যেখানে শ্রুতি ব্রহ্মকে "সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্" "শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্" "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্ নিরবদ্যং নিরঞ্জনং" "বৃক্ষঃ ইব স্তব্ধঃ দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ" 'অপ্রাণো হ্যমনা শুভ্রোহ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" প্রভৃতি বলিয়াছেন, সেখানে এই সকল বাক্যের অর্থ আপাততঃ নির্গুণ বলিয়া প্রতীত হইলেও প্রকৃত অর্থ এই যে, প্রাকৃতগুণ প্রতিষেধার্থই এই সকল স্থলে নঞ্ প্রয়োগ করা হইয়াছে। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এইরূপে শাস্ত্রতাৎপর্য্য বুঝাইয়াছেন। আবার যেখানে তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির বিষয় উল্লেখ করিয়া "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ.' 'নিত্যাহনিত্যানাম্ চেতনশ্চেতনানাম্" বলিয়া ব্রহ্মকে পরমপ্রকাশ-বস্তু ও প্রকাশক তত্ত্বরূপে শ্রুতি ঘোষণা করিয়াছেন ও "যস্য পৃথিবী-শরীরম্ যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি যস্যাত্মা শরীরম্ যঃ আত্মানমন্তরো যময়তি" "যো বৃক্ষে তিষ্ঠন্ বৃক্ষমন্তর্যময়তি" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে যখন তাঁহার অন্তর্য্যামিত্ব স্বীকৃত হইতেছে তখন সেইরূপ অর্থ করাই ন্যায় সঙ্গত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রুতিতে ব্রহ্মের দুই রূপই উক্ত হইয়াছে "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চৈবামূর্ত্তং চ" (বৃহ ২।৩।১) ইত্যাদি "দ্বে বাব খল্বেতে ব্রহ্ম জ্যোতিষো রূপকে" (মৈত্রায়ণী ৬।৩৬), একটি মূর্ত্ত আর একটী অমূর্ত্ত—যাহা মূর্ত্ত তাহা সবিশেষ, তাহার বিষয় শ্রুতি "সর্ব্বকর্ম্মঃ সর্ব্বকামাঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ।" (ছান্দোগ্য ৩।১৪।২) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, আবার নির্গুণ, নিরাকার, নিষ্ক্রিয় স্বরূপের বিষয় "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" (কঠ ৩।১৫) বলিয়াছেন। এইরূপ কোথাও শ্রুতি নানাত্বের প্রতিষেধ করিয়া এক ব্রহ্মই আছেন বলিয়াছেন, "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতরং ইতরং জিঘ্রতি" ইত্যাদি (বৃহ ২।৪।১৪) "য ইহ নানা ইব পশ্যতি" (বৃহ ২।১।১১, কঠ ৪।১।১০।১১) "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" (বৃহ ৪।৩।৭), এইরূপে নামরূপের মায়িকত্ব বা নশ্বরত্বপ্রতিপাদন পূর্ব্বক "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" (ছাঃ ৬।১।৪) অর্থাৎ মৃত্তিকাই সত্য, মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘট, পট বিকার নাম মাত্র—বাক্যের যোজনা। আবার কোথাও জীব জগৎ ব্রহ্মের প্রকার (aspect) রূপে শ্রুতি বলিয়াছেন। যথা—"স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রাঃ বিস্ফুলিঙ্গব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদ্ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ" ইত্যাদি (বৃহ ২।১।২০), এইরূপে একই ব্রহ্মকে কখন শ্রুতি নির্গুণ কখন সগুণ, অন্তর্য্যামী, জীবের শাস্তা, মহেশ্বর, বিরাট্ প্রভৃতি নানারূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই জন্য একটীই সত্য অন্যটী মিথ্যা ইহা নির্দ্ধারণ করা যায় না—একই সমুদ্র যখন, স্থির, ধীর, প্রশান্ত, নিবাত, নিষ্কম্প, ইহা যেন ব্রহ্মের নির্গুণ ভাবদ্যোতক। আবার সেই সাগরই যখন বায়ুবিক্ষুব্ধ হইয়া তরঙ্গায়িত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, উহা সগুণের ভাবপ্রকাশক। যেমন কূর্ম্ম তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কখনও সঙ্কুচিত করে, ইহা সেইরূপ,—ব্রহ্ম যখন নামরূপ সমস্ত সঙ্কোচন পূর্ব্বক চিন্মাত্ররূপে অবস্থান করেন, সেইটা তাঁহার নির্গুণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভাব ; আবার যখন নামরূপভেদবিশিষ্ট জীব-জগৎ তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহার সগুণ ভাব দৃষ্ট হয় ; একটী ভাবও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভগবৎসন্দর্ভের ৯৩ অনুচ্ছেদে শ্রীবিষ্ণুপুরাণ হইতে যে বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত পর ও অপর চতুর্ব্বিধ ভেদ দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ পরমূর্ত্ত ও অপরমূর্ত্ত, পরঅমূর্ত্ত ও অপরঅমূর্ত্ত। পরমাত্মসন্দর্ভে তাই শ্রীপাদ জীব-গোস্বামী বলেন,—'তত্র জ্ঞানেচ্ছূন্ প্রতি শাস্ত্রমভেদমুপদিশতি, ভক্তীচ্ছূন্ প্রতি তু ভেদমেব', অর্থাৎ জ্ঞানীর জন্য অভেদ ও ভক্তের জন্য ভেদই শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। শাস্ত্রে যে জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কেবল যথাকিঞ্চিত সাদৃশ্যাবলম্বন পূর্ব্বক। প্রতিবিম্ববাদ মুখ্যবৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মে প্রবৃত্ত হয় নাই পরন্তু বৃদ্ধি হ্রাস গুণাংশকে অবলম্বন করিয়াই গৌণবৃত্তি দ্বারা প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাই ব্রহ্ম সূত্রে উক্ত হইয়াছে—

'অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বং' (৩।২।১৯) "বৃদ্ধিহ্রাসভাক্তমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্" (৩।২।২০)। শ্রীপাদ আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মের নির্গুণ ভাবটী স্বরূপ বলিয়া ভাষ্যের সকল স্থানেই প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। শ্রীপাদ আচার্য্য রামানুজ ব্রহ্মের সগুন ভাবটী সত্য, নির্গুণ ভাবটী সকল প্রমাণের অগ্রাহ্য বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমন্বয়াচার্য্য শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী তদীয় সন্দর্ভ-গ্রন্থে দুটী ভাবেরই অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া, জ্ঞানী ও ভক্তের সাধনার তারতম্যানুসারে এক অদ্বয়-তত্ত্বই বিবিধরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা দেখাইয়াছেন। তবে তিনি নির্গুণ অপেক্ষা সগুণের উৎকর্ষ দেখাইতে শ্রুতি গ্রন্থ হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

জগৎ-সৃষ্ট্যাদি কার্য্যেও ব্রহ্মের অচিন্ত্যৈশ্বর্য্য স্বীকার না করিলে সকল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রশ্নের সুচারু সমাধান করা যায় না। আচার্য্য-শঙ্করও তাই "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" (২।১।২৭) এই ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মের অচিন্ত্য-স্বভাবের বিষয় ইঙ্গিত করিয়াছেন। যখন প্রাকৃত জগতে মণিমন্ত্রৌষধাদির অনেক বিরুদ্ধ কার্য্যে বিচিত্র শক্তি ও প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তখন অচিন্ত্য-স্বভাব ব্রহ্ম নিরাকার হইলেও তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তি-নিবন্ধন তাহা হইতে দ্বৈত প্রপঞ্চের আবির্ভাব অসম্ভব নহে। কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্ম মায়া দ্বারা উপস্থিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন, এইরূপই বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত সূত্রের শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্যকৃত অণুভাষ্যে ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তি স্বীকৃত আছে, "অর্ব্বাচীন বিকল্পবিচারকুতর্কপ্রমাণাভাসশাস্ত্র কলিলান্তঃকরণ-দুরবগ্রহবদিনাং বাদানবমবে সর্ব্বভবন সমর্থে ব্রহ্মনি বিরোধাভাবাচ্চ"। পরবর্ত্তী সূত্রের ভাষ্যে উক্ত আছে, বিরোধাভাবো বিচিত্রশক্তি-যুক্তত্বাৎ সর্ব্বভবনসমর্থত্বাচ্চ।" শ্রীপাদ জীব-গোস্বামী নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত মায়ার সম্বন্ধ হইতে পারে না, তাহা দেখাইয়াছেন। কারণ, শ্রুতি বলেন, "অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে" অর্থাৎ যেমন নিজ-প্রকাশ-স্বভাব সূর্য্যে আঁধারের লেশস্পর্শও সম্ভব নহে, সেইরূপ ব্রহ্মে মায়ার সম্বন্ধ নিতান্ত বিরুদ্ধ; পরন্তু মায়ার কল্পনা করেন কে? যদি বলা যায় ব্রহ্ম মায়ার অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন, তাহা হইলে ধর্ম্মান্তরশূন্য ব্রহ্মে জ্ঞাতৃত্বধর্ম্মের স্বীকার করিতে হয়; আর যদি বলা যায় তিনি জানেন না, তবে অজ্ঞাত বিষয়ের কল্পনাই হইতে পারে পারে না। একই সময়ে ব্রহ্ম ঈশ্বররূপে মায়ার আশ্রয় ও জীবরূপে মায়ার বিষয়, ইহা বড়ই অসঙ্গত। এইরূপ বহুবিচারপূর্ব্বক ভগবানের পরম অলৌকিক অচিন্ত্য-শক্তি সাহায্যেই যে স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই তাঁহার দ্রব্যাখ্যা উপাদানাংশ মায়া-শক্তি জগদাকারে পরিণত হয় তাহা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। কিন্তু স্বয়ং অবিকৃতই থাকেন। যেরূপ চিন্তামণি স্বয়ং

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অবিকৃত থাকিয়া বহু হেমভার প্রসব করে, যেমন ত্রিদোষ নাশকারিণী বিরুদ্ধ গুণধারিণী ঔষধি অচিন্ত্য প্রভাব বশতঃই রোগ উপশম করিয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্ম নিরবয়ব হইলেও সাবয়ব, তাহা স্বীকার করা হয়—সে বিষয় শ্রুতি-প্রমাণও আছে, যথা—"বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো ন চান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশাঃ স্যুঃ"। ভগবান্ বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রেও এবিষয় বলিয়াছেন—"আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চহি" (২।২।২৮) অর্থাৎ পৃথিবীতে জল ও অগ্নি ইত্যাদির বিরুদ্ধ-শক্তি দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম এক হইলেও তাঁহাতে বিচিত্র-শক্তির প্রকাশ পায় এবং মায়াশব্দে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা বুঝায় না বরং যাহা বিচিত্রবস্তু নির্ম্মাণ করে সেই শক্তির নামই মায়া। ভগবানের এই সন্ধিনী শক্তিমাত্র প্রকাশবতী দ্রব্যাখ্যা মায়ারই পরিণাম হয় বলিয়া শাস্ত্রে যে জগৎ পরমাত্ম-উপাদানাত্মক বলিয়া স্বীকার করা হয়, সেই অঙ্গীকারও ভঙ্গ হইতেছে না। এই মর্ম্মে শ্রীভগবান্ উদ্ধব-মহাশয়কে বলিয়াছিলেন—

"প্রকৃতির্হ্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ।
সতো অভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তত্রিয়ন্ত্বহম্" ॥

অর্থাৎ প্রকৃতি যাহা বিশ্বের উপাদান-কারণ, আধার পুরুষ, যাহা নিমিত্ত-কারণ ও অভিব্যঞ্জক কাল—এই তিনই ব্রহ্ম ও সেই তিন প্রকারই আমি। এইজন্য শাস্ত্রে কোথাও জগৎ-ব্রহ্মোপাদানাত্মক, কোথাও প্রকৃতিই উহার উপাদান, এইরূপ দেখা যায়। নিমিত্তাংশই মায়া, উপাদানাংশ প্রধান। শ্রুতি তাই বলেন "বিজ্ঞানাঞ্চাবিজ্ঞানাঞ্চ" (তৈত্তিরীয় ২।৬।১)। যেমন বারিপাতে সূক্ষ্ম বীজস্থ অঙ্কুর স্বপরিণাম-শক্তি-বশতঃই জাত হয়, সেইরূপ কারণীভূত প্রধানও সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে পরিণাম-শক্তি-বশতঃই স্থূলাবস্থা প্রাপ্ত হয়। বিষ্ণুপুরাণে (১।৩।২) তাই উক্ত হইয়াছে "শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।" অর্থাৎ মণিমন্ত্রাদি সমস্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দ্রব্যের শক্তিই অচিন্তনীয়। উহা তর্কের দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে না।

বিষ্ণুপুরাণের এই শ্লোকটী স্বামিপাদ শ্রীধরের টীকা সহ শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তদীয় শ্রীভগবৎসন্দর্ভে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেখানে অচিন্ত্য শব্দের অর্থ তর্কাসহং অতর্ক্যং যদ্ জ্ঞানং কার্য্যান্যথানুপপত্তিপ্রমাণকং তস্য গোচরাঃ সন্তি, অর্থাৎ যে জ্ঞান তর্কের বিষয় নহে কিন্তু কেবল কার্য্যদ্বারাই উপলব্ধ হয়; যদ্বা অচিন্ত্যাঃ ভিন্নাভিন্নত্বা দিবিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ কেবলমর্থাপত্তিজ্ঞানগোচরাঃ সন্তি। অর্থাৎ শক্তিটী শক্তিমান্ হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন তাহা বিকল্প দ্বারা চিন্তনীয় নহে তাহা অচিন্ত্য। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী অপর ব্যাখ্যা যোজনা করিয়া বলেন যে 'দুর্ঘটঘটকত্বং' অর্থাৎ অচিন্ত্য-শব্দের অর্থ এই যে, যাহা চিন্তার অবিষয় সেইরূপ দুর্ঘটবিষয়সাধক। এই সকল ব্যাখ্যা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধ হয় যে, মূল বস্তু হইতে শক্তিনিচয় ভিন্ন, কি অভিন্ন, তাহা নির্ণয় করা যায় না; কিন্তু কেবলমাত্র কার্য্য দর্শনে উহার এক মূল কারণের অচিন্ত্য অতর্ক্য মহাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়; ব্রহ্ম যখন নিখিল বিরুদ্ধ-শক্তির সমাশ্রয় ও অচিন্ত্য, অপ্রাকৃত প্রভাববিশিষ্ট, তখন অচিন্ত্য ভেদাভেদ স্বীকার করা ভিন্ন উপায়ন্তর নাই। সেই জন্যই শ্রুতিও ব্রহ্মকে অচিন্ত্যতত্ত্বরূপে ঘোষণা করিয়াছেন। শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামি মহোদয় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অভিপ্রায়ানুসারে ভেদাভেদের অচিন্ত্যত্বই অঙ্গীকার করিয়াছেন। শ্রীমন্নিম্বার্ক ভেদাভেদবাদই স্বীকার করেন। দুই একটি ব্রহ্মসূত্রে দ্বিরূপ শ্রুতির আভাস পাওয়া যায়। যথা—'ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি', ৩।২।১১ সূত্র, অর্থাৎ জীব সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও পরমাত্মায় কোন দোষস্পর্শ হয় না, কেন না সর্ব্বত্রই পরব্রহ্মের 'দ্বিরূপত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এই সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ আচার্য্য-শঙ্কর বলেন "সন্ত্যা-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ" "সর্ব্বকর্ম্মাঃ" "সর্ব্বকামঃ" "সর্ব্বগন্ধ" "সর্ব্বরসঃ" ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ"- "অস্থূলমনণু" ইত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্ব্বিশেষলিঙ্গাঃ' এইরূপে ব্রহ্মের সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ দুইটী স্বরূপই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু আচার্য্য-শঙ্কর সবিশেষটী মায়োপহিত বলিয়াই ভাষ্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ কচ ন সমুদ্রস্তারঙ্গঃ" ॥

অর্থাৎ ভেদের অপগম হইলেও তোমারই আমি কিন্তু আমার তুমি নহ। কারণ তরঙ্গই সমুদ্রান্তর্গত কিন্তু তরঙ্গটী সমুদ্র নহে। এইরূপ ভেদাভেদন্যায়যুক্ত শ্রীভগবৎ শঙ্করাচার্য্যপাদের বচনটী মুক্ত অবস্থায়ও ভেদ স্বীকার করিলে সম্যক্ যুক্তিযুক্ত হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অবিদ্যাকৃত জীবত্বভেদ বিনষ্ট হইলেও "তবাহং" তোমার আমি বা তদীয়রূপে স্বরূপগত ভেদ সিদ্ধ হইতেছে। অন্যথা উপরোক্ত বাক্যটীর সঙ্গতি রক্ষা হয় না। সীমাবদ্ধ নদী-প্রবাহ-সকল যেমন কখনও অপরিসীম বিচিত্র রত্নাদিময় সমুদ্র হইতে পারে না, কেবল স্বীয় বাহ্য-সত্তা-লোপ-হেতুই একত্ব প্রাপ্তির প্রতীতি হয়, সেইরূপ প্রাকৃত নামরূপ উপাধিবিনির্মুক্ত জীবও অপরিচ্ছিন্ন-সুখ ঘন-ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না, কেবল মুক্তি অবস্থায় অপৃথগ্‌দর্শন হেতুই অভিন্নরূপে উপলব্ধ হয়। শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামী তদীয় বৃহদ্ভাগবতামৃতের দ্বিতীয়খণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৯৬ শ্লোকের টীকায় এবিষয় বিশেষ বিচার করিয়াছেন। সর্ব্ব-উপনিষদ্‌সার গীতাও অচিন্ত্যত্বের বিষয় বলেন, যথা—

"সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।" ৮।৯

শ্রীপাদ শ্রীধর-স্বামী ইহার টীকায় বলেন—"অপরিমিতমহিমত্বাদচিন্ত্য-রূপম্ মলীমসয়োর্মনোবুদ্ধ্যোরগোচরম্। শ্রুতিও বলেন—"তদ্দিব্যম-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চিন্ত্যরূপং" (মুণ্ডক ৩।১।৭)। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব স্পষ্টাক্ষরে স্বীকৃত হইয়াছে। আবার সেই ব্রহ্মই নিখিল-জগতে ওতঃপ্রোতোভাবে অনুস্যূত রহিয়াছে। তাহার সম্বন্ধেও "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যেমন সূর্য্য জ্যোতিঃস্বরূপ প্রকাশ-বস্তু হইলেও জগৎ-প্রকাশক, সেইরূপ ব্রহ্মও স্বয়ং জ্ঞান-স্বরূপ হইলেও তাহাতে জ্ঞাতৃত্ব-ধর্ম্ম রহিয়াছে, "স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা" 'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্যৈষ মহিমা ভুবি" ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব উপপন্ন হইয়াছে। তাঁহার ভূমা (বিশ্বব্যাপিনী) সত্তাও যেমন শ্রুত্যনুমোদিত, তেমনি অণুসত্ত্বাও তৎকর্ত্তৃক সমর্থিত। যথা—"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" "যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ" "এষোঽণু আত্মা স চানন্ত্যায় কল্পতে" ইত্যাদি বাক্য দেখা যায়। যাঁহারা তাঁহার নির্গুণ স্বরূপটী সত্য-জ্ঞানে সগুণ স্বরূপটী মায়িক বলেন, তাঁহারা শ্রুতির পরিপূর্ণ-ব্রহ্ম-তত্ত্বটী গ্রহণ না করিয়া একদেশদর্শী হ'ন এবং যাঁহারা কেবল সগুণটী ব্রহ্ম-স্বরূপ বলিয়া মানেন তাঁহারাও একটী তুরীয়-শান্ত অবস্থার বিষয় স্বীকার করিলেন না। জীবের সহিত ব্রহ্মের আদৌ কোন ভেদ নাই এবং সেই ভেদ অবিদ্যা-কল্পিত বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হইতেছে, ইহা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা শ্রুতির বহু-জীবাত্মা-পরমাত্মাভেদ-পর বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। যথা—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে' "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগার্থ-যুক্তা" 'ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি" ইত্যাদি বাক্যের অর্থ অন্য কোনরূপ কষ্ট কল্পনা না করিয়া যাহা সহজে অনুমান হয় তাহাতে জীব ও ঈশ্বরকে নিয়ম্য ও নিয়ন্তা, অজ্ঞ ও জ্ঞানবান্‌রূপে দেখান হইয়াছে। আবার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

"তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" 'তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্ব মনুপশ্যতঃ' বাক্যে জীবে ও ব্রহ্মে চিদংশে একত্ব বিহিত হইয়াছে। যেমন স্বরূপতঃ ব্রহ্ম নির্গুণ কি সগুণ তাহা জ্ঞানগম্য নহে, সেইরূপ ঈশ্বরে ও জীবে, ভেদ কি অভেদ তাহারও শাস্ত্র-বিচার দ্বারা অসংশয়িত-রূপে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন; কারণ, তাঁহাকে জানিলেই সসীম করা হয়:—

"যস্যামতং তস্যমতং, মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥"

ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার দুর্বিজ্ঞেয়ত্ব স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। এইরূপে বহু শ্রুতি-বাক্যেই ব্রহ্ম যে অচিন্ত্য বস্তু তাহা উপলব্ধ হয়। শ্রুতিতে জীব ও ঈশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ অভেদাত্মক ও ভেদসূচক বহু বাক্য দৃষ্টিগোচর হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মের প্রকাশ সম্বন্ধে একটী বেশ সুচারুসমন্বয় সাধিত হইয়াছে। পুরাণরাজভাগবত বলেন যে, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ তত্ত্বতঃ এক হইলেও সাধনার তারতম্যানুসারে তিনরূপে প্রকাশিত হন অর্থাৎ জ্ঞানীর নিকট তিনি নির্গুণ-নির্বিশেষ, যোগীর নিকট তিনি অন্তর্য্যামী পরমাত্মা ও ভক্তের নিকট তিনি পরিপূর্ণ ঘনীভূত অখিল-রসামৃত মূর্ত্তি। এ সম্বন্ধে ভাগবতের শ্লোকটী এই:—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান ইতি শব্দ্যতে॥" ১।২।১১

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী উপরোক্ত শাস্ত্র-বাক্যটিই তদীয় ভগবৎ-সন্দর্ভে সূত্রস্থানীয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ক্রমসন্দর্ভ টীকায় বলিয়াছেন "তত্র শক্তিবর্গলক্ষণতদ্ধর্ম্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে।

৯

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অন্তর্য্যামিত্বময়মায়াশক্তি-প্রচুরচিচ্ছক্ত্যংশবিশিষ্টম্ পরমাত্মেতি। পরিপূর্ণ-সর্ব্বশক্তিবিশিষ্টো ভগবান্" ইতি। এই তিন আবির্ভাবের মধ্যে বহু-বিচারপূর্ব্বক শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ভগবদাবির্ভাবেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা দেখাইলেও পরমাত্মসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ সাধন যে অচিন্ত্য, তাহা স্বীকার করিয়াছেন। অন্য সম্প্রদায়ের মত উল্লেখ করিয়া স্বমত বলিয়াছেন, যথা,— "অপরেতু তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ ভেদেঽপ্য-ভেদেঽপনির্ম্মর্য্যাদদোষসন্ততি-দর্শনেন ভিন্নতয়া চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্-ভেদং সাধয়ন্তস্তদভিন্নতয়াপি চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদমপি সাধয়ন্তোঽচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদং স্বীকুর্ব্বন্তি * * * * * স্বমতেত্বচিন্ত্যাভেদাভেদাবেব অচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাদিতি।" অর্থাৎ অন্য-সম্প্রদায় তর্কের অপ্রতিষ্ঠা হেতু ভেদ কিম্বা অভেদে সমূহদোষ-দর্শনে অর্থাৎ যেমন ভেদ সাধন করাও দুরূহ, অভেদ সাধনও তদ্রূপ, এইরূপ ভেদাভেদ-সাধনে চিন্তার অসমর্থতা-দর্শনে ভেদাভেদবাদ স্বীকার করেন। অন্যমত ব্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী স্বীয় মত বলিতেছেন যে পরমেশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তিময়ত্ব-হেতু ভেদাভেদ উভয়ই অচিন্ত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। ইহা অতি সত্য কথা। শক্তি শক্তিমানে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ চিন্তার অতীত বিষয়। সূর্য্যকিরণ যেরূপ সূর্য্য হইতে পৃথক্ও বটে আবার অপৃথক্ও বটে, সেইরূপ জীবও ব্রহ্ম হইতে ভেদ কি অভেদ তাহা চিন্তাতীত। এই নিমিত্তই বোধ হয় শ্রুতিতে কখনও ঐক্যসূচক, কখনও ভেদসূচক বহু বাক্য দৃষ্ট হয়। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে বলিয়াছেন 'তদেবং শক্তিত্বে সিদ্ধে শক্তি শক্তিমতোঃ পরস্পরানুপ্রবেশাৎ শক্তিমদ্ব্যতিরেকে শক্তিব্যতিরেকাৎ চিত্ত্বাবিশেষাচ্চ... ক্বচিদভেদনির্দ্দেশ একস্মিন্নপি বস্তুনি শক্তিবৈশিষ্ট-দর্শনাৎ ভেদনির্দ্দেশাচ্চ নাসমঞ্জস" অর্থাৎ শক্তিবাদ স্বীকার করিলে শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পর অনুপ্রবেশ নিবন্ধন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শক্তিমান্-ব্যতিরেকে শক্তি ব্যতিরেক-নিবন্ধন, জীব ও ঈশ্বরের চিৎ-রূপের অবিশেষ-হেতু একই বস্তুতে কখনও অভেদ কখনও বা শক্তির বৈচিত্র্য ও বিলাস-দর্শনে ভেদ-নির্দ্দেশে অসামঞ্জস্য দোষ হয় না। কিন্তু প্রকৃত কথা এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য। শ্রীভাগবতেরও ইহাই অভিপ্রায়।

এইরূপে শ্রুতির অর্থ করিলে আপাতদৃষ্ট বিরোধী বাক্যগুলির একটী সুচারু সমন্বয়ও সমাধান করা যাইতে পারে। একই বস্তু যখন পরিপূর্ণ শক্তির বিকাশ করিয়া চিত্তচমৎকারী অশেষ-গুণগণে শোভিত হইয়া লীলা-বৈচিত্র্যাদি দেখান, তখন তিনি ভগবান্ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। আবার যখন সেই অদ্বয়-বস্তুই রূপ, গুণ, লীলা-মাধুর্য্যাদি সঙ্কুচিত করিয়া কেবল চিন্মাত্রস্বরূপে অবস্থান করেন, তখন তিনি ব্রহ্ম-নামে অভিহিত হন। অর্থাৎ তখন শক্তিমান্‌কে শক্তির সহিত অবিবিক্ত ভাবে দেখা হয়। আবার যখন সেই অদ্বয়তত্ত্বকে প্রেমিক পরমহংসগণ তাঁহাদের প্রেমবিভাবিত নেত্র দিয়া দর্শন করেন, তখন তাঁহার মধ্যে অনন্ত-সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যপূর্ণ-রূপগুণের সন্ধান প্রাপ্ত হন। এখানে শক্তি-মানকে শক্তি হইতে বিবিক্ত করিয়া দেখা হইল, তাই ভরত মহাশয় বলিয়াছিলেন,—

'জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরংত্ববহি ব্রহ্ম সত্যম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্ বাসুদেবং কবয়োঃ বদন্তি'॥

এই ভেদাভেদ যখন তর্কাতীত, তখন উহা লইয়া বিবাদের কোনই কারণ নাই। যিনি যেরূপ সাধনা করিবেন তাঁহার নিকট সেইরূপ ভাবেই তত্ত্ব প্রকাশিত হইবে। শ্রীভগবান্ গীতায় এই বাণীই প্রচার করিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নারদ-পঞ্চরাত্রেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

"মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদির্ভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ ॥"

অর্থাৎ একই বৈদূর্য্যমণি যেমন নীল পীত বহু বর্ণে রঞ্জিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে অনুমিত হয়, তদ্রূপ আরাধনা-ভেদে ভগবান্ অচ্যুতও বিবিধ চিত্তে নানারূপে প্রতীয়মান হয়েন।

শরণাগতি।

শরণাগতি বা কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করাই যে তৎপ্রাপ্তির একটী প্রধান উপায়, তাহা শ্রুতিস্মৃতি সকল শাস্ত্রই সমন্বয়ে ঘোষণা করিতেছেন। এই শরণাগতির লক্ষণ বৈষ্ণবতন্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—

"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনং
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা
আত্ম-নিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ।"

শ্রীপাদ জীব-গোস্বামী তদীয় ভক্তি-সন্দর্ভের ২৩৬ অনুচ্ছেদে এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সংক্ষেপে মর্ম বলা যাইতেছে।

অঙ্গাঙ্গিভেদে এখানে ছয় প্রকার শরণাগতির লক্ষণ। গোপ্তৃত্বে বরণই অঙ্গী। কারণ, শরণাগতি-শব্দের সহিত উহা সমবাচী ও অন্যান্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গুলি উহার পরিকর বলিয়া অঙ্গ। যে ভাব লইয়া শরণাগত হওয়া যায়, তাহার আনুকূল্য বিধান ও তৎপ্রাতিকূল্য-ত্যাগ, অথবা ভগবদ্ভক্তজনের প্রতি আনুকূল্যাচরণ ও প্রতিকূলভাব-ত্যাগ। স্বীয় ইষ্টদেবতার প্রতি যে প্রবৃত্তি দ্বারা অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, তাহাই আনুকূল্য ও যে বিজাতীয় ভাব দ্বারা উহা নষ্ট হয়, তাহাই প্রতিকূলতা। সঙ্কল্প-শব্দে দৃঢ় চিত্তে অনুকূল বিষয়ের গ্রহণ বুঝায়।

শ্রীভগবান্ আমাকে রক্ষা করিবেন অর্থাৎ সেই সকল মঙ্গলের আধার মঙ্গল বিধান করিবেন, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস। আত্ম-নিক্ষেপ বলিতে গৌতমীয় তন্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" অর্থাৎ আত্মকর্তৃত্বাভিমান বিসর্জ্জনপূর্ব্বক অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর আমাকে যেরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন সেইরূপ কর্ম্মই করিব—এইরূপ ভাব অন্তরে পোষণ, স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে ভগবানের অধীন জ্ঞান করা। পাদ্মোত্তর-খণ্ডে অষ্টাক্ষরের নমঃ-শব্দ-ব্যাখ্যানে উক্ত হইয়াছে—

"অহঙ্কৃতির্ম্মকার স্যান্নকারস্তন্নিষেধকঃ,
তস্মাত্তু নমসা ক্ষেত্রি-স্বাতন্ত্র্যং প্রতিষিধ্যতে।"

অর্থাৎ নমঃ শব্দের দ্বারা জীবের স্বাধীনতা নিষিদ্ধ হইল। কারণ, মকার দ্বারা অহঙ্কার বুঝায় ও নকার দ্বারা তাহার নিষেধ জ্ঞাপিত হইল। জীব পরমেশ্বরের অধীন।

"তস্মাৎ স্বসামর্থ্যবিধিং ত্যজেৎ সর্ব্বমশেষতঃ
ঈশ্বরস্য তু সামর্থ্যাৎ নালভ্যং তস্য বিদ্যতে।
তস্মিন্ ন্যস্তভরঃ শেতে তৎ কর্ম্মৈব সমাচরেৎ।"

অর্থাৎ অশেষ প্রকারে আত্মনির্ভরতা ও অসামর্থ্যজনিত কর্ম্মোদ্যম ত্যাগ করিলে ঐশী শক্তির সাহায্যে কাহারও কিছু অলভ্য থাকে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঈশ্বরে সকল ভার অর্পণ করিয়া তাদৃশ ব্যক্তি নিশ্চিন্ত থাকেন ও তাঁহার কর্ম্মই আচরণ করেন অর্থাৎ যেরূপে কর্ম্ম প্রেরণার মূল্য-কেন্দ্রস্বরূপ ঈশ্বর তাঁহার হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া যেরূপ কর্ম্ম করান, তিনি সেইরূপেই কর্ম করেন। যে সকল মানবের আত্মাভিমান নাই, ভগবান্ তাঁহাদের অতি নিকট। পক্ষান্তরে যাহারা কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য হইতে পারে নাই, তাহাদের ও শ্রীভগবানের মধ্যে পর্ব্বতরাশির মত ব্যবধান। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে স্বাতন্ত্র্যাভিমানীর সম্বন্ধে সংসার-প্রাপ্তি শুনা যায়। যথা :—

যাবৎ পৃথক্ত্বমিদমাত্মন ইন্দ্রিয়ার্থ
মায়াবলং ভগবতো জন ঈশ পশ্যেৎ।
তাবন্ন সংসৃতিরসৌ প্রতিসংক্রমেত
ব্যর্থাপি দুঃখনিবহং বহতী ক্রিয়ার্থা।

অর্থাৎ যতদিন ভগবান্ হইতে জীব আত্মার মায়িক ইন্দ্রিয়ার্থ মায়াবৈভব স্বতন্ত্র ভাবে দেখিবে, ততদিন তাহার অনর্থক বহু দুঃখ দায়ী কর্ম্মের সংসারোপরম হইবে না।

কার্পণ্য অর্থে,—শ্রীভগবানের মত পরমকারুণিক কেহ নাই ও আমার মত শোকার্ত্ত দীনও কেহ নাই, এইরূপ ভাব অবলম্বন। গোপ্তৃত্বে বরণ-সম্বন্ধে নারসিংহে উক্ত হইয়াছে—

"ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি শরণং দেব-দেব জনার্দ্দন
ইতি যঃ শরণং প্রাপ্ত স্তং ক্লেশাদুদ্ধারাম্যহম্।"

এই যে ভগবান্‌কে গোপ্তা বা রক্ষকরূপে বরণ তাহা কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদে তিন প্রকার। ব্রহ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"কর্ম্মণা মনসা বাচা যেঽচ্যুতং শরণং গতাঃ
ন সমর্থো যমস্তেষাং তে মুক্তি ফলভাগিনঃ।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ইহা এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে,—

"তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসাবিদন্
তৎস্থানমাশ্রিত স্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ।"

অর্থাৎ আমি ভগবানের শ্রীচরণাশ্রয় করিলাম—এইরূপ বাক্য মুখে বলিয়া সেইরূপ মনে জানিয়াও দেহদ্বারা ভগবৎস্থানাশ্রয় করিয়া শরণাগত ব্যক্তি হৃষ্টচিত্তে অবস্থান করেন। যাঁহার শরণাগতি এইরূপে সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণা হয়, তিনি শীঘ্রই ফললাভে সমর্থ হন। ষট্সম্পত্তির মধ্যে যাহার যেমন লাভ, তদনুযায়ীই তাহার ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। শ্রীভাগবতে শ্রীমদুদ্ধব মহাশয় শরণাগতির প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন,—

"তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে
সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ
পশ্যামি নান্যৎ শরণং তবাঙ্ঘ্রি
দ্বন্দাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ।"

অর্থাৎ হে ভগবন্! এই ঘোর সংসারে ত্রিতাপাভিভূত হইয়া আমি আপনার মাধুর্য্যবর্ষী শ্রীচরণকমলরূপ আতপত্র আশ্রয় ভিন্ন অন্য কোন উপায় দেখি না। এইরূপ সর্ব্বান্তঃকরণে শরণাগত হইলে যে সর্ব্বার্থই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে গরুড়পুরাণ বলেন,—

"শরণং তং প্রপন্না যে ধ্যান-যোগ-বিবর্জ্জিতাঃ
তে বৈ মৃত্যুমতিক্রম্য যান্তি তদ্বৈষ্ণবং পদম্।"

যাঁহারা ধ্যান-যোগ-বিবর্জ্জিত হইয়া কেবল ভগবানের শরণাগত হন, তাঁহারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হন। এইরূপ শাস্ত্রে শরণাগতির ভূরি ভূরি, প্রশংসাবাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, শরণাগতিই ভগবৎপ্রাপ্তির একটী প্রধানতম উপায়। সর্ব্বোপনিষৎ-সার শ্রীগীতা আলোচনা করিলেও এই বাণীই দৃঢ়ীকৃত হইবে। শ্রীভগবান্

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাঁহার প্রিয় সখা ও ভক্ত অর্জ্জুনকে সাংখ্যযোগ, যোগ, কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও তাহার সহিত শাস্ত্রের অবান্তর বহু সার উপদেশ দান করিয়া সর্ব্বগীতার্থ-উপসংহারকালে শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া শরণাগতিরূপ অমৃতই পরিবেশন করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ বলিলেন;—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি,
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত,
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতঃ॥"

অর্থাৎ "ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে কাষ্ঠ যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার মত মায়াদ্বারা পরিচালিত করিতেছেন। অর্জ্জুন, তুমি তাঁহার শরণাগত হও, তাঁহার কৃপায় তুমি পরাশান্তি ও নিত্যধাম পাইবে"। তাহার অব্যবহিত পরেই শ্রীভগবান্ বলিলেন—"অর্জ্জুন, তুমি আমার নিতান্ত প্রিয়, তাই তোমার মঙ্গল জন্য যে গুহ্যতম উপদেশ পূর্ব্বে দিয়াছি তাহাই পুনরায় বলিতেছি—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

অর্থাৎ—"তুমি আমাতে চিত্ত সমাধান কর, আমাকেই ভক্তি কর, আমারই যজন কর, আমাকেই প্রণাম কর—এইরূপে আমার শুদ্ধাভক্তি দ্বারা আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।" শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে এখানে আসক্তি শূন্য হইয়া নিরবচ্ছিন্ন তৈল-ধারার মত তাঁহার স্মৃতি হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিতে উপদেশ দিতেছেন অর্থাৎ ঐকান্তিকী ভক্তি সহকারে তাঁহাতে অনুরক্ত হইতে বলিলেন। অথবা "তুমি আমার পূজনশীল হও—শ্রবণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কীর্ত্তন-লক্ষণা ভক্তির অনুষ্ঠান কর, কিম্বা গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা সেবা কর, কিম্বা আমাকে ভূমিতে নিপতিত হইয়া প্রণাম কর। এই চতুর্ব্বিধ চিন্তন, সেবন, পূজন, প্রণাম সমুচ্চয়ে অথবা ইহার মধ্যে যে কোন একটী অঙ্গের অনুষ্ঠান কর। তুমি আমার প্রিয়, সেই জন্য তোমার নিকট পরমসত্য বলিলাম।" শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার টীকায় এইরূপ মর্ম্মই উদ্ঘাটন করিয়াছেন যে, "সকল বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিধি-নিষেধাত্মক কর্ম্ম বর্জ্জন পূর্ব্বক তুমি আমার শরণাগত হও। ইহাই যে সর্ব্ব-গুহ্যতম বাক্য, তাহা বলা বাহুল্য।" শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন যে, "কেবল মাত্র ভগবদ্ভক্তি দ্বারা যে পূর্ব্বোক্ত সকল মঙ্গল হইবে, ইহা দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে জ্ঞাত হইয়া অর্জ্জুনকে তাঁহার শরণাগত হইতে বলিতেছেন, ও যাবতীয় কর্ম্মঅকরণ জনিত পাপ হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিবেন বলিয়া শ্রীভগবান্ অঙ্গীকার করিতেছেন।"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তদীয় ভক্তি-সন্দর্ভের শেষের দিকে এই শ্লোকের যেরূপ মর্ম্ম জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহাই সংক্ষেপে বলা হইতেছে। 'অত্রচ গুহ্যং পূর্ব্বাধ্যায়োক্তং জ্ঞানং, গুহ্যতরমন্তর্য্যামী জ্ঞানং। সর্ব্বগুহ্যতরং তুমনস্তাদিলক্ষণং তদেকশরণত্বলক্ষণঞ্চ তত্তুপাসনমিতি সমানম্। এবং গীতাস্বেব নবমধ্যায়েপি

"ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞান সহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষসেঽশুভাৎ॥"

'রাজবিদ্যা রাজ-গুহ্যং' ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণার্থং প্রশস্য শ্রীকৃষ্ণরূপ স্বভজন শ্রদ্ধাহীনান্ নিন্দন্ তচ্ছ্রদ্ধাবতঃ প্রশস্তবান্ স্বয়মেব। যথা—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষীং তনুমাশ্রিতম্
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরং।"

* * * *

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তস্মাৎ সর্ব্বান্তর্য্যামিভজনাদপ্যুত্তমত্বেন তদনন্তরঞ্চ সর্ব্বগুহ্যতমমিত্যত্র সর্ব্বগ্রহণাৎ সর্ব্বতঃ উত্তমত্বেন শ্রীকৃষ্ণভজনে সিদ্ধে তদবতারভজনাৎ সুতরামেবোত্তমতা সিধ্যতি।" অর্থাৎ গুহ্য-অর্থে পূর্ব্ব অধ্যায়ে কথিত জ্ঞান। অন্তর্য্যামী ঈশ্বর-উপাসনা গুহ্যতর ও তদ্গতচিত্ত তদেক-শরণ-লক্ষণ ভগবদুপাসনা সকল হইতে গুহ্যতর। এইরূপ গীতার নবম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে যখন রাজগুহ্য বা সর্ব্বাপেক্ষা গোপনীয় শ্রেষ্ঠ ভক্তি-যোগ সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছিলেন, তখন সেস্থানে তিনি অর্জ্জুনকে এবিষয় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ভক্তিতত্ত্ব অতীব রহস্যময়, তৎসম্বন্ধে সবিশেষ স্তুতি করিয়া যাহারা শ্রীকৃষ্ণভজনে শ্রদ্ধাহীন, তাহাদের নিন্দা-পূর্ব্বক তদীয় ভক্তের স্বয়ংই প্রশংসা করিয়াছিলেন। মানবাকার-দেখিয়া অজ্ঞজন তাঁহাকে সাধারণ মানুষের মত প্রাকৃত মনে করিয়া অনাদর করে; কিন্তু তত্ত্বতঃ তাঁহার জন্মকর্ম্ম-পরতন্ত্র নহে ও দেহ বিশুদ্ধউর্জ্জিত-সত্ত্বাত্মক—তিনি ভক্তের ইচ্ছায় প্রপঞ্চে উহা প্রকট করিয়া থাকেন। এবিষয় অবিদ্যান্ধ লোক জ্ঞাত নহে। পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বান্তর্য্যামিউপাসনা হইতেও যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণভজন শ্রেষ্ঠ, তাহা গীতোক্ত "সর্ব্ব-গুহ্যতম" এই বাক্য হইতেই উপলব্ধি হইতেছে। কারণ, সকল ভজন হইতে গুহ্যতম বলায় শরণাপত্তিলক্ষণা শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনাই যে শ্রেষ্ঠতম, তাহা সুচারুরূপে উপপন্ন হইতেছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অন্য অবতার-পূজা হইতেও যে তদীয় ভজন শ্রেষ্ঠ, ইহা কি আর বলিতে হইবে?

শ্রীগীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" এই শ্লোকের উপর অনেক প্রকার ব্যাখ্যা দেখা যায়। শ্রীপাদ আচার্য্য শঙ্করও তদীয় পদাঙ্কানুসারী জ্ঞানবাদী ব্যাখ্যাকারগণ এই শ্লোকে "পরিত্যজ্য" শব্দে "সংন্যস্য" অর্থ করিয়া সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তি লক্ষণ পারমহংস্য জ্ঞান নিষ্ঠার অনুবাদ মাত্র বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ভক্তিবাদী আচার্য্যগণ শরণাপত্তিতেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য—এইরূপ মর্ম্ম জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় "পরিত্যজ্য" অর্থে সন্ন্যাস বলিয়া যাঁহারা ব্যাখ্যা করেন তৎপক্ষে দোষ দিয়াছেন। তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই যে—অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়, সুতরাং সন্ন্যাসের অধিকারী নহেন—তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ এই গীতার উপদেশ উপসংহার করিতেছেন। যদি কেহ বলেন, অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া অন্যকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অর্জ্জুনের প্রতি এই উপদেশ যোজনীয় হইলেই তবে অন্যে উহার আরোপ হইতে পারে, নতুবা নহে। আচার্য্য রামানুজ 'পরিত্যজ্য' শব্দের অর্থ কর্ম্মফল ত্যাগ লিখিয়াছেন। শ্রীমদ্বিশ্বনাথ বলেন—তাহাও নহে। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

'দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং।
ন কিঙ্করো নায়ম ঋণীচ রাজন্॥
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং।
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কৃত্যং'॥
'মর্ত্তো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা।
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে॥
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো।
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥'

অর্থাৎ যিনি সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের শরণাগত-হইয়াছেন, তিনি পিতৃ প্রভৃতির কাহারও দাস নহেন। তিনি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভগবৎস্বরূপ লাভ করেন। শ্রীভগবান্ উদ্ধব মহাশয়কে এ বিষয় বলিয়াছিলেন,—

"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষাং ময়াদিষ্টানপি স্বকান্
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতঃ।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে।"

অর্থাৎ মৎকর্তৃক আদিষ্ট বেদবিহিত স্বধর্ম্ম সকল বিসর্জ্জন করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের দোষ-গুণ বিদিত হইয়া যে ব্যক্তি আমার উপাসনা করে, সেই ব্যক্তিও সাধুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যতদিন না নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়, অথবা আমার কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা না হয়, ততদিন বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম্ম করিবে। এই সকল বাক্যের সহিত গীতোক্ত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ব্যাখ্যা করিলে ইহাই বুঝা যায় যে, শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে অনেক বিষয় উপদেশ দিয়া শেষে সকল শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম জ্ঞাপন করিয়াছেন, এবং সেই সারতত্ত্ব যে শরণাগতি তাহা বলা বাহুল্য। জীবন অল্পকাল স্থায়ী—নানা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া চিত্তশুদ্ধি-সম্পাদনপূর্ব্বক ভক্তিলাভ করিতে হইলে জীবনলীলা শেষ হইয়া যায়। সেইজন্য সকল ধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া অর্জ্জুনকে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণাগত হইতে উপদেশ দিলেন। আশ্রিত-বাৎসল্য-বারিধি ভগবান্ তাঁহাকে ভক্তিযোগ-সিদ্ধির অন্তরায়-স্বরূপ যেসকল পাপরাশি বিদ্যমান, তাহা হইতে রক্ষা করিবেন এইরূপ অঙ্গীকার করিলেন। জীব যখন তাহার অনাদি-সংস্কার মলদুষ্ট হৃদয়ের রাগদ্বেষাদি কষায় সমূহ কোনরূপেই স্বীয় সামর্থ্যে ক্ষালন করিতে সমর্থ হয়না, যখন তাহার হৃদয় নিবিড় নিরাশার ঘন মেঘে আচ্ছাদিত হয়, তখন সে একান্ত নিরাশ্রয় হইয়া শ্রীভগবানের চরণে প্রপন্ন হওয়া ভিন্ন অন্য উপায় দেখিতে পায়না। স্বীয় কর্তৃত্বাভিমান বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ভগবৎচরণে নির্ভর করিয়া তাঁহারই করুণার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া নীরবে আত্মকৃত কর্ম্মবিপাক ভোগ করে। শ্রীভগবান্ও গীতায় বলিয়াছেন যে, তাঁহার দৈবী দুরত্যয়া মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন; কিন্তু যে তাঁহার শরণাপন্ন হয়, তাহাকে তিনি স্বয়ং সংসার-সাগর হইতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উত্তীর্ণ করিয়া দেন। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে।" তাদৃশ শরণাগত জনের আর নূতন কর্ম্ম সঞ্চয় হওয়া সম্ভব নহে; কারণ, মূল্যদ্বারা ক্রীত পশুর যেরূপ স্বাধীন ক্রিয়া দৃষ্ট হয়না, সেইরূপ তাহারও স্বেচ্ছায় কোন কর্ম্ম কৃত হয়না। তিনি ভগবানের হস্তের ক্রীড়া-পুত্তলিকার মত অহঙ্কার-শূন্য হইয়া সমস্ত কর্ম্ম করেন। এইজন্য তাহার পাপ পুণ্য কিছুই নাই। শ্রীভগবান্ তাই বলিয়াছেন

"যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে।"

শ্রীউদ্ধব-মহাশয়কে এইরূপভাবে শরণাপত্তির বিষয় শ্রীভগবান্ উপদেশ করিয়াছেন—

"তস্মাৎ ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাং।
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেবচ;
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যাদ্যকুতোভয়ঃ।"

অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি, বিধি, নিষেধ শ্রোতব্য ও শ্রুতসকল ত্যাগ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে নিখিল দেহধারীর আত্মস্বরূপ আমার শরণাগত হইয়া অভয়পদ লাভ কর।

শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বত "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকের টীকায় কয়েকটী সারকথা বলিয়াছেন, যথা:—"ন চ সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগোহত্র বিধীয়তে, সন্ন্যাস-শাস্ত্রেণ প্রতিষেধ-শাস্ত্রেণ চ লব্ধত্বাদেব। নচেদমপি সন্ন্যাসশাস্ত্রম্, ভগবদেকশরণতায়াঃ বিধিৎসিতত্বাৎ। তস্মাৎ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যে-ত্যনুবাদ এব, সর্ব্বেষাং তু শাস্ত্রাণাং পরমং রহস্যমীশ্বরশরণতৈবেতি তত্রৈব শাস্ত্রপরিসমাপ্তি র্ভগবতাকৃতা। অস্মিন্ হি গীতাশাস্ত্রে নিষ্ঠাত্রয়ং সাধ্যসাধন ভাবাপন্নং বিবক্ষিতমুক্তং চ বহুধা তত্র কর্ম্মনিষ্ঠা সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস পর্য্যন্তোপ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সংহৃতা "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দেতি মানব" ইত্যত্র সন্ন্যাসপূর্ব্বক-শ্রবণাদি-পরিপাক-সহিতাজ্ঞাননিষ্ঠোপসংহৃতা, "ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং" ইত্যত্র ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা তুভয়সাধনভূতোভয়ফলভূতা চ ভবতীত্যন্ত উপসংহৃতা সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজেত্যত্র ভাষ্যকৃতস্তু সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যেতি সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসানুবাদেন মামেকং শরণং ব্রজেতি জ্ঞাননিষ্ঠোপসংহৃতেত্যাহুঃ। ভগবদভিপ্রায় বর্ণনে কে বয়ং বরাকাঃ" অর্থাৎ এখানে যে সকলকর্ম্মত্যাগ বিহিত হইতেছে তাহা নহে। সন্ন্যাস-শাস্ত্র ও নিষেধ-শাস্ত্রে সে বিষয় উক্ত হইয়াছে। শ্রীগীতাও যে সন্ন্যাস-শাস্ত্র তাহাও বলা যায় না। কারণ, গীতায় শ্রীভগবানে একান্ত শরণাগতি বিধান করাই অভীষ্ট হইয়াছে। সেইজন্য সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করাটী অনুবাদমাত্র (প্রসিদ্ধ পূর্ব্ব কথনেরই পুনরুক্তি মাত্র). কিন্তু সকল শাস্ত্রের পরম গুহ্যতম কথা হইতেছে, ঈশ্বরের শরণাপত্তি এবং সেইখানেই যে সকল শাস্ত্রের পর্য্যবসান—তাহা শ্রীভগবান্ দেখাইয়াছেন। এই গীতাশাস্ত্রে কর্ম্মনিষ্ঠা, জ্ঞাননিষ্ঠা ও ভক্তিনিষ্ঠা—এই ত্রিবিধ নিষ্ঠা কথিত হইয়াছে। সকল কর্ম্ম সন্ন্যাসপূর্ব্বক কর্ম্মনিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে। যথা 'মানুষ স্বীয় বর্ণাশ্রমনুযায়ী কর্ম্মদ্বারা ভগবানকে অর্চনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করে।' সন্ন্যাসপূর্ব্বক শ্রবণাদির পরিপাক সহ জ্ঞাননিষ্ঠা বলা হইয়াছে, যথা—'তাহার পর আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া দেহ নাশান্তে আমাতেই প্রবেশ করে।' সর্ব্বশেষে ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা—যাহা পূর্ব্বোক্ত উভয় নিষ্ঠার সহকারী সাধন ও ফলস্বরূপ—তাহা ভগবান্ 'সকল ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হও' এই বাক্যে উপসংহার করিয়াছেন। এখানে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলেন, সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগটী কর্ম্ম সন্ন্যাসের অনুবাদ মাত্র ও একমাত্র আমার শরণাগত হও—ইহাদ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠার উপসংহার করা হইয়াছে। শ্রীপাদ মধুসূদন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উক্ত আলোচনা করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন "আমরা হীনবুদ্ধি, ভগবানের অভিপ্রায় বর্ণন করার সম্বন্ধে আমরা কে"! ইহা অতি সত্য, শ্রীভগবানের বাণীর অন্তর্নিহিত মর্ম্ম সামান্য প্রাকৃত বুদ্ধিদ্বারা উপলব্ধি করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। তবে শাস্ত্র-সমন্বয়ে যাহা সহজ ও সরল বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ ব্যাখ্যা করাই যুক্তিযুক্ত। শ্রীভগবানের পাদ-পদ্মে শরণাগতি যে তল্লাভের একটা প্রকৃষ্ট উপায়, সে বিষয়ে শাস্ত্রের বিরোধ নাই। শ্বেতাশ্বতর ঋষি বলেন,—

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিনোতি তস্মৈ
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে। শ্বেত ৬।১৮

অর্থাৎ যিনি সৃষ্টির প্রথমে হিরণ্যগর্ভকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি তাঁহাকে বেদজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, আমি (শ্বেতাশ্বতর মুনি) মুক্তিকাম হইয়া স্বয়ং প্রকাশ, বুদ্ধি সাক্ষী সেই পরমেশ্বরের শরণাগত হইলাম। 'অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রতিপদ্যতে' (শ্বেত ৪।২১) অর্থাৎ তুমি ষড়ভাব বিকার-বর্জ্জিত জানিয়া সংসারভীত মানব তোমার শরণাগত হয়। এইরূপে শ্রুতি স্মৃতি সকল শাস্ত্র আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, মানুষ যতই জ্ঞান অর্জ্জন করুক, যতদিন না স্বয়ং কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া ভগবচ্চরণে তাঁহার কৃপা-কণার ভিক্ষা করিয়া শরণাগত হইবে, ততদিন তদ্দর্শনে সমর্থ হইবে না। তিনি যাহার প্রতি কৃপা করিয়া স্বরূপ প্রকাশ করিবেন, সেই তাঁহাকে জানিতে পারিবে। জ্ঞান বা মেধা শক্তিদ্বারা আত্মা লভ্য নহে। তাই শ্রুতি বলেন,—

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাং'॥

কঠ, ১।২।২৩

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এইরূপে শ্রীগীতার উপসংহারে যে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বিশেষভাবে শরণাগত হইতে বলিয়াছেন এবং সেই স্থানেই যে সকল শাস্ত্রের পর্য্যবসান তাহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

ভগবান্ বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছেন,—

সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বধিয়া সর্ব্বসংরম্ভরংহসা,
স এব শরণং দেবো গতিরন্তীহ নান্যথা ।৩৫
ন তস্মাদধিকঃ কশ্চিদস্তি লোকত্রয়ান্তরে
প্রলয় স্থিতি-সর্গাণাং হরিঃ কারণতাং গতঃ । ৩৬

উপঃ, ৩১ অধ্যায়

যাঁহারা নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করিতে অভিলাষী, তাঁহারা সকল বাসনা পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক সকল কর্ম্ম সন্ন্যাসান্তর জ্ঞানী-পরমহংসাবস্থা লাভ করিয়া নিরিন্ধন অগ্নির মত উপশান্ত হউন, যাঁহারা ত্রিতাপজ্বালা জুড়াইতে, প্রেমপাথারে অবগাহন করিতে বাসনা করেন, তাঁহারা কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত হইয়া তাঁর সেবানন্দে মগ্ন রহিয়া পার্ষদরূপে অনন্তকাল তাঁহার অপ্রাকৃত রূপগুণলীলা মাধুর্য্য নব নব ভাবে আস্বাদন করুন, এখানে কোন বিরোধ নাই। স্বয়ং ভগবান্ই বলিয়াছেন যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্ পরিশেষে এই মর্ম্মে শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীর শ্রীগীতার ১৩ অধ্যায়ের প্রারম্ভ বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—

"ধ্যানাভ্যাসবশীকৃতেন মনসা তন্নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং
জ্যোতিঃ কিঞ্চন যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে।
অস্মাকং তু তদেব লোচনচমৎকারায় ভূয়াচ্চিরং
কালিন্দীপুলিনেষু যৎ কিমপি তন্নীলং তমোধাবতি।"

অর্থাৎ ধ্যানাভ্যাস দ্বারা বশীকৃত মন সহকারে যোগীরা যদি কিছু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় জ্যোতি পদার্থ দেখিতে সমর্থ হন, তাহাই তাঁহারা দেখুন। কিন্তু আমাদের পক্ষে কালিন্দীকূলে বিচরণশীল ইন্দ্রনীল-জ্যোতিঃ নিভ লীলাবিনোদী শ্যামসুন্দর যেন চিরদিন নয়নোৎসবরূপে বিরাজ করেন।

শরণাগতি সম্বন্ধে শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য 'শরণগতি গদ্যে' বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন ও তদীয় শ্রীভাষ্যে (১।৪।১ ব্রঃ সূঃ) বলিয়াছেন যে 'তস্য (পুরুষোত্তমস্য) চ বশীকরণং তচ্ছরণাগতিরেব'।

শ্রীধাম-বৃন্দাবন।

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যেরূপ সকল ভগবৎ-স্বরূপের লীলা, বিগ্রহ-পরিকরাদির নিত্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন, সেইরূপ তদীয় ধাম-সমূহেরও বহু বিচারপূর্ব্বক নিত্যতা-প্রদর্শন করিয়াছেন। কারণ, জগৎ বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বা প্রকৃতির পরিণাম; কিন্তু ধাম অন্তরঙ্গা বা চিচ্ছক্তির বিকার। সন্ধিনী-শক্তিতে ধামের প্রতিষ্ঠা। শ্রুতিও বলেন 'স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি' (ছা, উ, ৭।২৪) অর্থাৎ সেই ভগবান্ কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন? উত্তর—তিনি স্বীয় অচিন্ত্য-বিভূতিতে প্রতিষ্ঠিত। কঠশ্রুতি বলেন 'ক ইত্থা বেদ যত্র স' ১।২।২৫—শ্রীবৃন্দাবনধাম যে প্রপঞ্চাতীত, নিত্য, অলৌকিক, ভগবানের নিত্যবিহার স্থান ও চর্ম্মচক্ষুর দৃশ্য নহে, তাহার শত শত শাস্ত্র-প্রমাণ আছে। গোবিন্দ-বৃন্দাবনাখ্য বৃহদ্গৌতমীয়ে শ্রীব্রজধামের নিত্যত্ব পরিস্ফুট আছে। যথা—"বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলং.........সর্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ। আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেদত্র যুগে যুগে।

১০

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষা।" ইত্যাদি। আদি বরাহেও উক্ত হইয়াছে, যথা—

কৃষ্ণক্রীড়া-সেতুবন্ধনং মহাপাতকনাশনম্।
বলভীং তত্র ক্রীড়ার্থং কৃত্বা দেবোগদাধরঃ।
গোপকৈঃ সহিত স্তত্র ক্ষণমেকং দিনে দিনে।
তত্রৈব রমণার্থং হি নিত্য কালং স গচ্ছতি।

এই শ্লোকে "নিত্যকাল" এই শব্দ প্রয়োগ হেতু শ্রীকৃষ্ণ যে গো-গোপ-গোপী-পরিবেষ্টিত হইয়া নিত্যই শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজ করিয়া থাকেন, তাহা সুচারুরূপে প্রদর্শিত হইল।

এইরূপে স্কন্দপুরাণেও আছে—ততো বৃন্দাবনং পুণ্যং বৃন্দাদেবী-সমাশ্রিতং হরিণাধিষ্ঠিতম্ ব্রহ্মরুদ্রাদি সেবিতম্। এখানেও 'অধিষ্ঠিতং' এই পদ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে নিত্যস্থিতি সূচিত হইতেছে। শ্রীগোপাল-তাপনী-শ্রুতিও বলেন 'গোবিন্দং সচ্চিদানন্দং বৃন্দাবন-সুরভূরুহতলাসীনং সততং সমরুদ্গণাহং পরিতোষয়ামি।'

পাতালখণ্ডে বর্ণিত আছে 'যমুনাজলকল্লোলে সদা ক্রীড়তি মাধবঃ' ইতি। এখানেও অর্থ স্পষ্ট যে, যে বৃন্দাবনের তীরভূমিতে যমুনার জলকল্লোল, সেই ব্রজে মাধব নিত্য ক্রীড়ারত। এই বৃন্দাবন-ভূমিকে কৃষ্ণতাপনী-শ্রুতি "বনবৈকুণ্ঠং" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে, বৃন্দাবন-ভূমি প্রলয়কালেও কুণ্ঠিত বা সঙ্কোচিত হইয়া নাশ প্রাপ্ত হয় না। শ্রীবারাণসী মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্ত্তে উক্ত হইয়াছে 'ছত্রাকারস্থিতং জ্যোতির্জ্জলাদূর্দ্ধং প্রকাশতে। নিমগ্নায়াং ধরায়াং ন বৈ মজ্জতি তৎ কথম্?" ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, নিখিল পৃথিবী নষ্ট হইলেও বারাণসী নাশ-প্রাপ্ত হইবে না; কারণ, উহা জড়োপাদানে গঠিত নহে! এইরূপে সকল ভগবদ্ধাম সম্বন্ধেই সমাধান করিতে হইবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীবৃন্দাবন-ধাম প্রপঞ্চে অবস্থিত হইয়াও প্রপঞ্চাতীত (Transcendental); যেমন চেতন পরমাত্মা জড়দেহে অবস্থান করিয়াও উহা হইতে পৃথক্‌রূপে বিরাজিত, সেইরূপ চিন্ময়ধাম জড়জগতে অবস্থান করিয়াও উহার জড়াংশ হইতে সর্ব্বথা নির্লিপ্ত। দেহ-নাশে যেরূপ পরমাত্মা ধ্বংস-প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ জড়জগতের প্রলয়কালেও ধাম নাশপ্রাপ্ত হয় না। শ্রীবৃন্দাবনে প্রকট লীলার অবসান হইলে অপ্রকট প্রকাশ থাকিয়াই যায়। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৩০ অনুচ্ছেদে প্রপঞ্চগত অপ্রকটপ্রকাশবিশেষ স্বীকার করিয়াছেন। সেই নিত্যধামে প্রকট প্রকাশের মত শ্রীভগবান্ তদীয় স্বজন-পরিবেষ্টিত হইয়া নিত্যই লীলা রসাস্বাদন করিয়া থাকেন। এই ধাম যে সর্ব্বগত, বিভু, মহান্ তাহা শ্রীহরিবংশে কথিত আছে। শ্রীভগবানের অচিন্ত্য অতর্ক্য ঐশ্বর্য্য হেতুই তদীয় ধাম উপর্য্যধঃ ব্যাপিয়া আছেন, ইহাতে কোন বিরোধ নাই। কারণ যেরূপ তদীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ-ভেদে বহু স্থানে অবস্থান করিতে পারেন, সেইরূপ তদীয় চিন্ময়-ধামও পরম-ব্যোমে ও ভূতলে উভয়ত্রই অবস্থান করিতে পারেন। শ্রীভগবানের বিগ্রহ যে নিত্য ও বিভু সে বিষয় ভগবৎসন্দর্ভে বিশেষ বিচার দৃষ্ট হয়। ১০৪ অনুচ্ছেদে উক্ত আছে,—'তদেবং সচ্চিদানন্দৈকরূপঃ স্বরূপভূতাচিন্ত্যবিচিত্র অনন্তশক্তিযুক্তো ধর্ম্মত্বে এব ধর্ম্মিত্বং, নির্ভেদত্বে এব নানাভেদবত্ত্বমরূপিত্বে এব রূপিত্বং, ব্যাপকত্বে এব মধ্যমত্বং সত্যমেব ইত্যাদি পরস্পর বিরুদ্ধানন্ত গুণনিধিঃ' ইত্যাদি। তিনি নিত্যই উভয়স্থলে লীলা-বিলাস প্রকাশ করেন। ব্রহ্মসংহিতায় যেরূপ উক্ত হইয়াছে 'গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূত' ইত্যাদি। সেইরূপ পাদ্মপাতালখণ্ডে উক্ত আছে—

"অহো অভাগ্যং তস্য ন পীতং যমুনাজলং
গোবিন্দ-গোপিকা-সঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহা।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এইরূপে উভয়ত্র তাঁহার স্থিতি স্বীকার না করিলে শাস্ত্রবাক্য বিরুদ্ধ হইয়া যায়। গোলোকটী গোকুলেরই প্রকাশবিশেষ। সে সম্বন্ধে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তদীয় লঘুভাগবতামৃতে বলেন "যৎ তু গোলোকাখ্যং স্যাৎ তচ্চ গোকুলবৈভবম্।" তবে প্রভেদ এই যে, যাঁহারা শ্রীভগবানের মাহাত্ম্যাবলম্বন করিয়া উপাসনা করিবেন, তাঁহাদের নিকট বৈকুণ্ঠেরও উপরে বিদ্যমান গোলোক প্রকাশিত হইবে। শ্রীপাদ শ্রীজীব-গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বলেন, "ততোঽস্যৈবাপরিচ্ছিন্নস্য বৃন্দাবনীয়-প্রকাশ-বিশেষস্য বৈকুণ্ঠোপর্য্যপি স্থিতি-মাহাত্ম্যাবলম্বেন স্ফুরতীতি।" পক্ষান্তরে যাঁহারা ভগবানের বিশুদ্ধ মাধুর্য্যাবলম্বনে রাগমার্গে প্রেম-সেবোত্তরাগতি লাভাভিলাষে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়-পরিকরবর্গের আনুগত্যে ভজন করিবেন, তাঁহাদের নিকট ভৌম বৃন্দাবন-স্ফূর্ত্তি হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

শ্রীবৃন্দাবন-ভূমি যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বিহারস্থল, তাহার সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণ বলেন—

"বৎসৈর্বৎসতরাভিশ্চ সদা ক্রীড়তি মাধবঃ।
বৃন্দাবনান্তরগতঃ সরামো বালকৈর্বৃতঃ॥"

এখানেও অপ্রকট-প্রকাশস্থিত বৃন্দাবনে নিত্য নব নব লীলা-বিলাসাদির প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাদ্মনির্ব্বাণখণ্ডে শ্রীভগবান্ স্ব-মুখে বলেন,—

"নিত্যাং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা
যমুনাং গোপ-কন্যাশ্চ তথা গোপাল-বালকান্।
মমাবতারো নিত্যোঽয়মত্র মা সংশয়ং কৃথা ইতি।"

ঋগ্বেদে উক্ত আছে—"যত্র ভূরি শৃঙ্গা অয়াসঃ" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ—বৃন্দাবনে যে স্থানে মহাশৃঙ্গী গো-সকল নিত্য বিরাজিত, সেই গো-গোপাবাসে নিত্য বিরাজমান।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীপাদ রামানন্দের গোদাবরী-তীরে ইষ্ট-গোষ্ঠী-প্রসঙ্গে শ্রীচরিতামৃত এই সংবাদই প্রদান করেন, যথা—'সর্ব্ব ত্যজি জীবের কাঁহা কর্ত্তব্য বাস!' ইহার উত্তরে বলা হয়—'শ্রীবৃন্দাবন-ভূমি যাঁহা নিত্যলীলারাস।' শ্রীবৃন্দাবন যদি ভগবানের নিত্য-লীলাস্থলীই না হইত, তাহা হইলে জ্ঞানি মুকুটমণি-ব্রহ্মা—'তৎভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাম্ যদ্ গোকুলে বা কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্' ইত্যাদি বাক্যে বৃন্দাবনের বা গোকুলের প্রান্তে নিকৃষ্ট জন্ম প্রার্থনা করিতেন না, কিম্বা সম্বিৎমূর্ত্তি বৃহস্পতি-শিষ্য—কৃষ্ণ-সখা ভক্তরাজ উদ্ধবও শ্রীবৃন্দারণ্যের গোপী-চরণ-রেণু-ভাজী তৃণ-তরু-গুল্মলতাদির মধ্যে লালসাময়ী জন্মপ্রার্থনা করিতেন না। 'আসামহোচরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্' ইত্যাদি বাক্য তাহার প্রমাণ। এই বাক্যে শ্রীব্রজধাম যে প্রেমভূমি, তাহা অভিব্যক্ত হইল। গোপীগণ মহাভাব-স্বরূপিণী—এই মহাভাব অনুরাগের চরম সীমা। যখন অনুরাগ স্বানুভবগম্যদশা প্রাপ্ত হইয়া রাগের সহিত যে পরিমাণ ইয়ত্তা তৎপরিমাণ প্রাপ্ত হয়, তখন সেই পূর্ব্ব কথিত অনুরাগই ভাব বা মহাভাব-নামে অভিহিত হয়। এতাদৃশ রাগ, সর্ব্বধর্ম্ম-ত্যাগেই অভিব্যক্ত হয়। গোকুল-বৃন্দাবনে যেরূপ গোপীগণের তীব্র রাগের সংবাদ পাওয়া যায়, সেরূপ শাস্ত্রে আর কোথাও নাই। এই ব্রজেই স্বজনার্য্যপথভ্রংশকারী চপল অনুরাগ, যমুনা-জাহ্নবীর অবাধ অপ্রতিহত স্রোতের মত শ্যাম-সিন্ধুর সহিত মিলন জন্য বেগে ছুটিয়াছে—তাহার বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই। এই অনুরাগ স্বয়ং নিত্য নব নবায়মান হইয়া বৃদ্ধি পাইতেছে ও প্রীতির বিষয় অর্থাৎ কৃষ্ণকে নব নব ভাবে রস-নির্য্যাস আস্বাদন করাইতেছে। শ্রীপাদ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অনুরাগের এতাদৃশ পরাকাষ্ঠা ব্রজেই সম্ভব হয় বলিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন ও এইরূপেই সীমা নির্দ্ধারণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিয়াছেন। মর্য্যাদাপ্রাপ্ত কুল-ললনাগণের পক্ষে কুল শীল লজ্জা ত্যাগ পরিবর্জ্জন সর্ব্বথা অসম্ভব, বরং প্রাণত্যাগ সম্ভব। কিন্তু ব্রজসুন্দরীগণ ঐ সকলগুলি বিসর্জ্জন দিয়া অনুরাগাতিশয্যে কেবল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-প্রাপ্তিই ধ্রুব তারকার মত লক্ষ্য রাখিয়া প্রেম-জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থানাধিকার করিয়াছেন। অনূঢ়া গোপকুমারীগণ বস্ত্রহরণ-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির জন্য লজ্জা ত্যাগে ও পরোঢ়া ব্রজরামাগণ কুল ও সতীত্ব ত্যাগে প্রেমের অকূল-সাগরে অবগাহন করিয়া বস্তুতঃ মহা সতীত্বই লাভ করিয়াছেন। অসমোর্দ্ধ-অনুরাগবতী আনন্দ-চিন্ময়-রস-প্রতিভাবিত মহাভাব স্বরূপিণী ব্রজবালাগণ গুরুগঞ্জনা অঙ্গে চন্দনভূষা-স্বরূপে জ্ঞান করিয়া, কলঙ্কের ভার মাথায় করিয়া, কেবল তাঁহাদের প্রাণকোটি-প্রেষ্ঠ ব্রজরাজ-নন্দনকেই জীবনে মরণে, সুখে দুঃখে, মিলনে বিরহে একমাত্র ইপ্সিততম বলিয়া বরণ করিয়াছেন। বিশুদ্ধরাগের প্রভাবে লোক-মর্য্যাদা ও বেদ-মর্য্যাদা বায়ু-বিক্ষুব্ধ উচ্ছ্বাসময় সাগর-তরঙ্গে তৃণকণার মত ভাসিয়া গিয়াছে। তাই উদ্ধবমহাশয় বলিয়াছেন,—

ক্বেমা স্ত্রিয়ো বনচরী ব্যভিচারদুষ্টাঃ
কৃষ্ণে ক্বচৈষ পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ।
যাঃ দুস্ত্যজ স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজমুকুন্দ-পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাং। ইত্যাদি।

কিন্তু অন্যান্য ভগবৎস্থানে এতাদৃশ তীব্র অনুরাগ প্রকাশের সম্ভাবনা নাই। কারণ,গোলোক-দ্বারকাদিস্থানে শ্রীভগবান্ স্বকীয়াশক্তি-পরিবেষ্টিত হইয়া লীলা করেন; কিন্তু ভৌম-বৃন্দাবনে যদিও ব্রহ্মসংহিতা বচনানুসারে 'শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমঃ পুরুষঃ', অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অন্তরঙ্গাশক্তি পরিবেষ্টিত হইয়াই লীলাবিলাসাদি করিয়া থাকেন, তথাপি উহা পরকীয় ভাবে কৃত হয়; সেইজন্য উহার গোলোকের দেবভাবানুষ্ঠিত লীলা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মহানিধি. ... আচার্য-5

হইতে অধিকতর বৈচিত্রী ও বৈদগ্ধী প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ তদীয় অঘটন-ঘটন-পটিয়সী চিচ্ছক্তি যোগমায়া আশ্রয় করিয়া মধুর লীলায় প্রবৃত্ত হন। এই যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি হ্লাদিনী-শক্তিসমূহের মধ্যে মোহন উপস্থিত করেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বা তদীয় শক্তিসমূহের স্বরূপাবরণপূর্ব্বক লীলারস-নির্য্যাস আস্বাদনে সাহায্য করাই যোগমায়ার কার্য্য। অচিন্ত্য-অতর্ক্যৈশ্বর্য্য যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কোন লীলাই অঘটনীয় নহে; তবে মাধুর্য্যাতিশয্যে স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া কেবল বিশুদ্ধ প্রীতি-রসাস্বাদনই দুর্ঘট। যোগমায়া দ্বারা সেই কার্য্যটী সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হয়, সেইজন্য উহাকে অঘটন-ঘটন-সমর্থা বলা হয়। তবেই দেখা গেল, ঐশ্বর্য্যাবরণহীন বিশুদ্ধ প্রেমলীলা কেবল ভৌম-ব্রজধামেই সম্ভব। সেই জন্যই অন্যান্য ধামাপেক্ষা ইহার উৎকর্ষ। এই ধামই যদি নিত্য না হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণের নিরুপাধিক প্রেম লীলাই বিলুপ্ত হইয়া যায়। শ্রীভগবানের বৈশিষ্ট্যও প্রেম পরিকরগণের উপর নির্ভর করে। তাই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকায় শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী বলেন "তত্রাপি রসবিশেষ বিশিষ্ট পরিকর বৈশিষ্ট্যেন আবির্ভাববৈশিষ্ট্যং দৃশ্যতে।"

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী তদীয় বৃহদ্ভাগবতামৃতে গোপকুমারের গোলোক গমন-প্রসঙ্গে দেখাইয়াছেন যে তিনি ক্ষিত্যাদি প্রাকৃতিক অষ্টাবরণ ভেদ করিয়া বিরজা বা কারণার্ণবের পারে যে সিদ্ধলোক বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তা, তাহার পারে পরব্যোম—যেস্থানে অনন্ত ভগবদ্ধাম বিরাজিত, তদনন্তর বৈকুণ্ঠ-গমনান্তর সর্ব্বোপরি গোলোক বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে যে সকল লীলা দেখিলেন, ভৌম বৃন্দাবনেও তদনুরূপ। যখন এই গোলোক গোকুল বৃন্দাবনের প্রকাশ বিশেষ, তখন 'তাবান্ অস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ' এই শ্রুতি বাক্যানুসারে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বুঝা যায় যে, যেটা যাহার মহিমা সেটা হইতে তাহার উৎকর্ষ আছেই।

এই উৎকর্ষ অন্য কোন অংশে নহে—কেবল প্রেমের নিরুপাধিকত্বাংশে। ব্রজ-প্রীতি সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্ত ; কারণ, এখানে প্রেমপরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য সর্ব্বত্যাগ করিয়া, নিখিল কামনা বাসনা বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক কেবল কৃষ্ণ-সুখ হেতু আর্য্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রীতি-কামরূপা অর্থাৎ কেবল অদম্য কামনা বা শ্রীকৃষ্ণ সহ মিলন জন্য অপরিসীম আকাঙ্ক্ষাই প্রীতি-বন্ধনের হেতু ; কিন্তু অন্যান্য স্থানের প্রীতি সম্বন্ধরূপা বা বিশেষ সম্বন্ধ-সূত্রে নিবদ্ধা। এইজন্য প্রেম-জগতে ব্রজবালাগণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। কারণ, রাগাতিশয্যই প্রেম নিরূপণের পরিমাপক। ভক্তকুলমুকুটমণি, বৃহস্পতি-শিষ্য, শ্রীকৃষ্ণ-সখা শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয় এইরূপ রূঢ়ভাবাখ্য অনুরাগের প্রশংসা করিয়া দীনভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং 'বন্দে নন্দ-ব্রজ-স্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ' বলিয়া তাঁহাদের শ্রীচরণরেণু শিরোভূষণরূপে গ্রহণ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ব্রজসুন্দরীগণের জন্মই সফল। কারণ, তাঁহারা কৃষ্ণে এরূপ অশ্রুতঅদৃষ্টচর মহাভাবরূপ প্রেম ধারণ-যোগ্য দেহ লাভ করিয়াছেন। নিখিল আস্বাদনময়ী শ্রীরাসলীলায় তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণভুজপাশে বদ্ধ হইয়া যেরূপ প্রসাদ বিশেষ লাভ করিয়াছিলেন, স্বর্ণরেখারূপে শ্রীকৃষ্ণ-বক্ষ-বিলাসিনী লক্ষ্মীও তাদৃশ প্রাপ্ত হন নাই, ইহা শ্রীউদ্ধব-বন্দনায় পরিস্ফুট আছে। সেই জন্যই তিনি লক্ষ্মী প্রভৃতি অন্যান্য স্বরূপ-শক্তিগণের চরণধূলি প্রার্থনা না করিয়া পরম অনুরাগবতী ব্রজবালাগণেরই চাহিয়াছিলেন। অভিসার-সময় যখন তাঁহারা দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্যা হইয়া জীবিত-বল্লভের সহিত মিলনাভিলাষে গমন করেন, সেই সময় তৃণগুল্মাদির উপর দিয়া তাঁহাদের গমন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করা সম্ভব। সেই জন্য অতি নিকৃষ্ট তরুলতাদির মধ্যেও তাঁহাদের চরণ-স্পর্শ মানসে জন্ম প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ শ্রী অর্চ্চনা করেন ও আত্মারাম আপ্তকাম যোগিগণ সমাধিযোগে নির্ধূত-কল্মষ হইয়া হৃদয়ে ধারণ করেন, বিরহ-সন্তাপ-নাশক সেই শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-কমল ব্রজদেবীগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বক্ষে ধারণ করিয়া সকল দুঃখ বিস্মৃত হইয়া-ছিলেন। এইরূপে শ্রীবৃন্দাবন-ধামে যেসকল শ্রীকৃষ্ণ প্রেম-পরিকর বিরাজ করেন, তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে প্রমাণ রাজ-চক্রবর্ত্তী শ্রীভাগবতে পরমভক্ত উদ্ধবমহাশয়ও 'ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাম্' ইত্যাদি শ্লোকে স্বয়ং শ্রীভগবান্ সংবাদ প্রদান করিতেছেন। তাহা হইলে শত কোটি মধুরোজ্জলভাবময়ী ব্রজ-বণিতাগণ যেস্থানে নিত্য শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের প্রেম-সেবায় আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন ও যেখানে স্বয়ং ভগবান্ 'নিগূঢ়' গোপীজন-বল্লভরূপে প্রীতি-রসাস্বাদন করিতেছেন, সেই ধাম যে নিত্য ও চিন্ময় তাহা বলা বাহুল্য। শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত এই যে; শ্রীভগবান্ সকল বিষয়ে আত্মারাম আপ্তকাম হইলেও প্রেমিকভক্তের বিশুদ্ধ-প্রেমভক্তি রসাস্বাদনে অনাদিকাল অতৃপ্ত ও অপূর্ণকাম আছেন ও অনন্তকাল থাকিবেন। যাঁহাকে ভজন করিয়া ভক্তগণও আত্মারাম হয়েন, তিনি যে স্বয়ং আত্মারাম-শিরোমণি উহা স্বতঃই অনুমিত হয়।

যাহা হউক, ভৌম-বৃন্দাবনের তিনটী প্রকাশ; যথা—প্রকট প্রকাশ, যখন শ্রীভগবান্ প্রপঞ্চে মানবদৃষ্টির গোচর হইয়া ক্রমিকলীলা করেন। অপ্রকট প্রকাশ—যখন প্রকট-লীলাবসানে ভৌতিক দৃষ্টির অগোচরে নিত্যধামে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। দৃশ্যমান প্রকাশ অর্থাৎ সাধারণ মানব যে দৃষ্টিতে ধাম দর্শন করিয়া থাকে। এই প্রকাশ যেন জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া পৃথিবী স্পর্শ করিয়াছেন। যেমন অসীম অপার সিন্ধু হইতে যদি কেহ কাহাকে আহ্বান করে, তবে সেখানে আহূত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্যক্তি কখনই যাইতে সক্ষম হয় না, কিন্তু যদি ভেলাটি পারে আনয়ন করিয়া সেই ব্যক্তিকে লইয়া যান, তবে তাঁহার যেরূপ কৃপাতিশয্য প্রকাশ পায়, সেইরূপ প্রকৃতির বাহিরে যে নিত্যধাম বিরাজিত, সেস্থানে মায়াবদ্ধ জীবের গমন একরূপ অসম্ভব বলিলেও হয়—সেই নিত্যধাম যখন প্রপঞ্চ-তীরে আসিয়া প্রকাশিত হয়েন, তখনই মানবের প্রতি ভগবানের অহৈতুকী করুণা প্রকাশ পায়।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় 'প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে' এই ব্রহ্মস্তবের শ্লোকটীর টীকায় অতি সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, প্রপঞ্চগত প্রকাশের অপ্রপঞ্চগত প্রকাশাপেক্ষা অধিক শোভা ও লীলা-বৈচিত্রী-বিলাস। যেমন শুভ্র কাঁচখণ্ডে হীরকের তাদৃশ শোভা হয় না, নীল পীতাদি রাগযুক্ত কাঁচে যেরূপ হয়, সেইরূপ প্রপঞ্চাতীত ধামে তাদৃশ লীলা-সৌষ্ঠব প্রকাশ পায় না, যেরূপ প্রপঞ্চের মধ্যে দেখা যায়। যদিও প্রপঞ্চগত-ধাম চিন্ময় ও প্রপঞ্চাতীত, কারণ গোকুলরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ, তথাপি যেন প্রপঞ্চ-সাদৃশ্য অনুমিত হয়; ইহাতে তদীয় পরিকরগণের আনন্দ বর্দ্ধিত হয়। ইহা হইতে উপলব্ধি হয় যে, গোলোকে নর-লীলার মাধুর্য্য বিশেষ নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার রসিক-ভক্ত শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় তাই বলেন,—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ"।

এখনও যে ভগবৎকৃপায় মহাভাগ্যবান্ সাধক ভৌম-বৃন্দাবনে নিত্য-লীলা প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত নেত্রে দর্শন করিয়া থাকেন, সে বিষয় শাস্ত্র সংবাদ দিতেছেন, 'অদ্যাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন্ বৃন্দাবনান্তরে'। যামল বচনানুসারে জানা যায় যে, 'বৃন্দাবনম্ পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি', শ্রীলঘুভাগবতামৃত ধৃত এই বচনটীর টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীবলদেব বলেন,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'অপ্রকট-প্রকাশমাদায় সঙ্গতিমৎ'। অর্থাৎ অপ্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ কখন ভৌম-বৃন্দাবন ত্যাগ করেন না।

পুণ্যবত-ব্রজভুবো (ভাঃ ১০।৪৪।১২) ইত্যাদি মাথুর-রমণীগণের উক্তিতে 'বেণুং বিক্রীড়য়াঞ্চতি' এই শব্দে "অঞ্চতি" পদটী ও 'জয়তি জন-নিবাস' (১০।৯০।২৪) এই ভাগবতীয় শ্লোকে "জয়তি" পদটিতে বর্ত্তমানকাল প্রয়োগ হেতু শ্রীকৃষ্ণের নিত্য ব্রজবিহার উক্ত হইয়াছে। এটি লোট্ অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। এ বিষয় যাঁহারা বিশেষ জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া শ্রীপাদ শ্রীজীবকৃত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ও ভগবৎসন্দর্ভে ধামাদির নিত্যত্ব প্রতিপাদন বিষয়ে বিশেষ বিচার অনুসন্ধান করিবেন। শ্রুতিও বলেন,'একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদ্যন্তরাত্মা।' এক পরতত্ত্বই যে নানাস্থানে প্রকাশিত থাকিয়া লীলা করিয়া থাকেন, সে বিষয় গোপালতাপনী শ্রুতি বলেন, 'য একঃসন্ বহুধা বিভাতি' সুতরাং গোলোকবৃন্দাবনে ও ভৌম-বৃন্দাবনে দুইস্থানে যুগপৎ লীলা-বিনোদ উপভোগ অসম্ভব নহে। বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাশ্রয়ই ভগবত্তা। তদীয় অচিন্ত্য অতর্ক্যশক্তি স্বীকার করিলে সকল সন্দেহের সুচারু সমাধান হইয়া যায়। যিনি ব্রহ্মরূপে নিখিল জগতে চিৎসত্তা মাত্র ছড়াইয়া ওতঃপ্রোতভাবে অনুস্যূত আছেন, যিনি পরমাত্মরূপে স্থাবর-জঙ্গমের অভ্যন্তরস্থ, তিনিই স্বয়ং আনন্দঘন বিগ্রহ ধারণ করিয়া ধামস্থ। এইজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীভগবানের বিগ্রহ, লীলা, ধাম, পরিকর, নাম, রূপ, গুণসকলের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীগীতায় ধাম সম্বন্ধে এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রুতিও বলেন,—

'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্।
নে মা বিদ্যুতোভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ ॥" ইত্যাদি।

শ্রীভগবান্ গোপগণকে স্বধাম দেখাইলেন, যথা—

"দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরং' ভাগঃ"। ১০।২৮।১৪।

তবেই দেখা গেল, ধাম প্রপঞ্চাতীত—জড়ীয় দ্রব্যে নির্ম্মিত নহে। উহা যে নিত্য সে সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান্ গীতায় বলেন—

"তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানম্ প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্"
"দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ পরমাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।" (মুণ্ডক ২।২।২৭)

এই শ্রৌত-বাণীও প্রণিধানযোগ্য। পিপ্পলাদি-শাখায় উক্ত হইয়াছে।—

'যত্তৎ সূক্ষ্মং পরমং বেদিতব্যং
নিত্যং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি।'

নৃসিংহ-পূর্ব্বতাপনী ঋক্‌বেদের পরমাশ্রুতির প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন, 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্' ইত্যাদি ৫।১০

শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামী তদীয় বৃহদ্ভাগবতামৃত-গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১ম অধ্যায়ে ২০শ শ্লোকের টীকায় ধামের নিত্যতা ও প্রপঞ্চাতীতত্ব বিষয় বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, যথা :—'যদ্যপি পৃথিব্যাং সর্ব্বস্থানমূর্দ্ধতমা ভগবতী শ্রীমথুরৈব শ্রীনন্দাদীনাং তেষাং নিজ প্রভুনা তেন সহ তত্তৎ ক্রীড়াসুখ-বিশেষ-সম্পাদকং পরমযোগ্যং স্থানং বিরাজতে তথাপ্যস্যাঃ প্রপঞ্চান্তর্গতত্বেন তথা বহির্দৃষ্ট্যাঽত্রত্যানামর্ব্বাচীনানাং দেহবিকারাদ্য-বলোকনেন চ মায়িকত্ব-প্রসঙ্গাশঙ্কয়া কিংবা শ্রীবৈকুণ্ঠাদাবিবাস্যাঃ প্রাপ্তি-মাত্রেণৈব সর্ব্বেষু উক্ত প্রকারক পরমফলাসিদ্ধেঃ সাক্ষাৎ পরমপুরুষার্থ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রূপতাহান্যাশঙ্কয়া অথবা মর্ত্তলোকান্তর্গতত্বেন ব্রহ্মাণ্ডনাশে ত্রিলোকীনাশে চ প্রাপ্তেঽপ্যস্থানবদস্যা অপি তিরোভাবমাশঙ্ক্যে তদনাদরাত্তেষাং প্রাপ্যত্বেন স্থানান্তরঃ প্রশ্ন ইতি জ্ঞেয়ম্। অতএবাগ্রে প্রশ্নোত্তরতয়া তেষাং প্রাপ্যে শ্রীগোলোকে কথিতেঽপি পশ্চাত্তস্মিন্নিবাস্যামপি শ্রীভগবদ্বিহারাদিকং তথৈব বক্ষ্যতে। তত্র যদ্যপি প্রপঞ্চান্তর্গতত্বেনাপি শ্রীভগবত ইব তৎ সেবকাদীনামিব চ তদীয় প্রিয়তমা ক্রীড়ারূপয়া অস্যা মায়িকত্ব প্রসঙ্গ ন ঘটতে এব। যথাত্রৈব শ্রীনারদেন বক্ষ্যতে 'নানাবিধাস্তস্য পরিচ্ছদা যে নামানি লীলাঃ প্রিয়ভূময়শ্চ। সত্যানি নিত্যান্যখিলানি তদ্বদেকান্য-নেকানি চ তানি বিদ্ধী'তি। যচ্চ অর্ব্বাচীনানাং বহির্বিকারাদিকং লোকৈ দৃশ্যতে তচ্চ অভক্তজন-বঞ্চনার্থং নিজভক্তগণ-হর্ষনার্থঞ্চ। ইত্থং সর্ব্বদা প্রলয়েঽপি তন্নাশো নাস্ত্যেব। বিশেষতো জগৎসংহারক-কালাত্মক শ্রীসুদর্শন-চক্রোপরি বর্ত্তমানত্বাচ্চাস্যাং কালভয়ং কদাচিদপি ন ঘটত ইতি তত্তদাশঙ্কাপি ন প্রসজ্যেতৈব।"

এই সকল টীকার বাক্য হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, সাধারণ দৃষ্টিতে মানুষ যে ধামস্থ-জনের রোগ-শোক-বিকারাদি দেখে, উহা অভক্তজন মোহনের জন্য ও নিজজনানন্দবর্দ্ধনার্থ। আনন্দঘন ভগবদ্-বিগ্রহ দেখিয়াও অভক্তের সুখোদয় হয় না। শ্রীভগবদ্ধাম নিত্য; প্রপঞ্চাতীত। প্রপঞ্চগত হইয়াও প্রলয়ে অবিনাশী; কারণ, উহা চিন্ময়. ইহাই টীকার মর্ম্ম।

ধাম যে কেবলই উপাসনাক্ষেত্রে, তাহাও নহে; কারণ, শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী কৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীমথুরামাহাত্ম্যবর্ণন প্রসঙ্গে বলেন,—'ন চ বক্তব্যমুপাসনাস্থানমেবেদম্। যতো

'মথুরায়াঃ পরং ক্ষেত্রং ত্রৈলোক্যে ন হি বিদ্যতে,
তস্যাং বসাম্যহং দেবি মথুরায়াস্তু সর্ব্বদা।'

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তত্র বাসস্থৈব কণ্ঠোক্তিঃ।" ইহার কিছু পরেই উক্ত হইয়াছে যে, 'অথ শ্রীবৃন্দাবনস্থ তত্ত্বাদিকং মথুরামণ্ডলস্থৈব তত্ত্বেন সিদ্ধম্।' এইরূপ ধামের নিত্যতা সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রোক্তি রহিয়াছেন। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধিভয়ে সে সকল উদ্ধৃত হইল না।

রসো বৈ সঃ।

শ্রুতি যাঁহাকে "আনন্দরূপমমৃতম্" "রসো বৈ সঃ" বলিয়া গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন এবং "রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" বলিয়া জীবগণকে রসাস্বাদনে প্রোৎসাহিত করিয়াছেন, সে রসতত্ত্ব কিরূপে সাক্ষাৎ করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায়, যে. উহা বাহিরে জড়জগতে কোথাও লভ্য নহে ; তাহা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে, যেখানে রস ঘনীভূত হইয়া রূপের সৃষ্টি করে, সেই নিভৃত হৃদয়াকাশেই অন্বেষণীয়। তাই শ্রুতি বলেন "কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ," অর্থাৎ "হৃদয়-গুহাতেই যদি আনন্দ বা রস-স্বরূপ আত্মা নিহিত না থাকিতেন, তাহা হইলে কি করিয়া মানুষ প্রাণ চেষ্টা করিত?" সেই আনন্দই মানুষের সকল কর্ম্ম-প্রেরণায় মহাশক্তির কেন্দ্রস্বরূপে অবস্থান করিতেছে।

শ্রীভগবানই নিখিল-রসের সমাশ্রয়। অলঙ্কারশাস্ত্রে যে (শৃঙ্গারাদি) নয় প্রকার রস দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারও মূল উৎস শ্রীভগবান্। কারণ, সাহিত্যদর্পণে রসশব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছেন এইরূপে— "রস্যতে আস্বাদ্যতে অসৌ রসঃ" অর্থাৎ আস্বাদনই রস। শৃঙ্গার,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত রস প্রভৃতির স্থায়িভাব ভিন্ন ভিন্ন হইলেও আস্বাদ্য এক অর্থাৎ আনন্দই নিখিল রসের রসনীয়। এই আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ। রসবস্তু এক; তাহা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়। যেমন এক মহান্ সমুদ্রেরই জল পৃথিবীর গর্ভে নিহিত আছে বলিয়াই তাহার যে স্থান খনন করা যাউক, সেই স্থানেই জল পাওয়া যায়, সেইরূপ এক বিরাট আনন্দ বা রসসাগর আছে—যাহার জন্য জগতেও প্রাকৃত শৃঙ্গারাদি রসাস্বাদন করিয়াও আনন্দ পাওয়া যায়। করুণ-রসের অন্তঃস্থলেও আনন্দ আছে, ইহা স্থির সত্য;—যদি কাঁদিয়া মানুষ সুখ না পাইত, তাহা হইলে সে কখনও কাঁদিতনা—মনের স্বাভাবিক গতিই সুখকর বিষয়ে। ভক্তি রসামৃতসিন্ধুতে শ্রীপাদরূপ-গোস্বামী বলেন—

"করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎপরং সুখং,
সুচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলং।"

অর্থাৎ করুণাদি রসে যে পরম সুখ লাভ হয়, সে বিষয়ে সহৃদয়গণের অনুভূতিই প্রমাণ। ভক্তবর শ্রীহনুমান করুণরসাত্মক শ্রীরামায়ণ শ্রবণে আনন্দই অনুভব করেন। রস-স্বরূপ শ্রীভগবান্ আছেন বলিয়াই প্রাকৃতজগতে বিষয়ভোগ করিয়াও কণিকা কণিকা রসাস্বাদন পাওয়া যায়। তাই প্রাকৃত রসও 'বেদ্যান্তর স্পর্শ শূন্যঃ ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ' বলিয়া অলঙ্কার-শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক শ্রুতিও বলিয়াছেন "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।" যাহাতে নানাবিধ—নিখিল আনন্দ একত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই আনন্দের মূল কেন্দ্র বা আবাস-ভূমি। তাহাই ব্রহ্মানন্দ। শ্রুতি এই পরমানন্দ যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে ও হিরণ্যগর্ভাদির আনন্দ হইতে বিলক্ষণ ও অসীম তাহা—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"

ইত্যাদি বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, যাহা অপ্রাকৃত আনন্দ, তাহা স্বপ্রকাশ ও স্বরূপভূত। পক্ষান্তরে প্রাকৃত আনন্দ মাত্রই বিষয়-বিষয়ী-সম্বন্ধ-জনিত।

এই আনন্দ-স্বরূপ যখন ঘনীভূত হইয়া দিব্যদৃষ্টির বিষয়ীভূত হয়, তখন উহা পরাকাষ্ঠা লাভ করে। শ্রীভগবান্ যে রস-স্বরূপ বা নিখিল রসের সমাশ্রয় তাহা শ্রীভাগবতের একটী শ্লোকে সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। যখন শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র তদীয় অগ্রজ বলদেব ও গোপ-পরিবৃত হইয়া ভোজপতি কংসের রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন, তখন তত্রস্থ বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের তদ্দর্শনে হৃদয়ে যে বিভিন্ন ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা শ্রীভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ৪৩শ অধ্যায়ে ১৪শ শ্লোকে লিপিবদ্ধ আছে যথা,—

"মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসত্যং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ॥
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাম্ ।
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ শ্রীধর-স্বামী লিখিয়াছেন "তত্র শৃঙ্গারাদি-সর্ব্বরস-কদম্ব-মূর্ত্তির্ভগবান্ তত্তদভিপ্রায়ানুসারেণ বভৌ ন সাকল্যেন সর্ব্বেষামিত্যাহ মল্লানাম্।" অর্থাৎ শৃঙ্গারাদি রস-সমূহের মূর্ত্তি ভগবান্ ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত হইলেন, এক ভাবে সকলের নিকট প্রকাশিত হইলেন না ইত্যাদি। এই রস-সংগ্রহাত্মক শ্লোকে রৌদ্রাদি দশবিধ-রস অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীপাদ রূপগোস্বামীও তদীয় ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে "অখিল-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রসামৃত-মূর্ত্তি” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাকৃত জগতে যেমন আমরা দেখিতে পাই একই পৃথিবীর রস হইতে ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের আকর্ষণ-শক্তির তারতম্যানুসারে মিষ্ট, কটু, তিক্তাদি ফল জন্মিয়া থাকে, সেইরূপ একই তত্ত্ব বিভিন্ন মানুষের হৃদয়গত ভাবানুসারে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তাই নারদ-পঞ্চ রাত্রে দেখা যায়,—

"মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাৎ-তথাচ্যুতঃ।"

শ্রুতিও এই সংবাদ প্রদান করেন, যথা,—'তং যথাযথোপাসতে স তদেব ভবতি' অর্থাৎ সাধক শ্রীভগবানকে যে যে ভাবে ভজনা করিবেন, তিনি সেই ভাবেই প্রাপ্ত হইবেন। যাঁহার অন্তর অপ্রাকৃত-রসে পরিপ্লুত হইয়াছে, তিনি বুঝিতে পারেন যে, কি অন্তর্জগতে, কি বাহ্যজগতে রসই সকল বস্তুর জীবনীশক্তিরূপে অবস্থান করিতেছে। বহির্জগতে যেরূপ দারুণ গ্রীষ্মের পর প্রাকৃতিক নিয়মে সরস বর্ষার আগমন হইয়া থাকে, সেইরূপ দীর্ঘ বিরহতাপতপ্ত ভক্তহৃদয়কে রসস্বরূপ ভগবান্, মিলনের দিনে প্রেমবারি দানে অভিষিক্ত করেন, শুষ্ক পল্লবে তিনিই রস সঞ্চার করিয়া উদ্ভিদ্ জগতে নব জীবন আনয়ন করেন। তাই শ্রুতিতে "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতিদাতু পরায়ণম্" ইত্যাদি উক্তি দেখিতে পাই। বহির্জগতে যেরূপ তিনি 'রসোঽহম্ অপ্সু" বলিয়াছেন, অন্তর্জগতেও তিনি সেইরূপ সকল রসের মূলাধার। বাহিরে যেরূপ তিনি বলিয়াছেন "পুষ্ণামি চৌষধী সর্ব্বাঃ সোমভূত্বা রসাত্মকঃ।" আবার শ্রুতিও বলিয়াছেন, "য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।" ঠিক অন্তরেও সেইরূপ অপ্রাকৃত রসরূপে সকল হৃদয়ে অবস্থান করিয়া পোষণ করিতেছেন।

যেখানে যত প্রেমের উৎকর্ষ, সেখানে আনন্দের মাত্রাও সেইরূপ এবং

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এরূপ গভীর রস-বোধের মধ্যেই আত্মার পূর্ণ বিকাশ—তাহাও ধীর মনে চিন্তা করিলে উপলব্ধি হয়। যে হৃদয়ে রসের যত শ্রেষ্ঠ বিকাশ, সে হৃদয়ে মধুর রূপের ততই অভিব্যক্তি। বহির্জগতে আমরা যেমন দেখি, বিপুল মহাসাগরে তরল জলরাশি শৈত্যবশতঃ জমিয়া যায়, সেইরূপ হৃদয়-পারাবারেও যত প্রেমের মাত্রা বর্দ্ধিত হয়, ততই রূপ ঘনাইয়া উঠে। রসে ও রূপে এই সম্বন্ধ। এই রসবিগ্রহ প্রাকৃতেন্দ্রিয়গম্য নহে ; প্রেমবিভাবিত তৃষিত মানসনয়নের দ্বারাই উপভোগ্য। সেই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য, ন পশ্যতি চক্ষুষা কশ্চনৈনং
হৃদা মণীষা মনসাঽভিক্লৃপ্তো য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।"

ঐশ্বর্য্যের ও মাধুর্য্যের তারতম্য আবার প্রেমের গভীরতা অনুসারেই দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান্ পরিপূর্ণ রসস্বরূপ এবং তিনিই অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি। জীবের চিত্ত সাধনা দ্বারা যতই বিশুদ্ধ সত্ত্বে পূর্ণ হইবে, তাহার হৃদয় যতই উচ্চ হইতে উচ্চতর সাধনার স্তরে উন্নীত হইতে থাকিবে, ততই তাহার হৃদয় গভীর হইতে গভীরতর ঐশ্বর্য্যাবরণহীন বিশুদ্ধ মাধুর্য্যানুভূতি লাভ করিতে থাকে। মাধুর্য্যের পূর্ণ পরিণতি যেখানে, রসের শ্রেষ্ঠ বিকাশও সেখানে। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের লীলা আলোচনা করিলে এই তত্ত্বটা সম্যক উপলব্ধি হয়। দ্বারকা হইতে ভগবান্ যখন কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, তখন মহাভাবস্বরূপিণী ব্রজদেবীগণও তথায় উপস্থিত হইলেন ; কিন্তু এ মিলনে সে আনন্দ কৈ ? নির্জ্জন শ্যাম-যমুনার তীরস্থ নীরব নিকুঞ্জ-ভবনে কান্তের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহারা যেরূপ আনন্দ উপভোগ করিতেন, কুরুক্ষেত্রে বিপুল সেনানী-সমন্বিত বিরাট ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সেই নন্দকুল-চন্দ্রমা ব্রজবন্ধু কৃষ্ণকে দেখিয়া তাদৃশ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, তাঁহাদের প্রেমের গভীরতা এত অতলস্পর্শী যে, তাঁহারা কেবল মাধুর্য্যেরই উপাসক, ঐশ্বর্য্যের নহেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কাব্যে যেমন কবির অমূর্ত্ত ভাবরাশি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভাষায় চির-প্রতিফলিত হইয়া থাকে, তেমনি সাধকের অন্তরের অরূপ প্রেমও প্রত্যক্ষানুভূতির মধ্য দিয়া মূর্ত্ত হইয়া বাহিরে আসে। এইরূপে মহা-ভাগবতের অন্তর্বহিঃসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। পরমভক্ত সাধকের অন্ত-র্নিহিত ভাবই স্বীয় প্রেমোদ্ভাসিত আনন্দলোক সৃষ্টি করিয়া তোলে এবং সেই পবিত্র মিলন মন্দিরে তাঁহার হৃদয়-দেবতার আগমন জন্য আসন পাতিয়া দেয়। চিরমধুর পরম প্রেমস্বরূপের পূর্ণ অনুভূতি কেবল ঈদৃশ অপার্থিব ভাবোন্মেষেই হইয়া থাকে; এবং এইরূপ নিবিড় রস সম্ভোগেই জীবনের সকল রহস্যের সমাধান হইয়া যায়। পরোক্ষ-শাস্ত্রজ্ঞানে যে তত্ত্ব প্রহেলিকার ঘন অবগুণ্ঠনে আবৃত থাকে, সেই তত্ত্ব গভীর আনন্দ উপভোগে সাধকের চিত্তে পরম মধুররূপে স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে। নিরন্তর ভাবোদ্বেলিত হৃদয়ে লীলা-বৈচিত্র্য ও প্রেমবিলাস সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হয়। কারণ, সেখানে মাধুর্য্যের স্রোত অপ্রতিহত প্রভাবে স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হয়, বাহিরের কোন বাধাই প্রাপ্ত হয় না।

যিনি অসীম, তিনি যে মানবের সসীম জ্ঞানের গোচর নহেন, তাহা আর্য্যঋষিরা বহুবার বলিয়াছেন,—

'যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ," "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যং ন চক্ষুসা," "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ," "যন্মনসা ন মনুতে," "যদ্ বাচানাভ্যুদিতং" ইত্যাদি বেদবাণী তাহার প্রমাণ; কিন্তু যখন বিপুল আনন্দ হৃদয় স্পর্শ করে, তখন সেই অমৃত স্পর্শে সমস্ত আত্মা স্নপিত হয় এবং আত্মার মধ্যে সুন্দরের সন্দর্শন লাভ হয়। রস-স্পর্শে হৃদয়ে অমৃত-প্রস্রবণ প্রবাহিত হয় এবং যে "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্" শাস্ত্রে বহু বিচার করিয়াও পাওয়া যায় না, তাহা সহসা হৃদয়াকাশে দীপ্ত ভাস্করের মতই উদিত হইয়া সকল তমঃ নাশ করেন এবং সকল সংশয়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দূরীভূত করেন—ইহা স্থির সত্য। এইরূপ বিপুল সৌন্দর্য্য-স্পর্শে চির-শান্তি বা অমৃতত্ব লাভ হয় এবং তখনই প্রকৃত আনন্দসাক্ষাৎকার হয়—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
"ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।"

এই মহাবাণীর সত্য সম্যক্ উপলব্ধি হয়।

যাহা পরমার্থতঃ সুন্দর, তাহা সকল কালে সকল দেশেই সুন্দর। ঈদৃশ সৌন্দর্য্যানুভবে জীবের হৃদয় প্রশান্ত হইয়া যায় ও অন্যান্য বাসনা অন্তরে বিলীন হইয়া থাকে। কিন্তু যে তথাকথিত সৌন্দর্য্যে জীবের চিত্তে উন্মত্ততা আনিয়া দেয় তাহা ঐ নামে অভিহিত হইতেই পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। শ্রীভগবান্ শারদোৎফুল্ল-মল্লিকা জ্যোৎস্নাময়ী রাস-রজনীতে যখন ত্রিভুবন সুন্দররূপে পৃথিবীতে প্রকট হইয়াছিলেন, তখন সেই অপ্রাকৃত সকল সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ দেখিয়া প্রকৃতি পুলকে শিহরিয়া উঠিয়াছিল ও সকল দেব-দেবী অন্তরীক্ষে গতিহীন অবস্থায় অবস্থান করিয়াছিলেন।

মানুষ, কণা কণা সৌন্দর্য্যের জন্য ব্যাকুল চিত্তে ধাবমান হয়, কিন্তু সে যখন অনন্ত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের পারাবার মধ্যে ডুবিয়া যায়, তখন আর তাহার চিত্তচাঞ্চল্য থাকে না; কারণ, যেসকল ইন্দ্রিয় বাহ্য জড় বিষয় আহরণ করিয়া কণিকা মাত্র আনন্দাভাস লাভ করিতেছিল, সেই সকলগুলিই তাহাদের ধারণাতীত অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া যায়। সেই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি"। মানুষ যত বস্তুই অন্বেষণ করুক, সকল বিষয় বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে ঐ বিষয় উপভোগ করিয়া যে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার জন্যই সে কাঙ্গাল—সে বহু বিষয়ের পশ্চাতে ধাবমান হইতে পারে, কিন্তু তাহার প্রাপ্তব্য হইতেছে সুখ এবং সেই সুখের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মানবের সাধারণ ধর্ম্ম। সে সুখের দাস। বিচার করিয়া দেখিলে সম্যক্ উপলব্ধি হয় যে, প্রকৃত সুখ কোন বস্তুতেই নাই, জগতে বিষয়োপভোগ করিয়া যাহা কিছু সুখ পাওয়া যায়, তাহা নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। ব্রহ্মই সুখস্বরূপ, তাই শ্রুতি জীবকে "ব্রহ্মদাসাঃ" বলিয়াছেন এবং ব্রহ্মেরই যিনি প্রতিষ্ঠাতা বা ঘণীভূত প্রতিমা, তাঁহার সাক্ষাৎকার করিয়া মানুষ চিরশান্তি পাইতে পারে। সকল রস যে উৎস হইতে উৎসারিত হইয়া অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগৎ সিক্ত করিতেছে, সেই মূল রসস্বরূপ ভগবানের সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিয়াই স্বরূপ-বিশ্রান্তি হয়, অন্য কোন উপায়ে নয়।

বিশুদ্ধ নিরুপাধি প্রীতি দ্বারাই যে প্রকৃত অপ্রাকৃত রসাস্বাদন সম্ভবপর, তাহা শ্রীচরিতামৃতে মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীপাদ রামানন্দ রায়ের মিলন সময় প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী সুন্দররূপেই দেখাইয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ-সন্নিধানে মিলিত শ্রীপাদ রামানন্দ রায় মহাশয় শ্রীরাধা-মাধবের বিলাস মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গ বর্ণন করিতে গিয়া নিজকৃত একটি গীত বলিয়াছিলেন। তাহাতে প্রেম-ক্রীড়ার চরম পরিণাম দেখান হইয়াছে। সেখানে রাধামাধবের তুটি চিত্ত মনোভব বা অনুরাগাধীন কাম—যাহা সমর্থা রতির লক্ষণ—তদ্দ্বারা পেশিত হইয়াছে অর্থাৎ রাধা-মাধবের মনের ধর্ম্ম সঙ্কল্প, বুদ্ধির ধর্ম্ম নিশ্চয়, চিত্ত ধর্ম্ম স্মরণ ও অহঙ্কার-ধর্ম্ম গর্ব্ব এই সকলই অনুরাগ দ্বারা স্ব স্ব কর্ম্ম হইতে বিনিবৃত্ত হইয়াছে। কেবল অনুরাগই সেখানে কর্ত্তারূপে মধুর রহোবিলাস সাধন করিতেছে—প্রেমের বিষয়, প্রেমের আশ্রয় ও প্রেম এই তিনই তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া এক অপূর্ব্ব অচিন্ত্য আস্বাদনে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই স্থানে নিরুপাধি প্রীতি পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে—ইহাই প্রেমৈকা-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কারতা বা প্রেমপরৈক্য। জ্ঞানীর যেরূপ নির্ব্বিকল্প ব্রহ্ম-সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান বা তত্ত্বম্ পদার্থের অভেদানুসন্ধান, এই ত্রিবিধ ভেদ বিদূরিত হইয়া কেবল জ্ঞান বা স্বপ্রকাশ অনুভূতি মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, এস্থানেও সেইরূপ প্রেমিক, প্রেমের বিষয় ও প্রীতি এই তিনের ভেদ অপগত হইয়া প্রেম মাত্রই অবস্থান করে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানীর অবস্থা হইতে ইহার প্রভেদ এই যে, জ্ঞানীর ব্রহ্ম-সমাধি-অবস্থায় সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনোনাশ-চিত্তবৃত্তির আমূল উচ্ছেদ সাধিত হইয়া থাকে ; কিন্তু এই প্রেম-বিলাসে মন-চিত্তাদির ধর্ম্ম সমূহ ক্রিয়াহীন অবস্থায় অবস্থান করে ; কিন্তু ধ্বংশপ্রাপ্ত হয় না ; অধিকন্তু জ্ঞানীর ব্রহ্মাত্মৈক্য-অনুভূতি বিষয়ে জ্ঞানই সাধন। এখানে অনুরাগের প্রাধান্যেই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে, সেইজন্য বিবর্ত্ত পদটীর অর্থ দুইরূপে করা যাইতে পারে যথা—(১) পরিণাম ও (২) অন্যথা প্রতিপত্তি অর্থাৎ জ্ঞানের মত প্রেমের অবস্থা আপাততঃ দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হইলেও কিন্তু বাস্তবিক উহা সেইরূপ নহে। কারণ, সুষুপ্তি অবস্থায় যেরূপ স্থূল ইন্দ্রিয় ও মানসিক ব্যাপার উপরত হইলেও উহাদের সত্তা বিলুপ্ত হয় না, সেইরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেম-লীলার চরম পরিণাম অবস্থায় তাঁহাদের দুইটী মন নিবিড় অপ্রাকৃত প্রেম দ্বারা একীভূত হইয়া যায় বলিয়া পৃথক্‌রূপে অবস্থান অসম্ভব হয়। সেই কারণে এক লীলা হইতে লীলান্তরে অভিলাষ উদ্গম সম্ভব হয় না। শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামী সেই জন্য শ্রীরাধামাধবের চিত্তকে জতু বা গালার সহিত তুলনা করিয়া এই ভেদভ্রান্তি দূরীভূত অব্যক্ত অচিন্ত্য অবস্থার বিষয় ইঙ্গিত করিয়াছেন। যেরূপ একটী জতু উত্তাপ হেতু দ্রবীভূত হইয়া নিকটস্থ অপর জতুটীর সহিত মিলিত হইয়া তাহাকেও গলাইয়া থাকে ও পরস্পর পরস্পরের অনুপ্রবেশ-নিবন্ধন উহাদের ভিন্ন সত্তা দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ শ্রীরাধামাধবের দুটী চিত্ত-রূপ জতুও অদম্য অসীম

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আকাঙ্ক্ষানিবন্ধন উৎকণ্ঠারূপ অনলে দ্রবীভূত হইয়া একতা প্রাপ্ত হয় ও অনুরাগরূপ হিঙ্গুলদ্বারা অনুরঞ্জিত হয়। এই যে একতা প্রাপ্তি, তাহা বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদানের জন্য শিল্পকলা-বিশারদ শৃঙ্গার বা অনুরাগাধীন মনোভাব কর্তৃক সম্পন্ন।*

এই অনুরাগটী শ্রীরাধার স্বরূপনিষ্ঠ—উহা কোন হেতু অবলম্বনে উৎপন্ন নহে। সেই জন্য রসিক-ভক্ত-শিরোমণি রামানন্দ রায় বলিয়াছেন "পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গে ভেল" অর্থাৎ পূর্ব্বরাগ যাহা নিত্যই স্বরূপে বর্ত্তমান, তাহাই রূপদর্শন বা শ্রবণ দ্বারা উদ্দীপিত হইল। এখানে কটাক্ষপাতটী আলঙ্কারিকগণের ভাষায় উদ্দীপন-বিভাবান্তর্গত কিন্তু আলম্বন-বিভাব-গত নহে। কারণ, নয়নভঙ্গ দ্বারাই যদি রাগ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে রাগটী জন্য ও সোপাধিক হইয়া পড়ে, সেইজন্য এরূপ ব্যাখ্যা সমীচীন নহে। যে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর জন্মকালেও শ্রীকৃষ্ণ-রূপ-দর্শনানন্তর নয়ন-কমল উন্মিলিত হইয়াছিল, সেই অখণ্ড-নিখিল-ভাবের একমাত্র সমাশ্রয় মাদনাখ্য মহাভাব-স্বরূপিণীর রাগ যে স্বরূপজ, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলা বাহুল্য। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে স্বভাব বা যাহা

---

* এই একতা প্রাপ্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ভাবুক কবি শেলী তদীয় "Epipsychidion" নামক কবিতার শেষে এই মর্ম্মে বলিয়াছেন—

"One hope within two wills, one will beneath
Two overshadowing minds, one life one death,
One Heaven, one Hell, one immortality,
And one annihilation.
We shall become the same, we shall be one.
Sipirit within two frames. Oh, wherefore two ?
one passion in twin hearts.........
Till to love and live be one". etc.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বতঃই আবির্ভূত হয়, তাহা নিসর্গ ও স্বরূপ ভেদে দ্বিবিধ। শ্রীব্রজসুন্দরী-গণের শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি স্বরূপনিষ্ঠ। সেই রাগ বিভু-বস্তু হইলেও উহা অনুদিন বিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল অর্থাৎ নিত্য নব নবায়মান হইয়া আস্বাদ বিশেষ ও রস-পরিপাটীর পরিপোষকরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। পরে "আমি কান্তা, তিনি কান্ত"—এইরূপ অভিমান—যাহা সোপাধিক প্রীতির লক্ষণ—তাহাও বিদূরিত হইল—কেবল প্রেমই রহিল। যোগী যেমন ধ্যেয় পরমাত্মার চিত্তের সম্যক্ একাগ্রতা হেতু তদাকার-কারিতা লাভ করেন, শ্রীমতীর অবস্থাটীও অনেকটা সেইরূপ; তবে পূর্ব্ববৎ বিশেষ এই যে, যোগীর যেমন সমাধি-দশায় ধ্যেয় মাত্রই স্ফুরণ হইয়া থাকে, এখানে কিন্তু শ্রীরাধা-মাধবের আকৃতি ও উপাধিগত-ভেদ দূরীভূত হইয়াও দুইজনার সত্ত্বা লুপ্ত না হইয়া এক অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয় আস্বাদনে পর্য্যবসিত হইল। প্রাকৃত ভাষায় বলিতে হইলে পিপ্পলীখণ্ড ও মৎস্য-খণ্ডিকা চূর্ণ করিয়া যদি দুই বস্তু পরস্পর মিলিত করা যায়, তবে তাহাতে যেমন দুটীর পৃথক সত্ত্বা দৃষ্টিগোচর না হইলেও দু'য়ের স্বাদ বিনষ্ট হয় না, পরন্তু উহাদের মিষ্টত্ব ও কটুত্ব ধর্ম্ম তাদাত্ম্যলাভ করিয়া বিরাজিত থাকে, সেইরূপ রসরাজ ও মহাভাবের মিলনে অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় অবস্থা বিশেষ লাভ করে, যাহা চিরদিনই ভাষার অতীত। ভগবান্ প্রেমৈক-রসনীয়, তদীয় স্বরূপানন্দ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, গৌরবমিশ্রা প্রীতি ও স্বসুখতাৎপর্য্যানুসন্ধান-রহিত নিরুপাধি নিত্যসিদ্ধ প্রেম দ্বারাই আস্বাদন হইয়া থাকে। রস-বস্তু এক হইলেও ভাবভেদে যে আস্বাদনের তারতম্য, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। রস-শব্দে আস্বাদ্য, আস্বাদন ও আস্বাদক তিনই বুঝায়। কর্ম্মবাচ্যে উহা নিষ্পন্ন হইলে "রস্যতে অসৌ রসঃ অর্থাৎ আস্বাদ, ভাববাচ্যে রস্যতে আস্বাদ্যতে" ইতি রসঃ অর্থাৎ আস্বাদন ও কর্তৃবাচ্যে রসয়তি আস্বাদয়তি ইতি রসঃ বুঝাইবে। ইহার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মধ্যে সাধন ও সিদ্ধ অবস্থায় ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আস্বাদ্য ও আস্বাদন প্রযোজ্য ; কিন্তু ভগবৎ-স্বরূপেই আস্বাদক প্রযোজ্য ; কারণ তিনি সকল বস্তুতে উদাসীন হইলেও ভক্তের বিশুদ্ধ প্রীতি-রসাস্বাদনে চিরদিনই আকুল। এখানে ভক্তও যেরূপ তাঁকে চায়, ভগবান্‌ও তাহার জন্ম ব্যাকুল—ইহাই বিশেষ।

যাঁহারা পরতত্ত্বকে ব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎকার করিতে অভিলাষী, তাঁহাদের নিকট তিনি নির্ব্বিশেষ ব্যাপক বস্তু-রূপেই প্রকাশিত হইবেন। সেইজন্ম শ্রুতি বলেন, "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।" অর্থাৎ ব্রহ্ম জানিলে ব্রহ্মই হইয়া যায়। ব্রহ্মের বা ব্যাপক স্বরূপের উপাসনায় তাঁহার ভূমা সত্তাই অনুভূত হইবে ও জীবের সসীম সত্ত্বা তাঁহার মধ্যে অন্তর্লীন হওয়াই সম্ভব; কিন্তু যাঁহারা পরতত্ত্বের রস স্বরূপের উপাসনা করিবেন তাঁহাদের নিকট রসময় মূর্ত্তিতেই তিনি প্রকাশিত হইবেন তিনি তাঁহাকে লাভ করিয়া আনন্দিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ এই রসাংশেই। নিখিল ভগবৎ-স্বরূপ রসময়ই বটে, কিন্তু যেখানে রসের পর্য্যবসান বা নিখিল শক্তিগণ সহিত গুণের চরমপরিণতি সেইখানেই সাধ্যবস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হইবে ; কারণ, সেই স্বরূপে অশেষ ধর্ম্মের প্রকাশ দেখা যায়, এইজন্ম 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং,' অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপে তাদৃশ মাধুর্য্য অনাবিষ্কৃত।

বিবর্ত্ত ও পরিণাম।

এক বস্তুর অবস্থান্তর-প্রাপ্তিকে পরিণাম কহে। যে পদার্থের অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া অন্য পদার্থ সমুদ্ভূত হয়, তাহাই পরিণামী উপাদান ; যেমন-স্বর্ণের পরিণাম কুণ্ডল, মৃত্তিকার পরিণাম ঘট, দুগ্ধের পরিণাম দধি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যদি কোন পদার্থ অবস্থান্তর প্রাপ্ত না হইয়াও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অবস্থান্তর-ভাণ হয়, তাহার নাম বিবর্ত্ত। যে বস্তুতে অবস্থান্তর ভাণ হয়, তাহার নাম বিবর্ত্ত-উপাদান-কারণ। যেমন রজ্জুতে অহিজ্ঞান, শুক্তিতে রজত-জ্ঞান, গগনে তলমালিন্য-প্রতীতি। রজ্জু কখনই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়না, তথাপি ভ্রমবশতঃ সেই রজ্জুকে সর্প বলিয়া জ্ঞান হয়; সুতরাং রজ্জুই সর্প-জ্ঞানের বিবর্ত্ত উপাদান কারণ। বেদান্তসারে উদ্ধৃত আছে—

'সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ'।

অর্থাৎ যাহা তত্ত্বের সহিতে অন্য ভাব প্রাপ্ত হয় তাহা বিকার ও যাহার অতাত্ত্বিক ভাবে ভাণ হয়, তাহা বিবর্ত্ত। শ্রীমদ্ভারতীতীর্থ-বিদ্যারণ্য তদীয় পঞ্চদশী গ্রন্থের ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদে এবিষয় স্বল্পাক্ষরে অতি সুন্দর-ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"অবস্থান্তরতাপত্তিরেকস্য পরিণামিতা
স্যাৎ ক্ষীরম্ দধি মৃৎকুম্ভঃ সুবর্ণং কুণ্ডলং যথা।
অবস্থান্তর-ভাণস্তু বিবর্ত্তো রজ্জু সর্পবৎ
নিরংশেঽপ্যস্ত্যসৌ ব্যোম্নিতলমালিন্যকল্পনাৎ।" ১৩।৮।৯

বিবর্ত্তোপাদান কারণতা নিরংশ বস্তুতেও হইতে পারে—যেমন আকাশ।—আকাশ প্রকৃতপক্ষে মলিন না হইলেও তাহাকে অধোমুখী ইন্দ্রনীল-কটাহতুল্য মনে হয়। এস্থলে যেরূপ নিরবয়ব আকাশই বিবর্ত্ত-কারণ; তদ্রূপ মায়াবাদীরা বলেন যে নিরাকার চিদানন্দ মাত্র ব্রহ্মকে ও এই বিশ্বের বিবর্ত্তোপাদান-কারণ বলা যাইতে পারে। ঐন্দ্র-জালিকী শক্তি দ্বারা যেরূপ বাহ্য বস্তুর রূপান্তর কল্পিত হয়, তদ্রূপ মায়াও সেই বিবর্ত্তোপাদান-কারণরূপ ব্রহ্মে প্রপঞ্চের কল্পনা করিয়া দেয়। এই মায়া ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ সত্তা নাই; যেহেতু শক্তিমান্ ও শক্তি ভিন্ন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নহে; কিন্তু শক্তি, শক্তিমানের সহিত অভিন্নও নহে ;যেহেতু মধ্যে শক্তির কার্য্যকারিতায় বাধাও দৃষ্ট হয়। কার্য্যদ্বারা শক্তির অস্তিত্ব অনুমিত হয়, কারণ সত্ত্বে কার্য্য না হইলেই তাহাকে বাধা বা প্রতিবন্ধ বলে; যেমন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যদি দাহ না করে, তবে সে স্থলে মন্ত্রাদি দ্বারা সেই শক্তির কার্য্য বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। সে স্থলে মন্ত্রাদিই শক্তির প্রতিবন্ধক। বিবর্ত্তবাদীরা বলেন যে, নিরাকার স্বজাতীয়, বিজাতীয়, স্বগত-ভেদশূন্য চিন্মাত্র ব্রহ্মই আছেন—জীব ও জগৎ বলিয়া অপর কোন ভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব নাই॥ এইরূপে তাহারা একজীব-বাদ স্বীকার করেন। ইহার মূল কৈবল্যোপনিষদে-

"স এব মায়া পরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্।
স্ত্রিয়ন্নপানাদি বিচিত্র-ভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরিতুষ্টিমেতি"
ইত্যাদি (১।১২)।

ব্রহ্মে জগদাড়ম্বর অনাদি অবিদ্যা বশতঃ অধ্যস্ত হইতেছে; ব্রহ্মই আছেন, বিরুদ্ধভাবে তাঁহাতেই জগৎজ্ঞান বর্ত্তিত বা আরোপিত হইতেছে। ইহাই বিবর্ত্তবাদ। আচার্য্য গৌড়পাদ তদীয় মাণ্ডূক্যশ্রুতির কারিকায় বলেন,—

"প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত নিবর্ত্তেন ন সংশয়ঃ
মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ।" আঃ প্রঃ ১৭

অর্থাৎ জগৎ যদি বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই নিবৃত্ত হইত; ইহাতে সংশয় নাই। যদি জগতের পরমার্থিক অস্তিত্বই না থাকে তবে এই যে প্রত্যক্ষ্য পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দৃষ্ট হয়, ইহা কি? তদুত্তরে গৌড়পাদ বলেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মায়া মাত্র। প্রকৃতপক্ষে—এই দ্বৈত-প্রপঞ্চ অসত্য। অদ্বয়-ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থ সত্য, ইহার ভাষ্যে আচার্য্য-শঙ্কর বলেন,—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"নহি রজ্জ্বাং ভ্রান্তিবুদ্ধ্যা কল্পিতসর্পো বিদ্যমানঃ সন্ বিবেকতো নিবৃত্তঃ, নৈব মায়া মায়াবিনা প্রযুক্তা তদ্দর্শিনাং চক্ষুর্ব্বন্ধাপগমে বিদ্যমানা সতী নিবৃত্তা, তথেদং প্রপঞ্চাখ্যং মায়ামাত্রং দ্বৈতং, রর্জ্জুবং মায়াবিবচ্চ অদ্বৈতং পরমার্থতঃ।" অর্থাৎ ভ্রান্ত বুদ্ধি-বশতঃ রর্জ্জুতে যে সর্প কল্পিত হয়, সেই সর্প সেখানে কখনই সত্তা লাভ করিয়া বিবেক-জ্ঞানোদয়ে নিবৃত্ত হয় না এবং মায়াবী-কর্ত্তৃক প্রযুক্ত মায়াও প্রথমে বিদ্যমান হইয়াই যে দর্শকগণের চক্ষুর দোষ অপনীত হইলে নিবৃত্ত হয়, তাহা নহে। অর্থাৎ রজ্জুতে যেরূপ কখনও সর্প নাই, কেবলই মায়া মাত্র—সেইরূপ ব্রহ্মেও জগৎ কখনও নাই। যাহা থাকে তাহার সম্বন্ধেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বলা হয়, যাহা শশবিষাণাদিবৎ একান্ত অসৎ, তাহার নিবৃত্তি হইবে কি?

তাহা হইলে বিবর্ত্তবাদীর মতে সৃষ্টি ইত্যাদির প্রসঙ্গই উত্থাপিত হইতে পারে না। কারণ, যে জগৎ বস্তুতঃ নাই, তাহার আর সৃষ্টি কি? ইহা রাহুর শিরের মত, সকলই বিরাট্ ইন্দ্রজাল—মায়ায় বিজৃম্ভন মাত্র। এক চিন্মাত্র ব্রহ্মই অবিদ্যাবশতঃ ঈশ্বর ও জীবরূপে অবভাসিত হইতেছেন। যখন শুদ্ধ-সত্ত্বরূপিণী মায়ায় চিদাভাস প্রতিবিম্বিত হয়, তখন তাঁহাকে ঈশ্বর বলা হয়, আর যখন রজস্তমোমলিনীকৃত অবিদ্যায় চিদাভাস পতিত হয়—তখন তাহাকে জীব বলা হয়। তাই পূজ্যপাদ পঞ্চদশীকার বলেন,—

"চিদানন্দময়-ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব-সমান্বিতা।
তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা।
সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যেচ তেমতে॥
মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞঃ ঈশ্বরঃ।
অবিদ্যা বশগস্তন্য ইত্যাদি।" ১।১৫—১৭

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ চিদানন্দময় পরব্রহ্মের প্রতি-বিম্ব যাহাতে বর্ত্তমান তিনিই প্রকৃতি ; সত্ত্ব-রজ-তমগুণাত্মিকা প্রকৃতি দ্বিবিধা ; মায়া এবং অবিদ্যা ; যে প্রকৃতির ধর্ম্ম শুদ্ধ সত্ত্ব তাহা মায়া এবং রজস্তমো দ্বারা অভিভূত সত্ত্ব-গুণই অবিদ্যা নামে অভিহিত। মায়া-প্রতিবিম্বিত চিদানন্দ ব্রহ্মই ঈশ্বর, মায়া তাঁহার বশবর্ত্তিনী বলিয়া ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও মায়াধীশ, অবিদ্যা-প্রতিবিম্বিত ব্রহ্ম অন্য অর্থাৎ জীব ; তিনি অবিদ্যার বশবর্ত্তী, তাই মায়াধীন। এক বিরাট্ মহাকাশই যেমন ঘটসরাবাদিতে আচ্ছাদিত হইয়া বৃহত্ত্ব ও অল্পতা ধারণ করে, সেইরূপ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম উপাধিদ্বারা পরিচ্ছন্ন হইয়াই ঈশ্বর ও জীব আখ্যা প্রাপ্ত হন।

কেবলাদ্বৈতবাদিগণ বহুশ্রুতি-বাক্য উদ্ধৃত করিয়া একমাত্র ব্রহ্মেরই অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়া জীব ও জগতের সত্তা অস্বীকার করিয়াছেন কেবলাদ্বৈতবোধক কয়েকটী শ্রুতি-বাক্য এই যথা,—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপো ঈয়তে" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি." "ব্রহ্মৈবেদম্ সর্ব্বম্." "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং" যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি" "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, কেন কং বিজানীয়াৎ" "সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম।" পূর্ব্বোক্ত ও এইরূপ বহু শ্রুতি উদ্ধার করিয়া অদ্বৈতবাদিগণ, ব্রহ্ম যে সর্ব্বপ্রকার বিশেষ ধর্ম্ম-রহিত ও স্বজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত ত্রিবিধ ভেদশূন্য ও তাঁহাতে জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্ম ও ভেদ কেবল অবিদ্যা-কল্পিত—ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে শ্রীপাদ আচার্য্য-রামানুজ ও তৎপরবর্ত্তী অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ব্রহ্ম, যে হেয়-প্রাকৃত-গুণ-বর্জ্জিত ও অশেষ-কল্যাণগুণগণসমন্বিত—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীপাদ আচার্য্য রামানুজের মতে চিদচিদ্বস্তু ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তিবলে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। কারণ, জীব ও জগৎ তাঁহারই বিধা বা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রকার। এ বিষয় প্রমাণ করিতে আচার্য্য তদীয় শ্রীভাষ্যে বৃহদারণ্যকের অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণ হইতে শ্রুতি-বাক্য-সকল বহুবার উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিশিষ্টা দ্বৈতবাদ-মতে ব্রহ্মের দুইটী অবস্থা স্বীকৃত হইয়াছে—কারণাবস্থা ও কার্য্যাবস্থা, যখন প্রলয়ে নাম-রূপাত্মক জগৎ ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়, তখন সেই সূক্ষ্ম অবস্থাটির নাম কারণাবস্থা। পুনরায় যখন জীব ও জগৎ, নামরূপ ব্যবহারোপযোগী হইয়া স্থূল অবস্থা ধারণ করে, তাহাই ব্রহ্মের কার্য্যাবস্থা। এইজন্য কারণভূত ব্রহ্ম হইতে বাহ্য জগৎ অতিরিক্ত নহে। শ্রীভাষ্যে তাই উক্ত হইয়াছে "পরব্রহ্ম হি কারণাবস্থং কার্য্যবস্থম্ সূক্ষ্মস্থূল-চিদচিদ্বস্তু শরীরতয়া সর্ব্বদা সর্ব্বাত্মভূতম্।" ১।২।১ অর্থাৎ পরব্রহ্মই কার্য্যকারণাত্মক উভয়াবস্থাবিশিষ্ট এবং সূক্ষ্ম ও স্থূল, চেতনা ও অচেতন বস্তুময় শরীরধারী। তিনি সর্ব্বদাই সকলের আত্মারূপে অবস্থিত। যখন চেতনাচেতন সকল বস্তুই ব্রহ্মের শরীর, তখন জীব ও জগতের অস্তিত্ব মিথ্যা বলা যায় না। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য পুনর্ব্বার তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন,—'অতঃ সর্ব্বাবস্থং ব্রহ্ম চিদচিদ্বস্তু শরীরমিতি ; সূক্ষ্মচিদচিদ্‌বস্তুশরীরং ব্রহ্ম কারণং ; তদেব ব্রহ্ম, স্থূলচিদচিদ্বস্তুশরীরং জগদাখ্যং কার্য্যমিতি জগদ্-ব্রহ্মণোঃ সামানাধিকরণ্যোপপত্তিঃ ২।১।২৩॥ এই ভাবে জগৎ ও ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্য উপপন্ন হয়। জগৎকে এখানে ব্রহ্মের শরীর বলা হইল বলিয়া উহার অস্তিত্বই নাই এরূপ বুঝিতে হইবে না। ইহার অর্থ এই যে, মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘট যেমন তাহার কারণীভূত মৃত্তিকা হইতে পৃথক বা অতিরিক্ত পদার্থ নহে, সেইরূপ পরম-কারণ ব্রহ্ম হইতেও জগৎ পৃথক্ নহে—উহা তাঁহারই প্রকার বা অচিদ্রূপে প্রকাশ বলিয়া তদতিরিক্ত পদার্থ নহে। জগৎকে অনিত্য বলা হয় এই জন্য যে, পরমকারণ ব্রহ্মের মত উহার নিত্যত্ব নাই। উহা ক্ষণে ক্ষণেই পরিণামশীল—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিকারী। জগৎ যে মনোবিলাস ও মায়ার বিজৃম্ভণ মাত্র নহে, সে বিষয়ে ভগবান বাদরায়ণ স্বয়ংই তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে ইঙ্গিত করিয়াছেন; যথা,—'ভাবে চোপলব্ধেঃ' ২।১।১৫ "নাভাবোঽনুপলব্ধে" ২।২।৩০ গীতায় আছে,—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" ২।১৬

যে বস্তু আছে তাহারই উপলব্ধি হয়, যে বস্তু নাই তাহার উপলব্ধি হয় না। মায়াবাদিগণ ইহার বিপক্ষে বলেন যে, স্বপ্নজ্ঞান-তুল্য জাগ্রত-জ্ঞানও নিরালম্বন। তাহা ঠিক নহে, 'বৈধর্ম্মাচ্চ' সূত্রে (২।২।২৮) স্বপ্ন-জ্ঞান ও জাগ্রত-জ্ঞান যে সমধর্ম্মাক্রান্ত নহে, তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব স্বপ্ন-জ্ঞানতুল্য জাগ্রত-জ্ঞানকেও অবলম্বন-শূন্য বলা সঙ্গত নহে। কারণ, কেবল নিরাবলম্বন জ্ঞানের অস্তিত্ব নাই; উহা কোথাও না কোথাও বাধিত হইবেই হইবে। "তদনন্যত্বম্ আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ" ২।১।১৪ এই ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ এবিষয় সবিশেষ বিচার করিয়াছেন। এই সূত্রের লক্ষ্য ছান্দোগ্যশ্রুতি "যথা—সৌম্যৈকেন মৃতপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং। এবং সৌম্য স আদেশঃ" অর্থাৎ যেমন একমাত্র মৃতপিণ্ডকে জানিলেই সকল মৃণ্ময় পদার্থ জ্ঞাত হওয়া যায়, সেই বিকার নাম-মাত্র, বাক্যের যোজনা; মৃত্তিকাই সত্য। ব্রহ্ম-বিষয়েও সেইরূপ উপদেশ। অর্থাৎ কারণ-স্বরূপ ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে সকল বস্তুই জ্ঞাত হওয়া যায়; যেহেতু কার্য্য কারণ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে! এখানে কারণে ও কার্য্যে নাম-রূপের প্রভেদ মাত্রই দেখান হইল, কিন্তু স্বরূপতঃ অভিন্নই বটে। কারণ, নিখিল বিশ্বে ব্রহ্ম অন্তর্য্যামিরূপে যে ওতঃপ্রোতভাবে অনুস্যূত আছেন, তাহা শ্রুতি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সমস্বরে ঘোষণা করিতেছেন। সুবর্ণনির্ম্মিত কুণ্ডল-বলয়াদির মধ্যে যেমন আকারগত তারতম্য থাকিলেও উহারা স্বর্ণ ভিন্ন কিছুই নহে, সেইরূপ নামরূপাত্মক জগৎ বিচিত্র-শক্তির লীলাস্থল হইলেও ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত উহার পৃথক সত্তা নাই। কিন্তু ইহা দ্বারা জগতের মিথ্যাত্ব সূচিত হইল না। ইহাই স্থূল মর্ম্ম। "অতো ঘটাদ্যপি মৃত্তিকেত্যেব সত্যং—মৃত্তিকাদ্রব্যমিত্যেব সত্যং প্রমাণেনোপলভ্যতে ইত্যর্থঃ নতু দ্রব্যান্তরেণ; অতস্তস্যৈব মৃদ্ধিরণ্যাদের্দ্রব্যস্য সংস্থানান্তরভাক্‌ত্বম্ মাত্রেণৈব বুদ্ধিশব্দাদয় উপপদ্যন্তে; যথৈকস্যৈব দেবদত্তস্যাবস্থাবিশেষে বালো যুবা স্থবির ইতি বুদ্ধি শব্দান্তরাদায়ঃ কার্য্যবিশেষাশ্চ দৃশ্যন্তে।" ব্রঃ সূঃ ২।১।১৫ শ্রীভাষ্য। অতএব ঘটাদিও মৃত্তিকা-স্বরূপই বটে অর্থাৎ ঘটাদি মৃত্তিকা-দ্রব্যরূপেই সত্য প্রমাণিত হইতেছে; তাহা হইতে দ্রব্যান্তররূপে নহে। যেমন একই ব্যক্তিতেই অবস্থার ভেদানুসারে বালক যুবা স্থবির প্রভৃতি বুদ্ধি ও শব্দের ব্যবহার-ভেদ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ একই মৃত্তিকা বা স্বর্ণদ্রব্যে কেবল আকৃতি-ভেদানুসারেই বিবিধ শব্দাদি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তবেই কারণ ও কার্য্যের মধ্যে কেবল নাম ও রূপেরই পার্থক্য, স্বরূপতঃ এক। এই ভাষ্যের অপর স্থানে উক্ত হইয়াছে "শরীরভূত-চিদচি-দ্বস্তুগতাঃ সর্ব্বে বিকারাশ্চাপুরুষার্থাশ্চেতি ব্রহ্মণো নিরবদ্যত্বং কল্যাণগুণা-করত্বঞ্চ সুস্থিতম্। আর যতপ্রকার বিকার, পরিণাম ও অপুরুষার্থ (অনর্থ), তাহা ব্রহ্ম-শরীরভূত জীব ও জগৎ পদার্থগত; সুতরাং পরব্রহ্মের যে নির্দ্দোষত্ব ও সর্ব্বপ্রকার অপ্রাকৃত গুণাকরত্ব, তাহা সুব্যবস্থিতই রহিল।

এইরূপে শ্রীপাদ আচার্য্য অন্যান্যস্থলেও জগৎ যে মায়া বা মৃগমরী-চিকার মত অসত্য নহে—উহা নশ্বর, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। জগৎ অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম হইতে অনুলোমক্রমে স্থূলভাবাপন্ন, পুনর্ব্বার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রতিলোমক্রমে স্থূলাবস্থা হইতে সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। শ্রুতি যে সকল স্থলে একত্ব বিধান করিয়াছেন, তাহার অর্থ আচার্য্য রামানুজ বলেন, যে, সকল জীব চিদংসে এক, কিন্তু চৈতন্য বস্তু যে একটী মাত্র তাহা নহে। দেবমানুষাদির প্রকৃতির পরিণাম বিশেষ জনিত দেহভেদ-দর্শনে যাঁহারা ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র কল্পনা করেন, সেই সকল ভেদ-দর্শনকারীর সম্বন্ধেই বেদ নিন্দা করিয়াছেন; নতুবা পরমেশ্বরে ও জীবে যে বিভুত্ব—অণুত্ব, জ্ঞত্ব, অজ্ঞত্ব, নিয়ামকত্ব, নিয়ম্যত্ব নিবন্ধন নিত্য ভেদ, তাহা নিত্যই বিদ্যমান। জীব মুক্ত হইয়া ব্রহ্মের সহিত স্বরূপৈক্যলাভ করে না; তবে তাঁহার সমধর্ম্মা হন—স্বভাব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতা, সত্যসঙ্কল্পত্বাদি যেসকল গুণের উল্লেখ শ্রুতি করিয়াছেন, মুক্তপুরুষ সেই সকল ব্রহ্মোচিত গুণসমূহের অধিকারী হন। এ সম্বন্ধে শ্রুতিতে ও গীতায় বহুবিধ প্রমাণ আছে। গীতায় আছে—'ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ' ১৪।১ শ্রীরামানুজ বলেন, "জীবপরয়োরপি স্বরূপৈক্যং দেহাত্মনোরিব ন সম্ভবতি" ব্রঃ সূঃ শ্রীভাষ্য ১।১।১

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ শ্রীজীবও পরিণামবাদই গ্রহণ করিয়াছেন। তদীয় পরমাত্ম-সন্দর্ভে তিনি অতি সুন্দরভাবেই—পরমাত্মা স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া তাহার দ্রব্যাখ্য অপরা বা জড়া প্রকৃতিরই যে পরিণাম হয়, তাহা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা,—"তস্মান্নির্বিকারাদি-স্বভাবেন সতোঽপি পরমাত্মনোঽচিন্ত্যশক্ত্যা বিশ্বাকারত্বাদিনা পরিণামাদিকং ভবতি, চিন্তামণ্যয়স্কান্তাদীনাং সর্ব্বার্থপ্রসব-লোহচালনাদিবৎ। তদেতদপিস্বীকৃতং শ্রীবাদরায়ণেন, 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদি'তি। ততস্তস্য তাদৃশ-শক্তিত্বাৎ প্রাকৃত-বলমায়াশব্দস্যেন্দ্রজালবিদ্যাবাচিত্বমপি ন যুক্তম্। কিন্তু মীয়তে বিচিত্রং নির্ম্মীয়তে অনয়েতি বিচিত্রার্থকর-শক্তিবাচিত্বমেব। তস্মাৎ পরমাত্ম-পরিণাম এব শাস্ত্রসিদ্ধান্তঃ। তদেতচ্চ ভগবৎসন্দর্ভে

১২

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিবৃতমস্তি। তত চাপরিণতস্যৈব সতোঽচিন্ত্যয়া শক্ত্যা পরিণাম ইত্যসৌ সন্মাত্রতাবভাসমান-স্বরূপব্যূহরূপদ্রব্যাখ্যশক্তি-রূপেণৈব পরিণমতে ন তু স্বরূপেণেতি গম্যতে। যথৈব চিন্তামণিঃ। অতস্তন্মূলত্বান্ন পরমাত্মো-পাদান সংপ্রতিপত্তিভঙ্গম্। তদুক্তমেকাদশে শ্রীভগবতা,

"প্রকৃতির্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃপরঃ
সতোভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তত্ত্রিয়স্ত্বমিতি"।

অতএব ক্বচিদস্য ব্রহ্মোপাদানত্বং ক্বচিৎ প্রধানোপাদানত্বং শ্রূয়তে। তত্র সা মায়াখ্যা পরিণাম-শক্তিশ্চ দ্বিবিধা বর্ণ্যতে নিমিত্তাংশে মায়া, উপাদানাংশে প্রধানমিতি। তত্র কেবলা শক্তিঃ নিমিত্তং, তদ্ব্যূহময়ী তূপাদানমিতি বিবেকঃ। অতএব শ্রুতাবপি 'বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চে'তি কস্যচিত্তাগস্যাচেতনতা শ্রূয়তে"। অর্থাৎ সেই হেতু পরমাত্মা নিজে নির্ব্বিকার স্বভাব হইয়াও উঁহারই অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে বিশ্বাকারে পরিণামাদি হয়, যেরূপ চিন্তামণি স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াও বহু হেমভার প্রসব করে ও অয়স্কান্তমণি (চুম্বক) লৌহাদি আকর্ষণ করে। ব্রহ্মের এই অচিন্ত্যপ্রভাব শ্রীবাদরায়ণ-কর্তৃকও 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' সূত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। যখন প্রাকৃত-জগতে মণিমন্ত্রৌষধাদির অনেক বিরুদ্ধ-কার্য্যে বিচিত্র-শক্তি ও প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তখন অচিন্ত্য-স্বভাব ব্রহ্ম নিরবয়ব হইলেও তাহা হইতে বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি অসম্ভব নহে। কারণ, ব্রহ্ম-স্বরূপ মাত্র শব্দ-প্রমাণগম্য। শ্রুতিই তাঁহার জগৎ সৃষ্টি ও নির্ব্বিকাররূপে অবস্থান উভয়েরই সংবাদ দিতেছেন, যথা,—"পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।" অতএব তাঁহার অতর্কশক্তিত্ব-নিবন্ধন মায়াশব্দেরও অর্থ ইন্দ্রজাল-বিদ্যা যুক্তিযুক্ত নহে। বরং যাহা বিচিত্র বস্তু নির্ম্মাণ করে, সেই শক্তির নামই মায়া। সেই হেতু বিশ্ব যে পরমাত্মপরিণাম, তাহা সিদ্ধ হইতেছে। এ বিষয় ভাগবতসন্দর্ভে বিবৃত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়াছে। যেকালে অপরিণত সংস্বরূপ পরমাত্মার অচিন্ত্যশক্তি-বশতঃই বিশ্বাকারে পরিণাম, ভগবানের এই সন্ধিনীশক্তি মাত্র প্রকাশবতী দ্রব্যাখ্যা মায়ারই পরিণাম হয় বলিয়া শাস্ত্রে যে জগৎ পরমাত্ম-উপাদান স্বীকৃত হয়, সেই অঙ্গীকারও ভঙ্গ হইতেছে না। সেইজন্য শ্রীভগবান্ শ্রীমান্ উদ্ধব বলিয়াছেন, প্রকৃতি—'যাহা বিশ্বের উপাদান কারণ, অধিষ্ঠাতা-পুরুষ—যাহা নিমিত্ত-কারণ ও কাল—এই তিনই ব্রহ্ম ও সেই তিন প্রকারই আমি'। এইজন্য শাস্ত্রে কোথাও ব্রহ্মোপাদাত্মক, কোথাও প্রকৃতিই জগতের উপাদান, এইরূপ দেখা যায়। মায়াখ্যা পরিণাম-শক্তি দ্বিবিধা—নিমিত্তাংশ মায়া; উপাদানাংশ প্রধান। নিমিত্তই পরমাত্মার চেতনাংশ অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করিয়া পরিণাম সাধন করেন ও অচেতনাংশ দ্রব্যাখ্যা শক্তি বা গীতার ভাষায় অপরা প্রকৃতিই উপাদান। কেবলাশক্তিই নিমিত্ত, ব্যূহময়ী শক্তিই উপাদান। শ্রুতিতেও বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানরূপে চিদচিৎ দুই ভাগে স্থিতি দেখা যায়। এইরূপে শ্রীপাদ জীব-গোস্বামী জগৎ যে প্রধানের পরিণাম, তাহা বহু যুক্তিদ্বারা স্থাপন করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, বিবর্ত্তবাদীরা যে জগৎকে মনোবিলাস বা মৃগমরীচিকার মত মিথ্যা বলিয়াছেন, তাহাও যুক্তি যুক্ত নহে; কারণ যে বস্তু আছে, তাহারই অন্যত্র আরোপ দেখা যায় কিন্তু আকাশ-কুসুমের মত যাহা নিতান্ত অলীক, তাহার আরোপ অসম্ভব। অনাদি-পরম্পরাগত পূর্ব্ববিবর্ত্তমাত্রের দৃষ্টান্তের অভাব। কোন ব্যক্তি যদি পূর্ব্বে জল দর্শন করে, তাহার চিত্তবৃত্তি জলাকারে আকারিত হইয়া অন্য সময় সুপ্তরূপে অবস্থান করে। জল-তুল্য বস্তু দর্শন করিলে সেই বৃত্তি জাগরিত হয়—তখন সেই বস্তুর ভেদ প্রতীতি না হইয়াই তাহাকে জলের সহিত অভেদ বলিয়া মনে করে ও অনন্য বলিয়া আরোপ করে। সেই হেতু জল মিথ্যা নয়, স্মরণময়ী জলাকারা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চিত্তবৃত্তিও মিথ্যা নয়, জলতুল্য মরীচিকাদি-বস্তুও মিথ্যা নয়; কিন্তু অভেদ বলিয়া আরোপই মিথ্যা। কারণ, যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া মনে করা বস্তুতঃই অযথার্থ—যেমন দেহে আত্মবুদ্ধি। জাগ্রতবস্থায় দৃষ্টবস্তু দর্শন জন্য তদাকারে চিত্তবৃত্তি আকারিত হয়; স্বপ্ন-সময় পরমাত্মমায়া পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুকে স্বপ্নকালীন বস্তুর সহিত অভেদ বলিয়া জ্ঞান উৎপাদন করে; স্বপ্ন মিথ্যা নয়, স্বপ্ন-জ্ঞানও মিথ্যা নয়—কেবল স্বপ্ন-সময়ে পরিদৃষ্ট বিষয়-সমূহকে জাগ্রদ্দৃষ্ট বিষয়ের সহিত অভেদে আরোপই মিথ্যা। কারণ, জাগ্রৎকালে স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়সমূহ বাধিত হয়। অতএব শুদ্ধ আত্মায় বা পরমাত্মায় সেইরূপ অন্য বস্তুর আরোপই মিথ্যা; কিন্তু বিশ্ব মিথ্যা নয়।

বিবর্ত্তবাদীর রজ্জু-সর্প দৃষ্টান্তে দুইটী বস্তু দেখা যায়—যে লোক পূর্ব্বে সর্প দেখিয়াছে, সে-ই রজ্জুতে সর্প ভ্রম করিতে পারে। সেইরূপ জগতের যদি অস্তিত্বই না থাকে, উহা যদি মরীচিকার মত মিথ্যা হয়, তাহা হইলে উহা ব্রহ্মে অধ্যস্ত হয় কিরূপে? ইহাও চিন্তনীয়। সাংখ্য-দর্শনে উক্ত আছে, 'নাসদুৎপাদো নৃশৃঙ্গবৎ'। ১।১১৪ সূঃ অর্থাৎ যাহা একেবারেই নাই তাহার উৎপত্তি অসম্ভব। 'নাসত্যুপাস্থতে নচ সদ্ বিনশ্যতি' অর্থাৎ অসতের উৎপত্তি নাই, সতের নাশ নাই ইত্যাদি। শ্রীপাদ জীব-গোস্বামী তদীয় পরমাত্ম-সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বিচিত্র শক্তিযোগে ক্ষীরাদির ন্যায় জীব-জগৎ-রূপে পরিণত হন। এ সম্বন্ধে ব্রহ্ম-সূত্রটী এই "উপসংহার-দর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি" ব্রঃ সূঃ ২।১।২৪ অর্থাৎ দুগ্ধ ও জল যেমন বাহ্য-সাধন অপেক্ষা না করিয়া দধি ও তুষাররূপে পরিণত হয়, সেইরূপ সাধনান্তর বিনা ব্রহ্মও, জীব-জগদাকারে পরিণত হন। ইহা তাঁহার অতর্ক্য অচিন্ত্য-শক্তির পরিচায়ক। ব্রহ্ম সকল বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের সমন্বয়-ক্ষেত্র—শ্রুতিতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাঁহাকে "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং" বলা হইয়াছে। আবার "তদেতদ্ ব্রহ্ম চতুষ্পাদাষ্টাদশকলং ষোড়শকলং" ইত্যাদি বলা হইয়াছে। পৈঙ্গী শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"যোঽসৌ বিরুদ্ধোঽবিরুদ্ধঃ।" অতএব ব্রহ্মের জগদাকারে পরিণামে তাঁহার স্বরূপ-বিচ্যুতি বা বিকার আশঙ্কা করা যায় না। এইরূপে অচিন্ত্য-স্বভাব ব্রহ্ম হইতে জগদাবির্ভাব হইয়া তাহাতেই অবস্থান করে। গীতায় তাই উক্ত হইয়াছে—"মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি নাহম্ তেষ্বস্থিতঃ" ৯।৪ "অসক্তং সর্ব্বভূচ্চৈব" ১৩।১৪ অর্থাৎ যিনি ব্যোমবৎ নির্লেপ তাঁহাকে জগৎ আশ্রয় করিয়া থাকিলেও তিনি সংসক্ত হন না। সমুদ্রে যেরূপ বাড়বানল অবস্থান করে, সেইরূপ সচ্চিদানন্দ-সাগরে মায়া-শক্তিরও স্থিতি। ইহার পরেই তাই গীতায় উক্ত হইয়াছে—"ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।" ইহা তাঁহার অলৌকিক অচিন্ত্যশক্তির প্রভাব।

শ্রীভাগবতের প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায়ও শ্রীপাদ জীব-গোস্বামী বিবর্ত্তবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। সেখানে "তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোমৃষা" ইত্যাদি উক্ত আছে। ব্রহ্ম সকল বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহাতে স্থিত ত্রিগুণের ভূতেন্দ্রিয়-দেবতাত্মক যে সৃষ্টি, তাহা সত্য—শুক্তি-রজতের মত আরোপিত নহে। পরন্তু শ্রুতি-প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম—যাহা হইতে নিখিল ভূত সৃষ্ট হইতেছে ও যাহাতে স্থিত হইয়া পুনর্ব্বার লীন হইতেছে, সেই ত্রিবিৎকর্ত্তা ব্রহ্মেই জগৎ অবস্থিত বলিয়া ও যিনিই জীবরূপে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন, তিনিই নামরূপ অভিব্যক্ত করিয়াছেন; এই এককর্ত্তৃত্ব-নিবন্ধনও উহা সত্য। তেজ, বারি মৃত্তিকাদির অংশ পরস্পর পরস্পরের মধ্যে যেরূপ সত্যই রহিয়াছে—কারণ, উহা ঈশ্বর-নির্ম্মিত. এই জগৎও সেইরূপ। ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে তাই উক্ত হইয়াছে, "হন্তেমাস্তিস্রো দেবতাস্ত্রিবৃদে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৈকা ভবতি” ৬৷৩৷৪ “যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং, যৎ শুক্লং তদপাং, যৎ কৃষ্ণং তৎ পৃথিব্যা তদন্নস্যেতি”—৬৷৪৷১ অর্থাৎ এই দেবতা ত্র্যাত্মক হইয়া এক একটী নামে পরিচিত, অগ্নির যে লোহিতরূপ, তাহা তেজেরই, শুক্লরূপ জলের ও যাহা কৃষ্ণরূপ তাহা পৃথিবীর। অতএব শ্রুতিতে যখন এই প্রকার অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে, কল্পনামূলক অর্থ দূরতঃ পরিত্যজ্য। সামান্যরূপে যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহারই বিশেষ প্রকাশকে শাব্দিকেরা অধ্যারোপ সংজ্ঞা প্রদান করেন না। যদি অধ্যারোপই বিবক্ষিত হইত, তাহা হইলে বারি প্রভৃতি মরীচিকাদিতে যেরূপ অবভাবিত হয়, সেইরূপই উক্ত হইত। আরও বিবর্ত্তবাদীরা ব্রহ্ম হইতে ত্রিসর্গের মুখ্য সৃষ্টি অপলাপ করিয়া আরোপই জন্ম বলিয়া স্বীকার করেন। সেই আরোপও ভ্রম হইতে হয়। ভ্রমটী পূর্ব্বে সদৃশ দৃষ্ট বস্তুর আভাস, পরে স্মৃতিরূপে উদিত হইলেই ঘটিয়া থাকে। সাদৃশ্যও কালভেদে উভয় অধিষ্ঠান হইতে হয়—যেমন রজতে শুক্তিভ্রম। কিন্তু একাত্মক ভ্রম অধিষ্ঠান হয় না, বহু-বিষয়কই হইয়া থাকে—যেমন বহু দূরবর্ত্তী ধূম, পর্ব্বত বা বৃক্ষকে মেঘখণ্ড বলিয়া ভ্রম প্রতীতি হয়। তাহা হইলে প্রকৃতি হইতেই অনাদিকাল ত্রিগুণাত্মিকা সৃষ্টি প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হইতেছে, ব্রহ্ম চিন্মাত্ররূপে প্রকাশিত আছেন। অনাদি অজ্ঞানাভিভূত জীব যদি সদ্রূপতা সাদৃশ্যে ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম করে, সেইরূপে জগতেও ব্রহ্ম-ভ্রান্তি কেন না সম্ভব হয়? তাহা হইতে ব্রহ্মেরই অধিষ্ঠান নির্ণীত না হওয়ায় সর্ব্বনাশ প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। বিবর্ত্তবাদীর মতে ব্রহ্ম চিন্মাত্র। জড়ের মত চিন্মাত্রের আরোপকত্ব বা অন্যথা কল্পনা সম্ভব হয় না।

তাহা হইলে শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, আরোপ বলিতে যেখানে যাহা নাই, অন্যত্র আছে, তথাপি সেই স্থানেই আছে বলিয়া যে প্রতীতি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ত্রিসর্গ কিন্তু শক্তিবিশিষ্ট ভগবান্ হইতে মুখ্যতঃ জাত হয়, অথচ শ্রুতি তাহা হইতে ব্রহ্মের পৃথকত্ব দেখাইতেছেন, তখন সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মেই জগৎ রহিয়াছে; কিন্তু আরোপিত নহে। এখানে আরোপ অর্থে এই যে, ব্রহ্ম অচিন্ত্য-শক্তি-নিবন্ধন জগতের সহিত লিপ্ত না হইলেও যে লেপাশঙ্কা। ভগবানের মুখ্য ও নিত্য-সত্যত্ব ও ত্রিসর্গের ও মিথ্যাত্ব নহে, ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রুতি তাই বলেন—"সত্যস্য সত্যমিতি তথা প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেব সত্যমিতি" অর্থাৎ প্রাণ-শব্দের দ্বারা ব্যবহার নিবন্ধন সত্যরূপে অধিগত স্থূল সূক্ষ্ম ভূতগণের মূল পরমসত্য-রূপে ভগবানকে শ্রুতি নির্দ্দেশ করিতেছেন। সেইরূপ "নিত্যোনিত্যানাম্" প্রভৃতি বহু শ্রুতি-বাক্য আছে। অতএব বিশ্ব যে মিথ্যা বা মায়া তাহা নহে—ইহা ভগবানের প্রকৃতির বাস্তব পরিণাম। এইরূপে পরিণাম-বাদই সমর্থিত হইয়াছে।

শ্রীজন্মাষ্টমী।

আজ জন্মাষ্টমী। আজ ধরণীর সৌভাগ্যের সীমা নাই। কত যুগ যুগান্তর অতীত হইল এমনি ঘন বরষার নিবিড় আঁধার ভেদ করিয়া শ্রীভগবানের মঙ্গলময়ী জ্যোতির্ম্ময়ীমুর্ত্তি পৃথিবীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই যে মেঘমেদুর আকাশ—বাদলের ঝর-ঝর বরিষণ—ইহাতে তাঁহার আগমন সূচিত হইতেছে। এমনিতর লীলামৃত বর্ষণ করিয়া গোকুল চন্দ্রমা ত্রিতাপাভিভূত জীবকে শান্তি দিবেন—নবনীরদাভাবিশিষ্ট শ্যাম-সুন্দর মানবের সংসার-জ্বালা নিবারণ করিবেন। তাই তাঁহার আবি-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভাবের অগ্রদূত শ্যামল ধরণী ও ঘনায়মান আকাশ। যাঁহারা শ্রীভগবানের প্রকট লীলায় তাদৃশ আস্থাস্থাপন করিতে পারেন না, তাঁহারা হয়ত বলিবেন যে যিনি ভূমা, যিনি অজ, যিনি "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" তিনি কি কখন মায়িক প্রপঞ্চে মানবের মত শরীর ধারণ করিয়া লীলাবিলাসাদি করিতে পারেন? ইহা কখনই সম্ভব নহে। তাঁহাদের যুক্তির উত্তর আমরা শ্রীভগবানের বাণীর মধ্যেই পাইয়া থাকি। 'গীতায় তিনি বলিয়াছেন।

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া"।

অর্থাৎ আমি জন্ম রহিত, অব্যয়, ও সকলের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া স্বেচ্ছায় আত্ম মায়ায় জন্ম গ্রহণ করি। আরও বলিয়াছেন।

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন"।

অর্থাৎ আমার জন্মের যাথার্থ্য যিনি অবগত হইয়াছেন তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া আমাকে লাভ করেন, পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন না। শ্রুতিও বলেন 'অজায়মান বহুধা বিজায়তে'। ভগবান যুগে যুগে নিখিল বিশ্বের কল্যাণ কামনায় প্রপঞ্চে চিন্ময় তনু প্রকট করেন। ইহাতেই তাঁহার করুণার পরিচয় পাওয়া যায়। যদি তাঁহার কেবল জীবগণকে কর্ম্ম বিপাকের পেষণযন্ত্রে নিষ্পেষিত করাই জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে কৃপাসার, পতিতপাবন, ভুবনৈকবন্ধু, করুণৈকসিন্ধু প্রভৃতি নামে তিনি কখনই অভিহিত হইতে পারিতেন না। কিন্তু লীলার উদ্দেশ্য তাহা নহে—জীবগণকে স্বীয় নিত্য চিন্ময় ধামে লইয়া যাইবার জন্যই এই অনাদি লীলা। তাঁহার কৃপার পরিচয় পাই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমরা তখন, যখন তিনি অশেষ গুণগণ-সমন্বিত হইয়া মানব মনের ধারণার উপযোগী হইয়া মায়াতীত ধাম হইতে অবতরণ করিয়া মায়িক জড়জগতে আসেন। যিনি অসীম তিনি যদি তাঁহার অসীমত্ব অব্যাহত রাখিয়া সীমার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ না করিতেন, তবে কে তাঁহাকে জানিত? অসীমের সহিত সসীমের সম্মিলনেই লীলা সম্ভব হয়। যদি যুগে যুগে তিনি এরূপ স্বীয় অচিন্ত্যরূপ অভিব্যক্ত না করিতেন তবে তাঁহার তত্ত্ব কে জানিত? সমগ্র বেদ বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াও কেইবা তাহার মর্ম্ম অবগত হইত? সেই জন্য পরমহংস সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষংদেহমাশ্রিতঃ
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃশ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ"।

কিন্তু ভগবানের জন্ম যে মানবের মত কর্ম্মাধীন নহে তাহা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে, সেই জন্য গীতায় কথিত হইয়াছে—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীস্তনুমাশ্রিতম্।
পরংভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্"।

অর্থাৎ যাহারা পরমভাব বা তত্ত্ব অবগত নহে, তাহারা আমাকে মানব বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছি বলিয়া অবজ্ঞা করে। পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন "অবজ্ঞানে হেতুঃ শুদ্ধসত্ত্বময়ীমপি তনুং ভক্তেচ্ছা বশান্মনুষ্যাকারমাশ্রিতবন্তমিতি" অর্থাৎ আমার তনু চিন্ময় শুদ্ধ সত্ত্বে নির্ম্মিত—ভক্তের ইচ্ছায় মানব আকার ধারণ করিয়াছি, ইহা অজ্ঞ জন অবগত নহে। ভগবানের শরীরে যে মানবের মত অস্থি, চর্ম্ম, মেদ, শুক্র, শোনিত কিছুই নাই, তাহা যে আনন্দৈকরসে নির্ম্মিত তাহা শ্রীভগবানের কৃপা ভিন্ন মানুষ বুঝিতে অসমর্থ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'সর্ব্বেনিত্যাশাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
হানোদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজা কচিৎ'॥
'যদাত্মকো ভগবান্ তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ'
'আনন্দমাত্রকরপাদ মুখোদরাদিঃ
সর্ব্বত্র চ স্বগতভেদ বিবর্জ্জিতাত্মা'

প্রভৃতি শাস্ত্রবাণী বহুল প্রমাণরূপে উল্লিখিত হইতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বিবরণ পাঠ করিলেই সকল সংশয় দূরীভূত হইয়া থাকে। ভগবান্ কনক-কুণ্ডলশোভিত পীতাম্বর বিভূষিত হইয়া ভূলোকে প্রকাশিত হইলেন, ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে তাঁহার জন্ম কেমন অলৌকিক এবং কিরূপ শুদ্ধ আধারে এতাদৃশী অখিল রসামৃত মূর্ত্তির আবির্ভাব সম্ভব। বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ী দেবকী মাতার মত অতি পবিত্র হৃদয় ভিন্ন কেহই নিখিল বিশ্বের নিলয় স্বরূপ ভগবানকে আপনার মধ্যে ধারণ করিতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য।

শাস্ত্রে কথিত আছে 'দেবাঃ ন ভূমিং স্পৃশন্তি" অর্থাৎ দেবতারা শূন্যে গমনাগমন করেন। শ্রীভগবান্ দেবাদিদেব, যখন তিনি সংসার তাপদগ্ধ অবিদ্যাভিভূত জীবের প্রতি কৃপা করিয়া বৃন্দারণ্যে কঠিন বনানীতে ধূলি ধূসরিত নগ্ন পদে বেণু গান করিয়া সমগ্র বিশ্বকে আকর্ষণ পূর্ব্বক নিজ নামের স্বার্থকতা প্রদান করেন, তখনই বুঝি তিনি করুণার পারাবার—তখনই জানি যে যে শ্রুতি যাঁহাকে "রসো বৈ সঃ" "আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্‌বিভাতি" বলিয়াছেন ; ইনি তিনিই। শ্রুতিতে যিনি চিন্মাত্রব্রহ্ম, লীলায় তিনি ঘনীভূত ব্রহ্ম। শুধু তাহাই নহে, যাহারা শ্রীভগবানের লীলারস মাধুর্য্যাস্বাদনে বঞ্চিত, তাঁহারা অতীব দীন। প্রেমিক ভক্ত, শ্রীলীলা চিন্তন দ্বারা হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব ও অপ্রাকৃত আনন্দানুভব করেন এবং নিত্য লীলাবিনোদী আজিও যে নিত্য লীলায় বর্ত্তমান তাহা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সদা সর্ব্বদা স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিয়া এখনও সাধক কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে অনুভব করিয়া থাকেন। শ্রুতিতে নিত্য লীলার সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত আছে— যদ্ভূতং যদ্ভবৎ, যদ্ভবিষ্যচ্চ' ইতি। সংসারের ভীষণ দাবদাহে জীব যখন জ্বলিতে থাকে, তখন হৃৎকর্ণরসায়নী ভগবল্লীলা-স্মৃতিটুকুই ক্ষণ কালের জন্য সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করে। যাহাদের লীলারস সম্যক অধিগম্য নহে, তাহারা চির মধুর, সুন্দর, আনন্দ-বস্তুর বিষয় উপলব্ধি করিতে তাদৃশ সক্ষম নহে এবং নিত্য আনন্দ ধামে প্রবেশ লাভ করিতেও বুঝি অসমর্থ। শ্রীভগবান্ স্বয়ংই প্রকারান্তরে বলিয়াছেন—'ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাং অব্যক্তাসক্তচেতসাম্'। যিনি রূপ ও রসের আধার, তাঁহার অসীম রূপ লীলাবৈচিত্রের মধ্য দিয়াই প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং অনন্ত রস নদীনদে, তরুলতায় নিখিল বিশ্বে ঝরিয়া পড়ে। যখন প্রাবৃটের চিত্তমনোহারিণী শোভা বনানীর মধ্যে ফুটিয়া উঠে—যখন কিশলয়গুলি নব জীবনে সঞ্জীবিত হইয়া ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে আনমনে চাহিয়া কাহার ধ্যানে নিমগ্ন থাকে, তখন সেই লীলা পুরুষোত্তমের কথাই মনে পড়ে। মাধুর্য্যের সিন্ধু না থাকিলে ধরণীতে বিন্দুর প্রকাশ কেমন করিয়া সম্ভব হয়? সেই জন্য বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় কেন "মুক্তাপি লীলয়াবিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে"। কেন সিদ্ধ প্রেমিক মহাপুরুষগণ কলিগত জীবকে নাম, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদি চিন্তনে সবিশেষ উপদেশ দিয়াছেন। যাঁহারা সত্যের অপলাপ করিতে চাহেন না, তাঁহারা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন, যে যখন কোন বস্তুই প্রীতিপদ হয় না, জীবন যখন নিদাঘ-তাপতপ্ত প্রখর মরুর মতই শুষ্ক বোধ হয়, তখন চাতকের ন্যায় তৃষিত কণ্ঠে নব মেঘের আবাহন করিয়া লীলামৃত বর্ষণ ভিক্ষা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যে অনাদি দাবানল ধিকি ধিকি জ্বলিতে থাকে তাহা আর কে নির্ব্বাপণ করিবে?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যাঁহারা করুণাময়ের কৃপায় দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন নাই, তাঁহারাও যদি এই স্থূল চর্ম্ম চক্ষে শ্রীভগবানের চিন্ময় ধামের লীলাস্থলী দর্শন করেন তবে নিশ্চয়ই মহা দুঃখের দিনের জন্য আনন্দ-স্মৃতি সঞ্চয় করিবেন।

মহারাজ পরিক্ষীত অভিশপ্ত হইয়া পুণ্য ভাগিরথী তীরে সপ্ত দিবস অনশনে অনিদ্রায় শ্রীভগবল্লীলা শ্রবণ করিয়া মৃত্যুভয় শূন্য হইয়াছিলেন। সাধারণ জীব লীলা শ্রবণে অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও তৃপ্তি লাভ করিতে পারে, ইহা সকলেই একটু মনোনিবেশ পূর্ব্বক প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারেন। সেইজন্য শ্রীভাগবতে আছে—

'সংসার সিন্ধুরতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যপ্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেচনমন্তরেন
পুংসোভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য' ॥

অর্থাৎ শ্রীভগবানের লীলাকথা নিষেবন ভিন্ন ত্রিতাপতপ্ত জীবের সংসারসিন্ধু অতিক্রম করা অসম্ভব।

"ধর্ম্ম প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র পরমোনির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
... ...
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতে ঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ।

১।১।২য় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

অর্থাৎ ভগবানের লীলা গ্রন্থ ভাগবত শাস্ত্রে অসূয়াহীন সাধুগণের পরম ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। এই গ্রন্থানুশীলনে ত্রিতাপ জ্বালা দূরীভূত হয় এবং পুণ্যবান শ্রোতাগণ এই গ্রন্থ শ্রবণ করিতে করিতেই তন্মুহূর্ত্তে হৃদয়ে ভগবানকে অবরুদ্ধ করেন।

ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে লীলা শ্রবণ ও চিন্তনের কিদৃশী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শক্তি। আজ শ্রীভগবানের জন্মদিন, সেই জন্য জন্মলীলা স্মরণ একান্ত বিধের। এমনিতর কোন এক অতীত যুগে বর্ষার নিবিড় তিমির ভেদ করিয়া নন্দকুল চন্দ্রমা "নিখিলনিবাসনিবাসভূতা" দেবকী মাতার হৃদয়ে উদিত হইয়া ছিলেন এবং শীতল চিরস্নিগ্ধ জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিয়া ত্রিতাপতপ্ত জীবের সর্ব্বাত্মা প্লাবিত করিয়াছিলেন। সেই জন্যই এই শুভ দিনের এত আদর ও সম্মান প্রত্যেক নিষ্ঠাবান হিন্দু মাত্রেই করিয়া থাকেন।

আত্ম প্রসাদ।

আত্ম প্রসাদ বা পরাশান্তিই জীবের চরম প্রাপ্তব্য বিষয় বা পরম পুরুষার্থ। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমতে যতকিছু সাধনা উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা কেবল স্বরূপ অবগত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ করিবার জন্য। গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

"প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে।" ২।৬৫

অর্থাৎ আত্ম প্রসাদ লাভ করিলে সকল দুঃখেরই নিবৃত্তি হইয়া যায় এবং বুদ্ধি প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন চিত্ত বহু বিষয়গামী না হইয়া শ্রীভগবানের ভজনেই পরম শ্রেয়ঃ লাভ হইবে, এই বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হয়। এইরূপ ব্যক্তি যিনি রাগ দ্বেষ শূন্য হইয়াছেন তিনি আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ করিয়াও শান্তি লাভ করেন, তাই উক্ত হইয়াছে—

"রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি।" ২।৬৪

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই আত্ম প্রসাদ লাভ করিতে হইলে কিরূপ সাধন, শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে তাহার কিছু আলোচনা করা যাউক।

অনাদিকাল মানুষ ভগবৎ বহির্মুখ হইয়া যে বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিতেছে, তাহার একমাত্র প্রতিকার হইতেছে শ্রীভগবানের চরণে একান্ত ভাবে প্রপন্ন হইয়া তাঁহারই প্রীত্যর্থে সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণপূর্ব্বক কর্ম্ম সম্পাদন করা। আত্ম নির্ভর বা শরণাগতি বহু সাধন ভিন্ন কেহ কখনও সহসা লাভ করিতে পারে নাই। আমাদের যে চিত্ত অবিদ্যাবৃত হইয়াছে এবং রাশি রাশি সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কারমলদুষ্ট হইয়াছে তাহা কি প্রকারে নির্ধূতকষায় হইতে পারে, এ বিষয় চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়, যে, ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া জীবের পক্ষে সাধনমার্গে নিজের সামর্থ্যে এই মলক্ষালন করা এক প্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার। কারণ আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ই স্বেচ্ছাচারী, তাহারা কেহই এখন আমাদের অধীন নহে, চক্ষু কুরূপ দর্শনে নিযুক্ত, বাক্য কুকথা উচ্চারণে অভ্যস্ত, কর্ণ অসৎ প্রসঙ্গলাভে উৎসুক—এইরূপ সর্ব্বদা শত্রু সমূহের মধ্যে বাস করিয়া শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতীত সচ্চিন্তা করা বড়ই কঠিন কার্য্য, সেইজন্য শ্রীভগবানের নিকট আর্ত্ত হইয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিতে হয়; ঐশী শক্তি লাভ করিলে এই দেহ-গেহে যে শত্রু সকল আমাদের অভীষ্ট লাভে সদাই বাধা দিয়া থাকে তাহারা চিচ্ছক্তির নিকট পরাহত হইয়া আত্মার দাসত্ব স্বীকার করিবে এবং সকল ইন্দ্রির দ্বারা তখন ইন্দ্রিয় নিয়ামকেরই সেবা হইবে। তাই নারদ পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে "হৃষিকেন হৃষিকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।" এইরূপ ভক্তির অনুষ্ঠানে সাধক ক্রমে ক্রমে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন এবং কালে চিত্তের সকল মলিনতা অপনীত হইয়া তাহা যেন স্বচ্ছদর্পণের মতই হইয়া যায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভগবান্ পতঞ্জলি এই চিত্ত প্রসাদ লাভের জন্য যোগ সূত্রে উপদেশ করিয়াছেন—

"মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্য
বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্।" পং দং ১।৩৩

অর্থাৎ সুখ দুঃখ সৎ অসৎ এই কয়টী ভাবের প্রতি যথাক্রমে বন্ধুতা, দয়া, আনন্দ ও উপেক্ষা ভাবনা করিলে চিত্ত প্রসন্ন হয়। যাহার সুখে আমাদের স্বার্থ ব্যাহত হয়, তাহার সুখ সম্পদে চিত্তে প্রায়ই ঈর্ষার উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু সে ভাব মন হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়া শত্রু মিত্র নির্ব্বিচারে সকল জীবের প্রতি বন্ধুত্ব ভাব পোষণ করিলে মনে শান্তি লাভ করা যায়। সেইরূপ দুঃখীজনের প্রতি করুণা করা বিধেয়। আমরা যেমন প্রিয় জনের দুঃখে ব্যথিত হই, সেইরূপ সকল জীবেরই দুঃখে সমবেদনা জ্ঞাপন করা বিধেয়। এইরূপ অভ্যাসের ফলে চিত্তের কুবৃত্তিনিচয় সংযত হয়। পূজ্যপাদ যোগসূত্রকার আরও বলিয়াছেন যে চিত্ত এইরূপে রজস্তমোগুণে অনভিভূত হইয়া সত্ত্বগুণের স্বচ্ছ প্রভায় আলোকিত হয়। নির্ব্বিচার সমাধি অবস্থায় যোগী এই অবস্থা প্রত্যক্ষানুভূতি করিয়া থাকেন; যথা"নির্ব্বিচার বৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ।" যাহা হউক এইরূপে চিত্তকে ক্রমশঃ সংস্কার শূন্য করিয়া ত্রিবিধ দুঃখ হইতে আত্যন্তিকী নিবৃত্তি লাভ করিয়া কিরূপে আত্মা স্বরূপে বা কৈবল্যে স্থিতিলাভ করে তাহার বিষয় ভগবান্ পতঞ্জলি সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। এইরূপ একল তত্ত্ব দ্রষ্টা মনীষীগণ জীবের শাশ্বতী শান্তির উপায় চিন্তা করিয়াছেন। মানুষের প্রকৃতিগত ভেদ অনুসারে নানা সাধন মার্গের এক কিম্বা অন্যতম পন্থা সাধক নির্ব্বাচন করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের রচনা ইতিহাস আলোচনা করিতে আমরা জানিতে পারি যে নিখিল শাস্ত্রবেত্তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বহু পুরাণ, ব্রহ্মসূত্র ইত্যাদি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রণয়ন করিয়া যখন স্বরস্বতী তীরে বিমনায়মান হইয়া বসিয়াছিলেন, তখন দেবর্ষি নারদ তাঁহার হৃদয়ের অপ্রসন্নতা জানিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবানের লীলা বিলাসাদি বর্ণন করিতে উপদেশ করিলেন। এইরূপেই জগতে ভুবনমঙ্গল ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ শ্রীভাগবত শাস্ত্রের আবির্ভাব হইল। ইহাতে ভক্তির পরম উৎকর্ষ দেখান হইয়াছে এবং শ্রীসূত প্রথমেই শৌনকাদি ঋষিগণের শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক প্রশ্ন শুনিয়া বলিতেছেন,—

"যৎকৃতঃ কৃষ্ণ সংপ্রশ্নো যেনাত্মা সুপ্রসীদতি"। আরও বলিতেছেন,—

"স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতোর্ভক্তিরধোক্ষজে
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি"।

অর্থাৎ যাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিকী, অহৈতুকী স্বাভাবিকী ভক্তির উদয় হয় তাহাই মানবগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। কারণ সেই ভক্তি-বলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন।

যিনি শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রবণ কীর্ত্তনাদি লক্ষণা নববিধা ভক্তির সাধনা করিয়া থাকেন তাঁহার অনায়াসেই চিত্তশুদ্ধি সম্পাদিত হইয়া থাকে। যে সকল অনাদি সংস্কার সম্প্রজ্ঞাত সমাধির ব্যুত্থান অবস্থায় পুনরায় উদিত হইয়া যোগীর চিত্ত বহির্মুখ করে, নামকীর্ত্তন প্রভাবে সেই সংস্কাররাশি সহজেই অন্তরে বিলীন হইয়া যায়। যেরূপ স্তূপীকৃত কাষ্ঠ অগ্নি কণিকার সংস্পর্শে ভস্মীভূত হইয়া যায়, সেইরূপ পুঞ্জীভূত পাপও ক্ষণকালের নামপ্রভাবে লয় প্রাপ্ত হয়। কলিতে জীবের পক্ষে শাস্ত্রোপদেশানুসারে কীর্ত্তন-যজ্ঞে ভগবানের আরাধনাই প্রশস্ত ও সুখ সাধ্য, যথা—"যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈ যজন্তিহি সুমেধসঃ"। এই সাধনায়, যে মন কঠোর অভ্যাস দ্বারাও সংযত করা সুকঠিন মনে হয়, তাহা ভগবানের চিন্তায় স্বতই মগ্ন হইয়া যায় ও বিষয়ান্তরে ধাবমান হয় না। এইরূপে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আনন্দাস্বাদন করা মানবের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সুলভ এবং যখন মন এত শক্তিহীন হইয়া পড়ে যে অন্য কোনরূপ সাধনেই সমর্থ হয় না, তখন দেখা যায় যে উহা নীরবে নীরবে ইষ্টদেবতার নাম লইতে সক্ষম হয়। যিনি এই শ্রীনাম জীবনের ভূষণ করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন তাঁহার সকল অশুভই নাশ হইয়া যায় এবং চিত্ত বিমল আত্ম-প্রসাদে ভরিত হইয়া থাকে। এই আত্ম প্রসাদ শ্রীভগবানের প্রসাদ ভিন্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

'অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
নচান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্'।

অর্থাৎ হে দেব তোমার পাদপদ্মের প্রসাদ কণিকা দ্বারা যে ব্যক্তি অনুগৃহীত হয়, সেইজন তদীয় মহিমার তত্ত্ব অবগত হন, তদ্ব্যতীত অন্য কোন লোক চিরকাল বিচার করিয়াও তাহা জানিতে সমর্থ হয় না।

সেই জন্য শ্রীগীতায়ও উক্ত হইয়াছে,—

"তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপস্যসি শাশ্বতম্। ১৮।৬২

শ্রুতিও বলিয়াছেন

"তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুঃ প্রসাদাৎ মহিমাণমাত্মনঃ"

নিষ্কাম জীব সমূহ ভগবানের প্রসাদে শোক বিহীন হইয়া আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। গীতা শাস্ত্রেও এই পরাশান্তি পাইবার বহু পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। যিনি যে মার্গই অবলম্বন করুন তিনি তাঁহার স্ব সাধনোচিত স্থানেই উপনীত হইবেন। গীতায় কর্ম্ম, যোগ, ভক্তিও জ্ঞান এই সকল গুলির সুচারু সমন্বয় দেখা যায়। কর্ম্মযোগ

১৩

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিষ্কাম ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। কর্ম্মের ততদিনই আবশ্যক যতদিন না চিত্তের লয় বিক্ষেপ ও মলিনতা দূরীভূত হইয়া একনিষ্ঠা জন্মে। যথা—

"আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে,
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে।"

অর্থাৎ যিনি জ্ঞান যোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে নিষ্কাম কর্ম্মযোগই সহায় এবং যিনি জ্ঞানযোগারূঢ় তাঁহার পক্ষে কর্ম্ম ত্যাগই শ্রেয়ঃ। ভাগবতেও কথিত আছে,—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।"

তাহা হইলে দেখা গেল, চিত্তকে বহু বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিবার জন্য নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মগুলি ভগবানের প্রীত্যর্থে অনাসক্ত ভাবে করণীয়। তাহার পর যাঁহারা জ্ঞান মার্গ অবলম্বন করিবেন তাঁহাদিগকে নিত্যানিত্য-বস্তু-বিচার, ইহামুত্রফলত্যাগ, শমদমতিতিক্ষাদি অভ্যাস ও মুক্তি বাঞ্ছা করিয়া আপনাকে নিখিল জড় পদার্থ হইতে ভিন্ন এবং সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সহিত অভেদ ভাবনা করিতে হইবে। অথবা জীবাত্মা যে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির পর পারে তুরীয় চৈতন্য, অহঙ্কার মহত্ত্বাদি প্রকৃতির সহিত তাহার যে কোন সম্বন্ধ নাই—তিনি কেবল দ্রষ্টা সাক্ষিস্বরূপ—তিনি স্থূল সূক্ষ্ম কারণের অতীত—সেই আত্মাই অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় চারি কোশের পর আনন্দময় কোষাত্মক ব্রহ্ম, এইরূপ বিচারবান্ হইয়া জ্ঞানীকে অহং-গ্রহোপাসনা করিতে হইবে। তত্ত্বমস্যাদি বেদান্ত বাক্য শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিতে হইবে অর্থাৎ ব্রহ্ম তৎ পদার্থ—জীব ত্বং পদার্থ, স্বরূপে তৎ ও ত্বং পদার্থ অভেদ কেবল উপাধি দ্বারাই ভেদবৎ প্রতীয়মান হইতেছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রথমে ত্বং পদার্থজ্ঞান, পরে তৎপদার্থ জ্ঞান, শেষে তত্ত্বং পদার্থের অভেদানুভূতি। এইরূপে ত্বং পদার্থের শুদ্ধি সাধিত হইয়া থাকে। পরে লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও রসাস্বাদ এই বিঘ্ন চতুষ্টয় বিরহিত চিত্ত যখন নিবাত নিষ্কম্প দীপ বং অচল, নিত্য চৈতন্য মাত্র রূপে অবস্থান করে, তখন ঐ অবস্থাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলা হয়। ইহাই সংক্ষেপে জ্ঞান মার্গের সাধনাও সিদ্ধি। যোগ মার্গে ও জ্ঞান মার্গে বিশেষ প্রভেদ নাই। ইহা জ্ঞান মার্গেরই অবান্তর ভেদ, যোগ সাধনায় জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত তদাকারকারিত হইলেই নির্ব্বিকল্প সমাধিতে চৈতন্য স্বরূপে অবস্থান বা কৈবল্যে স্থিতি হয়।

গীতাতেও উক্ত হইয়াছে :—

'এষা ব্রাহ্মীস্থিতঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥

ভক্তি মার্গে জ্ঞান মার্গের শেষ অবস্থাটী অর্থাৎ ব্রহ্ম সাযুজ্য অভীষ্ট বিষয় নহে। এই মার্গে জীব আপনাকে শ্রীভগবানের নিত্যদাস ভাবের অভিমান রাখিবেন। ভক্ত শ্রীভগবানের সহিত চিরদিন পৃথক্ ও অপৃথক্ ভাবে আনন্দ সম্ভোগ করিতে প্রয়াসী। শাস্ত্রে যে সাধনার তিনটী পদ্ধতি উপদিষ্ট হইয়াছে যথা "তস্যৈবাহং, মমৈবাসৌ, স এবাহমিতি ত্রিধা" অর্থাৎ তাহারই আমি, আমারই তিনি ও সেই আমি। ইহার মধ্যে ভক্ত শেষ ধাপে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, কারণ সে অবস্থায় জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না, ব্রহ্মসত্তায় তাহা বিলীন হইয়া যায়। এই অবস্থা ভক্তাচার্য্যগণ মানব-মনের স্বাভাবিক ইচ্ছার বিষয় মনে করেন না। জ্ঞাতৃশূন্য কেবল জ্ঞানের অবস্থা ভক্তেরা অসম্ভব মনে করেন। সেইজন্য অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞান কর্ম্ম দ্বারা অনাবৃত, আনু-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কূল্যে কৃষ্ণানুশীলনকেই শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী তৎপ্রণীত ভক্তি রসামৃত-সিন্ধুতে উত্তম ভক্তির লক্ষণ করিয়াছেন। এখানে অনাবৃত শব্দের অর্থ এমন নয় যে, জ্ঞানশূন্যা ভক্তি, কারণ সেরূপ ভক্তি প্রায়শঃই ভাবপ্রবণতা ও গোঁড়ামীর আশ্রয় গ্রহণ করে, যেমন কেবল জ্ঞান শুষ্ক বিচারের মধ্য দিয়া প্রাণহীন বুদ্ধি বৃত্তির চালনা ও নাস্তিকতায় পরিণত হয়। ভক্তি-মার্গে ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া জ্ঞানকে তাহার অবান্তর ব্যাপার রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, কারণ ভক্তি জ্ঞানবিশেষ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উক্ত আছে,—

'জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্ভক্তি প্রবেশায়োপযোগিতা।
ঈষৎ প্রথমমেবেতি নাঙ্গত্বমুচিতং তয়োঃ'॥ পূঃ ২।১২০

অর্থাৎ শুদ্ধাভক্তিতে প্রবেশের পূর্ব্বে অন্য বিষয়ে আবেশ পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রথমে তত্ত্বম্‌পদার্থের ঐক্য ভাবনা ত্যাগ করিয়া জ্ঞান ও ভক্তির অবিরোধে বৈরাগ্য, ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিতে সহায় হয় কিন্তু প্রবেশ করিলে তাহাদের আর প্রয়োজন নাই। সেইজন্য উহারা ভক্তির অঙ্গ নহে। ভক্তি উদিত হইলে জ্ঞান ও বৈরাগ্য স্বতঃই আসিয়া যায়। ভাগবতে আছে—

'ভগবতি বাসুদেবে ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকং'।

গীতায় আমরা ভক্তি পক্ষে যেমন দেখি,—

"সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং"

তেমনি জ্ঞান পক্ষে দেখি,—

"তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্ব্বকম্
দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তকে যেরূপ ভগবান্ আশ্বাসের বাণী শুনাইয়াছেন যথা—

"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ।
'কৌন্তেয় প্রতি জানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'।

জ্ঞানীকেও তেমনি বলিয়াছেন,—

"অপি চেদসি পাপিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি।"
"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।"

সেইজন্য গীতার উপসংহারে পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন।—

'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ইত্যাদৌ ভেদ দর্শনাৎ। ন চৈবং সতি 'তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়-নায়ে'তি শ্রুতি বিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ ভক্ত্যবান্তরব্যাপারত্বাজ্ জ্ঞানস্য নহি কাষ্ঠৈঃ পচতী"ত্যুক্তে ইত্যাদি।

অর্থাৎ এখানে কোন বিরোধের আশঙ্কা নাই। যেমন কাষ্ঠ পাক করিতেছে বলিলে অগ্নি ও কাষ্ঠের উভয়ের সাধনত্ব বুঝিতে হয়, সেইরূপ জ্ঞান, ভক্তির অবান্তর ব্যাপার হেতু ভক্তির প্রাধান্যই কীর্ত্তিত হইল। জ্ঞানী তাঁহার ক্ষুদ্র অহমিকা, ভূমা ব্রহ্মসত্তায় বিলীন করিয়া দেন; ভক্ত জড়ীয় অহং বুদ্ধিকে ত্যাগ করিয়া স্বরূপের 'দাসোঽহং' ভাবটা রাখিয়া দেন। আচার্য্য রামানুজের মতে এই অহংভাব মুক্তাবস্থাও যাই-বার নহে। এই দুই মার্গেই আত্ম-প্রসাদ লাভ করা যায়—একটী বিশ্লেষণ ও আর একটী সংশ্লেষণ দ্বারা। বিশ্লেষণ পথে 'নেতে নেতি' করিয়া সমগ্র প্রকৃতির বহির্দ্দেশে জ্ঞানী ব্রহ্ম সত্তার অনুসন্ধান করেন এবং জগৎকে মায়া জ্ঞানে স্বরূপানন্দে মগ্ন হন। আর সংশ্লেষণ পথে সরিৎ সমুদ্র সকলই শ্রীভগবানের শরীর জানিয়া ভক্ত লীলানন্দে ডুবিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যান। শুক ও চতুঃসনাদির সাধনজীবন আলোচনায় ইহাও দৃষ্ট হয় যে, তাঁহারা জ্ঞান সাধনার চরম সোপানে আরূঢ় হইয়াও তথা হইতে ভক্তি সাধনায় কোটিগুণাধিক আনন্দের সন্ধান পাইয়া তাহাতেই নিমজ্জিত হইয়াছেন। কোন গন্তব্য স্থানে যাইতে হইলে যদি দুইটী পথ থাকে তবে যেটী হউক একটী দিয়া যাইলেই হইল। যদি গৃহে বসিয়া কোন্ পথ উত্তম এই বিচারে দিন কাটিয়া যায় তাহা হইলে যেমন কেহ কখনও গন্তব্য স্থানে যাইতে পারে না, সেইরূপ সাধন মার্গে যদি কেহ আজীবন ভক্তি পথ, কি জ্ঞান পথ, কোনটী উত্তম এই লইয়া বিচার করেন তবে প্রকৃত আত্ম-প্রসাদে বঞ্চিত হইবেন।

বসন্তোৎসব।

ধরণীর তপস্যা ফলবতী হইয়াছে—তাহার দীর্ঘ বিরহের ধূম্রসাজ আজ মিলনের আনন্দে পরিত্যক্ত। শীতের শীর্ণতা, বৈরাগ্যের জীর্ণতা ও বিরহের রিক্ততা হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য সরস চিরবাঞ্ছিত বসন্ত আগমন করিয়াছে। কোকিলের কুহুরবে বসন্তের আগমনী সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে। তাই আজ মৃদুমন্দ মলয়পবনহিল্লোলে, ভ্রমর গুঞ্জনে ও কোকিল কূজনে প্রকৃতির মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে। "ঋতুনাং কুসুমাকরঃ" তিনিই ঋতু সমূহের মধ্যে বসন্ত। তাই এই জড়জগতে কোন্ অজ্ঞাত সুন্দরের আনন্দ-স্পর্শে নীরব সন্ধ্যার আকাশ এক অনির্ব্বচনীয় মহিমায় মণ্ডিত হইয়া প্রকৃতিকে সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত করিয়া লজ্জাবগুণ্ঠিতা নববধূর বেশ প্রদান করে। যে সকল বৃক্ষ পূর্ব্বে মনে হইয়াছিল মৃত, তাহারা যেন কাহার মৃত সঞ্জীবনী রসায়নী শক্তি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitization by eGangotri

দ্বারা নবজীবন লাভ করিল। কোথা হইতেই বা বীজের প্ররোহ ও নবপল্লবের বিকাশ? শ্রুতির মধ্যে এই প্রশ্ন দেখা যায় "কস্মাৎ মূলাৎ প্ররোহতি"? ইহার উত্তরে লিপিবদ্ধ আছে 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' অর্থাৎ বিজ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম হইতেই জড়জগৎ প্রাণ ও সত্ত্বা লাভ করে। কোন বস্তুই এজগতে একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না—সকলই রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। নাশ বলিতে কারণে লয় বুঝায়। যে বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া প্রথমে আদৌ প্রাণ-হীন রূপে অনুমিত হইয়াছিল, তাহারই বীজ মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে অঙ্কুররূপে নবপল্লবে পরিণত হইয়া প্রকাশ লাভ করিল। সেই আনন্দ ও রস স্বরূপ যিনি, তিনিই প্রকৃতির মধ্যে অনুস্যূত থাকিয়া জীবনপ্রবাহ অব্যাহত রাখিয়াছেন। তাই কোন বস্তু যেন নষ্ট হইয়াও প্রকৃতপক্ষে নাশ প্রাপ্ত হয় না। তাঁহারই প্রেমের স্পর্শে পল্লব স্পন্দিত ও লতিকা কম্পিত হয়; নদীর বক্ষে তরঙ্গ উচ্ছ্বাস জাগে ও মৃত্তিকার উপরে তৃণোদ্গম-রূপে ধরণীর বিপুল পুলকাবলী দৃষ্ট হয়। তাঁহারই অমৃতস্পর্শে শ্যামায়মান তমালতালবনরাজিনীলা প্রকৃতির মধ্যে শাখাপ্রশাখার আনন্দ প্রকাশচ্ছলে আন্দোলন, বাহু সঞ্চালন ও মূক প্রকৃতির মধ্যে সেই মর্ম্মর মুখর মহোল্লাসধ্বনির অভিব্যক্তি। যাঁহার উন্মাদিনী মহাশক্তির দ্বারা প্রকৃতি শীতের তামস সুপ্তি হইতে জাগিয়া উঠে, জড়জগতে সেই বসন্তের এই রূপ সরস, সুন্দর ও সজীব শুভাগমন কিন্তু এই বসন্ত যখন নিত্যলীলানিকেতনে পিককাকলী গীতে আগমন সূচনা করে, তখন অসংখ্য কুসুমিত কুঞ্জকাননে যে অপ্রাকৃত নবনব সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বিকীর্ণ হইতে থাকে, তাহা যথার্থই মনোনয়নাভিরাম। সেখানে অপ্রাকৃত মদন লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বসন্তের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া 'কাঞ্চনপিক্ষীর' অন্তরে আনন্দ উৎসব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিধান করেন ও তদীয় নিত্য লীলা সঙ্গিনীগণসহ বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিয়া, নবনব লীলারসবিস্তার করেন। ললিতলবঙ্গলতার সুরভি অপহরণ করিয়া মৃদুমন্দ মলয়ানিল বহিতে থাকে—অশোক কিংশুক প্রভৃতি বিকশিত প্রসূনসমূহে কাননে যেন দাবানল প্রজ্জলিত হইয়াছে মনে হয়। নূতন পত্র পুষ্পে সুশোভিত হইয়া তরুরাজি লীলার উদ্দীপকরূপে রসপোষণ করে। বাসন্তী কুসুমস্তবকে সজ্জিতা হইয়া মধুর মূর্ত্তিধারীণী মধুশ্রীরূপে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী বাসন্তীবর্ণেয় বসনে নিজ কনক কান্তিচ্ছটাধারিণী বরতণু আবৃত করিয়া প্রাণেশ্বরের নয়নামোদ প্রদান করেন ও তদীয় অসংখ্য সখীসমাজও তদ্রূপ লীলার অনুকূল আবরণে ও আভরণে ভূষিত হইয়া থাকেন। আকাশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত হিঙ্গুল, কুঙ্কুম, সুগন্ধি পরাগচূর্ণ দ্বারা রঞ্জিত হয় ও গুলাল দ্বারা রক্তিমাভা ধারণ করে ও সুরভি সলিলপূর্ণ জলযন্ত্রে শতধারে ঘনরস বর্ষণে ব্রজবিলাসী ও তদীয় সঙ্গিনীগণ পরস্পর পরস্পরকে অভিষিক্ত করিয়া হাস্য কৌতুকময় আনন্দরসাস্বাদন করেন। তখন মনে হয়, আভীর সুন্দরীগণের অন্তরের নিগূঢ় প্রগাঢ় অনুরাগই যেন আবীর (ফাগ) রূপে পরিণত হইয়াছে ও তাঁহাদের মহাভাবোদ্গারিণী অপাঙ্গ দৃষ্টিই যেন জলযন্ত্রবৎ প্রীতিরস বর্ষণে সমগ্র বৃন্দারণ্য ভূমি পরিপ্লাবিত করিতেছে। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কারণ শ্রীব্রজসুন্দরীগণের নয়নজলের কখনও বিরাম নাই, কারণ তাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বদাই শ্যাম জলধরের লীলাভূমি। শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে তাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দপর্জ্জন্য উদিত হইয়া অক্ষিদ্বার দিয়া জলধারা বর্ষণ করে, আবার শ্রীকৃষ্ণ অদর্শন হইলে বিরহোত্থ বিষাদ ঘন হৃদয়গগনে সমুদিত হইয়া নয়নে শ্রাবণ ধারার সৃষ্টি করে। অশ্রুমতী নামটী তাঁহাদেরই সার্থক। সেই জন্য নয়ননীরধারা উচ্ছলিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়া ব্রজভুমি যে পঙ্কিল হয় ও ভরা বাদরের বারিপাতকেও তাঁহাদের রসবাদর জয় করিয়াছে, ইহা কবিগণের অত্যুক্তি নহে। শ্যামল তমাল তরুর উল্লাস বিধানে শ্রীরাধিকাই বাসন্তীশ্রীরূপে বিরাজিতা হন। শুধু মধুশ্রী কেন, সকল ঋতুর আবর্ত্তনে তিনিই সেই সেই ঋতুর শোভনা মূর্ত্তি-রূপে প্রাণবল্লভের হৃদয়ে হর্ষ সঞ্চার করেন। তাই স্তবাবলীতে আছে :—

'গ্রীষ্মে গোবিন্দ সর্ব্বাঙ্গে চন্দ্রচন্দনচন্দ্রিকা,
শীতে শ্যাম শুভাঙ্গেষু পীতপট্যলসৎপটী।
মধ্যৌ কৃষ্ণতরূল্লাসে মধুশ্রী মধুরাকৃতিঃ
মঞ্জু মল্লাররাগশ্রী প্রাবৃষি শ্যামহর্ষিণী।
ঋতৌ শরদি রাসৈকরসিকেন্দ্রমিহস্ফুটম্
বরিতুং হন্ত রাসশ্রী বিহরন্তী সখীশ্রিতা
হেমন্তে স্মরযুদ্ধার্থমটন্তং রাজনন্দনং,
পৌরুষেণ পরাজেতুং জয়শ্রী মূর্ত্তিধারিণী

অর্থাৎ, নিদাঘে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গে চন্দ্র, কর্পূর ও জ্যোৎস্না, শীতকালে শোভমান পীতপট্টবাস, বসন্তে বাসন্তী শ্রী, বর্ষায় মনোজ্ঞ মল্লার রাগের শোভা, শরতে সখীসঙ্গে প্রাণবল্লভকে প্রেমের ডালা সাজাইয়া বরণ করিতে মূর্ত্তিমতী শারদলক্ষ্মী ও হেমন্তে প্রেমসমরে মূর্ত্তিধারিণী জয়শ্রীরূপে বিরাজ করেন।

বসন্তে বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইলে স্বীয় রঞ্জিত বসনাঞ্চল দ্বারা তিনি ব্যজন করিয়া থাকেন; কখনও বা স্বয়ং শ্রান্তা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের তমাল-শ্যামল অঙ্গে সঞ্চারিণী পল্লবিনী হেমলতা-সদৃশ নিজাঙ্গ অর্পণ করিয়া বাসন্তী শোভা সন্দর্শন করিয়া থাকেন। তখন মনে হয়, যেন তমাল তরুতে স্বর্ণ যুথিকার যে অপূর্ব্ব শোভা অথবা নবীন জলধরে অচলা চপলার যে মনোমুগ্ধকরী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সুষমা তাহাও যেন লাজে মলিনা হইতেছে। কখনও শ্রীকৃষ্ণ বসন্ত-প্রসূন চয়ন করিয়া তদ্দ্বারা প্রিয়তমার ভূষণ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে সজ্জিত করেন। তখন সাত্ত্বিক ভাবোদ্রেক হেতু শ্রীকৃষ্ণ পুলকাবলী ও কম্প ধারণ করেন ও শ্রীরাধিকাও আনন্দাতিশয্যে নয়ননীরধারায় আপ্লুতা হন। তদীয় পুষ্পিত কনককদম্বকায়বল্লরী ভাবাবেশে শ্লথ ও বেপথুদ্বারা আক্রান্ত হয়। গতি মন্থর ও বিলাসভরালস হইয়া পড়ে। তখন শ্রীবৃন্দাদেবী তদীয় ঈশ্বরীকে শ্রান্ত দেখিয়া তৎকৃত নানা বিহগ-কাকলী কূজিত ও বিবিধ প্রসূন সুরভিত নিকুঞ্জ ভবনে লইয়া যাইয়া কেলিকুসুমতল্পে উপবেশন করান ও তথায় ললিতার ললিত প্রণয়রস দ্বারা লালিত ও সিঞ্চিত হইয়া পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণসহ বিহারে নিমগ্না হন। সেই শ্রীজয়দেব গোস্বামিচরণ বর্ণিত মধুকরনিকরকরম্বিত কোকিল-কূজিত কুঞ্জকুটিরে কত শত অনন্ত লীলাবিলাস তাহার সীমা নিরূপণ কে করিবে? সেই সকল কুঞ্জবাটিকায় কল্পতরুসকল ইচ্ছামাত্র ফলফুল প্রদান করিয়া লীলারস পোষণ করে ও মধুপানে শ্রম ও তৃষ্ণা দূরীভূত হয়।

শ্রীরাধাকুণ্ডে ও শ্রীগোবর্দ্ধনপর্ব্বতে বসন্তের শোভাও বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। রম্য গিরিরাজ কত শত লীলার সাক্ষীপ্রদান করিবার জন্য আজও যেন নীলনভোস্থলের দিকে শৃঙ্গ উচ্চ করিয়া বিরাজমান। তদ্দর্শনে শ্রীরাধিকার প্রনয়মহিমার কথা স্বতঃই স্মৃতিপথে উদিত হয়। কোনসময় সখী পরিবেষ্টিতা শ্রীরাধার সঙ্গে ক্রীড়া করিতে পরিহাসবিশারদ নাগরেন্দ্র চূড়ামণি শ্রীগিরিরাজের নিবিড় অরণ্য মধ্যে নিলীন হইয়াছিলেন। তখন সখীসমাজ কন্দরে কন্দরে তাঁহার অন্বেষণে বাহির হইয়া হতাশ হইয়াছিলেন। পরে কোন তরুশাখে স্বভাবতঃ অত্যধিক ক্রীড়াচপল বানরগনকে অচঞ্চলভাবে কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছে দেখিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীমতী বুঝিলেন যে, এই কুঞ্জাভ্যন্তরে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চই আছেন কারণ তাঁহার ত্রৈলক্যসুন্দর রূপমাধুর্য্যদ্বারাই এই চপলস্বভাব কপিগণ আকৃষ্ট হইয়াছে। তখন সখীগণ একে একে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেখানে গমন করিয়া এক চতুর্ভুজ মূর্ত্তি শ্রীনারায়ণ দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া শ্রীব্রজরাজনন্দনের পদে প্রেম-ভক্তি প্রার্থনা করিলেন। এইরূপে সর্ব্বশেষে যখন ব্রজরমণী-মুকুটমণি শ্রীরাধিকা আগমন করিলেন, তখন তাঁহার অসামান্য মদীয়তাময় মধুস্নেহের নিকট আপনার ঐশ্বর্য্যভাব অব্যাহত রাখিতে তিনি অসমর্থ হইয়া তখনই তাঁহার দুই হস্ত সঙ্কুচিত হইয়া গেল ও তদীয় অসমোর্দ্ধ প্রেমে তাঁহার সম্মুখে তদীয় অভীষ্ট দ্বিভুজমুরলী-ধারীরূপেই শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ পাইলেন। এইরূপ অদ্যাপি, দান, মান, কত প্রেমলীলাই এই গোবর্দ্ধন তটে নিত্য স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই স্থানেই শ্রীজয়দেব গোস্বামিপাদবর্ণিত বাসন্তীরাস প্রকটিত হইয়াছিলেন। মানময়ী প্রেমময়ী শ্রীরাধিকা রাসস্থলী হইতে অন্তর্ধান করিলে তৎপ্রেমে বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিখিল ব্রজসুন্দরীগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বিরহ-কাতর হইয়া তাঁহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শ্রীস্তবাবলীতে এই রাসপ্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। যথা :—

'রাসে শ্রীশতবন্দ্যসুন্দরসখীবৃন্দাঞ্চিতা সৌরভ
ভ্রাজৎ কৃষ্ণরসালবাহুবিলসৎকণ্ঠী মধৌ মাধবী
রাধা নৃত্যতি যত্র বলতে রাসস্থলী-সাপরা
যস্মিন্ কঃ সুকৃতী তমুন্নতমরে গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ'।

অর্থাৎ যে স্থানে রাসক্রীড়ায় শতলক্ষী-বন্দিতা সখীসমূহে পরিবেষ্টিতা হইয়া শ্রীরাধা মধুমাসে শ্রীকৃষ্ণের সুরভিসিক্ত রসময় বাহুসংলগ্না হইয়া নৃত্য করেন, এইজন্য সে স্থানে শারদীয়রাসস্থলী হইতে ভিন্না অপরা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাসস্থলী বিরাজ করিতেছে, সেই শ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধন কোন পুণ্যবান্ ব্যক্তি আশ্রয় না করিবে।

শ্রীরাধা কুণ্ডে ও বাসন্তী বিহারে শ্রীযুগলকিশোর মগ্ন হইয়া থাকেন। শ্রীকুণ্ডের স্বচ্ছ সলিলে বিকশিত পদ্মসমূহের গন্ধ লুণ্ঠন করিয়া মলয়ানিল বহিতে থাকে—অনন্ত ভ্রমরসকল মধুলোভে ইতস্ততঃ গুঞ্জন করিতে থাকে, তাহারা যেন কোকিলের মধুর গীত-ধ্বনিতে তানলয় সংযোগে সুর মিলাইয়া অপূর্ব্ব গীতসুধাধারায় শ্রীরাধা-মাধবের অনুকূল সেবা করে। স্ফটিক মণিমণ্ডিত শ্রীকুণ্ডতটে রত্নহিন্দোলিকায় শ্রীরাধামাধব উপবেশন করিলে, সখীগণ ধীরে ধীরে আন্দোলন করে ও মাঝে মাঝে প্রসূনাম্বুসহ কুঙ্কুম আবীর প্রভৃতি বিকীর্ণ করিয়া তটভূমিকে পদ্মরাগ-মণির দ্বারাই যেন ভূষিত করেন। এইরূপ শ্রীবৃন্দাবনের অনন্ত লীলা-স্থলীতে বসন্ত উৎসব হইতে উত্থিত আনন্দ উৎস উৎসারিত হয়।

শ্রীদানলীলারস।

শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন সমীপে দানঘট্টে যে প্রণয়কেলিকলহোত্থ রভসরসরঙ্গ প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা শ্রীপাদ রূপগোস্বামী মহোদয় তদীয় শ্রীদানকেলিকৌমুদী নামক ভাণিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দানকেলিরস একদিকে যেরূপ কেলিকৌতুকপরিহাসতরঙ্গসঙ্কুল, অন্যদিকে উহা সমুদ্রকোটিগম্ভীর—অপার—অতল। যেমন সাগরের উপরের স্তরে অনন্ত উর্ম্মিমালা উদ্বেলিত হইয়া উঠে অথচ উহার গভীর অতলস্পর্শ নিম্ন তলায় নিবিড় ও অসীম গভীরতা, সেইরূপ সখীপরিবেষ্টিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ও তদীয় সখীগণের উক্তিপ্রত্যুক্তিময় বচনসমূহে অপূর্ব্ব কৌতুকরস বাহিরের দিকে পরিবেষিত হইয়াছে; কিন্তু উহার গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে দেখা যায়, যে, সেখানে নিরুপাধি অখণ্ড প্রীতিরস নিবিড় হইয়া আছে। স্থায়িভাব রূপ প্রীতি-সাগরের উপরে যেন ভয়, ক্রোধ, অসূয়া প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব-তরঙ্গভঙ্গের উত্তাল নৃত্য। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণরূপে যে শ্লোকটী পূজ্যপাদ গ্রন্থকার মহোদয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ভাবগাম্ভীর্য্যে, রসমাধুর্য্যে, পদলালিত্যে ও প্রসাদগুণে বিশ্বসাহিত্যে অনুপম। তাই শ্রীপাদ টীকাকার মহোদয় তদীয় টীকার প্রারম্ভে বলিয়াছেন, যে রসিকমুকুটমণি শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্রীরাধামাধবলীলাবিলাসরূপ অতি অপূর্ব্ব পীযুষ পরিবেষণের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন—তিনিই উপস্থিত ক্ষেত্রে পরম অনুরাগী শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামিচরণের সন্তোষ বিধানার্থ অমৃত তরঙ্গিণীর মত এই দানকেলিকৌমুদী প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীগোবর্দ্ধন সমীপে শ্রীরাধিকা যজ্ঞীয় হবি বহন করিয়া সখী সঙ্গে গমন করিতে-ছিলেন—পথে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সহসা অবরুদ্ধা হইয়া তাঁহার হর্ষোত্থ যে গর্ব্বাভিলাষ প্রভৃতি সপ্ত প্রকার ভাববিকার নয়নদ্বয়ে প্রকাশিত হইয়া-ছিল তাহার ভাষা-চিত্র মঙ্গলাচরণে দেওয়া হইয়াছে। এই যে হর্ষ হইতে উত্থিত গর্ব্ব, অভিলাষ, রুদিত, স্মিত, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ সপ্ত প্রকার ভাবের মিশ্রীকরণ—তাহার পারিভাষিক সংজ্ঞা শ্রীউজ্জ্বলে 'কিলকিঞ্চিত' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সাগরের বক্ষে যেমন একটী তরঙ্গ উত্থিত হইয়া যদি অপরটির দ্বারা আবৃত হয়, তাহা হইলে পরস্পরের সংঘর্ষে যেমন অনন্ত জলকণিকা সমূহ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, সেইরূপ এখানে আশানুরূপ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে শ্রীরাধিকার প্রণয়সাগরে হর্ষটী অবহিত্থা দ্বারা আবৃত হওয়ায় অর্থাৎ এই অসীম আনন্দ গোপন করিতে যাওয়ায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহাই পরস্পর মিশ্রিত হইয়া এই সকল অনুভাবরূপে বহির্বিকাশলাভ করিয়াছে। সেই জন্য সহসা পথিমধ্যে অবরোধহেতু নয়নের প্রান্তভাগ ঈষৎ অরুণিত হইয়া তাঁহার ক্রোধ প্রকাশ করিতেছে ও চক্ষুর পাত্রান্তরে ভাব গোপন হইতে উত্থিত জলকণিকা, অধরে হর্ষোত্থ সোহাগ-স্মিত, নেত্রদ্বয় বৈদগ্ধীধারায় অভিষিক্ত হইয়াছে, এই হেতু শ্রীকৃষ্ণসঙ্গাভিলাষ, অথচ দৃষ্টি সঙ্কুচিতা হওয়ায় ভীতির সূচনা; নয়নের কণীনিকা (তারা) কুটিলা হওয়াই গর্ব্ব ও অসূয়া প্রকাশ করিতেছে। এই যে দৃষ্টিরূপ লতিকায় ভাবপ্রসূন-গুচ্ছ বিকশিত হইয়াছে—ইহা ধ্যান নিমজ্জিত প্রেমসমাধিমগ্ন অন্তশ্চিন্তিতভাবদেহবিশিষ্ট রাগানুগীয় সাধকগনের দর্শনীয়। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় সেইজন্য প্রথমেই বলিয়াছেন, যে, দানকেলিকলহে শ্রীরাধামাধবেরর নিবিড় প্রীতিতে তাঁহাদের ধর্ম্ম মর্য্যাদা লুপ্ত হইয়াছে, তাঁহাদের সেই প্রীত্যুত্থ কাম, লোভ, দম্ভ, মদ ও কাপট্যকে আমি ভজনা করি। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত নেত্রে দেখিলেন যে, প্রেমময়ী শ্রীরাধিকা মানসগঙ্গার তীরে ধীরে ধীরে আসিতেছেন, যথা,—

"শোণে মণ্ডিত মূর্দ্ধ্নি কুন্তলতয়া ক্লীপ্তে দুকূলোত্তমে
ন্যস্তাং স্বর্ণঘটীং বহন্ত্যচটুলাং হৈয়ঙ্গবীনোজ্জ্বলাং
দূরে পশ্য তথাবিধাভিরভিতঃ স্মেরাসখীভির্বৃতা
রাধা মানসজাহ্নবীতটভুবং স্বৈরং পরিক্রামতি।"

অর্থাৎ দেখ দূরে কুন্তলাকারে জবাকুসুমপ্রভাহারী অরুণাম্বরমণ্ডিত মস্তকে অচঞ্চল গব্যঘৃতপূর্ণ উজ্জ্বল স্বর্ণঘটী বহন করিয়া শ্রীরাধা হাস্যময়ী সখীগণে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া মানস গঙ্গার তটে আগমন করিতেছেন। শ্রীরাধিকার ঘনকৃষ্ণ কেশোপরি রক্তাম্বর—তদুপরি স্বর্ণঘটী—ইহাতে মনে হয় যেন নিবিড় তিমির মণ্ডলের উপরে ঈষৎ প্রকাশিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বালার্কমণ্ডল ও তদুপরি স্থির বিদ্যুন্মণ্ডল—ইহা দ্বারা শোভাতিশয্য প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীরাধিকা মানস গঙ্গার দক্ষিণ দিক হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন সমীপে আগমন করিতেছেন—তড়িল্লতার মত গৌরবর্ণাঙ্গী সখীগণের অঙ্গে বিবিধ বর্ণের মণিভূষণাদির উজ্জ্বল দীপ্তিচ্ছটাবিচ্ছুরিত হইয়া স্বর্ণ কান্তি শ্রীরাধার অঙ্গে পতিত হইয়াছে। ইহাতে বহুবর্ণ মিশ্রণে তিনি যেন ইন্দ্রধনু দ্বারা জলদমণ্ডলী যেরূপ মণ্ডিত হয়, তদ্রূপ স্বীয় মাধুর্য্য দ্বারা নিবিড় ঘন তরুরাজিনীলা বনানীকে শোভিত করিতেছেন। নবীন নবনী হইতেও সুকোমলাঙ্গী শ্রীরাধাকে যখন বৃন্দা বলিয়াছিলেন "সখি! কলসভারে তোমার গতি মন্থর হইতেছে, আমাকে উহা প্রদান কর" তদুত্তরে শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন যে, কলসভার আমাকে কষ্ট দেয় না। ইহাতে তাঁহার মনের এইরূপ রহস্য অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়, যে, গব্যভারশুল্কগ্রহণছলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পথ অবরোধ করিবেন—ইহাই তাঁহার অত্যন্ত অভিলষণীয় বলিয়া এ ভারবহনে তিনি কাতর নহেন। বিপ্রযজ্ঞে গব্যঘৃত ভার বহন ছল মাত্র—তাঁহার সংকল্পই ছিল 'দান ছলে ভেটিব কানাই', শ্রীকৃষ্ণসঙ্গলাভই তাঁহার মূল উদ্দেশ্য। প্রকৃত কথা, তিনি সংকল্পানুরূপ মিলন হইবে—এইরূপ আশা করিয়া যখন গমন করিতেছিলেন তখন অনন্ত ভাবভরেই তাঁহার গমন মন্থর হইতেছিল—তিনি রতিরসে অলসাঙ্গী হইতে ছিলেন। ইহার হেতু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার অসমোর্দ্ধ অনুরাগ, যাহা বিভু হইয়াও সদাই বর্দ্ধনশীল—গুরু হইয়াও গৌরববুদ্ধিহীন, কারণ উহা মদীয়তাময় মধুস্নেহ হইতে উত্থিত—উহা সদাই কৌটিল্য ধারণ করিলেও পরম বিশুদ্ধ। শ্রীরাধা কখনও শ্রীকৃষ্ণের অবয়বের এক নয়নের প্রান্তভাগ দিয়া এক অংশে যে শোভা, তাহাও দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই—সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য পান করাত দূরের কথা। ইহা তাঁহার অনুরাগেরই মহিমা—এই অনুরাগ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সর্ব্বদা আস্বাদিত বস্তুকেও অনাস্বাদিতের মত প্রতীয়মান করায়। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যও যেমন নিত্য নব নব, সেইরূপ শ্রীরাধিকার অনুরাগও প্রতিনিয়ত বর্দ্ধনশীল। শ্রীরাধা অনুরাগভরে বলেন :—'সখি আমার যে কর্ণ শ্রীকৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করিতে পায় না, আমার সে শ্রবণের কি আবশ্যক ; আমার যে নয়ন তাঁহার রূপদর্শন করিতে পায় না সে নয়নেরই বা কি প্রয়োজন ?

"ভবতু মাধবজল্পমশৃণ্বতোঃ
শ্রবণয়োরলমশ্রবনির্মম
তমবিলোকয়তোরবিলোকনিঃ
সখি বিলোচনয়োশ্চ কিলানয়োঃ।"

সেইজন্য শ্রীরাধিকার উৎকণ্ঠা-প্রধান বিশুদ্ধ প্রেমে, তিনি তাঁহার ধনজন লজ্জা কুলশীল সকলই বিস্মৃত হইয়াছেন, আজ তাঁহারই দর্শন-লালসায় তিনি সখীসঙ্গে শ্রীগিরিরাজের সমীপে উপস্থিত অথচ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনসম্বন্ধে মনে মনে আলোচনা করিয়া তিনি হেমলতার মত বায়ুস্পর্শে কম্পিতা ও মধুধারার মত নয়নাশ্রু ও মোহনমণিমুক্তানিন্দী স্বেদরূপ সাত্ত্বিক ভাববিকারে আপ্লুতা।

তদনন্তর শ্রীরাধা মাধবের, সখীগণের ও সুবল প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ সখা-গণের অপূর্ব্ব বাগ্বিন্যাস ভঙ্গীপ্রকাশ দ্বারা অখণ্ড কাব্যরসটী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া যেন পাঠকের নিকট অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীনান্দীমুখী বৃন্দা-দেবীর দ্বারা শ্রীরাধিকার শ্রীবৃন্দাবনরাজ্যে একছত্র রাজ্ঞীর পদে অভিষেক বর্ণনে শ্রীরূপগোস্বামিপাদের অপূর্ব্ব অপ্রাকৃত কাব্যকলানৈপুণ্য ও ভাষা-পারিপাট্য দৃষ্ট হয়। ভগবতী পৌর্ণমাসীদেবীর আদেশে দেবকীস্থতা, সংজ্ঞা, ছায়া, যমুনা, মানসগঙ্গা প্রভৃতি দেবীগণ আসিয়া শ্রীরাধিকার অভিষেকোৎসব আরম্ভ করিয়াছিলেন। তখন স্বর্গে বাদ্যধ্বনি হইল,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

গন্ধর্বগণের গীতি ও অপ্সরাগণের নৃত্যও আরম্ভ হইল। তদনন্তর ভগবতী পৌর্ণমাসীর আজ্ঞায় উক্ত দেবীগণ ও শ্রীরাধার অনন্ত সখীবৃন্দ শ্রীরাধাকে স্বর্ণসিংহাসনে উপবেশন করাইয়া অলৌকিক ঔষধি সমূহের রসধারার দ্বারা পরিপূর্ণ মণিকলসে অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। শ্রীরাধার জন্য সাবিত্রী কর্তৃক প্রেরিত সুরভিমালিকা বিন্ধ্যবাসিনী দেবী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকণ্ঠে অর্পিত হওয়ায় যমুনা পরিহাস করিয়াছিলেন ও পরে ঐ হার শ্রীরাধার কণ্ঠে পরিহিত হইলে বলিয়াছিলেন 'উহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই—উহা কঠিন হৃদয়ের সঙ্গ করিয়াছে।' পরে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল হইতে মৃগমদ দ্বারা শ্রীরাধিকার তিলক রচনা হইল ও পৌর্ণমাসী দেবীর আদেশে সকল কানন কুসুমিত ও বিহগাদির মধুর কূজনে বনভবন মুখরিত হইয়াছিল। ছায়া ও সংজ্ঞা শ্রীরাধার চূড়া ও কটী বন্ধন করিয়াছিলেন। যমুনা চামর ব্যজন করিয়াছিলেন ও সরস্বতী মস্তকে মণিছত্র ধারণ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি শ্রীরাধিকার সেই সময়ে অপরূপ সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়াও দেবীগণের উপস্থিতি নিবন্ধন লজ্জায় মুখ অবনত করিয়াছিলেন। কেবল মাত্র তদীয় হৃদয়স্থ কৌস্তভমণিতে শ্রীরাধিকার প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন। এইরূপে বহু প্রণয়কপট-কলহের পর পৌর্ণমাসী দেবী মধ্যস্থা হইয়া সকল বিবাদ সমাধান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে গোপনে বলিলেন "রামণীয়কনিধে, রমণীমণিরেব তবোপকণ্ঠ-স্থলশোভনী বভূব, কিমন্তেন ফল্গুনা শুল্কেন" অর্থাৎ হে সৌন্দর্য্যনিধি! রমণীরত্নরূপ শ্রীরাধাই তোমার কণ্ঠাভরণ স্বরূপ হইয়াছেন, অন্য তুচ্ছ শুল্কে প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "শুল্কক্রীতি, প্রীতিরেব নাথস্য তবাস্তু-গতিঃ'। যিনি অশুল্ক দাসিকা, যিনি তনু মন প্রাণ, ধন জন মান সকলই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীকৃষ্ণচরণে সমর্পণ করিয়াছেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের পথ স্বীয় পরার্দ্ধ প্রাণপুষ্প-পটলী দ্বারা নিরাজন করেন ও তৎপদরেণু যাঁহার নিকট কোটিপ্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম, তাঁহার অদেয় কি আছে? জগতে দেখা যায় যে দাসদাসীকেই শুল্ক দিতে হয়—এ চিন্ময় আনন্দপ্রেমলীলারাজ্যে শ্রীকৃষ্ণই শুল্ক চাহিতেছেন অথচ ব্রজসুন্দরীগণ বিনা শুল্কে শ্রীকৃষ্ণসেবাই প্রার্থনা করেন। এ প্রেমরাজ্যের ব্যবহার বেদবিধি অগোচর। শ্রীকৃষ্ণও প্রেমই অভিলাষ করেন। দান ব্যবহারটী বাহ্য ব্যাপার—নিরুপাধি প্রীতিদানই শ্রীকৃষ্ণ ভিক্ষা করিয়াছেন। তাই তিনি দানঘট্টে মহাদানীন্দ্র। মহাদান বিনা শ্রীরাধার গমন দুর্ঘট। সেইজন্য পৌর্ণমাসীদেবী বলিয়াছেন যে 'দানীন্দ্রের এই বিশ্বপ্রকটদান' অর্থাৎ যে দানচ্ছলে তিনি জগতের নিকট নিজ প্রেমবশ্যতাই প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অঙ্গীকার না করিয়া ব্রজসুন্দরীগণ অবশ্যই বিড়ম্বনা ভোগ করিবেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে শ্রীরাধিকার বিশুদ্ধ প্রীতিরসাস্বাদনের জন্যই আজ শ্রীকৃষ্ণ দানঘট্টপালরূপে বিরাজ করিতেছেন। তাই বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি পাদও টীকায় বলেন "স চ তাসাং দানব্যবহারো বাহ্যঃ, অভিলষিতবস্তুস্বয়েতু বাস্তব এব।"

তদন্তর পৌর্ণমাসীর সাহায্যে ললিতা প্রভৃতি সখীগণদ্বারা শ্রীরাধামাধব নিভৃত কেলিকুঞ্জে প্রবেশিত হইয়াছিলেন, কিছুকাল পরে দিব্য বেশভূষা সহকারে তাঁহারা আগমন করিলে পৌর্ণমাসী দেবীর মুখে শ্রীকৃষ্ণের নিকট একটী প্রার্থনা সূচিত হইয়াছিল, যথা:—

"রাধাকুণ্ডতটী কুটীরবসতিস্ত্যক্তান্য কর্ম্মাজনঃ
সেবামেব সমক্ষমত্র যুবয়োর্যঃ কর্ত্তুমুৎকণ্ঠতে
বৃন্দারণ্যসমৃদ্ধিদোহদপদক্রীড়াকটাক্ষদ্যুতে
তর্ষাথ্যস্তরুরস্য মাধব ফলী তূর্ণং বিধেয়স্ত্বয়া।"

অর্থাৎ হে মাধব! নিখিল আশা ও কর্ম্ম বিসর্জ্জনপূর্ব্বক যিনি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

শ্রীরাধাকুণ্ডতটে বাস করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদের যুগলসেবাই করিতে উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহার মনোরথ শীঘ্র পূর্ণ হউক, যেহেতু তোমার লীলাকটাক্ষ ব্রজবাসী মাত্রেরই প্রেমসম্পত্তির অভীষ্ট বিষয়। সেইজন্য তদ্ভাবে তাঁহাদের দুঃখ মোচনের অন্য কোন উপায় নাই। এখানে শ্রীরাধাকুণ্ডতটাশ্রয়ী শ্রীমদ্দাসগোস্বামীর বিরহ অপনোদন পূর্ব্বক দর্শন দানই প্রার্থনা করা হইয়াছে,—কারণ ইহার পরেই শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন।

"প্রথিতা সুমনসঃ সুখদা যস্য নিদেশেন ভাণিকা স্রগিয়ং
তস্য প্রিয় সুহৃদঃ কুণ্ডতটীং ক্ষণমলঙ্কুরুতাম্।"

অর্থাৎ "যে প্রিয় সুহৃদ্বর শ্রীমৎরঘুনাথ দাসের জন্য ভাণিকা রূপ সুখদায়িনী পুষ্পমালিকা গ্রন্থন করিয়াছি, উহা তাহার কুণ্ডতটদেশকে ক্ষণকাল অলঙ্কৃত করুক" এইরূপে ভাণিকা সমাপ্ত হইয়াছে।

স্বভাবতঃ শ্রীমদ্দাসগোস্বামিচরণের বিগাঢ় বিরহসন্তপ্ত হৃদয়ে শ্রীললিত মাধব পাঠে যে বিরহানল শতগুণ সন্ধুক্ষিত হইয়া অলৌকিক জ্বালামালার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা শিশিরীকৃত করিতেই পরম দিব্যামৃতবর্ষিণী দানকেলিকৌমুদীর আবির্ভাব। শ্রীরূপগোস্বামিচরণ অপ্রকট হইলে শ্রীমৎ রঘুনাথ শোক প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, 'যিনি অপূর্ব্ব প্রেমপাথারের সুরভিসলিলফেনসমূহ দ্বারা আমাকে অতিশয় কৃপাভরে সিঞ্চিত করিয়াছিলেন, সম্প্রতি দুর্দ্দৈব বশতঃ ক্ষণে ক্ষণে বিপদ্রূপ দাবানলগ্রস্ত হইয়া আশ্রয়হীন আমি কাহার শরণ লইব?

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, শ্রীললিতার ললিত বাগ্বিলাস অতীব সরল, সুন্দর ও পরিহাসময় অথচ তাহা তদীয় সখী শ্রীরাধার মর্য্যাদা প্রকাশক। উদাহরণ রূপে এইটী বলা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধাকে আবৃত করিবার যত্ন করিয়াছিলেন, তখন তিনি ঈষৎ হাসিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলিয়াছেন যে, "যে তাঁহার প্রিয়সখী আকুমার কোন পুরুষজনের পরিমল পর্য্যন্ত জ্ঞাত নহেন, ও যাঁহার অঙ্গসমূহ যৌবনও সঙ্কোচ-বশতঃ সম্যক্‌রূপে সেবা করিতে মন্থর হইয়াছিল, সেই মহাসতী কুলমুকুটমণির অঙ্গসমূহ দর্শনে যিনি যত্নবান্ হন তিনি নিশ্চয়ই সাগসিক-চূড়ামণি—স্পর্শনের কথা দূরে থাক্।" বহুক্ষণ ধরিয়া শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ সন্নিকটে অবস্থান করিয়া প্রতিক্ষণ তদীয় রূপগুণনর্ম্মদ্বারা সাতিশয় উৎকণ্ঠিতা হইয়া ধৈর্য্য পাছে হারাইয়া ফেলেন ও দাক্ষিণ্যময় প্রেমোন্মাদ যাহা দানঘট্টবিবাদসমরের প্রতিকূল, তাহা সম্ভবপর হয়, সেইজন্য বাম্য প্রৌঢ়ি-রক্ষণার্থই ললিতার ঈদৃশ বচনভঙ্গী। ইহা দ্বারাই দৌর্ল্লভ্য-বুদ্ধি-বিবর্দ্ধন করিয়া শ্রীরাধামাধবযুগলকে বিশুদ্ধ প্রীতিরসা-স্বাদন করাইবার প্রয়াস। শ্রীকৃষ্ণপক্ষীয় সখাগণের মধ্যে শ্রীমধুমঙ্গলের কৌতুকপূর্ণ পরিহাস অতীব সরল, সরস ও সুন্দর, উহা যেন রসটিকে আরও নিবিড় উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

এই দানলীলা-স্ফূর্ত্তি কেবল শ্রীকৃষ্ণকৃপা-সাপেক্ষ। তাই শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় টীকার শেষে বলিয়াছেন,—

"গোবিন্দস্য কৃপাং বন্দে যস্যোদ্গমনমাত্রতঃ।
লীলাস্ফূর্ত্তিঃ সদা ভূয়াদ্রূপেণ সহ মোদতে।"

অর্থাৎ আমি সেই শ্রীকৃষ্ণ কৃপার বন্দনা করি,—যাহার প্রকাশ মাত্র সদা লীলাস্ফূর্ত্তি হয় ও শ্রীরূপমঞ্জরীর সহিত আনন্দে লীলারাজ্যে বিহার সম্ভব হয়।

এই গ্রন্থের অন্তঃস্থলে যে রস নিগূহিত আছে তাহা সহসা আমাদের মলিন চিত্তে অভিব্যক্ত হওয়া দুর্ঘট। সাধকদশোচিত উৎকণ্ঠায় শ্রীমদ্দাসগোস্বামিচরণও তদীয় "উৎকণ্ঠাদশকে" ঈদৃশ লীলাদর্শন প্রার্থনা করিয়াছেন—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"মিত্রাণাং নিকরৈর্বৃতেন হরিণা স্বৈরং গিরীন্দ্রান্তিকে
শুল্কদানমিষেণ বর্ত্মনি হটাদস্তেনরুদ্ধাঞ্চলাং
সার্দ্ধং স্মেরসখীভিরুদ্ধুরগিরাং ভঙ্গ্যা ক্ষিপন্তীং রুষা
ভ্রূদর্পৈর্বিলসচ্চকোরনয়নাং রাধাং কদাহং ভজে।

অর্থাৎ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের সমীপে করগ্রহণচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ সুবলাদি সখাগনে পরিবৃত হইয়া দর্প সহকারে স্বচ্ছন্দে সহসা বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করায় যিনি হাস্যমুখী সখীগণ সহ প্রগল্ভ বচন ভঙ্গী সহকারে ও ক্রোধভরে তিরস্কার করিতেছেন ও সেই সময় ভ্রূক্ষেপ দ্বারা যাঁহার চকোর সদৃশ চঞ্চল লোচন বিলাসযুক্ত হইয়াছে, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব ?

শ্রীমদ্দাসগোস্বামিচরণও যে "শ্রীদানচরিত্র" নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা "ভক্তিরত্নাকর" হইতে জানিতে পারি কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উহার বোধ হয় এখন জগতে প্রকাশ নাই।

কান্তা-প্রেম।

রসিক-ভক্তগণ-মুকুটমণি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তদীয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে, গোদাবরী-তীরে কোন এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের গৃহে নিভৃত স্থানে, কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমিক ভক্ত শ্রীরায় রামানন্দের সহিত যে ইষ্টগোষ্ঠী হইয়াছিল ও সেই মিলন-প্রসঙ্গে যে সাধ্য-নিরূপণ-তত্ত্ব আলোচিত হয়য়াছিল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহার বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেখানে "কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 'আমি তাহার কান্তা' এইরূপ অভিমানোত্থ প্রীতিই কান্তাপ্রেম নামে অভিহিত। এই কান্তা-প্রেমের সহিত অন্যান্য জাতীয় প্রেমের তুলনা করিলেই ইহার শ্রেষ্ঠত্ব সুচারুরূপে প্রতিপন্ন হইবে। প্রথমে কান্তা ও প্রেম এই দুইটী শব্দের ধাতুগত অর্থ নির্ণয় করা যাইতেছে। "কান্ত" শব্দটী কম্ ধাতুর উত্তর "ক্ত" প্রত্যয় করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে আ যোগ করিয়া এবং প্রেম, প্রী+ইমন্ (ভাবে) করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই দুইটী শব্দের অর্থই তর্পণ-ইচ্ছা। কিন্তু ইহাদের মধ্যে ধাতুগত পার্থক্য না থাকিলেও লক্ষ্যগত ভেদ আছে।

কাম-অর্থে সাধারণতঃ নিজেন্দ্রিয়-চরিতার্থতা-সাধনই বুঝায়। পক্ষান্তরে, প্রেম শব্দে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-চরিতার্থতা-সাধনই বুঝায়। তাই চৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

"কাম প্রেম দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥"

কাম অন্ধতম। কারণ ইহা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করে। আর প্রেম সূর্য্যকিরণের ন্যায় স্বীয় জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়া প্রিয় বস্তুর জন্য আত্মোৎসর্গ করে। কাম ব্যভিচারী ও বহু বিষয়গামী; প্রেম একনিষ্ঠ ও উহার গতি সিন্ধুগামী গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু এখানে কাম-শব্দের হেয়াংশ লক্ষ্য করিয়াই এরূপ উক্ত হইয়াছে। কামের হেয়াংশ অর্থাৎ স্বসুখতাৎপর্য্যানুসন্ধান-বর্জ্জিত হইয়া, যদি উহা দ্বারা ভগবৎসুখের আনুকূল্যানুসন্ধানই বুঝায়, তবে ঐ কাম পরম-পুরুষার্থরূপে শাস্ত্রে বহু প্রশংসিত হয়। কারণ, কামের উপাদের অংশ তীব্র পিপাসাটুকুই কেবল তখন বর্ত্তমান থাকে এবং সেই অদম্য বেগবতী ইচ্ছা, প্রেমের অনুগত ভাবে থাকিয়া সাধ্যবস্তুর নব নব ভাবে আস্বাদন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করাইয়া থাকে। ভর্জ্জিত ধান্যের মত এইরূপ কামের দ্বারা অবিদ্যাঙ্কুর উৎপন্ন হয় না; বরং রসবিশেষেরই আস্বাদন হয়।

"সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কাম ক্রীড়া-সাম্যে তারে কহে কাম নাম॥"

এই জন্য কান্তাগণের প্রেমই কাম বলিয়া কথিত হয়। গৌতমীয় তন্ত্রের একটি বচন ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ধৃত হইয়াছে,—

"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥"

প্রাকৃত কাম দ্বারা, অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তুর—যিনি "সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথঃ", তাঁহার আস্বাদন কদাপি সম্ভবপর নহে, ইহা বলা বাহুল্য। সেই জন্য যেখানে "কামাদ্‌গোপ্য" বলিয়া শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে, তাহার এইরূপেই অর্থ করিলে সঙ্গত হয়। প্রাকৃত-জগতে যেরূপ কার্য্যতঃ বস্তুর ভেদ না থাকিলেও লক্ষ্যগত ভেদ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ কাম ও প্রেমে অর্থগত ভেদ না থাকিলেও উদ্দেশ্যগত ভেদ আছেই। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী বুঝিলেই স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে।

দুইজন লোক বাগানে পুষ্পচয়ন করিতেছে। তাহাদের মধ্যে একজন তাহার নিজ ঘ্রাণেন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য পুষ্পচয়ন করিতেছে, অন্যজন শ্রীভগবানের অর্চ্চনার জন্য ফুল সংগ্রহ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে উভয়ের কার্য্যের ভেদ না থাকিলেও, প্রথম ব্যক্তির কার্য্যটী নিজেন্দ্রিয়-ভোগরূপ মায়িকবৃত্তি বলিয়া বন্ধনই সৃষ্টি করিবে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির কার্য্য ভগবৎভক্তিরূপ স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া প্রেমোন্মেষের সহায় হইবে। এখানে যেমন উদ্দেশ্যভেদে একই অনুষ্ঠানের স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ দেখা যায়, সেইরূপ কামে, সাধারণ মনুষ্যের ও গোপীগণের লক্ষ্য পৃথক্ থাকে বলিয়া ফল অত্যন্ত বিলক্ষণ। সাধারণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জীব খণ্ডিত বস্তুর পশ্চাতে কামান্ধ হইয়া স্বসুখানুসন্ধান করে; কিন্তু লাভ হয় বন্ধন ও যাতনা। পক্ষান্তরে শ্রীব্রজবালাগণ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ রসস্বরূপ শ্রীভগবানকে অদম্য আকাঙ্ক্ষা লইয়া সম্ভোগ করিতে ও করাইতে বাঞ্ছা করিয়া পরম পুরুষার্থ প্রেমই লাভ করেন। শ্রুতি বলেন,

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি।"

এখানে ইহাও বিচার্য্য যে, তাঁহাদের এই সম্ভোগেচ্ছা স্বসুখপূরণার্থ নহে, তাহা কেবল ভগবানের সুখবর্দ্ধনার্থই; তাঁহাদের হৃদয়ে অন্য বাসনা উদিত হয় না। তাই চরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

"না গণি আপন সুখ সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ তাঁর হইল মহাসুখ
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য॥
(অন্ত্য, ২০ পরিচ্ছেদ)

সমর্থারতির ইহাই লক্ষণ—সম্ভোগেচ্ছাকে রতির অনুগত করিয়া রাখা। যেমন অগ্নির সহিত লৌহের তাদাত্ম্য-প্রাপ্তি হইলে লৌহের শীতলতা ও তমোগুণ অপসারিত হইয়া অগ্নির দাহিকাশক্তি ও প্রকাশ-গুণ উহাতে সংক্রমিত হয়, সেইরূপ রতি বা কৃষ্ণের সুখ-বিধানে প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত সম্ভোগেচ্ছা তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলে নিজ ভোগেচ্ছার ঘন মোহ দূরীভূত হইয়া হৃদয় অনুরাগের কুঙ্কুমবর্ণেই রঞ্জিত হয়। যাহার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্তি হয়, তাহারই মুখ্যতা। এখানে সেই জন্য অনুরাগেরই মুখ্যতা—সম্ভোগেচ্ছার গৌণতা, রসামৃতসিন্ধুতে উক্ত হইয়াছে,—

"মিথোহরের্মৃগাক্ষ্যাশ্চ সম্ভোগস্যাদি কারণম্।
মধুরাঽপরপর্য্যায়া প্রিয়তাখ্যোদিতা রতিঃ॥"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গোপীগণ ভগবানের সেবা করিয়াই কৃত-কৃতার্থ—নিজ সুখের জন্য আদৌ ব্যস্ত নহেন। 'কান্ত-সেবা সুখপুর, সঙ্গম হইতে সুমধুর'—এ কথা কেবল ব্রজবালাগণই বলিতে পারেন। কারণ প্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় চলিয়া গেলেন, তখন ব্রজসুন্দরীগণের যেরূপ বিগাঢ় বিরহদশার কথা শ্রীভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, সেরূপ অবস্থায় সাধারণ ভক্ত, জীবন ধারণই করিতে পারে না। কিন্তু তবু যে ব্রজবালাগণ জীবিতা ছিলেন, তাহার একমাত্র কারণ হইতেছে কান্তের সুখ। তাঁহাদের বিশুদ্ধ প্রেমই তাঁহাদের জীবন রাখিয়াছিলেন। পাছে তাঁহাদের জীবন-নাশে শ্রীকৃষ্ণের দুঃখোদয় হয়—ইহাই তাঁহাদের জীবন-রক্ষার মূল কারণ। সেই জন্য শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন,—

"ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃপ্রাণান্ কথঞ্চন।
প্রত্যাগমনসন্দেশৈ র্বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ॥" ১০।৪৬।৫

অর্থাৎ 'আমি পুনর্ব্বার আসিব বলিয়া আশা দিয়াছিলাম বলিয়া তাঁহারা কোনওরূপে বিরহ-তাপ-তপ্ত জীবন ধারণ করিতেছেন। আমাতেই তাঁহাদের আত্মা আছে, এই জন্য বোধ হয় তাঁহারা জীবিত আছেন; নচেৎ স্ব স্ব দেহে তাঁহাদের আত্মা থাকিলে বিরহাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যাইত'। তাই চৈতন্যচরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছে,—

"প্রিয়া প্রিয়-সঙ্গহীনা প্রিয় প্রিয়া-সঙ্গ বিনা
নাহি জীয়ে এ সত্য প্রমাণ।
মোর দশা শুনে যবে তার এই দশা হবে
এই ভয়ে দোঁহে রাখে প্রাণ॥" ইত্যাদি।

এইরূপ ব্রজদেবীগণের বহু আচরণ দর্শন করিয়া তাঁহাদের প্রেমের গভীরতা ও অসীমতা অনুমান করা যায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তবেই দেখাগেল যে, কাম বলিতে যদি উহার হেয়াংশ স্বসুখানুসন্ধান বর্জ্জিত তীব্রজ্বালাময়ী পিপাসা বুঝায়, তবে সকল শাস্ত্রই একবাক্যে তাদৃশ কামের প্রশংসাই করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। শুধু তাহা নহে, এইরূপ প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষাদ্বারাই প্রেমের তারতম্য ও গভীরতা নির্ণীত হইয়া থাকে এবং যাহা প্রকৃত আকাঙ্ক্ষার বিষয় অর্থাৎ অখণ্ড আনন্দ, তাহা লাভ করিলেই অন্য সকল কামনা চিরতৃপ্ত হয়। এখানে জ্ঞানমার্গে ও ভক্তিমার্গে যে প্রভেদ তাহা এই—জ্ঞানী সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনোনাশ করিয়া সকল বাসনা নির্ব্বাণ পূর্ব্বক নিরিন্ধন অগ্নির মত শান্ত হন, কিন্তু ভক্তিমার্গে ভগবদ্‌বিষয়ক সঙ্কল্প অতীব আদরণীয়। শ্রুতিও বলেন 'স ক্রতুং কুর্ব্বীত' শুধু তাহাই নহে—যাহার যত তীব্র সংকল্প, তাহার ততই নিবিড় ভগবদনুভূতি। শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসের সহিত মধুর রসের তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, কান্তা-প্রেমে কিরূপ বিশাল বারিধির উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গের মত মহাভাবময়ী আকাঙ্ক্ষার উচ্ছ্বাস উদ্বেলিত হইয়া উঠে। এরূপ আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

শান্ত ভক্তের মিলন বিরহ নাই, কারণ তাঁহার সমবুদ্ধি অর্থাৎ তিনি জানেন পরমাত্মা নিখিল জগতে ওতপ্রোতঃভাবে অনুস্যূত হইয়া আছেন। তাই তাঁহার হৃদয়, প্রশান্তসাগরের মতই শান্ত, নীরব; তাহা সম্ভোগ-বিয়োগের বিচিত্র লীলাময় তরঙ্গোচ্ছ্বাসে আলোড়িত হইয়া উঠে না, তিনি অন্তরেই ভগবৎ সাক্ষাৎকার করিয়া তুষ্ট থাকেন। সেই জন্য মিলন বিরহের নব নব উদ্দীপনায় সে হৃদয় স্পন্দিত হয় না। তাঁহার শমতার প্রাধান্য হেতু জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি এবং এই শমতার অর্থ শ্রীভগবন্নিষ্ঠ-বুদ্ধি অর্থাৎ শান্তভক্তের ইষ্ট-নিষ্ঠা, এই একটী গুণে তিনি ভগবানের সাক্ষাৎ সেবাধিকার প্রাপ্ত হন না। দাসভক্ত কিন্তু তাঁহার প্রভুকে অন্তরে দেখিয়াই তৃপ্ত নহেন—তাঁহার শ্রীচরণ-সেবাসম্পত্তি লাভে ব্যাকুল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এখানে আকাঙ্ক্ষার অধিকতর স্ফুর্ত্তি দেখা যায়। সেই জন্য দাস্যে ইষ্টনিষ্ঠা ও সেবা—এই দুইটী গুণ। কিন্তু দাস্যে সঙ্কোচ থাকে বলিয়া সখ্য-প্রেমের তাহা হইতেই উৎকর্ষ। যদিও ব্রজের দাস্য-প্রীতি অন্য-স্থানের দাস্যভাব অপেক্ষা সঙ্কোচ-শূন্য—কারণ ব্রজের দাসগণ কৃষ্ণকে ও আপনাদিগকে ব্রজেশ্বরের লাল্য—এই অভিমান রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্ প্রভু-বুদ্ধিতে সেবা করেন না। প্রাকৃত জগতে যেরূপ দেখা যায়, অভিন্ন-হৃদয় সখাগণ পরস্পর ক্রীড়া-কৌতুকাদি করিয়া থাকে, ব্রজের সখাগণও সেইরূপ সাধ্বস-সঙ্কোচ-শূন্য হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত আহার-বিহারাদি করিয়া থাকেন। প্রভু বিশ্রাম করিলে দাস যেমন স্বভাবতঃ তথায় যাইতে সঙ্কোচানুভব করে, সখার সেরূপ নহে। তাঁহার ওরূপ সঙ্কোচ নাই—তিনি সর্ব্বক্ষণই কৃষ্ণের সহিত লীলা-বিলাসাদি করিতে উৎকণ্ঠিত। তাহ'লে সখ্যে তিনটী গুণ দেখা যায়—ইষ্টে নিষ্ঠা, সেবা ও অসঙ্কোচ ভাব। তবে কখনও একটু অভিমানোত্থ সংঙ্কোচ দৃষ্ট হয়. যেমন কখনও কলহ উপস্থিত হইলে সখার মনে হয়—হয়ত কৃষ্ণ আর তাঁহার সহিত খেলা করিবেনা। বাৎসল্যে কিন্তু মদীয় অভিমান আরও অধিক—সেখানে আদৌ সঙ্কোচ নাই সেইজন্য এ রসে চারিটী গুণ। পূর্ব্বোক্ত তিনটী গুণ, অধিকন্তু মমতাধিক্য বশতঃ লালন-পালন। বাৎসল্যরসের ঘনীভূত মূর্ত্তি মা ব্রজেশ্বরী জানেন যে, তিনি ভিন্ন কে আর কৃষ্ণের তত্ত্বাবধান ও হিতাকাঙ্ক্ষা করিবেন? তিনি সর্ব্বদাই কৃষ্ণের লালন-পালনে ব্যাপৃতা। কৃষ্ণ গোষ্ঠে যান—তাহাও মা যশোদার ভয়, পাছে কোন বনে বিপদ্ উপস্থিত হয়। তাঁহাকে নয়নের আড়াল করিতে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক। দামবন্ধন-লীলা আলোচনা করিলে উপলব্ধি হইবে যে, যখন কৃষ্ণকে তিনি বহু আয়াস স্বীকার করিয়াও বাঁধিতে অসমর্থা হইলেন এবং সমগ্র পল্লীর রজ্জুতেও দুই অঙ্গুলি পরিমাণ ন্যূন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইতে লাগিল, তখনও শ্রীকৃষ্ণ যে যুগপৎ অণু ও বিভুতত্ত্ব, তিনি যে সীমার মাঝেও অসীম, এসকল কথা মা যশোদার হৃদয় বিন্দুমাত্রও আলোড়িত করিল না। তাঁহার কৃষ্ণে পুত্রাভিমান এতই প্রবল যে, তিনি মৃদ্ভক্ষণ-লীলায় কৃষ্ণের মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াও বিচলিতা হন নাই—বরং কোন অপদেবতার আবেশ হইয়াছে ভাবিয়া কৃষ্ণের যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহার জন্যই ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ব্রজের এমনই মাধুর্য্যময়ী প্রীতি যাহা কোনরূপ ঐশ্বর্য্য-দর্শনেই সঙ্কোচিতা হয় না। জগতে যেমন মাতার হৃদয় সর্ব্বদাই পুত্রের শুভাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল থাকে—মা যশোদাও তদ্রূপ। তবেই মমতাধিক্য হেতু বাৎসল্যের পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব।

ইহার পর কান্তাপ্রেম আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, সেখানে কৃষ্ণের প্রতি নিত্যসিদ্ধা ব্রজবালাগনের কিদৃশী মদীয়তাময়ী প্রীতি—কৃষ্ণকে সর্ব্বপ্রকারে সম্ভোগ করাইবার কিরূপ অদম্য নব নব আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের হৃদয়-পারাবারে কল্লোলময়ী উর্ম্মিলার মতই উছলিয়া উঠিতেছে। যেমন, যে নদী সাগরের যত নিকটে থাকে, তাহাতে ততই জোয়ার ভাঁটা দেখা যায়, সেইরূপ শ্যাম-সাগরের যে যত নিকটে, তাহার হৃদয়-তটিনীতে ততই সম্ভোগ-বিয়োগের উচ্ছ্বলিত নৃত্য—ততই প্রেম-বৈচিত্রী ও নব নব লীলা। তাঁহারা ক্ষণকালের জন্য কৃষ্ণবিরহে মনে করিতেন, কোটি যুগ পরিমাণ কাল কান্তের সহিত দেখা হয় নাই। "ক্রূর্ যুগায়তে ত্বাং অপশ্যতাম্"..........

"তাস্তাঃক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেননীতা
ময়ৈব বৃন্দাবনগোচরেণ।
ক্ষণার্দ্ধ তুল্যা পুনরঙ্গ তাসাম্
হীনা ময়া কল্পসমা বভুবুঃ"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ইত্যাদি বাক্য তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। আবার যখন কান্তের সঙ্গ-সুখসাগরে নিমগ্ন থাকিতেন, তখন রাস-রজনীর ব্রহ্মরাত্রিও তাঁহাদের নিকট ক্ষণকাল তুল্য জ্ঞান হইত। যখন ব্রজসুন্দরীগণ আবার তৃষিত নয়ন-চকোর দিয়া তাঁহাদের প্রাণকোটি প্রেষ্ঠের ঘন-কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-কেশসমাবৃত পূর্ণেন্দুসুন্দর স্মেরাননের অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া সুধা পান করিতেন, তখন পলককারী ব্রহ্মাকে ভৎর্সনা করিতেন—'জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্' 'গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি' ইত্যাদি বাক্যে তাহা বর্ণিত আছে। এইরূপ নিমেষাসহনীয়তা শাস্ত্রে কোথাও শোনা যায় না। এইরূপ তীব্র আকাঙ্ক্ষায় যে আস্বাদনরও বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কারণ তীব্র ব্যাকুলতা ও দৌর্লভ-বুদ্ধি না থাকিলে বস্তু প্রাপ্তিতেও আস্বাদন হয় না। যেমন কোন লোক যখন দারুণ তৃষ্ণায় আতুর, তখনই তিনি সলিল পান করিয়া যথার্থ তৃপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু যাহার তৃষ্ণা নাই, তাহার ঐ বারিলাভে কোনই ফল নাই। তবেই দেখা গেল—আকাঙ্ক্ষাই আস্বাদনের পরিমাপক। শ্রীব্রজসুন্দরীগণের সম্বন্ধে আর একটী কথা অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাঁহাদের কৃষ্ণের প্রতি যে প্রগাঢ় প্রীতি, তাহা কোন ঐহিক সম্বন্ধজনিত নহে অর্থাৎ কেবলমাত্র তীব্র মিলনাকাঙ্ক্ষাই প্রীতিবন্ধনের হেতু। তাঁহাদের সেই প্রীতি "কামরূপা" অর্থাৎ কামেন (প্রেম্না) রূপ্যতে যা সা, যে ভক্তি সম্ভোগেচ্ছাকে প্রেমরূপে পরিণত করে তাহাকে কামরূপা বলে। সেই জন্য তাঁহাদের প্রীতি সীমাবদ্ধ হয়নাই—পক্ষান্তরে মহীষিগণ শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি হইলেও তাঁহাদের প্রীতি 'সম্বন্ধরূপা' বলিয়া সসীম (গোবিন্দে পিতৃত্বাস্মিভিমনোত্থ প্রীতিই) সম্বন্ধরূপা। তাঁহারা ব্রজবালাগণের মত কৃষ্ণকে অখণ্ডরস-বল্লভরূপে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

লাভ করিতে পারেন নাই, এবং পিতা, ভ্রাতা, স্বামী ও অন্যান্য স্থানের সকল প্রীতির সমাবেশ এক কৃষ্ণ-প্রীতির মধ্যে দেখিতে তাঁহারা সমর্থ হয়েন নাই। কারণ, দাম্পত্যসূত্রে তাঁহাদের সহিত কৃষ্ণের একটী বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণ হ্লাদিনী শক্তি হইলেও মহাভাব রূপিণী নহেন। ব্রজসুন্দরীগণ, শ্রীরাধিকার অংশ বলিয়া মহাভাবাংশরূপা হইলেও মহাভাবের সারভূত মাদনের অভাব বশতঃ মহাভাব স্বরূপা নহেন। যেরূপ নদ নদী তড়াগাদি জলাশয় হইলেও জলধি সংজ্ঞায় অভিহিত হয় না, কিন্তু সমুদ্রই সেইসংজ্ঞা লাভ করে; সেই রূপ মহাভাব শ্রীরাধিকারই স্বরূপ। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির টীকায় এই রূপ ব্যাখাই শ্রীপাদ গোস্বামিগণের অভিপ্রায় বলিয়া সূচনা করিয়াছেন। তাঁহারা সকামা নহেন, কিন্তু কামরূপা। কারণ, যাঁহারা সকামা, তাঁহাদের ইচ্ছায় কামনা ত্যাগ হইতে পারে, সেইজন্য কামনাটী গৌণ এবং যাদের কামনা তাহাদেরই মুখ্যত্ব; কিন্তু ব্রজসুন্দরীগণের সম্বন্ধে তাহা নহে। তাহারাই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক দুর্দ্দমনীয়-আকাঙ্ক্ষার দ্বারা কৃষ্ণানুরক্তা—সেই জন্য কামনারই মুখ্যত্ব। সেই বেগবতী আকাঙ্ক্ষার প্রচণ্ড স্রোতেই তাঁহাদের কুল, মান, গুরুগঞ্জনা, ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল ভাসিয়া গিয়াছিল। তাই শ্রীউদ্ধব মহাশয় বলিয়াছেন—'যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চহিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাং—১০।৪৭।৫৪।

অন্যদিক দিয়াও ব্রজদেবীগণের আস্বাদনের উৎকর্ষ দেখান যাইতে পারে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে নবকিশোররূপে লাভ করিয়াছিলেন। যেরূপ ইহ জগতে দেখাযায়, মানবের যৌবনাগমে অঙ্গের পূর্ণ অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ যিনি অপ্রাকৃত চিদানন্দ বিগ্রহ, যিনি অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি, তাঁহার কৈশোর-কালীয় রূপ-মাধুর্য্য যে কেমন চমৎকার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

জনক—যাঁহারা তাহা সর্ব্বপ্রকারে প্রেমবিভাবিতনেত্রে দর্শন করিয়া উপভোগ করেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন। সখ্যের কাল বাল্য ও পৌগণ্ড বয়সে মা যশোদা কৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্যময়ী প্রীতিদ্বারা আনন্দাস্বাদন করেন; কিন্তু কিশোরবয়সের যে অপ্রাকৃত রস—যাহা দ্বারা শ্রীরাসলীলাদি হয় তাহা কেবল গোপীরাই সম্ভোগ করেন। যেমন অবয়বীর সহিত অবয়বের ভেদ সম্ভবপর নহে, সেইরূপ ধর্ম্মীর সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ-ত্যাগ সম্ভব নহে; শ্রীকৃষ্ণের কিশোরবয়স সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উহাই ধর্ম্মী, অন্যান্য-ধর্ম্ম বাল্য-পৌগণ্ডাদির মধ্যেও অনুস্যূত থাকে, কিন্তু তখন তাহার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি হয় না। কান্তাপ্রেমে নিখিল-ধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মীর আস্বাদন হয় বলিয়া সকল জাতীয় প্রেমাপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়। সেই জন্যই শ্রীপাদ কবিরাজগোস্বামী বলেন "পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে" অর্থাৎ যিনি যে রসের সাধক, তিনি সেই রসে তদনুরূপ শ্রীভগবানের মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, কিন্তু মধুররসের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের নিখিল গুণরাশির পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি হয় না বলিয়াই কান্তাপ্রেমের গৌরব। চন্দ্র সর্ব্বদাই পূর্ণ হইলেও যেমন প্রতিপদ হইতে কলা কলা বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণিমার ষোড়শ কলায় পূর্ণাভিব্যক্তি হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ সদা পূর্ণ হইলেও মাধুর্য্যময়ী কান্তাপ্রীতিতেই তাঁহার স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের পূর্ণাভিব্যক্তি হয়।

এইজন্যই সম্বিৎমূর্ত্তি শ্রীউদ্ধবের মত মহাভাগবতও ব্রজদেবীগণের সৌভাগ্য বর্ণনা করিতে ভাষা খুঁজিয়া প্রাপ্ত হন নাই—এবং তাঁহারা যে প্রসাদ-বিশেষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা যে কাহারও, এমনকি শ্রীলক্ষ্মীদেবীরও লাভ হয় নাই তাহা,—

"নায়ং শ্রিয়োঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীনাম্।" ১০।৪৭।৫৩

ইত্যাদি বাক্যে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন; ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, শ্রীলক্ষ্মীদেবী—যিনি নারায়ণের নিজ বক্ষোবিলাসিনী, তিনিও ব্রজবালাগণের মত শ্রীভগবানকে আস্বাদন করিতে পারেন নাই, কারণ, তাঁহার ঐশ্বর্য্যাবরণযুক্ত তদীয়তাময় বিপ্রলম্ভশূন্য প্রেম—ব্রজসুন্দরীগণের মাধুর্য্য-পূর্ণা মদীয়তাময়ী প্রীতির নিম্নস্থান অধিকার করিবে, ইহা বলা বাহুল্য। প্রেমের দুইটী কলেবর—মিলন ও বিরহ—শ্রীলক্ষ্মীর বিরহ নাই, তাই তাঁর প্রেম অঙ্গহীন। এই মহাভাব স্বরূপিণী ব্রজবধূগণের সহিত শ্রীভগবান্ যে সকল লীলা-বিলাসাদি করিয়াছিলেন তাহা যদি কেহ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ করে, তবে তাহার অচিরাৎ হৃদ্রোগ নষ্ট হইয়া শ্রীভগদচ্চরণে পরাভক্তি লাভ হইবে। ইহা ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শ্রীরাসলীলার ফলশ্রুতিতে বলিয়াছেন। ইহা হইতেও পবিত্রতর বস্তু আর কি হইতে পারে? যে সকল ব্রজবধূর লীলা-শ্রবণে কাম নষ্ট হয়, তাঁহারা যে স্বয়ং প্রেম-স্বরূপিণী ইহা কি আর বলিতে হইবে?

এই সকল ব্রজবালাগণ যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপসিদ্ধা শক্তি, তাহা শ্রীভাগবতে বহুস্থানে কথিত হইয়াছে। যথা—

'রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি
র্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ব-বিভ্রমঃ' ১০।৩৩.১৭

অর্থাৎ বালক যেমন আপন প্রতিবিম্ব বা ছায়ার সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে, সেইরূপ ভগবান্ ব্রজগোপীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এখানেও তাঁহাদের শ্রীভগবানের সহিত ভেদাভেদ সম্বন্ধ পরিস্ফুট হইয়াছে। যেমন প্রতিবিম্ব বিম্বকে ছাড়িয়া থাকিতেই পারে না অথচ উহা যে বিম্বের সহিত একই, তাহা বলা যায় না—সেইরূপ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শক্তি ও শক্তিমানে ভেদাভেদ সম্বন্ধ আছে। এই দৃষ্টান্তে ইহাই বুঝা যায় যে, শ্রীভগবান্ অন্য কোন নারীর সহিত ক্রীড়া করেন নাই—তিনি স্বীয় স্বরূপ শক্তির সহিতই ক্রীড়া করিয়াছিলেন। কারণ, যিনি আপ্তকাম, তাঁহার প্রাকৃত বিহারাদি যে হইতেই পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। যেমন পঙ্কদ্বারা কখনও পঙ্কক্ষালন সম্ভবপর নহে, সেইরূপ প্রাকৃত কামলীলা শ্রবণ দ্বারা কখনও কাম নাশ হইতেই পারে না, এবং যাহা স্বরূপতঃ স্নিগ্ধ নহে, তাহা অন্য বস্তুকে স্নিগ্ধ করিতে পারে না, তেমনি যাহা স্বরূপতঃ প্রেম নহে, তাহাও কখনও প্রেম উন্মেষিত করিতে পারে না। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তদীয় প্রীতিসন্দর্ভে এইরূপে বিশেষ বিচার করিয়াছেন। এই কান্তাপ্রেম ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে "প্রিয়তা" নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রীতিসন্দর্ভে তাই উক্ত হইয়াছে— "এষ ভাবঃ (কান্তভাবঃ) কামতুল্যত্বাৎ শ্রীগোপিকাসু কামাদিশব্দেনাপ্যভিহিতঃ। স্মরাখ্য-কাম-বিশেষত্বন্তঃ, বৈলক্ষণ্যাৎ। কামসামান্যম্ খলু স্পৃহা-সামান্যাত্মকম্। প্রীতিসামান্যন্তু বিষয়ানুকূল্যাত্মকস্তদনুগত-বিষয়-স্পৃহাদিময়ো জ্ঞানবিশেষ ইতি লক্ষিতম্। ততো দ্বয়োঃ সমানপ্রায় চেষ্টত্বেপি কামসামান্যস্য চেষ্টা স্বীয়ানুকূল্যতাৎপর্য্যা। শুদ্ধপ্রীতিমাত্রস্য চেষ্টাতু প্রিয়ানুকূল্যতাৎপর্য্যৈব। তত্র তদনুগতমেব চাত্মসুখমিতি মুখ্য-বৃত্তিরেব প্রীতিশব্দঃ। অতএব যথাপূর্ব্বং সুখপ্রীতিসামান্যয়োরুল্লাসাত্মকতয়া সাম্যেপ্যানুকূল্যাংশেন প্রীতিসামান্যস্য বৈশিষ্ট্যং দর্শিতম্। তথা কামপ্রীতিসামান্যয়োরপি স্পৃহাত্মকতয়া সামান্যেপি তদংশেনৈব তজ্জ্ঞেয়ম্"।

অর্থাৎ এই কান্তভাব কামতুল্য বলিয়া কাম-শব্দে অভিহিত হইয়াছে। স্মরাখ্য প্রাকৃত কাম ইহা হইতে ভিন্ন; কারণ, উভয়ের বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। সাধারণতঃ কামশব্দে স্পৃহা বা ইচ্ছা বুঝায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রীতি শব্দে বিষয়ানুকূল্যাত্মক আনুকূল্যের অনুগত বিষয়াভিলাষময় জ্ঞান বিশেষ। অর্থাৎ প্রীতির যিনি বিষয়, তাঁহারই আনুকূল্য দ্বারা তদ-নুভব-বিশেষ বুঝায়। সেই জন্য কাম ও প্রেম উভয়ের চেষ্টা সমানপ্রায় হইলেও কামশব্দে স্বসুখতাৎপর্য্য ও শুদ্ধপ্রেমে প্রিয়ানুকূল্যই বুঝায়। আত্মসুখ প্রেমের অনুগত বলিয়া প্রীতিশব্দের সেখানে মুখ্যাবৃত্তি। অতএব পূর্ব্বে যেরূপ দেখান হইয়াছে, সাধারণতঃ সুখ ও প্রীতি উল্লাসা-ত্মকতা নিবন্ধন সমান হইলেও প্রীতির বিষয়ের আনুকূল্যাংশেই প্রীতির বৈশিষ্ট্য, সেইরূপ কাম ও প্রেম সামান্যতঃ ইচ্ছাংশে অভেদ হইলেও প্রিয়জনের আনুকূল্যাংশেই প্রীতির বৈশিষ্ট্য। ইত্যাদি

এইরূপ শুদ্ধ প্রেমে যে শ্রীভগবান্ বশীভূত হন, তাহাও তিনি নিজ মুখে ব্রজবালাদের নিকট বলিয়াছেন যথা, "ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে," অর্থাৎ আমার প্রতি তোমাদের যে প্রেম আছে—ইহা আমার সৌভাগ্যের কথা, কারণ মদীয় ভক্তিই জীবের অমৃতত্ত্বের কারণ। এখানে কান্তাপ্রেমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা শ্রীভগবদ্বাক্যেই ধ্বনিত হইয়াছে। তাঁহার স্বভাবই এই যে, যাহার যেরূপ প্রেম তিনি তাহাকে সেই রূপই ভজনা করেন। তিনি প্রেমে কখনই উদাসীন নহেন, কিন্তু কান্তা-প্রেমের এমনই অত্যদ্ভুত শক্তি যে তাঁহাকে অন্যপ্রেমে উদাসীন করিয়া বলপূর্ব্বক কান্তাপ্রেমে বশীভূত করে। শ্রীচরিতামৃতে তাই উক্ত হইয়াছে—

"মোর ভাগ্যে মো বিষয়ে তোমার যে প্রেম হয়ে
সেই প্রেম পরম প্রবল।"
"তোমার যে প্রেমগুণে করে মোরে আকর্ষণে।"
"যেবা স্ত্রী পুত্রধন করি বাহ্য আচরণ
বহুগণের সন্তোষ লাগিয়া,"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইত্যাদি বাক্যে ব্রজদেবীগণের প্রেম-মাহাত্ম্য পরিস্ফুট হইয়াছে।

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাম্।"

অর্থাৎ তোমাদের শুদ্ধ শ্রেষ্ঠ প্রীতির ঋণ আমি কখনই পরিশোধ করিতে পারিবনা, তোমাদের নিজগুণে তাঁহার বিনিময় হউক—ইত্যাদি বাক্যে তাহাই দেখা যায়। সেইজন্য কান্তাভাবময়ী প্রীতি যে প্রেম-রাজ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবেন, এ বিষয় আর সন্দেহ নাই। কারণ, এরূপ পূর্ণ দেহাত্ম-নিবেদন কোন প্রেমেই সম্ভব নহে—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কুল, মান, বিধি, নিষেধ সকল দ্বন্দ্ব-ধর্ম্মের অতীত হইয়া কেবল একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানই ধ্রুবতারার মত জীবনের লক্ষ্য করিয়া, কেহই তাঁহার শরণাগত হইতে পারে নাই- ইহা শাস্ত্র হইতে জানা যায়। গীতায় "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীভগবান্ যে তাঁহার অনাদিপ্রেমযজ্ঞে নিখিল নিমন্ত্রণ-বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার সফলতা একমাত্র ব্রজসুন্দরীগণেই দেখা যায়। কান্তাগণের মধ্যে শ্রীরাধা "কৃষ্ণ-কান্তাশিরোমণি" ইহা অত্যন্ত সত্য। তিনি কৃষ্ণময়ী। শ্রীচরিতামৃতে উক্ত আছে—

'কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে'।

গৌতমীয় তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, "দেবী-কৃষ্ণময়ী-প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।" তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাভিব্যক্তি হয়। যেমন সমুদ্র সদা পূর্ণ থাকিলেও চন্দ্রোদয়ে তাহার উর্ম্মিমালা উদ্বেলিত হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা স্বরূপে পূর্ণ হইলেও শ্রীরাধিকার প্রেমচন্দ্রোদয়ে তাঁহার মাধুর্য্য উচ্ছলিত হয়। অনন্তশক্তির আধার-স্বরূপ শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তি যে তাঁহার অত্যন্ত বল্লভা হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শক্তি-শক্তিমানে চিরদিন আলিঙ্গিত, মিলিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়া বিরাজিত, যেমন সূর্য্যমণ্ডলে পরমাত্মা তাঁহার বরণীয় ভর্গের সহিত স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। হ্লাদিনী-শক্তি ভগবানের অন্তরে আছেন, কিন্তু প্রেমলীলা বিস্তারের জন্য হ্লাদিনীসারঘনীভূতা মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধা নিত্য বিগ্রহে বিরাজিতা। যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তির ভেদ সাধন করা সম্ভব নহে, কিন্তু দাহ্য পদার্থ প্রাপ্ত হইলে দাহিকাশক্তির স্ফুরণ হয় মাত্র, সেইরূপ শ্রীরাধা শ্রীভগবানের নিত্য হৃদয়-বিলাসিনী—শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্না নহেন। এইরূপ ভগবান্ আত্মারাম আত্মকাম হইলেও, আনন্দবিশেষ অনুভব করিবার নিমিত্ত, অখণ্ড-আনন্দস্বরূপ ঘনীভূত আনন্দমূর্ত্তি প্রপঞ্চেও প্রকটিত করেন। যেমন অসীম মহাসাগরের অনন্ত জলরাশির মধ্যে কোথাও অত্যধিক শৈত্য-বশতঃ জমিয়া তুষারে পরিণত হয়—তখনই আনন্দের প্রতিষ্ঠা—বা শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামীর ভাষায়—ঘনীভূত প্রতিমার বিকাশ হয়, তাই গীতায় উক্ত হইয়াছে, "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্"। এইরূপে আদি পুরুষ ও আদ্যা প্রকৃতির অভিব্যক্তি হয়। প্রাকৃত জগতের কোন তুলনাই অভেদ পরিচয়ে সমর্থ হইবে না।

যদি তবুও পৃথিবীর ভাষায় বলিতে হয়, তবে এই বলা যায় যে এক তনু যদি দুইটী সমভাবে বিভক্ত হয়, তবে যেরূপ একটীর প্রতি অপরটীর স্বাভাবিক আকর্ষণ হয়, সেইরূপ রসরাজের প্রতি মহাভাবের আকর্ষণ অতীব প্রবল ও স্বাভাবিক। সিন্ধুগামিনী নদীর যেরূপ সমুদ্রের দিকে স্বাভাবিকী নিরবচ্ছিন্না গতি, সেইরূপ আনন্দ-স্বরূপ শ্যাম-সাগরের সহিত মিলিত হইবার জন্য শ্রীরাধা-প্রেম-তটিনীর অদম্য আকাঙ্ক্ষা,—অতৃপ্ত অনন্ত আবেগ।

শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-বিষয়ে শ্রুতি বলেন,—"শক্তি-শক্তি-মতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন।" শ্রীচরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছে,—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নহে শাস্ত্রপরমাণ॥"

যেমন মৃগমদ ও তাহার গন্ধে কোন গুণগত ভেদ নাই, সেইরূপ শক্তিমান্ কৃষ্ণ ও শক্তি শ্রীরাধার ভেদ নাই। শ্রীস্তবাবলীতে তাই দেখিতে পাই—

'মৃগনাভেঃ সুগন্ধশ্রীরিবেন্দোরিব চন্দ্রিকা
তয়োঃ সুমঞ্জরীবেহ কৃষ্ণস্যাভিন্নতাং গতা'।

সুতরাং তাঁহারা অভিন্ন মূর্ত্তি, কারণ, অসীম প্রেমই তাঁহাদের ভেদ দূরীভূত করিয়াছে। সে অভেদের অবস্থা এরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যে, তখন স্ত্রীপুরুষে ভেদ পর্য্যন্ত দূরীভূত হয়, অর্থাৎ কে কান্ত ও কে বা কান্তা তাহাও উপলব্ধি হয় না। ইহাই প্রেমবিবর্ত্ত বিলাস। তাই রসিকভক্ত-শ্রেষ্ঠ শ্রীল কবিরাজগোস্বামী বলেন

"না সো রমণ, না হাম রমণী,
দুঁহ মন মনোভব পেষল জানি"

কিন্তু অভেদের মধ্যেও কিরূপ আস্বাদন হয়, তাহা চিন্তাতীত। সেই জন্যই শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন যে, ভেদাভেদ উভয়ই অচিন্ত্য, কারণ যাহা প্রকৃতির পরপারে, তাহা ধারণা করা মনের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব—চিন্তার অসামর্থ্য-নিবন্ধনই তাঁহারা এরূপ স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন, কিরূপে এই অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্বের সমন্বয় হয়। এবিষয় চরিতামৃতে এইরূপ ধৃত হইয়াছে,

"রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি-হ্লাদিনীশক্তিরস্মাৎ
একাত্মনাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনাতদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।"

অর্থাৎ 'শ্রীরাধাকৃষ্ণ এক আত্মা হইয়াও ব্রজলীলায় ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পুনর্ব্বার সেই উভয় মূর্ত্তিই অধুনা একতা লাভ করিয়া চৈতন্যনামক রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণ স্বরূপে প্রকট হইয়াছেন। আমি সেই রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণ-স্বরূপকে নমস্কার করি'। এখানে ব্রজলীলায় যেরূপ ভেদতত্ত্ব, সেইরূপ গৌরলীলায় অভেদতত্ত্ব 'রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ' স্পষ্টই দেখিতে পাই। এইরূপ চিদানন্দমূর্ত্তির যিনি নিত্য স্বরূপসিদ্ধা শক্তি, তিনিই শ্রীরাধা বা "কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি।" তবেই এখন বুঝিতে পারা যায়—শক্তি ও শক্তিমানে যে কিরূপ দ্বৈতাদ্বৈত—ভেদাভেদ ভাবে বিজড়িত, তাহা ভাষার ও চিন্তার অতীত। ইহা এক অপ্রতিম, অপরি-মেয়-অতলস্পর্শী-গভীর অবস্থা—যাহা অচিন্ত্য ব্যাপার। লেখনীতে ও ভাষায় ইহার ইঙ্গিত করিতে যাইয়াই যত বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি হই-য়াছে। ইহা মূকাস্বাদনবৎ স্বানুভবগম্য। মহা নির্ব্বাণতন্ত্রে শ্রীশিব এই বিষয় উল্লেখ করিতেছেন—

"অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
মম তত্ত্বং ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিতম্"॥

অর্থাৎ কেহ অদ্বৈতজ্ঞান ইচ্ছা করেন, কেহবা দ্বৈতজ্ঞান ইচ্ছা করেন, কিন্তু আমার দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিত তত্ত্ব কেহ জানে না। লক্ষ্যার্থের প্রতি যদি মনোনিবেশ না করিয়া আমরা বাচ্যার্থের প্রতি দেখি ও শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের কেবলাদ্বৈতবাদের নিগূঢ়তম রহস্য ধীর মনে চিন্তা করি, তা'হলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, তাহা এক অচিন্ত্য ব্যাপার। চিদদ্বৈত-তত্ত্বটী অদ্বৈত-বাদের বাহিরের কথা—বিচারের দ্বারা ঐ মতবাদ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্থাপন করিতে গিয়া উহা ঐ রূপেই প্রতিভাত হইতেছে, কিন্তু তাহার গভীরতম প্রদেশে যে তত্ত্ব—যাহা কেবল আচার্য্যের হৃদয় আলোড়িত করিতেছিল—কিন্তু ভাষায় প্রকাশ হইতে ছিলনা, তাহা এক বিরাট-অচিন্ত্য বস্তু। তাঁহার এই বাক্যটী হইতেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে,—

"অজ্ঞানকলুষং জীবং জ্ঞানাভ্যাসাৎ সুনির্ম্মলং।
কৃত্বা জ্ঞানং স্বয়ং নশ্যেৎ জলং কতকরেণুবৎ॥"

অর্থাৎ নির্ম্মলী ফলের রেণু যেমন জলের মলরাশি নিশেঃষে নষ্ট করিয়া স্বয়ং সেই সঙ্গে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জ্ঞানও জীবের অজ্ঞান অপনীত করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হয়। ইহার অর্থ কি? অদ্বৈতজ্ঞান অজ্ঞান দূরীভূত করিয়া নিরিন্ধন অগ্নির মত উপশান্ত হইয়া যায়—তখন রহিল কি? অজ্ঞান ত পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়াছে—জ্ঞানও থাকে না, কারণ জ্ঞানও পূর্ব্বশ্লোকে নাশ প্রাপ্ত হয় বলা হইয়াছে। যাহা রহিল তাহাই রহিল। ইহা জ্ঞানাজ্ঞান ভেদাভেদেরও অতীত অবস্থা। তাই শ্রুতি বলেন "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" ইহা মুখে প্রকাশ করিবার উপায় নাই। তবেই দেখা গেল যে, এক মহা অনির্ব্বচনীয় অচিন্ত্য তত্ত্ব—যাহা প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়া কখনও উপলব্ধি হইতেই পারে না, তাহাই অবিদ্যানির্ম্মুক্ত জ্ঞান-বিরহিত অবস্থা বিশেষ।

ইহাই কান্তাপ্রেমের চরম পরিণতি—যেখানে আকার ও উপাধি উভয়ই তিরোহিত হইয়া এক অপূর্ব্ব, অচিন্ত্য আস্বাদনে বিলাসৈক-তানতায় পর্য্যবসিত হয়। নিরুপাধিক প্রেমের পরাকাষ্ঠা এইখানে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সৎসঙ্গ।

সকল শাস্ত্রই সাধুসঙ্গের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। অনাদিকাল মানুষ ভগবৎবহির্মুখ হইয়া যে মায়ার হস্তে বিবিধ লাঞ্ছনা উপভোগ করিতেছে ও জন্ম জন্মান্তরের অতি ঘোর প্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছে সেই অঘটন-ঘটন-পটিয়সী ত্রিগুণাত্মিকা প্রপঞ্চাধিকারিণী মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে সৎসঙ্গ। গীতায় শ্রীভগবান্ স্বকীয়া শক্তি মায়ার দুরতিক্রমণীয়তা উল্লেখ করিয়া তাঁহার চরণে জীবগণকে শরণাগত হইতে বলিয়াছেন। যথা,—

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া,
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"

কিন্তু এই শরণাগতি বা শ্রীভগবানের চরণে সর্ব্বান্তঃকরণে নির্ভর সাধু-কৃপা ভিন্ন লাভ করা যায় না। সাধুর করুণায় যে শুভদিনে জীব মায়ার সম্মোহন কার্য্য সম্যক্ অবগত হইয়া সকল কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল শ্রীভগবানের চরণ আশ্রয় করিয়া তাঁহারই প্রীতি-সম্পাদন, ধ্রুবতারার মত জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিবে, সেই দিন তাহার স্বরূপ-জ্ঞানের উন্মেষ হইবে এবং এতদিন আপনাকে যে ত্রিগুণাত্মক জড় অর্থাৎ দেহাদি সঙ্ঘাত রূপে কল্পনা করিতেছিল ও পুনঃ পুনঃ ঐরূপ মনন জন্য অনাদি সংসার দুঃখ ভোগ করিতেছিল তাহার আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হইবে। শ্রীভগবানের দিকে উন্মুখ হইলেই মায়া স্বতঃ অপসৃতা হইবে। মায়া ভগবানের দৃষ্টি পথে অবস্থিতা হইলে লজ্জিতা হইয়া তিরোহিতা হয়। তাই] ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—"বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া"। যেরূপ সূর্য্যকে সম্মুখ করিয়া দাঁড়াইলে ছায়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ ভগবান্‌কে লইয়া জীব যখন অন্তর্মুখ হয় তখন মায়ার প্রভাব থাকেনা। এই মায়ার জীব-সম্মোহন কার্য্য কখনই ভগবানের প্রীতিকর নহে। সেইজন্য সে যেন নিজকৃত অপরাধ জানিতে পারিয়া মায়াধীশের সম্মুখে বিশেষ লজ্জিতা হইয়া দূরে পলাইয়া যায় এবং জীবগণকে আর দেহাদির অভিনিবেশ দ্বারা স্বরূপ আবরণে স্মৃতি বিপর্য্যয় ঘটাইয়া সংসারদুঃখ দিতে সমর্থ হয় না। সাঙ্খ্য কারিকায় উক্ত হইয়াছে।

"রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ।"

অর্থাৎ যেমন নর্ত্তকী রঙ্গসভায় নৃত্য দর্শন করাইয়া নৃত্য হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতি, পুরুষের নিকট নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া উপরত হয়। প্রকৃতি সুকুমারী ললনার মত পুরুষের দর্শন পথে পতিত হইবা মাত্রই লজ্জায় পলায়ন করে।

কিন্তু এই ঈশ্বরউন্মুখতা ও তৎপরায়ণতা কি প্রকারে লাভ করা যায়, সে বিষয়ে যদি একটু বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে সাধুকৃপা ভিন্ন তাহা কোন প্রকারেই লভ্য নহে। সেই জন্য পুরাণ রাজ শ্রীভাগবতে ভগবান্ কপিলদেব স্বীয় মাতা দেবহূতিকে বলিয়াছিলেন,—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্য সংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ
তজ্জোষনাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরণুক্রমিষ্যতি।"

অর্থাৎ সাধুগণের সহিত প্রকৃষ্টরূপে সঙ্গ লাভ হইলে আমার বীর্য্য-সূচক কথা সমুদিত হয়। ঐ কথা শ্রবণ হইতে শীঘ্র অবিদ্যা নিবৃত্তির

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পন্থা স্বরূপ আমাতে উত্তরোত্তর শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যখন জীব সৎসঙ্গ লাভে কৃতার্থ হয় তখন মহাপুরুষের নিকট ভগবানের পতিতপাবনাদি অলৌকিক চরিত্র শ্রবণ পূর্ব্বক ভগবচ্চরণে তাঁহার দৃঢ় শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং যখন সাধুর নিকট ভগবানের কর্ণসুখপ্রদ মধুর রূপ, গুণ, লীলা বিলাসাদি শ্রবণ করেন, তখন তাঁহার অনুক্রমে শ্রবণজনিত শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি উন্মেষিত হয়।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামীও তৎপ্রণীত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে প্রেমোদয়ের এইরূপ ক্রম দেখাইয়াছেন। যথা,—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজন ক্রিয়া।
ততোঽনর্থ নিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততোঃ নিষ্ঠারুচিস্ততঃ॥" ইত্যাদি

মায়ার অলৌকিকী অত্যদ্ভুতা শক্তি থাকিলেও যখন জীব সৎপ্রসঙ্গ ক্রমে সর্ব্বেশ্বর মায়াধীশের শরণাগত হইবে, তখন বাৎসল্য-বারিধি ভগবান্ তাঁহার শরণাগত জীবকে উদ্ধার করিবেনই করিবেন—তখন এই দুস্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে মানবকে আর স্বয়ং যত্নবান্ হইতে হইবে না। কারণ ভগবান্ বলিতেছেন,—

"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্।"

সাধুসঙ্গের ভূরি ভূরি মহিমা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং সাধুসঙ্গ ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে যে অনাদি কর্ম্মসংস্কার-মল-দুষ্ট-হৃদয় কখন শুদ্ধ হইতে পারে না, তাহা শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তদীয় ভক্তি সন্দর্ভে সবিশেষ বিচারপূর্ব্বক দেখাইয়াছেন। সংক্ষেপে তাঁহার বিচারের মর্ম্ম এইরূপ :—ভগবান্ পরিপূর্ণ আনন্দৈকঘন, অপাপবিদ্ধ, ইহাই জীব হইতে তাঁহার বৈলক্ষণ্য। যেরূপ তেজের আধার স্বরূপ জগৎ প্রসবিতা সবিতার মধ্যে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লেশমাত্র অন্ধকার থাকা সম্ভবপর নহে সেইরূপ পরিপূর্ণ সুখস্বরূপ ভগবানে তমোময় দুঃখ স্পর্শ নিতান্ত অসম্ভব। শ্রুতিও এই তত্ত্ব প্রচার করিতেছেন, "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"। সেইজন্য জীবের দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি আপনার আনন্দে আপনি বিভোর। অতএব তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ শক্তি থাকিলেও তাঁহার বহি-র্মুখ জীবের প্রতি করুণা করা অসম্ভব, কারণ পরদুঃখ চিত্তস্পর্শ করিলেই দয়ার উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখ তমোগুণাত্মক। তবে পতিত-উদ্ধার কি করিয়া হয়? সাধুকৃপাই অবশিষ্ট রহিল। সাধুগণ যখন তাঁহাদের পূর্ব্ব অবস্থার কথা স্মরণ করেন তখন তাঁহাদের হৃদয়ে জীবের প্রতি করুণার উদ্রেক হইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থা হইতে জাগ্রত হইয়া যেমন জীব স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় স্মরণ করিতে পারে, সেইরূপ সাধুরাও তাঁহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনের সংসার দুঃখের কথা স্মরণ করিয়া বহির্মুখ জীবের প্রতি কৃপা করিতে সমর্থ হন। ভগবানের করুণা শরণাগত দৈন্যার্ত্তিকা ভক্তিমান্ জনের প্রতি বর্ষিত হইয়া থাকে কিন্তু বহির্মুখ জীবের দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ভগবানের করুণা সৎসঙ্গ বা সাধু কৃপারূপ প্রণালীর মধ্য দিয়াই জীবান্তরে সংক্রমিত হয়। সাধু ভক্তের প্রীতির জন্যই ভগবান্ দীন জনের প্রতি করুণা করেন। তাহা হইলে দেখা গেল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবৎ কৃপা গৌণ। উহা সংসারসন্তপ্ত জীবে স্বতন্ত্রা প্রবৃত্ত হয় না, সাধু কৃপাই মুখ্য। এই সাধু-কৃপা সৎসঙ্গ ব্যতীত লাভ হয় না। তাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মুচুকুন্দ মহারাজের বাক্য এইরূপ,—

"ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ,
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎ সমাগমঃ;
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ হে অচ্যুত! যে কালে সংসারীর ভববন্ধন নষ্ট হয় তখনই সৎসঙ্গ হয়। সৎসঙ্গ হইলেই পরমাগতি লাভ হয় এবং পরাবরেশ তোমাতে রতি জন্মে।

এখানে সংসার দশার অপগম বিষয়ে সৎসঙ্গের আবশ্যকীয় হেতু বলিবার জন্যই বিপরীত ভাবে উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ কারণ-স্বরূপ সাধু সঙ্গের আশুফলপ্রাপ্তি বা কার্য্য সংসারদশানাশই সূচনা করা অভিপ্রেত।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকে অভিধেয় তত্ত্ব শিক্ষা দিবার সময় বলিয়াছেন,—

"সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যৈছে কাষ্ঠ লাগে তীরে॥"

সাধুর কৃপায় সকল কল্যাণই সাধিত হয়। তাই ভরত মহাশয় রহূগণের প্রতি বলিয়াছিলেন :—

"রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি নচেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা,
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নি সূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদ রজোঽভিষেকম্॥"

অর্থাৎ ভগবৎ জ্ঞান, সাধুসঙ্গ ভিন্ন কি তপস্যা দ্বারা, কি পরহিত সাধন দ্বারা, কি দেবার্চ্চনা প্রভৃতি দ্বারা কিছুতেই লাভ করা যায় না। তবেই দেখা যাইতেছে যতদিন বিষয়-বাসনাহীন সাধুর পদধূলিতে অভিষিক্ত না হওয়া যায় ততদিন শ্রীভগবৎ পাদপদ্মে মতি জন্মেনা এবং মতি না জন্মিলে বহির্ম্মুখতা নষ্ট হয় না। অত্যল্পক্ষণ সাধু সঙ্গে যে ফলদান করে তাহার সহিত কি স্বর্গ, কি মোক্ষ কিছুরই তুলনা হয় না। যথা,—

"তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্
ভগবৎ সঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্র কয়।
লবমাত্র সাধু সঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

আচার্য্য শঙ্করও তৎপ্রণীত "মোহমুদ্গার" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন

"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা।"

এবং বিবেক চুড়ামণিতেও "মনুষ্যত্বম্ মুমুক্ষুত্বম্ মহাপুরুষ সংশ্রয়ঃ" এই তিন দুর্লভ বস্তু লাভ হইলে সিদ্ধি যে করামলকবৎ তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূজ্যপাদ যোগসূত্রকার পতঞ্জলিদেবও তৎপ্রণীত যোগ সূত্রে বিষয় বাসনাহীন সাধুর চিত্ত অনুক্ষণ স্মরণে সমাধি লাভ হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—"বীতরাগ বিষয়ং বা চিত্তম্।" বীতরাগ মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ ঘটিলে তাঁহার নিশ্চিন্ত নিষ্কাম ভাব লক্ষ্য করিয়া সহজে বীতরাগ ভাব হৃদয়ঙ্গম হয়। সেই ভাব সম্যক্ অবধারণ করিয়া স্বীয় চিত্ত ভাবিত করিলে অভ্যাসক্রমে চিত্ত স্থিতিলাভ করে। ভাগবতেও তাই উক্ত হইয়াছে—"মহৎ সেবাং দ্বারমাহুর্ব্বিমুক্তেঃ।" এবং কাহারা সাধু বলিয়া অভিহিত হইবেন তাহাও ঐ শাস্ত্রে দেখা যায়, যথা— "মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যব সুহৃদঃ সাধবো যে।" যাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী সকলের প্রতি মৈত্রী ভাব পোষণ করেন, প্রশান্ত ক্রোধহীন সদাচারনিষ্ট তাঁহারাই সাধু নামে অভিহিত। গীতায় ভগবান্ অনন্য ভক্তিপরায়ণ জন দুরাচার হইলেও সাধু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—যথা

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতোহি সঃ।"

কারণ তাদৃশ দুরাচার ও "ক্ষিপ্রম্ ভবতি ধর্ম্মাত্মা।" তাহা হইলেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দেখা গেল ঈশ্বরনিষ্ঠ নিষ্কিঞ্চন ভক্তই সাধু। সর্ব্ব মঙ্গলের আধার স্বরূপ সাধু সঙ্গ প্রভাবে জীবের জীবনে আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় এবং সর্ব্বদা পবিত্র চিন্তায় জীব-হৃদয়ে সংসারের ছায়াপাত হয় না। যাঁহার হৃদয় হইতে সাধুসঙ্গগুণে মলিনতা দূর হইয়াছে, তিনি সাধুমুখ হইতে গীয়মান ভগবৎকথা একবার মাত্র শ্রবণেই আর সাধুসঙ্গ ত্যাগ করিতে পারেন না! তাই উক্ত হইয়াছে ;—

"সৎ সঙ্গান্মুক্ত দুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ।"

ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বর সর্ব্বদা আনন্দে বাস করেন, এবং তাঁহার ভাবোদ্বেলিত অনুভবপূর্ণ-হৃদয়ের বাণী সংসার-তাপ-দগ্ধ জীবের মরু-হৃদয়ে সুধা-বর্ষণের মত ফলবতী হয়। তাই চরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

"ঈশ্বর স্বরূপ ভক্ত, তাঁর অধিষ্ঠান;
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।"

এবিষয়ে ভগবদ্বচন এই—

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যম সাধুনাং হৃদয়স্ত্বহম্,
মদন্যৎ তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।"

আবার গীতায় উক্ত হইয়াছে—

"প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ," "জ্ঞানীত্বাত্মৈব মে মতম্" ইত্যাদি বাক্য হইতে বুঝা যাইতেছে অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা যে সকল আত্মবিৎ ভগবন্নিষ্ঠ দেহাভিমান শূন্য শুদ্ধ ভক্ত উপাসনা করেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহারাই শ্রীভগবানের আত্ম স্বরূপ। ঈদৃশ সাধুসঙ্গে মানবের যে আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে, সে বিষয়ে আর সংশয় হইতে পারে না। মানুষ যদি সকল প্রকার জ্ঞান লাভের প্রয়াস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল সাধুর মুখ হইতে ভগবৎ কথামৃত পান করেন তবে তাঁহার সাধন মার্গের উন্নতি অপ্রতিহত। জগতের কোন বিঘ্নই কার্য্যকরী হইতে পারিবে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কারণ পবিত্রচেতা নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব সাধুগণের অপাপবিদ্ধ জীবন সর্ব্বদাই তাঁহার সম্মুখে উজ্জ্বল আদর্শরূপে থাকিয়া পরমপুরুষার্থ-লাভে প্রোৎসাহিত করিবে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় বাসনা-সকল অন্তরে বিলীন হইয়া যাইবে। সাধুর শরীর হইতে পবিত্র তন্মাত্রা-সকল নির্গত হইয়া সামান্য ভজনহীন জীবকেও অসাধারণ সাধনসম্পত্তি-দানে কৃতার্থ করিয়া তোলে—তিনি যে স্থানে গমন করিবেন তাহা পবিত্র হইয়া যাইবে। তাই "তীর্থি কুর্ব্বন্তি তীর্থানি" ইত্যাদি বাক্য মহাপুরুষের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কারণ প্রবল সত্ত্বগুণ সম্পন্ন সাধু মহাত্মাগণের শরীর এতদূর পবিত্র হইয়া যায় যে ঐ শরীরস্থ সত্ত্বগুণ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের চতুষ্পার্শস্থ লোকের হৃদয়ে পবিত্র ভাবের সঞ্চার করিয়া দিতে সমর্থ হন। সাধুসঙ্গের এতাদৃশী মহিয়সী শক্তি। পুণ্য-তীর্থাদিতে প্রায়শঃই সাধু সমাগম হইয়া থাকে। সেখানে সাধুসঙ্গ অপেক্ষাকৃত সুলভ। এই মহাপুরুষদিগের স্বাভাবিক ঈশ্বরবিষয়ক কথোপকথন শুনিতে শুনিতে জীব-হৃদয়ে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়। ক্রমে তৎকথা শ্রবণে রুচি ও শ্রবণ-কীর্ত্তন-লক্ষণা নববিধা ভক্তি সাধন হইতে পঞ্চম পুরুষার্থ নিত্যসিদ্ধ প্রেমের উন্মেষ হয়। ইহাই চরম প্রাপ্তব্য বা পরম পুরুষার্থ এবং সাধু কৃপাতেই উহা লভ্য। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বহু বিচার করিয়া তাঁহার ভক্তি সন্দর্ভে ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উপনিষদেও আমরা সেই সিদ্ধান্তই দেখিতে পাই। কঠোপ-নিষদে বহু জ্ঞানের কথা অবতারণা করিয়া শেষে ব্রহ্মের দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে এবং তিনি যে বাক্য ও মনের অগোচর তাহা দেখান হইয়াছে, তবে কি প্রকার তাঁহাকে জানা যাইবে? সেই জন্য শেষে উক্ত হইয়াছে,—

"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা,
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ ব্রহ্ম বাক্যদ্বারা, মনদ্বারা ও চক্ষুদ্বারা বা কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই নিশ্চয়রূপে প্রাপ্তির বিষয় নহেন। তবে কি প্রকারে তাঁহার বিষয়ে জ্ঞান লাভ হইবে? তাহার উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন—আস্তিক শ্রদ্ধাবান মহাপুরুষের নিকটে তাঁহাকে জানা যাইতে পারে। এই মন্ত্রের শাঙ্কর ভাষ্য এইরূপ,—'তস্মাদস্তীতি ব্রুবতোঽস্তিত্ববাদিন আগমার্থানুসারিণঃ শ্রদ্দধানাদন্যত্র কথং তৎ ব্রহ্ম উপলভ্যতে, ন কথঞ্চনোপলভ্যতে ইত্যর্থঃ।' আবার গীতাও বলিতেছেন,—"উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।" তাহা হইলেই দেখা গেল যে, যিনি যতই শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া শব্দ ব্রহ্মে নিষ্ণাত হউন, যতদিন না সৎসঙ্গে অপরোক্ষানুভব সম্পন্ন তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের কৃপা লাভ করিতেছেন ততদিন অনর্থনিবৃত্তির কোন সম্ভাবনা নাই। এইরূপ মহাপুরুষের সঙ্গ যতদিন না লাভ করা যায় ততদিন মহন্মুখরিত ধর্ম্মগ্রন্থাদি শ্রবণ ও মহদাবির্ভাবিত ধর্ম্ম-শাস্ত্রাদি পাঠ করা কর্ত্তব্য। ইহাও এক প্রকার সৎসঙ্গ। ইহা দ্বারাও অনেক মানসিক মলিনতা অপনীত হয়।

সুষুপ্তি ও প্রলয়।

শ্রুতিতে জীবের তিন প্রকার অবস্থা দেখান হইয়াছে যথা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জাগ্রদবস্থায় স্থূল শরীরাভিমানী সাক্ষী চৈতন্য যে শব্দ স্পর্শাদি বিষয় উপভোগ করে তাহাকে বিশ্ব বলা হয়, স্বপ্নাবস্থায় যখন বহিরিন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় থাকে ও জাগ্রৎ কালীন সংস্কার বলে সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী চৈতন্য নানা বিষয় প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করে, তাহা তৈজস নামে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সংজ্ঞিত হইয়াছে। আর যখন মানসিক ব্যাপারও নিবৃত্ত হইয়া গাঢ় অজ্ঞানের মধ্যে যে আনন্দবহুল স্বরূপটী কেবল বর্ত্তমান থাকে, তাহা প্রাজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়াছে। কারণশরীরাভিমানী চৈতন্যকে প্রাজ্ঞ বলা হয়, যে হেতু ইনি ব্যষ্টি অবিদ্যার অবভাসক—ইনি প্রজ্ঞানঘন কারণ, সেই অবিবেকাবস্থায় বাহ্যান্তর বিষয় প্রতীত হয় না বলিয়া বস্তুনিচয় যেন ঘন ভাব প্রাপ্ত হয়—যেরূপ নিবিড় নিশীথে ঘনান্ধকারাচ্ছান্ন দৃশ্য পদার্থ ঘনীভূত পিণ্ডাকারে প্রতীত হয়। এই যে কারণশরীর, যেখানে সুষুপ্তি সময় প্রাজ্ঞ চৈতন্য অবস্থান করেন, তাহা স্বরূপের আচ্ছাদক ও আনন্দবহুল বলিয়া আনন্দকোষ নামে অভিহিত হয়। এখানে যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তির তিনটী সাক্ষীচৈতন্য বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ বলিয়া পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত হইল তাহা অবস্থার ভেদানুসারেই; ইহাদের মধ্যে স্বরূপগত ভেদ নাই। আচার্য্য গৌড়পাদ তদীয় মাণ্ডুক্যকারিকায় ইহা অল্পাক্ষরে অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন:—

"বহিঃপ্রাজ্ঞো বিভু বিশ্বোহ্যন্ত প্রাজ্ঞস্তু তৈজসঃ
ঘন প্রাজ্ঞ স্তথা প্রাজ্ঞ একঃ এব ত্রিধাস্থিতঃ

আঃ প্রঃ ১।

জীবের যেমন স্থুল, সূক্ষ্ম ও কারণশরীর আছে, ব্রহ্মেরও সেইরূপ। বিরাটই তাঁহার স্থুল শরীর, হিরণ্যগর্ভ সূক্ষ্ম ও ঈশ্বর কারণশরীর। একই চৈতন্যের যখন শুদ্ধ সত্ত্বরূপিণী সমষ্টি অবিদ্যা বা মায়ায় চিদাভাস প্রতিবিম্বিত হয় তখন তিনি ঈশ্বর, যখন সূক্ষ্ম, মনোময় অথবা আতিবাহিক শরীরে অভিমান করেন, তখন তিনিই হিরণ্যগর্ভ, আর যখন তাহা হইতেও স্থুল শরীরে অভিমান করেন তখন তিনি বিরাট্ বা বৈশ্বানর নামে কথিত হন। তবেই এখানে জীবের সম্বন্ধে যেরূপ, ব্রহ্মের সম্বন্ধেও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেইরূপ তিনটী অবস্থা দেখা যাইতেছে। এখন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে ব্যষ্টির সুষুপ্তি বা রূপকের ভাষায় খণ্ড প্রলয় ও বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডে সমষ্টির মহাপ্রলয়ের সহিত কতদূর সৌসাদৃশ্য তাহা আলোচিত হইতেছে।

জীবের সুষুপ্তি অবস্থায় সকল ভেদ তিরোহিত হইয়া কেবল একটি আনন্দবহুল অবস্থা প্রাপ্ত হয়—তখন দেহাদি সম্বন্ধাধীন সসীমতা ও ভেদ প্রতীতি থাকেনা—তখন জীব আপন আপন কর্ম্মফল সহ অজ্ঞানাভিভূত হইয়াই সৎস্বরূপ ব্রহ্মে যেন মিলিত হয়, কিন্তু অজ্ঞান বা কর্ম্মবীজ থাকে বলিয়া পুনরায় সুষুপ্তির পর স্বপ্ন ও তাহা হইতেও স্থূল জাগ্রদবস্থায় আসিয়া থাকে। বিশ্বের প্রলয় কালেও এইরূপ নিখিল প্রাণী স্ব স্ব কর্ম্মফলসহ প্রকৃতিতে লীন থাকে ও সে অবস্থায় শক্তির স্ফুরণ না থাকায় প্রকৃতিও যেন ব্রহ্মে লীন হইয়া অবস্থান করে। কিন্তু যেরূপ সুষুপ্তি অবস্থা হইতে জীব জাগরণ করে—সেইরূপ সৃষ্টির প্রারম্ভে অনন্ত জীবনিচয় স্ব স্ব অদৃষ্টানুসারে দেহ লাভ করিয়া জাত হয়। সুষুপ্তি অবস্থায় যেমন সকল বস্তু এক অখণ্ড সত্বায় অভেদ প্রাপ্ত হইয়া ঘনীভূত হয়, সেইরূপ প্রলয়কালেও সকল বস্তুই একাকার। প্রকৃতিস্থ জীবসমূহ স্ব স্ব বাসনা সংস্কার লইয়া সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম প্রকৃতিতে লীন থাকিলেও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে থাকে, কারণ তাহা না হইলে সৃষ্টির প্রাক্কালে তাহারা স্ব স্ব কর্ম্মফলানুযায়ী পৃথক্ পৃথক্ দেহ লাভ করিতে পারে না। প্রকৃতির এই অবস্থাটীকে অব্যাকৃত বলা হয়। অর্থাৎ তখন নাম রূপাত্মক জগতের বাহ্যাভিব্যক্তি নাই, তাহা এক বিরাট্ চৈতন্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে। সেইজন্য ঋগ্বেদে এই অবস্থার বিষয় এইরূপ উদ্গীত হইয়াছে,—

'নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং
নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরোযৎ"। ইত্যাদি।

অর্থাৎ প্রলয়াবস্থায় সদসৎ তাদাত্ম্যাবস্থায় ছিল, উভয়ের বৈলক্ষণ্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনির্ব্বাচ্য। সুষুপ্তি কালে যিনি প্রাণের অধিষ্ঠাতা রূপে বিরাজিত থাকেন, অব্যাকৃত অবস্থায়ও তিনিই অধিষ্ঠাতা। তাহা হইলে দেখা গেল সুষুপ্তির মত প্রলয় কালেও জীব সকল নিজ কর্ম্মবীজসহ প্রকৃতিতে লীন থাকে ও তাহাদের পুনর্ব্বার জন্ম হয়; যেরূপ সুষুপ্তি দশায় জন্ম জন্মান্তরের প্রারব্ধ কর্ম্ম সংশ্লিষ্ট থাকায় জীব সৎস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়াও স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব উভয় দশায় সমান ভাবে জীব সৎ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি বলেন—

"সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি"

অর্থাৎ সৎ-স্বরূপ পরমাত্মার সহিত জীব সুষুপ্তি কালে মিলিত হয়। গীতায় উক্ত হইয়াছে—

"মমৈবাংশ জীবলোকে জীবভূতো সনাতনঃ
মন ষষ্ঠানীন্দ্রিয়ানি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতে।"

অর্থাৎ ইহার পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, যে স্থানে যাইলে জীব আর পুনরাবর্ত্তন করে না, তাহাই তাহার নিত্যধাম বা পরমপদ। এখানে বলিতেছেন যে আমার অংশ সনাতন জীব সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে প্রকৃতিতে অবস্থান করে এবং পুনর্ব্বার সংসার ভোগের জন্য মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় আকর্ষণ করে। ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে সুষুপ্তি ও প্রলয় সময় জ্ঞানী অজ্ঞানী নির্ব্বিশেষে সকলেই তদ্ধাম প্রাপ্ত হয়। তবে "সংসারী কে"? এই আশঙ্কা পাছে হয় সেইজন্য সংসারী-স্বরূপ বলিতেছেন। সত্য বটে, প্রলয় সময় সকল জীবই পরমপদে গমন করিবে, কিন্তু জ্ঞান বিরহিত জীবের তদানীন্তন ব্রহ্ম প্রাপ্তি সংসারোপরমের হেতুভূত হইবে না; কারণ তাহার কর্ম্ম জন্য সংস্কার সৃষ্টির প্রারম্ভে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহাকে তদনুরূপ দেহ প্রাপ্ত করাইবে। এই অংশে সুষুপ্তি প্রলয়ের সৌসাদৃশ্য স্পষ্টই দেখা গেল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আরও দেখা যায় প্রলয়রূপী ঐশ্বরিক-কারণশরীর ও সুষুপ্তিরূপী জৈব-কারণশরীর দুটীই আনন্দময় কোষ। সুষুপ্তিতে জীব আনন্দময় কোষে গমন করে বলিয়া তাহার জাগ্রদবস্থার জ্বালাযন্ত্রণা—রোগ, শোক সকলই বিস্মৃত হয়—আনন্দের মন্দাকিনীনীরে তাহার হৃদয়ের সকল মলিনতা বিধৌত হয় ও অন্তরে এক অভূতপূর্ব্ব শান্তি অনুভব করে। কারণ তাহা না হইলে সুপ্তোত্থিত জীব কখনও "এতাবন্তং কালং সুখমহমস্বাপ্সম" অর্থাৎ এতক্ষণ সুখে আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম এই কথা স্মরণ করিতে পারিত না। অননুভূত বিষয়ের স্মরণ কখনও সম্ভব নহে। সে আরও বলে—'ন-কিঞ্চিদবেদিশম্'' অর্থাৎ কিছুই জানিতে পারি নাই। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, সুষুপ্তি অবস্থাটী একটী প্রগাঢ় অজ্ঞানতা পূর্ণ—এই আনন্দানুভব অবিবেকাবস্থায় সংঘটিত হয়। ইহাই জ্ঞাতসারে যখন জাগ্রদবস্থায় হয়, তখন উহা সমাধি নামে কথিত হয়। অজ্ঞানে ব্রহ্মানন্দ স্পর্শ হইলেও উহা যে নিরতিশয় সুখের আভাষ তাহা বেশ অনুমিত হয়। যেমন অগ্নিকে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ স্পর্শ করিলেই দগ্ধ করিবে, সেইরূপ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম লাভে তখন যে আনন্দানুভব হয় তাহাতে আর সংশয় নাই, কারণ বস্তুশক্তি তর্ককে অপেক্ষা করে না। অজ্ঞান জন্য সেই আনন্দ স্থায়ী হয় না—কিন্তু সুষুপ্তি তাহার আরামনীড়ে স্নেহময়ী জননীর মতই যে জীবগণকে রাখিয়া তাহাদের ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করায়, তাহার কথা শ্রুতিতে স্পষ্টই দেখা যায়। কিন্তু অজ্ঞ জীব জানে না। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—'তদ্‌যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ প্রজাঃ অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্য নৃতেন হি প্রত্যূঢ়া'। অর্থাৎ ভূমি বিদ্যায় অনভিজ্ঞ জন যেমন ভূমির নিম্নে স্বর্ণ থাকিলেও অজ্ঞতা নিবন্ধন সেই ভূমির উপরে বহুবার গমনাগমন করিয়াও তাহা লাভে সমর্থ হয় না, সেইরূপ সকল জীব অজ্ঞতা নিবন্ধন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সুষুপ্তি অবস্থায় প্রতিদিন ব্রহ্মানন্দনিধি ক্রোড়ে থাকিয়াও ব্রহ্মনিধি লাভ করিতে পারে না।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে সুষুপ্তির আনন্দ বুঝাইবার জন্য উক্ত হইয়াছে—'তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চনবেদ নান্তরং তদ্বা অস্যৈতদাপ্তকামমাত্মকামমকামং রূপং শোকান্তরং" (বৃহ ৪।৩।২১)। ভাগবতেও আছে "জহুর্বিরহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ"। ১০।৩২।৮ অর্থাৎ প্রিয়া স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া যেমন বাহ্যান্তর জ্ঞান তিরোহিত হয়, এইরূপ সুষুপ্তিতে প্রাজ্ঞাত্মার সহিত মিলনে সুখানুভূতি হয়। সুষুপ্তিতে যেমন ব্যষ্টিচৈতন্যের মানসিক সকল ব্যাপার উপরত হয়, সেইরূপ প্রলয়ে সমষ্টি চৈতন্যের জাগতিক সকল চেষ্টা বিনিবৃত্ত হয়। তাই মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে, 'সেই শান্তাত্মা ব্রহ্মা যখন সুপ্ত হন তখনই জগতের প্রলয় এবং তিনি যখন জাগ্রৎ হন, তখনই সকল চেষ্টার স্ফুরণ হয়'।

সুষুপ্তি অবস্থায় যেমন আত্মচৈতন্য অবস্থান করেন যদিও তিনি সুষুপ্তি গাঢ় অন্ধকারে একীভূত হইয়া প্রজ্ঞানঘন হইয়া যান তথাপি চিৎ প্রকাশ যে সেসময়ও বর্ত্তমান থাকে তাহা সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির সুখানুভব স্মরণ হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। কারণ অনুভূতি, চৈতন্য-সত্তার প্রকাশ ব্যতীত হইতেই পারে না। ইহা যেরূপ ব্যষ্টি জীব চৈতন্যের ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে হইয়া থাকে, সমষ্টি পরমাত্ম চৈতন্যের বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডেও সেইরূপ। মহাপ্রলয়ে যখন নিখিল বিশ্ব লয় প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ স্থূল হইতে অনুলোম প্রণালী ক্রমে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বীজাকারে অবস্থান করিবে, তখনও যে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বিভূ চৈতন্য স্বীয় মহিমায় বিরাজ করিবেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। শ্রীভাগবতে চারি প্রকার প্রলয় বর্ণিত আছেন,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যথা—"নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকো নিত্য আত্যান্তিকোলয়ঃ'। ভা ১২।৭।১৬। তন্মধ্যে জগতের আত্যন্তিক লয় হয় না। আত্যান্তিক লয় শব্দে সর্ব্ব-প্রপঞ্চলয়াত্মক মোক্ষ। জীবদেহের ক্ষণে ক্ষণে বা নিত্য বাল্য পৌগ-ণ্ডাদি অবস্থান্তর প্রাপ্তিকেই নিত্য প্রলয় বলা হয়। ব্রহ্মার নিদ্রাকে নিমিত্তীকৃত করিয়া প্রবর্ত্তিত যে লোক ত্রয়ের নাশ, তাহাকে নৈমিত্তীক লয় কহে। পরে ব্রহ্মার আয়ু সমাপ্ত হইলে মহদহঙ্কার পঞ্চ তন্মাত্র এই সপ্তপ্রকৃতি এবং তৎকার্য্য ব্রহ্মাণ্ডের লয়কেই প্রাকৃতিক লয় কহে। তাই সৃষ্টির পূর্ব্বের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছান্দোগ্য ৬।২।১) "অসদ্বাই-দমগ্র আসীৎ" (তৈঃ ব্রহ্মানন্দ বল্লী ৭ম অনুবাক) "আত্মবা ইদমেবাগ্র আসীৎ" (ঐতিরেয় ১।১) ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতি হইতে বুঝা যায় যে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন ও জগৎ তখন সৎস্বরূপেই ছিল, এই শ্রুতি দ্বারা জগতের কারণাবস্থা উল্লিখিত হইতেছে। অর্থাৎ তখন নামরূপা-ত্মক জগৎ বীজাকারে সুসূক্ষ্মভাবে ব্রহ্মে যেন লীন ছিল। কারণ, যদি জগতের সূক্ষ্মাকারে অবস্থিতিও না থাকিত, তাহা হইলে তাহার সৃষ্টি-কালে স্থূলাকারে অভিব্যক্তি কখনই সম্ভব হইত না। যাহা শশ-বিষাণাদিবৎ একেবারেই অসৎ, তাহার অভিব্যক্তি হইতেই পারে না। তাই শ্রুতি বলেন "অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ"। (ছান্দোগ্য ৬।৩।৩) "তন্নাম রূপাভ্যাং ব্যক্রিয়ত" (বৃহদারণ্যক ১।৪।৭) অর্থাৎ প্রলয় কালে জীবজগতের নামরূপ অভেদ হইয়া ব্রহ্মে মিশিয়া থাকে, সৃষ্টি কালে উক্ত নাম রূপ স্থূল ভাব ধারণ করিয়া প্রকাশ পায়—সৃষ্টির সময় অব্যক্ত হইতে জগৎ ব্যক্ত হইতেছে এবং প্রলয়ের সময় জগৎ ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত হইতেছে। জগতের নাশ অর্থে কারণে লয়, ইহা সাংখ্য সূত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাংখ্য দর্শনে এইরূপ অনুলোম

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ও প্রতিলোমক্রমে সৃষ্টি ও প্রলয় স্বীকৃত হইয়াছে। তাই গীতা বলেন,—

"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা।।" ।২।২৮

এইরূপে পুনঃ পুনঃ অনন্তকাল জগতের তিরোভাব ও আবির্ভাব হইতেছে। সেইজন্য হিন্দু দার্শনিকগণ সৃষ্টিকে অনাদি বলেন।

শ্রুতির সহিত বৈষ্ণব দর্শনের সৃষ্টি তত্ত্ব বিষয়ে কতটা সৌসাদৃশ্য, তাহা আলোচিত হইলে, বিষয়টী অধিকতর পরিস্ফুট হইবে বলিয়া এখানে তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। শ্রুতিতে যেমন তুরীয় চৈতন্যের সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেইরূপ হেয় প্রাকৃত গুণ বর্জ্জিত কিন্তু অশেষ অপ্রাকৃত গুণগণের আকর স্বরূপ ও ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা ঘনীভূত বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সৃষ্টি, সংহার ও অসুর বিনাশাদি কর্ম্ম করেন না। তিনি লীলাপুরুষোত্তম, পরব্যোমে তাঁহার বিলাস মূর্ত্তি নারায়ণের চতুর্ব্যূহ আছে, যথা—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন তাঁহারাই সৃষ্টি প্রভৃতি কর্ম্ম করেন। শ্রুতিতে সগুণ ব্রহ্মই যেমন ঈক্ষণ পূর্ব্বক সৃষ্টি করেন;

"সে ঐক্ষত, বহুস্যাম্ প্রজায়েয়'
'সোঽকাময়ত বহুস্যম্ প্রজায়েয়।"

ইত্যাদি সেইরূপ সঙ্কর্ষণ যিনি ব্যূহস্থ সঙ্কর্ষণের অংশ, তিনি যখন প্রকৃতিতে ঈক্ষণ করেন, তখনই তাহার সাম্যাবস্থা ক্ষোভিতা হইয়া উঠে ও মহত্তত্ত্বাদির সৃষ্টি আরম্ভ হয়। ইনি মহাবিষ্ণু, কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষ ইত্যাদি নামে অভিহিত। ইনি সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী, মহা প্রলয়ে নিখিল জীব তাঁহাতে অবস্থান করেন। শ্রুতিতে মহেশ্বর 'তজ্জলান্' "সহস্র শীর্ষো পুরুষঃ" প্রভৃতি নামে যিনি উদ্গীত হইয়াছেন,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সঙ্কর্ষণ সেই স্থানীয়। শ্রুতিতে দেখিতে পাই—"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"—সেইরূপ এই প্রথম পুরুষ সঙ্কর্ষণ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া এক এক রূপে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহাকে গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ বলা হয়। ইনি ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অধিনায়ক, সমষ্টি জীবান্তর্য্যামী। ইহা হইতে গুণাবতারগণ আবির্ভূত হন। ইঁহার সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ—যৎ পূর্ব্বোঽস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বান্ পাপান্ ঔষৎ তস্মাৎ পুরুষঃ" (বৃহ ১।৪।১)—অর্থাৎ প্রথমে আত্মাই পুরুষ রূপে বিরাজমান ছিলেন, তাঁহাকে পুরুষ বলা হয় এইজন্য যে, তিনি পূর্ব্ব কল্পে সাধকগণের মধ্যে প্রথমেই প্রজাপতি বা ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অধিনায়ক পদ প্রাপ্তির যে সকল অন্তরায় ছিল, তাঁহা দূরীভূত করিয়াছিলেন, "পূরা ঔষৎ" অর্থাৎ সর্ব্ব প্রথমে প্রজাপতিত্বের প্রতিবন্ধকভূত অজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত পাপ দহন করিয়াছিলেন। এইজন্যই তিনি পুরুষপদবাচ্য হইয়াছেন। এই গর্ভোদকশায়ী প্রদ্যুম্ন সকল অবতারের মূল। ইনি "নিধানং বীজমব্যয়ম্" বলিয়া শ্রীভাগবতে কীর্ত্তিত হন। ব্রহ্মাণ্ডাত্মক অন্তর্য্যামী পুরুষগণের বহুভেদানুসারে বিবিধ প্রকাশ দৃষ্ট হয়; কখনও সূক্ষ্মান্তর্য্যামী প্রদ্যুম্ন ও স্থূলান্তর্য্যামী অনিরুদ্ধ। শ্রুতিতে "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া.........তয়োরণ্য পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" ইত্যাদি বাক্যে, যে ব্যষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী কেবল সাক্ষীরূপে পরমাত্মা বিরাজ করেন উক্ত হইয়াছে; তাঁহার সহিত বৈষ্ণব দর্শনের তৃতীয় পুরুষ ব্যষ্টি জীবান্তর্য্যামী ক্ষিরোদকশায়ী অনিরুদ্ধের সাদৃশ্য আছে, ছান্দোগ্যে ইনি "হৃদি অয়ম্ ইতি তস্মাৎ হৃদয়ম" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। স্থাবর জঙ্গমের প্রাণরূপে বাসুদেবই জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নিয়মিত করিতেছেন। যেমন শ্রুতিতে দেখিতে পাই" 'বায়ুর্যথৈকোভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইত্যাদি। নারদীয় তন্ত্রে বিষ্ণুর এই প্রকারে পুরুষাখ্য তিনটীরূপ আছে দেখা যায়, যথা—

"বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতস্রষ্টৃ দ্বিতীয় ত্বণ্ডসংস্থিতম্
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে"

এইরূপে শ্রীনারায়ণের চতুর্ব্যূহ সঙ্কর্ষণ ইত্যাদির সহিত শ্রুতি কথিত কারণাভিমানী চৈতন্য বা সূত্রাত্মা, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট্ ও অন্তর্য্যামী পরমাত্মার সহিত সুন্দর একটী সামঞ্জস্য আছে।

আম্নায়—গ্রন্থালয়, ...নিধি, কাশী বারাণসী-5

শক্তি ও লীলা।

কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কানুসারী গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের তিন প্রকার শক্তি স্বীকার করেন, যথা স্বরূপশক্তি—যেমন ব্রজদেবীগণ, মহিষীগণ, ইত্যাদি; বহিরঙ্গা মায়াশক্তি—যাহাদ্বারা মায়িক জগৎ সৃষ্ট্যাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়; ও তটস্থা জীবশক্তি। জীবকে তটস্থাশক্তি বলা হয়, তাহার একটা কারণ আছে; যেমন কোন লোক নদীর জলে বা স্থলে না থাকিয়া যদি তটে থাকে তবে তাহার যে অবস্থা হয়, সেইরূপ জীবেরও; সে যেন মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছে—ঐশী শক্তি তাহাকে অন্তরের দিকে আকর্ষণ করিতেছে, আর মায়াশক্তি বহির্মুখ করিতেছে। উভয় কোটিতে অপ্রবেশ নিবন্ধনই জীবকে তটস্থা শক্তি বলা হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বহিরঙ্গা মায়াকে শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভগবানের শক্তি বলিয়া স্বীকার করেন। অদ্বৈতবাদিগণের মত—ইহা যে মৃগ-মরিচীকার মত অবিদ্যমানতারই নামান্তর মাত্র, তাহা স্বীকার করেন না। মায়ার দুই প্রকার ক্রিয়া—আবরিকা ও বিক্ষেপিকা—মায়া জীবের স্বরূপ আবরণ করিয়া চিত্ত-বিক্ষেপ আনয়ন করে ও দেহাত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া থাকে। বেদান্ত-গ্রন্থে মায়া "সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়া" রূপে কথিত হইয়াছে; কারণ, ব্যবহার-দশায় উহার সত্তা স্বীকৃত হইলেও তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে অস্তিত্ব থাকেনা বলিয়া বস্তুতঃ উহার ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তা স্বীকৃত হয় নাই; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাস-সমাধি হইতে আমরা অবগত হই যে, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন জীব ও মায়া—যাহা জীবকে সম্মোহন করে—তাহাও দেখিয়াছিলেন।

জীব ও ব্রহ্মে চিদংশের একত্ব থাকিলেও অণুত্ব ও বিভুত্বগত ভেদ আছেই এবং এই ভেদ কেবল উপাধিগত নহে, নিয়ম্য, নিয়ামক, অংশী ও অংশগত ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" এই শ্রুতি-বাক্যে জীব যে ব্রহ্মের অংশ; তাহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কারণ "পাদ" শব্দে অংশই বুঝায়। গীতায়ও দেখা যায় "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষয়শ্চাক্ষর এবচ," তার পরই উক্ত হইয়াছে "উত্তমঃ পুরুষ স্বন্য পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।" অদ্বৈতাচার্য্যগণ শ্রুতির "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বাক্য হইতে একমাত্র চিন্মাত্র-স্বরূপ ব্রহ্মেরই অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনিই বিদ্যোপহিত হইয়া ঈশ্বর ও অবিদ্যোপহিত হইয়া জীবরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন; কিন্তু বস্তুতঃ এক ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তন্তর নাই। পক্ষান্তরে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অপর এক শ্রুতি "ব্রহ্মৈবেদম্ বিশ্বমিদং" হইতে প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, ব্রহ্মই সব; কিন্তু সবই ব্রহ্ম নয় অর্থাৎ সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের মধ্যে অবস্থিত কিন্তু প্রত্যেক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বস্তুই যে পূর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপ তাহা নহে, যেমন "সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ কচন সামুদ্রোন তরঙ্গঃ" অর্থাৎ তরঙ্গ সমুদ্রময়ই বটে, কিন্তু তরঙ্গই যে সমুদ্র তাহা নহে। জ্ঞানে কেবলমাত্র স্বরূপানুসন্ধান করা হয়, কিন্তু ভক্তিতে সম্বন্ধবিশিষ্ট স্বরূপানুসন্ধান দৃষ্ট হয়। কারণ, ভক্ত আপনাকে নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধমুক্ত-স্বভাব শ্রীভগবানের দাস-রূপে অভিমান করেন, ইহাই প্রভেদ। সেইজন্য বৈষ্ণব-দর্শনে জীবকে সূর্য্য-পরমাণুর সঙ্গে ও ভগবান্‌কে সূর্য্যের সহিত তুলনা দেওয়া হয়। শ্রীভগবান্ শক্তিমান্—প্রত্যেক জীব তাঁহারই সমষ্টি জীবশক্তির অংশ।

বিষ্ণুপুরাণে এই তিন প্রকার শক্তির কথা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে।"

অর্থাৎ বিষ্ণুশক্তি ত্রিবিধ; যথা—পরা বা স্বরূপশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা জীব শক্তি ও মায়াশক্তি।

শ্রীগীতায় আমরা অন্যরূপ বিভাগে পরা ও অপরা শক্তির উল্লেখ দেখিতে পাই;

"ভূমিরাপোহনলো বায়ু খংমনোবুদ্ধিরেবচ
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।"

ভূমি, আপ প্রভৃতি অপরা প্রকৃতি ভগবান্ হইতে পৃথক্‌রূপে অবস্থান করিতেছে, তাহার ঠিক পরেই উক্ত হইয়াছে.

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাং
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।"

অর্থাৎ জীব-নামে আর একটী শক্তি আছে. যাহা জগৎ ধারণ করিয়া পরা নামে অভিহিত হইয়াছে। আবার শ্রুতি বলেন—"পরাস্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াচ" অর্থাৎ ভগবানের পরাশক্তি নানাবিধ শ্রুত হইয়া থাকে; ইহা তাঁহার স্বাভাবিকী অর্থাৎ অনাদিসিদ্ধা কিন্তু আগন্তুকী নহে। এখানে আবার অন্য প্রকারে পরাশক্তি ও তাহার বিভাগ পাওয়া যাইতেছে। ভগবান্ স্বয়ং সচ্চিদানন্দময়; তাঁহার শক্তিও সদংশে সন্ধিনী; চিদংশে সম্বিৎ ও আনন্দাংশে হ্লাদিনী। বেদান্তে যিনি সচ্চিদানন্দ নামে প্রসিদ্ধ, পুরাণে তাঁহার এই স্বরূপটী শক্তিত্রয়ে বিভক্ত হইয়াছে। এই শক্তি ও শক্তিমানে অত্যন্ত ভেদ সম্বন্ধ না হইলেও তাহা হইতে ভিন্ন—যেমন অগ্নি ও উহার দাহিকা শক্তির ভেদাভেদাত্মক সম্বন্ধ। যেরূপ জগৎ প্রসবিতা সবিতা স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ হইলেও তিনি জগৎকে আলোক দানে চেতনাসম্পন্ন করেন, সেইরূপ শ্রীভগবান্ স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইলেও তাঁহার হ্লাদিনীশক্তি দ্বারা স্বয়ং আনন্দাস্বাদন করেন ও স্বীয় ভক্তগণকে আনন্দিত করেন, কারণ ঐ আনন্দদায়িনী চিদানন্দময়ী ভক্তি-শক্তি পার্ষদ-ভক্ত-কোটিতে ও আপনাতে সদাই বিরাজমানা আছেন। যেরূপ নিজ অঙ্গে নিজ হস্ত স্পর্শে মানুষের সবিশেষ সুখোদয় হয় না; কিন্তু প্রিয়জন-কর-স্পর্শে হৃদয়ে স্বতঃই আনন্দ উদিত হইয়া থাকে, সেইরূপ নিজ স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী শ্রীভগবানে নিত্যাবস্থিতা হইলেও ভক্তগণে অবস্থিতা ঐ স্বীয় হ্লাদিনী শক্তি তাঁহার হৃদয়ে যত আনন্দ দান করে, তিনি তাঁহার স্বরূপে অবস্থিত ঐ শক্তি দ্বারা সেরূপ আনন্দোল্লাস অনুভব করেন না।

এই তিন স্বরূপ-শক্তির (সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীর) উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে হইবে। যেরূপ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য. মধুর এই চারি রসের ক্রমোৎকর্ষ অর্থাৎ মধুর রসে চারি রসেরই সমাবেশ হয়, সেইরূপ সন্ধিনীতে সত্তা, সম্বিতে জ্ঞান ও হ্লাদিনীতে সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের স্থিতি হেতু তাহার সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ব্রজদেবীগণ,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অন্তরঙ্গা হ্লাদিনীর যে সার বৃত্তি প্রেম, তাহারই মূর্ত্তি এবং তাহাদের মধ্যে শ্রীরাধা মাদনাখ্য-মহাভাব-স্বরূপিণী—ইহা শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী তদীয় সন্দর্ভগ্রন্থে সবিশেষ আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। পূজ্যপাদ রসিক-ভক্ত-মুকুটমণি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই মর্ম্মই সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

"হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী,
সর্ব্বগুণখনি, কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি।

গোপীগণ শ্রীভগবানের নিত্য-কান্তা—যাঁহারা নিত্য চিন্ময় গোলোকধামে অপ্রকট লীলার পরিকর, তাঁহারাই প্রকট-লীলা-পুষ্টির জন্য অবতীর্ণা! গোপীগণ নিত্যসিদ্ধা ও সাধন-সিদ্ধা ভেদে দুই প্রকার এবং যে সকল সাধন-সিদ্ধা গোপী নিত্য-সিদ্ধার সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও রাসোৎসবে বিলাসাদি করিতে পারিয়াছিলেন—তাঁহারা কৃপাসিদ্ধা নামে অভিহিতা। তবেই শাস্ত্রে যে সকল গোপী সাধন করিয়াছিলেন প্রকাশ আছে, তাঁহারা সাধন-সিদ্ধা; কিন্তু শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী ও তৎ তৎ যূথের অন্যান্য গোপীগণ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের নিত্যসিদ্ধা প্রেয়সী! তাপনী-শ্রুতিতে দুর্ব্বাসার বাক্যে তাই উক্ত হইয়াছে—"সঃ বো হি স্বামী" অর্থাৎ ইনি [কৃষ্ণ] তোমাদের স্বামী। এই সকল নিত্য কান্তাগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিত্য-লীলা-বিলাসাদি করিয়া থাকেন; সেইজন্য এই লীলা চিন্ময়ী, মায়িক নহে। কারণ, যাহা স্বরূপশক্তির সাহায্যে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কখনও প্রাকৃত হইতে পারে না। এই লীলা যে মায়িক নহে, তাহা শ্রীপাদ জীব-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ও প্রীতিসন্দর্ভে বহু শাস্ত্র-বচন উদ্ধৃত করিয়া সবিশেষ বিচারপূর্ব্বক স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপশক্তি কান্তাগণের তিন বিভাগ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়, যথা :—

এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর।
ব্রজাঙ্গনারূপ আর কান্তাগণ সার'॥

সেই ব্রজাঙ্গনা-মুকুটমণি শ্রীরাধিকা হইতেই নিখিল কান্তাগণ প্রকাশিত হইয়াছেন।

শ্রীরুক্মিণী দেবীর শ্রীমুখে বৃহদ্ভাগবতামৃতগ্রন্থে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী শ্রীব্রজসুন্দরীগণের অসমোর্দ্ধ প্রেম-মাধুর্য্য ও মাহাত্ম্য অভিব্যক্ত করিয়াছেন। ব্রজসুন্দরীগণ ধর্ম্ম, কর্ম্ম, পতি, পুত্র, দেহ গেহ—সকলই উপেক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সেবায় ব্যাকুল হইয়া থাকেন। তাঁহারা বিশুদ্ধ পরম প্রেমবিশেষ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণসুখাভিলাষই করেন কিন্তু মহিষীগণ পতিরূপে গৌরব সহকারে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন কোন সময় নিশীথরাত্রে নীরবে একাকী আগমন করিয়া গোপীগণের গৃহকোণে গোপনে লুকায়িত থাকিয়া বিচিত্র সঙ্কেতশব্দ করেন, তখন গোপীগণ তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক শয়ান হইতে উত্থিত হইয়া শ্বশ্রূ প্রভৃতির শঙ্কায় ধীরে ধীরে দ্বারের অর্গল ঈষৎ মোচন করিয়া গৃহ হইতে নির্গত হ'ন ও সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গনাদি দ্বারা সুখ প্রদান করেন। কখনও দিবাভাগে সঙ্কেতস্থান শ্রীযমুনানিকুঞ্জে আগমন—পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ কোমলপল্লবপুষ্পশয্যা রচনা করেন ও পত্রাদির শব্দে প্রিয়তমাগণের সমাগম আশঙ্কা করিয়া তাঁহাদের আশাপথ চাহিয়া থাকেন। সেই সময় গোপীগণ যমুনা হইতে জল আনয়ন ছলে তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রেম লীলায় আনন্দ প্রদান করেন। কখনও প্রদোষ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কালে বেণুরবে উন্মাদিতা হইয়া গোপীগণের বসন ও কেশপাশ প্রেম-বৈবশ্য বশতঃ স্খলিত হইয়া পড়ে ও অলঙ্কারাদি অযথাস্থানে ধারণ করিয়া আবেগে ধাবিত হ'ন ও তথায় শ্রীকৃষ্ণের শঠতাপূর্ণ বচনশ্রবণে মহা-শোকার্ত্তা হইয়া কাকুভরে তাঁহাকে নিজ অভিলষিত বিষয় প্রার্থনা করেন ও পরে অবহিত্থাভঙ্গে তদীয় নর্ম্মবচন জানিয়া পরম হৃষ্টা হন। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের পীতবসনাঞ্চলে বলপূর্ব্বক তাঁহাকে ধারণ করিয়া নিকুঞ্জকুহরে আকর্ষণ করেন ও নিত্য এইরূপ বিবিধ প্রকারে স্বচ্ছন্দে প্রগাঢ় প্রেমময় পরকীয়া-ভাবে ভজনা করিয়া থাকেন। মহিষীগণ বিধিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহিত হইয়াছেন, সেই জন্য তাঁহারা লোক ও ধর্ম্মে পরতন্ত্র হইয়া গার্হস্থ ধর্ম্মেই ভজনা করেন।

সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের তাদৃশভাব মহিষীগণের মাৎসর্য্য বিষয় হয় না। যেমন পরম উৎকৃষ্ট স্বামিনীগণসহ নিকৃষ্ট দাসী-গণের সাপত্ন্যভাব অসম্ভব—ইহাও তদ্রূপ। এইরূপে দৈন্য ও বিনয় ভরে শ্রীরুক্মিণী দেবী কত কথাই বলিয়াছিলেন। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ৭ম অধ্যায়ের শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী কৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

লীলা দুই প্রকার—প্রকট ও অপ্রকট অর্থাৎ যখন প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীভগবান্ তদীয় পরিকরসহ ক্রমিক-লীলা করেন, তাহা প্রকট-লীলা নামে অভিহিত হয়; আর যখন প্রকট লীলাবসানে নিত্যধামে সেই লীলা-পুরুষোত্তম লোকলোচনের অগোচর নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন, তখন তাহা অপ্রকট লীলা নামে কথিত হয়। এই লীলাদ্বয় পাদ্মোত্তরখণ্ডে ভোগ ও লীলা-শব্দে কথিত হইয়াছে, "ভোগো নিত্যস্থিতিস্তস্য লীলাং সংহরতে কদা" অর্থাৎ তাহার নিত্যস্থিতি ভোগ, লীলা কোন সময়ে সংহার প্রাপ্ত হয়। গঙ্গা-প্রবাহের মত নিত্য-প্রবাহময়ী লীলা-ভোগ ইহাই অপ্রকটলীলা, আর যাহা কখনও তিরোভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রকট-লীলা বলিয়া কথিত। প্রকটলীলা যুগপৎ অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত-স্বরূপে অনুষ্ঠিত হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাই উক্ত হইয়াছে যে যেমন সূর্য্য জ্যোতিশ্চক্রে আবর্ত্তন করেন এবং ক্রমে ক্রমে সপ্তদ্বীপাম্বুধি অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার উদিত হন, সেইরূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত লীলাচক্র প্রকটিত হন। এইজন্য লীলা বিরামরহিত—ইহার আদি অন্ত নাই, কিন্তু এই লীলা নিরন্তর হইলেও মাধুর্য্যনিষ্ঠ ভক্তের নিকট ভগবান্ চির-কিশোররূপে প্রতীয়মান হন, তাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উক্ত হইয়াছে,—

"বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্বভক্তি-রসাশ্রয়ঃ
ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র নিত্য লীলাবিলাসবান্।"

অর্থাৎ বয়সের (বাল্য পৌগণ্ডাদির) বৈচিত্র সত্ত্বেও সকল ভক্তি-রসের আশ্রয় গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণচন্দ্র বৃন্দাবনে কৈশোরধর্ম্মী হইয়া নিত্যলীলায় নিরত আছেন; কারণ এই গোকুলধামেই শ্রীভগবানের পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যসম্বলিত পরিপূর্ণ মাধুর্য্যলীলার বিকাশ। তাই ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে উক্ত হইয়াছে—"কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে"। যেরূপ তরঙ্গবিরহিত সমুদ্র কল্পনা করা সম্ভপর নহে, সেইরূপ লীলাশূন্য-ভগবান্ও অচিন্তনীয়—সেই নিত্যলীলা-বিনোদী স্বজন-পরিবেষ্টিত হইয়া নিত্যই লীলামগ্ন। যেরূপ প্রাকৃত-লোকে রাজপুত্র থাকিলেই তাহার তদনুরূপ অনুচরবর্গও থাকে ইহা দৃষ্ট হয়, সেইরূপ শ্রীভগবান্ও স্বীয়পরি-করমণ্ডল-মণ্ডিত হইয়াই নিত্যধামে বিরাজ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে শ্রীউদ্ধব মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকে যে প্রশ্ন করিয়াছেন ও তদুত্তরে শ্রীভগবান্ যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে প্রকট-অপ্রকট-লীলা-সমন্বয়-তত্ত্ব সবিশেষ জ্ঞাত হওয়া যায়। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে যখন বলিলেন "রামেণ সার্দ্ধং মথুরাং প্রণীতে" ইত্যাদি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ অক্রূর যখন শ্রীবলদেবের সহিত আমাকে মথুরায় লইয়া গেল, তখন বিরহবিধুরা ব্রজবালাগণ কোন বস্তুই সুখকর মনে করেন নাই; এমন কি সখীদের সঙ্গও আনন্দপ্রদ হয় নাই এবং যে সকল রজনী প্রিয়তম আমার (কৃষ্ণের) সহিত বিলাস করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষণকাল-তুল্য, আর বিচ্ছেদ-রজনী কল্পসম অতি দীর্ঘ হইয়াছিল। এই সকল বাক্য ভগবান্ বলিলে শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের হৃদয় সংশয়-দোলায় দোলায়িত হইয়াছিল এবং কোথায় কিরূপে ব্রজদেবীগণ পুনরায় তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ যাহা বলিয়াছেন, তাহার বিষয় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তদীয় ক্রমসন্দর্ভে যেরূপ বিবৃত করিয়াছেন, সেইরূপে আলোচনা করিলেই অপ্রকট ও প্রকট-লীলার রহস্য সুষ্ঠুভাবেই উপলব্ধি হইবে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"স এষ জীবো বিবর-প্রসূতিঃ প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ
মনোময়ং সূক্ষ্মমুপেত্যরূপং মাত্রাস্বরোবর্ণ ইতি স্থবিষ্ঠঃ ॥"—১১।১২।১৭

অর্থাৎ মল্লক্ষণ জীব—জগৎ-জীবন হেতু—বিশেষতঃ ব্রজের জীবন হেতু, আমার প্রাণতুল্য ব্রজের সহিত বিবর-প্রসূতি অর্থাৎ অপ্রকট-লীলা হইতে প্রকট-লীলায় অভিব্যক্ত হইয়া পুনরায় গূহায় অর্থাৎ অপ্রকটলীলায় ব্রজের সহিত প্রবিষ্ট হই। কিরূপে তাই বলিতেছেন—মাত্রা অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকল। স্বর অর্থাৎ ভাষা, গান ইত্যাদি বর্ণ অর্থাৎ রূপ এই সকল সমন্বিত হইয়া স্থবিষ্ঠ অর্থাৎ নিজ পরিজনের নিকট প্রকট; কিন্তু বহিরঙ্গ জন সাধারণের নিকট মনোময় অর্থাৎ যথাকথঞ্চিৎ মনে অনুভবযোগ্য। প্রকট-লীলার আবির্ভাবও এইরূপে "আকাশে যেরূপ উষ্ণানল কাষ্ঠে মথিত হইলে বায়ুর সাহায্যে সূক্ষ্ম স্ফুলিঙ্গরূপে উদ্ভূত হয়" ইত্যাদি বাক্যে গর্ভাদিক্রমে ভগবানের প্রকাশ দেখা যাইতেছে। ইহাই শ্রীপাদ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীজীব-গোস্বামীর ব্যাখ্যার মর্ম্ম। অধিকন্তু পূর্ব্ব শ্লোকে ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন যে, ব্রজদেবীগণ কাহাকেও সুখের হেতু বলিয়া মনে করেন নাই—এখানে অতীতকাল প্রয়োগহেতু বুঝা যাইতেছে যে, এখন সুখের হেতু বলিয়া মনে করেন; কারণ, অপ্রকট-লীলায় শ্রীভগবানের সহিত তাঁহাদের নিত্য মিলন; কিন্তু বিগাঢ় বিরহদশায় শ্রীব্রজসুন্দরীগণ এরূপ প্রেমাতিশয়তা নিবন্ধন মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, প্রকট ও অপ্রকটলীলার ভেদানুভূতি একেবারেই তিরোহিত হইয়াছিল।

অপ্রকট-লীলায়ও প্রকট-লীলাগত সংযোগ-বিয়োগাদির বৈচিত্রী নিবন্ধন অভিমান থাকিয়া যায়। এইরূপ বাক্য-হইতে বেশ স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে. শ্রীভগবান্ অপ্রকট-লীলায় কথনও শ্রীবৃন্দাবন-ত্যাগ করেন না, কারণ ব্রজ তাঁহার জীবনতুল্য এবং ব্রজবাসীরাও কৃষ্ণবিরহে জীবনধারণ করিতে পারেন না। এ বিষয় শাস্ত্রবচন এই,—

"কৃষ্ণোঽন্যো যদু-সম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্র নন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি" ॥

অর্থাৎ যিনি যদু-সম্ভূত কৃষ্ণ তিনি এক, আর গোপেন্দ্রনন্দন তিনি অন্য। নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া কদাচ কোথাও গমন করেন না, অর্থাৎ অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যপূর্ণ গোপীজনবল্লভ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্য-বিলাসস্থান ব্রজ কদাপি ত্যাগ করেন না। লঘু-ভাগবতামৃতে এই শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন "অপ্রকট-লীলামাদায় সঙ্গতিমৎ" অর্থাৎ অপ্রকট-লীলায় কখনই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীধাম ত্যাগ করেন না। উপরোক্ত শাস্ত্রবাক্যে যে যদু-সম্ভূত কৃষ্ণ ও যশোদানন্দন কৃষ্ণের মধ্যে ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়,তাহা স্বরূপ গত নহে; কিন্তু মাধুর্য্যগত অর্থাৎ 'রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণঃ' অর্থাৎ ব্রজেই পরিপূর্ণ মাধুর্য্য প্রকটিত হইয়াছে। যিনি মথুরার কৃষ্ণ, তিনি স্বয়ং

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভগবান্ নন্দ-নন্দন কৃষ্ণেরই প্রকাশবিশেষ। সেখানে তাদৃশ মাধুর্য্য অভিব্যক্ত হয় নাই, ইহাই প্রভেদ; নচেৎ ঈশ্বরত্বে ভেদ স্বীকার করিলে অপরাধ হইয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভুও নীলাচলে শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামীকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন—

"কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাহাতে॥"—চৈঃ চঃ অন্ত্য।

তাহা হইলে দেখা গেল যে প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ স্বজনসহ বিলাস করেন, অপ্রকট-লীলায়ও তাঁহাদের নিকট সেইরূপেই অবস্থান করেন। যাহারা বহির্মুখ, তাহারা দেখিতে পায় না; কিন্তু যাঁহারা অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যোদয়ে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আজও সেই চিন্ময়ীলীলা ভাববিভাবিতনেত্রে দর্শন করিয়া থাকেন। তাই উক্ত হইয়াছে "অদ্যাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন্ বৃন্দাবনান্তরে।" প্রকট-লীলায় শ্রীভগবান্ নিজ প্রিয়জনসহ মিলনের অন্তরায়স্বরূপ ভূভার-হরণ কার্য্যাদি লইয়া ব্যাপৃত থাকেন; কিন্তু অপ্রকট-লীলা বহিরঙ্গ জীবের স্থূলদৃষ্টির বহির্ভূত বলিয়া তথায় এরূপ বিঘ্ন সম্ভব নহে, সেইজন্য ভক্তাধীন ভগবান্ প্রকট-লীলাকে অপ্রকট লীলায় একীভূত করেন। এইরূপে শ্রীভগবদ্ধাম ও লীলার নিত্যত্ব স্থাপিত হইয়াছে—এটী গৌড়ীয় শ্রীপাদ বৈষ্ণবাচার্য্য-গণের আধ্যাত্ম-জগতে এক অভিনব অমূল্য দান। পূর্ব্বতন অদ্বৈত-আচার্য্য গণ লীলাটা মায়িক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন; কিন্তু যাহা তত্ত্বতঃ মায়িক, সেইটার প্রতি মানুষের কখনও আদরবুদ্ধি সম্ভব হয় না। ভগবানের স্বরূপশক্তি সন্ধিনীতেই ধামের প্রতিষ্ঠা। সেইজন্যই উহা জড়ীয় বস্তুতে নির্ম্মিত নহে। শ্রুতিতে আমরা দেখিতে পাই, "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতি-ষ্ঠিতঃ ইতি 'স্বে মহিম্নীতি' 'দিব্যে ব্রহ্মপুরেহ্যেষস ব্যোম্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ' অর্থাৎ ভগবান্ আপনার মহিমায় নিত্যধামে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধামের নিত্যতা শ্রীপাদ গোস্বামিগণ বহুল শাস্ত্র বচন দ্বারা প্রমাণ করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। শ্রীদ্বারকার নিত্যতা সম্বন্ধে ভাগবতে দেখা যায়,

'দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ
বর্জ্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদালয়ং" ইত্যাদি ১১।৩১।১৬

অর্থাৎ হে মহারাজ, সমুদ্র ক্ষণকালের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ পরিত্যক্ত দ্বারকা ধামকে জল-প্লাবিত করিল কিন্তু শ্রীভগবদালয় অব্যাহত ছিলেন।

সেইরূপ পাদ্মপাতালখণ্ডে শ্রীভগবান্ যে ব্রজের শ্রীযমুনায় নিত্য বিহার করেন, তাহার উল্লেখ আছে—

"অহো অভাগ্যং লোকস্য ন পীতং যমুনাজলং
গোবিন্দো গোপীকাসঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহা।"

শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন,—'নিত্যাং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা' ইত্যাদি। ঋগ্বেদেও উক্ত হইয়াছে—'যত্র গাবঃ ভূরি শৃঙ্গা অয়াস' অর্থাৎ যেখানে প্রশস্ত শৃঙ্গবিশিষ্ট ও শুভ-কল্যাণযুক্ত গাভীগণ বাস করে। এই সকল শাস্ত্রোক্তি হইতে স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে, শ্রীভগবান্ স্বরূপশক্তি-সাহায্যে মায়াশক্তি পরাভূত করিয়া তদীয় পরিকরগণসহ নিত্যধামে নিরন্তর লীলামাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া থাকেন। তাই উক্ত হইয়াছে,—

"ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ
মায়াং ব্যুদস্ত চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি।"

এইরূপে শক্তিমান সদাই স্বীয় শক্তিবর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। মহিষীগণ ও মথুরা-নাগরীগণ অপেক্ষাও ব্রজদেবীগণের উৎকর্ষ শাস্ত্রে দেখা যায়। কারণ, মথুরা-রমণীগণ গোপীগণের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সৌভাগ্য প্রশংসা করিয়া তল্লাভে একান্তভাবে বাঞ্ছা করিয়াছিলেন যথা,—

"গোপ্যস্তপঃ কিমাচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্তসিদ্ধম্
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয়ঃ ঐশ্বরস্য।"

অর্থাৎ গোপীগণ কি তপস্যা করিয়াছিল যাহাদ্বারা তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মনোহর নবনবায়মান রূপমাধুর্য্য নয়নদ্বারা পান করিয়া থাকেন—এই রূপ লাবণ্যের সার—ইহার সমান বা অধিক নাই। স্বয়ং ভগবান্ যে উদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছেন, যে, উদ্ধবের সমান আর কেহ আমার প্রিয় নহেন, সেই উদ্ধব মহাশয়ও এই ব্রজসুন্দরীগণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া বলেন, "বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভিক্ষ্ণশঃ" অর্থাৎ আমি সেই মহাভাবস্বরূপিণী ব্রজবালাগণের একটু শ্রীচরণ-ধূলি প্রার্থনা করি। প্রীতি-সন্দর্ভে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ভক্ত ও পরিকরগণের মধ্যে কাহার কোন্‌রূপ ভাব প্রাপ্তি হইতে পারে, সে বিষয় বিচার করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, ব্রজদেবীগণের মহাভাব পর্য্যন্ত লাভ হয়—অন্যের তাহা সম্ভব নহে। সেখানে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বাস্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্" অর্থাৎ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে নয়নদ্বারা হৃদয়ে স্থাপন করিয়া অত্যধিক আনন্দহেতু সকলেই তদ্ভাব অর্থাৎ মহাভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—যাহা 'নিত্যযুজাং' অর্থাৎ পট্টমহিষীগণেরও দুষ্প্রাপ্য। স্বাতী-নক্ষত্রের স্বাভাবিক মুক্তাজনকত্বশক্তির মত কৃষ্ণের এইরূপ ভাবোৎপাদন স্বভাব হইলেও উহা আধারের অপেক্ষা করে। আবার ব্রজদেবীগণের মধ্যে শ্রীরাধা "সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত-বল্লভা।" তিনি মাদ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নাখ্য অধিরূঢ় মহাভাবস্বরূপিণী—তিনি কৃষ্ণময়ী অর্থাৎ তাঁহার কৃষ্ণপ্রেম-বিভাবিত মূর্ত্তি। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

"প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত"॥

শ্রীরাধার শোভায় শ্রীকৃষ্ণ শোভান্বিত হন,—'রাধয়া মাধবোদেব মাধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজন্তে।"

"রাধা সঙ্গে যদাভাতি তদা মদনমোহনঃ
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ।"

এই সকল বাক্যে শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীরাসমণ্ডলেও তাঁহার উৎকর্ষ পরিস্ফুট হইয়াছে—গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত হইয়া মধ্যস্থলে শ্রীরাধার সহিত ভগবান্ বিহার করিয়াছিলেন! তাই চৈতন্য চরিতামৃতে "রাসলীলাবাঞ্ছাতে রাধিকাশৃঙ্খলা"—সংক্ষেপে শক্তি ও লীলা সম্বন্ধে শ্রীপাদ গোস্বামিগণের এইরূপ অভিমত।

কর্ম্ম-তত্ত্ব।

সামান্যতঃ বেদের দুই ভাগ—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। বেদের যে যে অংশে যজ্ঞাদি কর্ম্মের প্রসঙ্গ আছে তাহাই কর্ম্মকাণ্ড। এবং জ্ঞানবিষয়াত্মক আরণ্যক ও উপনিষদ লইয়া জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্ম ও জ্ঞান কাণ্ড অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা দর্শন শাস্ত্র প্রণীত হয়। মহর্ষি জৈমিনীকৃত কর্ম্মমীমাংসা মতে বেদে কর্ম্মই প্রতি-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পাদিত হইয়াছে—জ্ঞানের কথা নিরর্থক। তাই সূত্রে আছে "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যম্ অতদর্থানাম্"। অর্থাৎ যেহেতু কর্ম্মই বেদ প্রতিপাদ্য, তখন ক্রিয়াপর বাক্য ভিন্ন অন্য যাহা কিছু আছে তাহা নিরর্থক। নিখিল বেদ বিধি নিষেধাত্মক। উপনিষদে যে 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম' প্রভৃতি বাক্য দেখা যায় তাহা অর্থবাদ মাত্র।

পক্ষান্তরে মহর্ষি বাদরায়ণ কৃত ব্রহ্মমীমাংসায় দেখি জ্ঞানই বেদের মুখ্যরূপে প্রতিপাদ্য। যাহাহোক্ শ্রীপাদ আচার্য্য শঙ্কর জ্ঞানকর্ম্ম সমুচ্চয় বাদ তদীয় ভাষ্যের সর্ব্বত্র নিরসন করিয়াছেন। তাঁহার মতে কর্ম্ম ও জ্ঞান আঁধার ও আলোকের মত অত্যন্ত বিরুদ্ধ। উহারা সমকালে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। সেইজন্য শারীরক ভাষ্যে, নিত্যানিত্য বস্তু বিচার, ইহামূত্র ফলভোগে বিরাগ, শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্বকেই তিনি ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অব্যবহিত ও সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীপাদ রামানুজ কিন্তু কর্ম্ম জ্ঞানানন্তরই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের ইচ্ছা প্রতিপাদন করিয়াছেন। কারণ মানুষ যখন ভূরি কর্ম্মের অল্পফল ও নশ্বরতা উপলব্ধি করে, যখন বুঝে যে বহু আয়াস সাধ্য যাগ ব্রতাদি কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াও পুণ্যক্ষীণ হইলে ভোগস্থান স্বর্গাদি হইতে মর্ত্তলোকে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয়, তখন কর্ম্মে তাঁহার নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় ও শাশ্বতী শান্তি লাভের জন্য সনাতন ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা হয়। শ্রুতিতেও দেখিতে পাই 'নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন'। অর্থাৎ কৃত কর্ম্মের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না, এই ভাবিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি বৈরাগ্য লাভ করিবে। 'প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা' 'তদ্ যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃক্ষীয়তে, এবমেবামূত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে'। অর্থাৎ সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে যজ্ঞাদি সুদৃঢ় ভেলা নহে ও ইহলোকে যেমন কৃষিকার্য্যাদির দ্বারা অর্জ্জিত ধান্যাদির ক্ষয়প্রাপ্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হয় সেইরূপ পুণ্যদ্বারা লব্ধ স্বর্গও ক্ষয়শীল। পূর্ব্বমীমাংসকগণ যদিও বলেন যে 'অপাম সোমমমৃতা অভূম'—অর্থাৎ আমরা সোম পান করিয়া অমর হইয়াছি" কিন্তু এখানে অমৃত শব্দে দেবভাবপ্রাপ্তি বুঝায় কিন্তু শাশ্বতী শান্তি বা মুক্তি নহে। পুরাণ শাস্ত্রে আছে 'আভূতসংপ্লবং স্থানং অমৃতত্বং হি ভাষ্যতে' অর্থাৎ প্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থিতিকে 'অমৃতত্ব' বলে।

যাহা হোক্ বেদান্তের বৃত্তিকার পূজ্যপাদ বোধায়নাচার্য্য বলেন, 'বৃত্তাৎ কর্ম্মাধিগমাদনন্তরং ব্রহ্মবিবিদিষা' ইতি অর্থাৎ পূর্ব্ব সম্পন্ন কর্ম্ম-জ্ঞানের অনন্তর ব্রহ্ম জানিতে ইচ্ছা হয় ও শারীরক সূত্র (ব্রহ্মমীমাংসা) জৈমিনীকৃত কর্ম্মমীমাংসার সহিত সংহিত বা মিলিত হইয়া ষোড়শাধ্যায়ে পূর্ণ। অর্থাৎ পূর্ব্ব মীমাংসার দ্বাদশ অধ্যায় ও উত্তর মীমাংসার চারিটী অধ্যায়—এই উভয় লইয়া ষোড়শাধ্যায়। এইরূপে উভয় মীমাংসাই একশাস্ত্র কিন্তু কর্ম্ম ও ব্রহ্ম, দুই বিষয় ভেদে পৃথক্ নামে অভিহিত হইয়াছে।

বৈশেষিক দর্শন মতে 'দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়' এই ষট্ পদার্থের মধ্যে কর্ম্ম তৃতীয়—ঐ কর্ম্ম পঞ্চবিধ যথা,

'উৎক্ষেপনং ততোঽবক্ষেপনমাকুঞ্চনং তথা,
প্রসারনঞ্চ গমনং কর্ম্মাণ্যেতানি পঞ্চ চ'।

অর্থাৎ কর্ম্ম পাঁচ প্রকার :—উৎক্ষেপন (উর্দ্ধে-ক্ষেপন), অবক্ষেপন (নিম্নে ক্ষেপন), আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন। অন্যান্য নিখিল কর্ম্ম গমন ক্রিয়ার অন্তর্গত।

এখানে আমরা কর্ম্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীগীতায় যেরূপ ভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে প্রয়াশ পাইব।

শাস্ত্রে কর্ম্মযোগ, চিত্ত-শুদ্ধির জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। অনাদি জ্ঞানসংসর্গাভাব বিশিষ্ট জীব ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

না, এইজন্য কর্ম্ম করিতেই হইবে, আবার যাহাতে উহা পুনরায় বন্ধন সৃষ্টি না করে, এইরূপে করণীয়। উহাই শ্রীগীতাতে "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" রূপে উক্ত হইয়াছে। যদি মানুষ কর্ম্মের ফলাফল কিছুই আশা না করিয়া লাভালাভে উদাসীন হইয়া ভগবানের আদিষ্ট নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মগুলি সম্পাদন করে, তবে ঐ কর্ম্মই ভগবৎ বহির্মুখ জীবকে শুভ ফলদানে কৃতার্থ করিবে—উহাই ঈশ্বর উন্মুখতা আনয়ন করিয়া অনাদি সংস্কার মলদুষ্ট হৃদয়ে সাত্ত্বিক ভাবের ও জ্ঞানের উন্মেষ করিয়া দিবে। শ্রুতিও বলেন,—

"আরভ্য কর্ম্মাণি গুণান্বিতানি ভাবাশ্চ সর্ব্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ
তেষামভাবে কৃতকর্ম্মনাশঃ কর্ম্মক্ষয়ে যাতি স তত্ত্বতোঽন্যঃ"। শ্বেত ৬।৪

অর্থাৎ যিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া সেই কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করেন, তিনি জ্ঞানের দ্বারা সেই সকল কর্ম্মের অভাব হইলে প্রকৃত্যাদি তত্ত্ব হইতে ভিন্ন হন ও আত্মস্বরূপ লাভ করেন। কিন্তু ঐ কর্ম্মই যদি আবার ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কৃত হয়, তবে উহা বন্ধনের সৃষ্টি করিবে। কারণ আশানুযায়ী ফললাভে বঞ্চিত হইলে দুঃখ, ও সমর্থ হইলে সুখ অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্যই সকল শাস্ত্রই ফলাভিসন্ধি-বর্জ্জন পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে উপদেশ দেন। গীতায় তাই দেখা যায়—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা আপনাকে অকর্ত্তা ভাবিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিয়া থাকেন, আর যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে নিষ্কাম কর্ম্ম করেন। যাহারা মোহান্ধ কেবল তাহারই কর্ম্মে আসক্ত হইয়া ঊর্ণনাভ সদৃশ আপনার কৃত কর্ম্মজালে আপনার বন্ধন সৃষ্টি করে।

জ্ঞানী জানেন আত্মা স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয়। তিনি কোনই কর্ম্ম করেন না। প্রকৃতিই কর্ম্ম করেন ও সেই কর্ম্ম আত্মায় আরোপিত হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিন্তু যাঁহার কর্ম্মলিপ্সা আছে তিনি এই তত্ত্ব সম্যক্ বুঝিতে পারেন না। তাই গীতা বলেন,—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা শ্রদ্ধা লাভের পূর্ব্বে যে সকল কর্ম্ম করেন তাহার উদ্দেশ্য ভগবানের সন্তোষ সাধন। তাঁহারা কর্ম্মফল ভগবচ্চরণে অর্পণ করিয়া থাকেন ও যাহাতে ঐ কর্ম্ম-বৈগুণ্য রহিত হইয়া শুভ ফলপ্রসূ হয় তাহার জন্য আদৌ প্রার্থনা করেন না। এইরূপ ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করিয়া গীতা উপদেশ দিয়াছেন—"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ" ইত্যাদি অর্থাৎ লৌকিক ও বৈদিক সকল কর্ম্মই ভগবানে অর্পিত হইলে কর্ম্ম আপ্যায়িত হইয়া যাইবে ও ঐরূপ অধিকারীর নিকট হইতে আপনি বিদায় গ্রহণ করিবে। এই জন্য শাস্ত্রে দেখা যায় "ন কর্ম্মাণি ত্যজেৎ যোগী কর্ম্মভিস্ত্যজ্যতে হ্যসৌ।" কিন্তু সকলে এরূপ কর্ম্মার্পণের অধিকারী নহেন। যাহাদের স্বীয় ইন্দ্রিয়ভোগ-চরিতার্থতা সাধনই কর্ম্মের লক্ষ্য—যাহারা ভগবানে অর্পণচ্ছলে নানা কুৎসিত কর্ম্ম করিয়া থাকে—তাহাদের কর্ম্ম শ্রীভগবানের সন্তোষ সাধন করিতে পারে না বলিয়া তাহারা কর্ম্মার্পণের অধিকারী নহে। বিষ্ণু-পুরাণে এরূপ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে উক্ত হইয়াছে,—

"পরপত্নী-পরদ্রব্য-পরহিংসাসু যো মতিম্॥
ন করোতি পুমান ভূপ তোষ্যতে তেন কেশবঃ॥,'

অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি পরপত্নী ও পরদ্রব্য লোভী ও হিংসাদি কুবৃত্তিপরায়ণ, তাহাদের কর্ম্মদ্বারা ভগবান্ কখনই সন্তোষ লাভ করেন না। এখানে কর্ম্মার্পণের পূর্ব্বেই তাহার নিষেধ দেখা যায়। তাহা হইলে দেখা গেল ঈদৃশ কদাচারী ব্যক্তি কর্ম্মার্পণের অধীকারীই নহে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীভগবান্ অতি তুচ্ছ বস্তুও প্রত্যাখ্যান করেন না, যদি তাহা শাস্ত্র মতে অর্পণ যোগ্য ও ভক্তি মিশ্রিত হয়। তাই গীতায় দেখা যায় ;—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ" ॥

এখানে 'ভক্ত্যা" শব্দটীর উপরই বিশেষভাবে চিত্ত আকৃষ্ট হওয়া উচিত। শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামী তদীয় টীকায় লিখিয়াছেন "পত্র-পুষ্পাদি মাত্রমপি মহ্যম ভক্ত্যা যঃ প্রযচ্ছতি তস্য প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধচিত্তস্য নিষ্কাম-ভক্তস্য তৎপত্রপুষ্পাদিকং প্রীত্যা গৃহ্নামি।"

"শ্রদ্ধয়োপহৃতং প্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্য্যপি,
ভূর্য্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে।"

ইত্যাদি বাক্যে উপরোক্ত অর্থই পরিস্ফুট দেখা যায়। যাঁহারা যথার্থ ভগবানের সন্তোষ সাধনই জীবনে ধ্রুবতারার মত লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহারা সকল কর্ম্মই কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্বভাবতঃই কখনও বীভৎস-কর্ম্ম করিতে পারেন না, ভগবানে ঐ সকল কর্ম্মের ফলার্পণ ত দূরের কথা। যাঁহারা জানেন যে হৃদয়াবস্থিত ভগবান্ তাঁহাদের সকল কর্ম্ম-প্রেরণার মূল কেন্দ্র স্বরূপে অবস্থান করিয়া কর্ম্মে প্রণোদিত করিতেছেন এবং তাঁহার যন্ত্রের মতই পরিচালিত হইয়া ভগবানের মহান উদ্দেশ্য সাধনের সহায়রূপে কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছেন, তাঁহারা কি কখনও কদর্য্য কর্ম্ম করিতে পারেন ?

সাধারণ মানুষ যাহা করে তাহা দ্বারা যে শুভ ফল উদ্ভূত হয় সেটা কর্ত্তা স্বয়ং গ্রহণ করে কিন্তু অশুভটী ভগবানে অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সেই জন্য এইরূপ ধর্ম্মের নামে বস্তুতঃ অধর্ম্মই আচরিত হয়। যাঁহারা সর্ব্বদা ভগবানকে আশ্রয় করিয়া "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ" ইত্যাদি ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়াই "চেতসা সর্ব্ব কর্ম্মাণি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ময়ি সংনস্য মৎপরঃ" ইত্যাদি বাক্য উক্ত হইয়াছে। এখন দেখা গেল ভগবানে কর্ম্ম অর্পণ করিতে হইলে কি প্রকার সাধনার প্রয়োজন ও কিরূপ ভাবে তৎপূর্ব্বে চিত্ত শুদ্ধি আবশ্যক।

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মানি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা"।

এই বাণীর গভীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইলে কর্ম্মার্পণ ব্যাপারটী কত সাধনসাধ্য ও কঠিন তাহা সম্যক্ উপলব্ধি হয় এবং এরূপ কর্ম্মাচরিত হইলে যে ভগবৎসান্মুখ্য লাভ হয় তাহা বলা বাহুল্য। তখন নামে কেবল কর্ম্ম হইল কিন্তু উহা বস্তুতঃ আরোপসিদ্ধা ভক্তি, কারণ কর্ম্মের সাধ্য বা উদ্দেশ্য হইতেছে ভগবদর্পণ। আর ঐ অর্পণ ভক্তি ভিন্ন হইতে পারে না। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তদীয় ভক্তিসন্দর্ভে এ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। অরোপসিদ্ধা ভক্তি যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভক্তি নয়, তথাপি ভগবচ্চরণার্পণ নিবন্ধন কর্ম্মই ভক্তিরূপে পরিণত হয়। কর্ম্ম-ত্যাগাধিকার-বিচারেও তিনি দেখাইয়াছেন কিরূপ উচ্চাধিকারী শুদ্ধ জ্ঞান বা শুদ্ধা ভক্তি লাভে উপযুক্ত। শাস্ত্র সর্ব্বত্রই সাধনার অধিকারী বিবেচনা করিয়া উপদেশ দিয়াছেন এবং উক্ত অধিকারবিধি উল্লঙ্ঘনে অধর্ম্মই আচরিত হয়। যথা বিষ্ণুধর্ম্মে—

"মর্য্যাদাঞ্চ কৃতাং তেন যো ভিনত্তি স মানবঃ
ন বিষ্ণুভক্তঃ বিজ্ঞেয় সাধুধর্ম্মার্চ্চনোহরিঃ।"

নিজাধিকারানুসারে ধর্ম্ম পালনে প্রশংসা দৃষ্ট হয়। যথা "স্বে স্বেংধিকারে যা নিষ্ঠা সগুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।" যেমন শাস্ত্রে কর্ম্মার্পণ সম্বন্ধে অধিকারী নির্দ্দিষ্ট আছে তেমন কর্ম্মত্যাগেও কে অধিকারী তাহার বিধান দেখা যায়। সাধারণ কর্ম্মাসক্ত মানবদিগকে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলেন "নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ"। "নহি কশ্চিৎ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ক্ষণমপি জাতুতিষ্ঠত্যকৰ্ম্মকৃৎ" "নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ" ইত্যাদি। কিন্তু সকলেই যাহাতে নিষ্কামভাবে কর্ম্মগুলি সাধন করিতে পারেন তাহার সবিশেষ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। শ্রুতিও বলেন—

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।"

অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিয়া শত বৎসর বাঁচিয়া থাক। তুমি যখন দেহাভিমানী তখন তোমার পক্ষে অন্য কোন উপায় নাই যাহাতে কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পার। ঈশ্বরারাধনরূপ কর্ম্ম আশক্তিশূন্য হইয়া কৃত হইলে উহা যে কর্ম্মের মধ্যেই গণ্য হয় না তাহাও "কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ" ইত্যাদি ব্যাক্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। তবেই দেখা গেল, যাঁহারা শুদ্ধজ্ঞানী, বা শুদ্ধা ভক্তিতে অধিকারী তাঁহাদেরই শাস্ত্র, কর্ম্মত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কারণ কর্ম্ম, ভক্তি বা জ্ঞানের সমুচ্চয়ে সাধিত হইতে পারে না; উহাদের বিরোধ দুর্লঙ্ঘনীয়। শ্রুতি তাই বলেন, "নাস্ত্য-কৃতঃকৃতেন" অর্থাৎ কৃত কর্ম্মের দ্বারা কখন নিত্য পদার্থ জ্ঞান বা প্রেম প্রাপ্তব্য নহে। তবে শাস্ত্র সেরূপ উচ্চ অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। যেমন গীতায় দেখি,

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ,
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে"।
"সর্ব্ব কর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী,
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্।"

একই কর্ম্ম, অধিকারী ভেদে করণীয় ও ত্যাজ্য, যথা—

"আরুরুক্ষোর্মুনে যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে,
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ যিনি এখনও প্রবৃত্তি মার্গে আছেন, তাহার পক্ষে কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। আর যিনি নিবৃত্তি মার্গে বিচরণ করেন তাহার পক্ষে কর্ম্ম ত্যাগই বিধেয়। শ্রীভাগবতে তাই দেখিতে পাওয়া যায়,—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎ কথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে"।

অর্থাৎ যতদিন জ্ঞান সাধনের উপায় নির্ব্বেদ উপস্থিত না হয় অথবা ভক্তি সাধনের উপায় স্বরূপ আমার কথায় শ্রদ্ধা না জন্মে, ততদিন নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে করণীয়। এই শ্লোক লইয়া শ্রীপাদ-জীব গোস্বামী তদীয় ভক্তিসন্দর্ভে কর্ম্মত্যাগাধিকার বিষয়ে বিশেষ বিচার করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এইরূপ। নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম সকলেরই করণীয়; কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞান বা ভক্তি কি প্রকারে প্রবর্ত্তিত হইবে এই আশ-ঙ্কায় কত দিন কর্ম্ম করণীয় তাহার সীমা শাস্ত্র নির্দ্ধারণ করিতেছেন। যাঁহারা নির্ব্বিণ্ন তাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহাদের পক্ষে কর্ম্ম ত্যাগই শাস্ত্রে বিহীত হইয়াছে। শ্রুতি বলেন—"যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ"। আর যাঁহারা শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাসম্পন্ন শুদ্ধ ভক্ত, তাঁহাদের পক্ষেও কর্ম্মত্যাগ বিহীত হইয়াছে। যথা—

"দেবর্ষিভূতাপ্ত নৃণাম্পিতৃণাং,
ন কিঙ্করোনায়মৃণী চ রাজন্,
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো
মুকুন্দং পরিহৃত্য কৃত্যং।"

যাঁহারা ঈদৃশ শরণগত তাঁহাদের কর্ম্মত্যাগে দোষ স্পর্শ করে না বরং তৎকরণেই আজ্ঞা লঙ্ঘন হইয়া থাকে। বিশেষতঃ উক্ত শ্লোকে যে "শ্রদ্ধা' শব্দটী আছে উহা লইয়াই শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রদ্ধা দুই প্রকার, একটী শাস্ত্রীয়, অপরটী পারস্পারিক অর্থাৎ যে ব্যক্তি শাস্ত্র পাঠে বিশেষরূপে জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক ভগবানে ও গুরুবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন তাদৃশ শ্রদ্ধাই অনন্যাখ্যা ভক্তি প্রবৃত্তির হেতু এবং এইরূপ শ্রদ্ধাবান্ ভক্তের পক্ষেই কর্ম্মত্যাগ বিহিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে যে শ্রদ্ধা লোক পরম্পরায় জাত, তাহা লঘু ও অশাস্ত্রীয়, তাহা নানা কারণে বিচলিত হইতে পারে। সেইজন্য শ্রদ্ধা মাত্রই যে কর্ম্মত্যাগে অধিকার দান করিবে তাহা নহে। যিনি জাত-রুচি ও দৃঢ় শ্রদ্ধা সহকারে ভজন করেন, তাঁহার পক্ষেই "তাবৎ কর্ম্মাণি" ইত্যাদি বাক্য প্রযোজ্য। অতএব এখানে যে শ্রদ্ধা শব্দটীর প্রয়োগ তাহার অর্থ শাস্ত্র বিষয়ে সুদৃঢ় প্রত্যয়, উহা অনন্যা ভক্তির অধিকারী নির্ণয়ার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাগবতে তাই উক্ত হইয়াছে,—

"আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত,
তদেবহ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুণাতি চিকিৎসিতম্।"

অর্থাৎ যে ঘৃতাদির দ্বারা রোগ উৎপন্ন হয় সেই ঘৃতই যদি ঔষধ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া সেবন করা যায় তাহাতে রোগ নিবৃত্তিই হইয়া থাকে, এই প্রকার নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মার্পণ দ্বারা সংসারোপরমই হয় যথা,—

'কর্ম্মনা কর্ম্ম নির্হরেৎ'

"এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বসংসৃতি হেতবঃ।
ত এবাত্ম বিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাপরে॥"

এখানেও দেখা যাইতেছে যে কর্ম্মফল ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়াই থাকে। যদি কেহ স্বার্থান্ধ হইয়া সেই ফলটী আত্মসাৎ করিতে চাহে তবে সে তুচ্ছ বস্তুই পাইয়া থাকে। কারণ যেমন নদীর গতি স্বভাবতঃই সাগরের দিকে, সেইরূপ সকল কর্ম্মফল শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় করিয়াই কৃতার্থতা হয়. মধ্য পথে কেহ তাহার গতি রোধ করিলে তাহার কৃত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃতার্থতা সিদ্ধ হয় না; কিন্তু সাগর সদৃশ ভূমাকে স্পর্শ করিলে সকল কর্ম্মই আপ্যায়িত হইয়া যায়। এইরূপ কর্ম্মার্পণটী ভাগবত ধর্ম্মের অন্যতম, কারণ ইহাতে ভগবানের প্রীতি সাধনই উদ্দেশ্য। ঈদৃশ ধর্ম্মাচরণকারীর পতন নাই। তাই উক্ত হইয়াছে "ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ।" এইরূপ অল্প কর্ম্মেরও যে মহাফল তাহা শ্রীগীতা উচ্চৈঃ-স্বরে ঘোষণা করিতেছেন,—

"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"

এইরূপ কর্ম্মের বিষয় শ্রীনারদ বেদব্যাসকে উল্লেখ করিয়াছিলেন। যথা—

"এতদ্ সমুচিতং ব্রহ্মং স্তাপত্রয় চিকিৎসিতম্
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম"।

অর্থাৎ ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণই তাপত্রয়াভিভূত আত্মবিস্মৃত মানবের দুরা-রোগ্য ভবরোগের মহৌষধি।

যাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছেন তাঁহাদের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে আবশ্যক নাই—তাঁহাদের বহু পূর্ব্বে চিত্ত শুদ্ধি হইয়াছে উহা বলা বাহুল্য; কারণ তাহা না হইলে কায়মনোবাক্যে শরণাগতি, দৃঢ় শ্রদ্ধা ও নিরন্তর ভগবৎস্মৃতি হইতেই পারে না। তবে তাদৃশ মহাভাগবতও ভগবদ্ভজন কখনই ত্যাগ করেন না। কারণ মুক্ত্যাবস্থায়ও ভক্ত পরমহংসগণ ভজনানন্দে নিমগ্ন থাকেন যথা "মুক্তাপি লীলয়া বিগ্রহংকৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে" ইহা শাস্ত্রে দেখা যায়। সেইরূপ অনধিকারীকে শ্রীভগবান্ কখনও কর্ম্ম ত্যাগে উপদেশ করেন না।

'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্'।

কিন্তু যাঁহারা উক্ত অধিকার প্রাপ্তির পূর্ব্বেই নৈষ্কর্ম্ম্যলাভ করিয়া-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ছেন বলিয়া নিঃশেষে কর্ম্ম ত্যাগ করেন তাঁহারা অধঃপতিত হন। তাই শাস্ত্র বলেন,—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং।"

কর্ম্মতত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করা যে অতিশয় দুরূহ ব্যাপার তাহা স্বয়ং ভগবানের বাণী হইতে বুঝা যায় এবং কোনটী কর্ম্ম, কোনটা অকর্ম্ম ও কোনটা বিকর্ম্ম তাহা অবগত হইতে বিবেকীগণও মূঢ়তা প্রাপ্ত হন। "কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ।" "গহনা কর্ম্মণো-গতিঃ" ইত্যাদি বাক্যে তাহা দৃষ্ট হয়।

এস্থলে কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজনীয়।

ত্যাগ ও সন্ন্যাস এই দুটী শব্দ গীতার প্রথম হইতে শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে এবং বহুরূপে ইহাদের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী সেইজন্য বলিয়াছেন "ন্যাস-ত্যাগ বিভাগেন সর্ব্ব-গীতার্থ সংগ্রহঃ"। মোক্ষযোগে অর্জ্জুন ত্যাগ ও সন্ন্যাসের সবিশেষ তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা করিয়া শ্রীভবচ্চরণে নিবেদন করিলেন। তদুত্তরে শ্রীভগবান্ যাহা বলিয়াছেন তাহা আলোচনা করিলেই ঐ বিষয় আমরা সম্যক্ অবগত হইব। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—

'কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়োঃ বিদুঃ
সর্ব্ব কর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ'।

অর্থাৎ কামনা করিয়া যে সকল কর্ম্ম-কৃত হয় তাহাদের ত্যাগই সন্ন্যাস বলিয়া কথিত এবং সকল কর্ম্মফলত্যাগই ত্যাগ নামে অভিহিত হয়। পুত্রের জন্য যজ্ঞ করা কাম্য কর্ম্ম—সকল কর্ম্মের পূর্ব্বে সংকল্প রহিয়াছে। এই জন্য কর্ম্ম মাত্রই কাম্য কিন্তু এই কর্ম্ম যখন ভগবৎ প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত হয় তখন উহা নিষ্কাম। এইরূপে কর্ম্ম

১৮

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিবার জন্য সকল শাস্ত্রই উপদেশ করিয়াছেন। প্রথমে 'ত্যাগ' শব্দটার আলোচনা করিয়া পরে সন্ন্যাসের সহিত উহার কি সম্বন্ধ, তাহা বলা যাইবে। নিষ্কামকর্ম্ম-যোগ সম্বন্ধে গীতা শাস্ত্রে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। যিনি ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন পূর্ব্বক অনাসক্ত হইয়া করণীয় কর্ম্ম করেন তিনিই প্রকৃত ত্যাগী এবং তিনিই 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং' বাক্যটীর যথাযথ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। মানুষ কর্ম্ম না করিয়া কখনও থাকিতে পারে না 'নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ'। এইজন্য কর্ম্ম করিতেই হইবে কিন্তু এমন ভাবে যেন উহা সম্পন্ন হয় যাহাতে বন্ধন সৃষ্টি না করে। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না হইলে কখনই আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। তাই ভগবান্ বলিলেন 'স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ'। বহুদিন ধরিয়া এইরূপে কর্তৃত্বাভিমান-শূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে করিতে ভগবদ্ প্রসাদে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং সেই নির্ম্মল অন্তঃকরণে তাঁহার মহিমা উদ্ভাসিত হয়। সেইজন্য কর্ম্মযোগীকে কখনও কর্ম্ম ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন নাই। কারণ,

'নহিদেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে'।

অর্থাৎ যিনি কর্ম্মফলের আশা ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম করিয়া যান তিনিই প্রকৃত ত্যাগী ; কারণ দেহধারী মানব নিঃশেষে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না। নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারাই জ্ঞানলাভ হয় এবং জ্ঞান প্রাপ্ত না হইলে কেবল সন্ন্যাস দ্বারা সিদ্ধিলাভ করা যায় না। তাই গীতার উক্ত হইয়াছে,

'ন কর্ম্মনামনারম্ভা নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে,
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি'।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেইজন্য জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থে সম্পাদন করিতে হইবে। 'সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ'। সঙ্গলিপ্সা ও অহং বুদ্ধি পরিত্যাগ হইলে রাগদ্বেষাদি চিত্ত হইতে দূরীভূত হইবে এবং সেই স্বচ্ছ নির্ম্মল চিত্তে শাস্ত্রোপদেশ সম্যগনুভূত হইবে। তখন স্বতঃই কর্ম্মত্যাগ বা সন্ন্যাস হইয়া যাইবে। সেইজন্য মোক্ষযোগে উক্ত হইয়াছে,

> 'অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ'।
> নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি'।

অর্থাৎ অনাসক্ত, স্পৃহাশূন্য, সংযত চেতা সাধক কর্ম্মফল ত্যাগ দ্বারা পরম নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি বা মুক্তি পাইয়া থাকেন।

শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন, যে যদিও নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করা বস্তুতঃ কর্তৃত্বাভিমান শূন্যতা হেতু নৈষ্কর্ম্ম্যই কারণ তাহাতে বন্ধন নাই, তথাপি উক্ত কর্ম্মফল ত্যাগ হইতে সকল কর্ম্মনিবৃত্তি লক্ষণা সত্ত্বশুদ্ধিকর পারমহংসাবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব দেখা গেল ত্যাগ মোক্ষ সাধনের প্রথম পদ্ধতি এবং সন্ন্যাস তাহার শেষ ধাপ। ত্যাগটী সাধনা, নৈষ্কর্ম্ম্যটী সিদ্ধি। ত্যাগে নিঃশেষে সকল পরিত্যাগ হয় না কারণ কর্ম্ম থাকিয়া যায় কিন্তু সন্ন্যাসে হৃদয় নির্ধূতকষায় হয়, তাহাতে রাগদ্বেষাদির বিন্দুমাত্র চিহ্ন থাকে না। স্বরূপতঃ আত্মার যে কোন কর্ম্ম নাই, তিনি যে 'অসঙ্গোহ্যয়ংপুরুষঃ' তাহা বুঝিবার জন্যই অনাসক্ত ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। যদিও শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য কর্ম্ম সম্পাদনে তাঁহার প্রীতিভিক্ষাটুকুই আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায় কিন্তু তাহা ভর্জ্জিত বীজের মত অঙ্কুরোৎপাদন করিতে পারে না। পরম করুণাময় ভগবানের অসীম করুণাকটাক্ষপাতে সাধকের হৃদয় প্রসন্ন হইয়া উঠে এবং তাঁহার চরণই তখন লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়; কর্ম্ম, শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়ার ন্যায় স্বতঃ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বভাবে পরিণত হইয়া থাকে। তখন তাদৃশ কর্ম্মযোগীর চিত্তে লয়, বিক্ষেপ, সংকল্প বিকল্প, উদয় হয় না, কেবল শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবে উহা পূর্ণ হইয়া যায়। যেমন অনাবিল নিস্তরঙ্গ হ্রদে সূর্য্যের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি প্রতি-ফলিত হয়, সেইরূপ চিত্তহ্রদে যখন বৃত্তিপ্রবাহ আদৌ উত্থিত না হয় তখনই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ দেখা যায় এবং আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হয়। এই অবস্থা লাভ করিবার জন্যই শাস্ত্র, নিষ্কাম কর্ম্মযোগাভ্যাস উপদেশ করিয়া-ছেন। ভগবান্ পতঞ্জলি তাঁহার যোগ সূত্রে বলিয়াছেন, 'তপঃ স্বাধ্যায়ে-শ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ'। অর্থাৎ শম, দম, আসনাদি কষ্টসাধ্য তপস্যা, শাস্ত্রপাঠ ও ঈশ্বরে ফল সমর্পণকে ক্রিয়াযোগ কহে। এই সকল কর্ম্মের দ্বারা চিত্তচাঞ্চল্য ও বিষয়ানুরাগ দূরীকৃত হইবে এবং আত্মজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ চিত্ত রাগদ্বেষাদি শূন্য হইবে। সুখকর বিষয়ে চিত্তের আবিষ্টতাকে রাগ বলা হয় 'সুখানুশয়ী রাগঃ'। দুঃখকর বিষয়ের সংস্কারজাত যে প্রতিকূল ভাব, তাহাকে দ্বেষ বলে 'দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ'। এই ত্যাজ্য গ্রাহ্য দুই কর্ম্মই অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত হয়।

এখন দেখা গেল নিষ্কাম কর্ম্মযোগে সিদ্ধিলাভ করিলেই সন্ন্যাসের অধিকার, তাহার পূর্ব্বে নহে। সেইজন্য 'যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে'। মনের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম যখন ভগবদ্ চরণে অর্পিত হয় এবং আপনাকে অকর্ত্তা বলিয়া পূর্ণ জ্ঞান হয়, তখনই

'সর্ব্ব কর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্তে সুখং বশী।
নব দ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন'॥

ইত্যাদি বাক্যের যথাযথ প্রত্যক্ষানুভূতি হয়। কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয় না, কর্ম্ম আপনি তখন সর্পের খোলসের ন্যায় ছাড়িয়া যান; 'ন কর্ম্মাণি ত্যজেৎ যোগীঃ কর্ম্মভি স্ত্যজ্যতে হ্যসৌ'। পাছে বা কোন অপক্ক কর্ম্মযোগী কর্ম্ম ত্যাগ করাই ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিয়া কর্ম্ম পরি-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ত্যাগ করেন, সেইজন্য ভগবান্ বহুবার গীতায় ফলাভিসন্ধিত্যাগপূৰ্ব্বক কৰ্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন। মোক্ষযোগেও উক্ত হইয়াছে,

"চেতসা সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব'।

অর্থাৎ মনে মনে সকল কৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া মচ্চিত্ত হও'।

'সন্ন্যাস' এই শব্দ অনেক স্থানেই কৰ্ম্মের ফল-সন্ন্যাস অর্থে ব্যাবহৃত হইয়াছে, যথা,

'অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কৰ্ম্মণঃ ফলম
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য নতু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ'।

এস্থানে শ্রীধরস্বামী 'সন্ন্যাসিনাং' পদটীর অর্থ করিলেন 'কৰ্ম্মফল-ত্যাগিনাম্'। 'সন্ন্যাসি শব্দেনাত্র ফলত্যাগসাম্যাৎ প্রকৃতাঃ কৰ্ম্মফল ত্যাগিনো গৃহ্যন্তে'। ষষ্ঠ অধ্যায়েও উক্ত হইয়াছে 'অনাশ্রিতঃ কৰ্ম্ম ফলং কার্য্যং কৰ্ম্ম করোতি যঃ, স সন্ন্যাসী চ যোগী চ' ইত্যাদি।

এই অর্থে ত্যাগ ও সন্ন্যাস একার্থ বাচক। সাধন মার্গে ত্যাগ অগ্রে প্রয়োজন অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে ত্যাগ প্রতিষ্ঠিত হইলে সন্ন্যাস স্বতঃই আসিয়া থাকে। নারদভক্তিসূত্রে উক্ত হইয়াছে 'ওঁ নিরোধস্তু লোক-বেদ-ব্যাপার সন্ন্যাসঃ' অর্থাৎ প্রকৃত ভক্তি লাভ হইলে সকল কৰ্ম্মই ত্যাগ হইয়া যায়। প্রথমে ফল-সমর্পণ—'ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ' 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ' "যোগস্থ কুরু কৰ্ম্মাণি" ময়ি সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা' 'সৰ্ব্ব কৰ্ম্মাণ্যপি সদা কুৰ্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ' 'তদর্থং কৰ্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর' 'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ' 'কৰ্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' ইত্যাদি সকল শ্লোকেই ফল-সন্ন্যাস অভিপ্রেত। কি লৌকিক কি বৈদিক সকল কৰ্ম্মই যদি নিজেকে অকৰ্ত্তা ভাবিয়া শ্রীভগবদ্‌চরণে ফলার্পণ করিয়া করা যায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তবে জীবন সার্থক হইয়া থাকে কিন্তু এই নিবেদন আন্তরিক হওয়া চাই। 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি'—আকুল প্রাণে ভক্তি-ভরে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া নিবেদন করিলে অতি তুচ্ছ বস্তুও ভগবান্ অগ্রাহ্য করেন না—ইহা স্থির সত্য। এইরূপ ভাবে যখন সাধক সাধনার শীর্ষ দেশে উপস্থিত হইবেন, তখনই বিধি, নিষেধ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবেন। 'সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী বলেন "বিধি কৈঙ্কর্য্যং ত্যক্ত্বা মদেকশরণো ভব"। শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী 'কেচিদ্বর্ণধর্ম্মাঃ কেচিদাশ্রম ধর্ম্মাঃ কেচিৎ সামান্য ধর্ম্মা ইত্যেবং সর্ব্বানপি ধর্ম্মান্' ইত্যাদি। অর্থাৎ সকল ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরমানন্দঘনমূর্ত্তি অনন্ত শ্রীভগবান্ বাসুদেবকেই অনুক্ষণ ভাবনা কর। ইহাই পরমতত্ত্ব, ইহা হইতে অধিক নাই—এইরূপ বিচারপূর্ব্বক প্রগাঢ় প্রেম সহকারে সতত চিন্তা কর। আচার্য্য রামানুজের ভাষ্যেরও ভাবার্থ এই যে ভক্তির উদয় জন্য বহু কর্ম্ম করা প্রয়োজন। কিন্তু তাহা এক জীবনে সম্ভব নহে, সেইজন্য ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া ভগবানের শরণাগত হও। আচার্য্য শঙ্কর 'পরিত্যজ্য' অর্থে 'সন্ন্যাস্য' করিয়া শরণাপত্তিকে কর্ম্মযোগের গুহ্য রহস্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাহা হউক উত্তম সাধকের প্রতি ভগবান্ যে ধর্ম্মাধর্ম্ম, বিধি নিষেধের গণ্ডী পার হইয়া তাঁহার চরণে সর্ব্বান্তঃকরণে শরণাগত হইতে উপদেশ দিতেছেন তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় এবং শ্রীমদ্ভাগবতে মহাভাব-স্বরূপিণী ব্রজদেবীগণের আচরণই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই তাঁহার অনাদি প্রেমযজ্ঞে নিখিল নিমন্ত্রণ বাণী সেইখানে সফলতা লাভ করিয়াছে। এইরূপে গীতার শেষ উপদেশের বেশ সঙ্গতি হয়।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে কর্ম্ম জড় ও নশ্বর, সেইজন্য উহা ফলদানে অসমর্থ। ঈশ্বর নিত্য, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্—তিনিই নিখিল জীবকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ফলদান করেন। বেদান্ত দর্শনে তাই উক্ত আছে। 'ফলমত উপপত্তেঃ, ৩।২।৩৮' অর্থাৎ পরমেশ্বর হইতেই যে ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহাই যুক্তিযুক্ত। বৃহদারণ্যক শ্রুতিও বলেন' বিজ্ঞানমানন্দংব্রহ্ম-রাতির্দাতুঃ পরায়ণম্। স বা এস মহানজ আত্মা অন্নাদো বসুদান, অর্থাৎ বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই নিজ উপাসকগণকে তাহাদের স্ব স্ব উপাসনারূপ ফলদান করেন। সেই মহান্ অজ আত্মাই অন্ন ও ধন দাতা। কর্মীর স্বর্গাদিরূপ ফলপ্রাপ্তিও তাঁহার নিকট হইতেই ঘটিয়া থাকে।

ন্যায়দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি নিরাস প্রসঙ্গে মহর্ষি গোতম ঈশ্বরকেই জীবের কর্ম্মফল দাতা রূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। যথা 'ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্য-দর্শনাৎ' 'তৎ-কারিতত্বাৎ অহেতুঃ' (ন্যায়সূত্র, ৪।১।১৯,২১)। ইহার ভাষ্যে বাৎসায়ন বলেন, 'ন বয়ং সম্যক্ সচেষ্টা অপি সর্ব্বথা চেষ্টানুরূপং ফল-মাপ্নুয়াম। অতোহনুমীয়তে অস্মাকং কর্ম্মফলং কস্যাপ্যধীনমিতি; যদধীনং স ঈশ্বরঃ। ইত্যেবং পুরুষ কর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ ফলদাতৃত্বেনো-শ্বরোঽনুমেয় ইতি ভাবঃ'। অর্থাৎ আমরা সম্যক্ প্রকারে সচেষ্ট হইয়াও সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টানুরূপ ফল প্রাপ্ত হই না। অতএব ইহা অনুমিত হয়, যে কর্ম্মফল কাহারও অধীন। যাঁহার অধীন, তিনিই ঈশ্বর; এইরূপ মানবের কর্ম্মফলের অফলতা দর্শন করিয়া ফলদাতারূপে ঈশ্বর অনুমেয়। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভিন্ন পুরুষকার ফলদানে সমর্থ নহে। সেইজন্য কর্ম্মফল প্রাপ্তি বিষয়ে আমাদের কেবল মাত্র যত্নই কারণ নহে। যাহার যেরূপ কর্ম্ম, তাহার সেইরূপই ফল প্রাপ্তি হয়। সে বিষয় শ্রুতি বাক্য এই 'পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি, পাপেন পাপমুভাভ্যামেব মনুষ্যলোকাম' প্রশ্ন, ৩।৭ ভাঃ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্যাকুলতা।

ব্যাকুলতা বা কোন বস্তু লাভের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষাই ধর্ম্মের আরম্ভ। এই ব্যাকুলতাই কালে ভক্তি এবং ক্রমে গাঢ় হইয়া প্রেমে পরিণত হইয়া থাকে। আমরা যদি কোন বস্তুর জন্য যথার্থ কাতর হইয়া থাকি, তবে উহা অবশ্য পাইব, ইহা স্থির সত্য; এবং তীব্র ব্যাকুলতার পূর্ব্বে ঐ বস্তু লাভ হইলেও উহা আস্বাদন করিতে পারিব না তাহাও সত্য। কারণ যে ব্যক্তি দারুণ নিদাঘের প্রখর তপন-তাপে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছে, তাহারই নিকট অতি শীতল সলিল উপাদেয় ও শান্তিপ্রদ বোধ হইবে। কিন্তু যাহার আদৌ তৃষ্ণা নাই, তাহার পক্ষে ঐ জলের কোন প্রয়োজন নাই। ব্যাকুলতাই ভক্তির প্রাণ—উহা যোগ-মার্গেরও বিশেষ সহায়। কারণ ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "তীব্র-সম্বেগানামাসন্নঃ" অর্থাৎ যাঁহারা তীব্র ব্যাকুলতা লইয়া যোগাভ্যাস করিবেন, তাঁহারা শীঘ্রই সমাধিসিদ্ধি লাভ করিবেন। উহা মুমুক্ষু জ্ঞানীরও নিতান্ত স্পৃহনীয়। কারণ তীব্র বিষয় বৈরাগ্য বা স্বরূপ-জ্ঞান-লাভ জন্য প্রাণপাতী সাধনা, নিত্যানিত্য বস্তুর বিচার,—এই সকল ভিন্ন তিনিও সাধনপথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইবেন না। তাহা হইলে দেখা গেল, সকল পথের সাধকহৃদয়েই এই ব্যাকুলতা একান্ত প্রয়োজনীয়। কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবশিক্ষার জন্য স্বীয় লীলায় যেরূপ আর্ত্তি ও দৈন্য দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা সাধকের নয়ন সম্মুখে আজও আদর্শরূপে রহিয়াছে, এবং অনন্তকাল সাধকগণকে অভীষ্ট-বস্তু লাভ জন্য এক মহা ব্যাকুলতায় অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিবে। যাঁহারা তাঁহার শ্রীচরিতামৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই তাহা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বুঝিতে পারিবেন। আমরাও চিন্তা করিলে বুঝিতে পারি যে, শ্রীভগবান্ এই ভক্তিমিশ্রিত ব্যাকুলতাটুকুই গ্রহণ করেন। গীতা তাই বলিয়াছেন'—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।"

যত ক্ষুদ্র বস্তুই হউক না কেন, যদি তাহাতে ব্যাকুলতাময়ী ভক্তিসুধা মাখাইয়া কেহ শ্রীচরণে নিবেদন করে, তাহা তিনি অগ্রাহ্য করেন না। উত্তরোত্তর যতই এই ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই আনন্দ সম্ভোগের মাত্রাও বর্দ্ধিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

শ্রীভগবান্ বেণুগীত দ্বারা মহাভাবস্বরূপিণী ব্রজরমণীদিগকে রাস-লীলার জন্য আহ্বান করিয়া আনিয়া যখন দেখিলেন যে তখনও তাঁহা-দের মনে সৌভাগ্যজনিত গর্ব্ব রহিয়াছে, তখন তাঁহাদের ত্যাগ করিয়া তিনি সেখানেই অন্তর্হিত হইলেন। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে'—

"তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥"

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ ব্রজসুন্দরীগনের মনে অহঙ্কার উদয় হইয়াছে জানিয়া উহার প্রশমন ও শ্রীরাধিকার নির্হেতু মান প্রসাদন করিতে সেই স্থানেই অদৃশ্য হইলেন। শ্রীজীবগোস্বামিচরণ এই শ্লোকের শ্রীবৈষ্ণব-তোষণী টীকায় ও প্রীতিসন্দর্ভে যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ। গর্ব্ব, অন্য যুক্তি দ্বারা ও মানও অনু-নয়াদি দ্বারা অসাধ্য ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। তাহাও শ্রীভগবানের ইচ্ছা মাত্রই যোগমায়া দ্বারা সম্পাদিত হইল। সহেতুক ঈর্ষামানের শান্তির জন্য নায়কের উপেক্ষা প্রয়োজন হইয়া থাকে কিন্তু নির্হেতু প্রণয়মান বিনা প্রতীকারে বা যৎকিঞ্চিৎ প্রতীকারেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রশমিত হয়। তথাপি এখানে পরস্পর গর্ব্ব হেতু পাছে মান গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়, সেইজন্য এস্থলেও উভয় ভাব অর্থাৎ মদ ও মান শান্তির জন্য উপেক্ষা প্রয়োজন। এখানে বিচার্য্য এই যে, ব্রজসুন্দরীগণের যে গর্ব্বোদয় হইয়াছিল তাহাও মানের অবস্থান্তর। কারণ মানের দুইটী অবস্থা সম্ভব হয় :—একমাত্র যখন কান্তই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন তখন হর্ষাদি প্রচুর স্থায়ীময়ী ও কথঞ্চিদন্য স্ফুরণে গর্ব্বাদি প্রচুর স্থায়িময়ী। যখন শ্রীরাধিকা অন্যান্য ব্রজবালাগণের নিকট ছিলেন, তখন গাঢ় অনুরাগ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার নিকট স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছিলেন এবং বহুকাল ব্যাপিয়া হর্ষাদিময়ী মানাবস্থা জাত হইয়াছিল কিন্তু পরে যখন একাকিনী তদীয় প্রাণবল্লভের সহিত বিলাসমগ্না ছিলেন, তখন তাহা হইতে কথঞ্চিৎ বাহ্যাবস্থা উপস্থিত হইলে গর্ব্বাদিময়ী অবস্থাটী প্রকাশিত হইয়াছিল। নির্হেতু মান বলা হয় এইজন্য যে উহা কেবলই প্রণয়বিলাসোত্থ। ব্রজসুন্দরীগণের মানাখ্য বিরহই শুদ্ধ। কারণ তাঁহাদের নিবিড় প্রণয়, স্বীয় প্রবাহোদ্রেকের দ্বারা রসময়াবর্ত্তরূপ কৌটিল্য স্পর্শে উৎপন্ন হয়; যেমন অগাধ নদীর জল কোথাও স্বীয় উত্তাল তরঙ্গমালায় উচ্ছলিত হইয়া আবর্ত্ত সৃষ্টি করে। সেইজন্য চরিতামৃতে উক্ত আছে "ব্রজদেবীর মান হয় রসের নিদান'। শ্রীরাধিকার নিকট হইতেও শ্রীকৃষ্ণ প্রণয় মানেই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। ইহাও বুদ্ধি পূর্ব্বক জীব শিক্ষার্থ কৃত হইল, তাহাও বলা যায় না। কারণ, তাহাতে লীলার স্বারস্য ভঙ্গ হয়। বিশেষতঃ যিনি আত্মারাম, আপ্তকামমুকুটমণি তাঁহার কামিজনগণের দৈন্য দর্শনের জন্য উপহাসকারী ব্যক্তির মত অনুকরণও সম্ভব নহে। তবে সাধক-জগৎ এই লীলা হইতে এইটুকু অবান্তর ব্যাপার রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন যে, সাধকের অন্তরে নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মত ভগবচ্চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ আগমন করিলেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীভগবান্ তথায় বিদ্যমান থাকিয়াও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইবেন না। তবে ব্রজসুন্দরীগণে যে দ্বেষ, গর্ব্ব প্রভৃতি প্রতিকূলভাব দেখা যায়, তাহা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বর্দ্ধনার্থই উদিত হয়। কারণ সে সকল ভাব নিরুপাধি প্রীতি হইতে উদ্ভূত হয়। সাধক দশায় যে রাগ দ্বেষাদি মনোবিকার দৃষ্ট হয় তাহা প্রাকৃত, কিন্তু সিদ্ধ দশায় অন্তঃকরণের বৃত্তি সমূহ প্রেমাকারে আকারিত হয় বলিয়া উহারা প্রেম হইতে ভিন্ন নহে। যিনি কেবল ভজন আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহার অন্তঃকরণে ভক্তি আগমন করিলেও যতদিন না নিরন্তর ভক্তির অঙ্গ সমূহ অভ্যাস করিতে করিতে অনর্থনিবৃত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া আসক্তি ভূমিকায় তিনি আরোহণ করেন ও যতদিন না মনোবৃত্তির ভক্তির সহিত মিশ্রন হয়, ততদিন রাগদ্বেষাদি প্রাকৃত অবস্থায় থাকিয়া অনর্থই উৎপাদন করে। যেমন জগতে দেখা যায় যে গন্ধক চূর্ণ সমূহে পারদ প্রবেশ মাত্রই মিলিত হয় না কিন্তু পুনঃ পুনঃ সংমর্দ্দন দ্বারা বিলম্বেই মিশ্রিত হয়, সেইরূপ ভক্তি প্রবেশ মাত্রই মন তদাকারে আকারিত হয় না। যেরূপ পারদের সহিত গন্ধক মিশ্রিত হইলে গন্ধকের স্বীয় আকার অপগত হয় ও রূপান্তর প্রাপ্তি ঘটে, সেইরূপ মনও ভক্তির তাদাত্ম্য লাভ করিয়া প্রাকৃত গুণ বিবর্জ্জিত হইয়া চিন্ময়ত্ব লাভ করে।

যেরূপ পারদ ও গন্ধকের একীভূত রূপ কজ্জলীভাব, সেইরূপ ভক্তি ও অন্তঃকরণের একীভূত রূপ প্রেম। যেরূপ পারদ সর্ব্বত্র নির্লিপ্ত হইলেও স্বীয় অন্তর্ভূত গন্ধককে সংঘর্ষণ দ্বারা রূপান্তরিত করে অথচ স্বয়ং নাশলাভ না করিয়াই তদ্দ্বারা উপরঞ্জিত হইয়া কোন এক পরিপাক বিশেষ দ্বারা নাম—রূপের বৈলক্ষণ্য ভজনা করে, সেইরূপ শ্রীভগবান্ অন্যত্র অলিপ্ত হইলেও সাধকের কর্ণরন্ধ্র দ্বারা শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপে প্রীতিবাসিত অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া স্বীয় শক্তি দ্বারা উহাকে চিদ্রূপ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রাপ্ত করাইয়া ক্রমে প্রেম, স্নেহ, প্রণয়াদি নাম রূপের ভেদ প্রাপ্ত হ'ন। সেই পারদ যেমন অনুকূল দ্রব্যের সংযোগ লাভ করিলে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, সেইরূপ প্রেমও শ্রীভগবানের দাস, সখা, গুরু ও কান্তা ভাব মিশ্রণে দাসাদি ভেদ প্রাপ্ত হন।

এইরূপে যখন সাধন-সিদ্ধ ভক্তগণের প্রেমও তাদৃশরূপে নিরূপিত হইল, তখন নিত্যসিদ্ধগণের প্রেমের বিষয়ে আর কি সন্দেহ? শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় শ্রীউজ্জল-নীলমণির টীকায় এইরূপ মর্ম্মই প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রেমলাভ হইলেও প্রেম পরিপাক নিমিত্ত ব্যাকুল চিত্তে একান্তে অনুক্ষণ স্মরণ আবশ্যক। এখন দেখা যাক্ শ্রীব্রজবালাগণ কি করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভগবান্ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বন হইতে বনান্তরে তাঁহাদের প্রাণকোটিপ্রেষ্ঠ কান্তের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। নীরব নিবিড় বনানীর মধ্য দিয়া সেই চিরসুন্দরের সন্ধান লাভ আশা করিয়া মালতী, তুলসী, অশোক প্রভৃতি বিটপীবিতানকে কৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে চলিলেন—তাঁহারা তন্ময়ী, বাহ্য জগতের জ্ঞান পর্য্যন্ত স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না। শ্রুতিতে আমরা যেরূপ বাণী শুনিয়াছি এখন তাহাই লীলায় অভিনীত হইতেছে। শ্রুত্যুক্ত যে দেব জলে, স্থলে, বনস্পতিতে, আকাশে, বাতাসে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন, সেই ভূমা আনন্দসত্তা আজ নিখিল জীবের প্রতি কৃপা করিয়া লীলাবিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন, আর গোপীরা তাঁহারই সন্ধান লইতে পাগলিনীপ্রায় হইয়াছেন, কিন্তু সমস্ত বহির্জ্জগৎ অনুসন্ধান করিলেও তাঁহার করুণা বিনা সেই আনন্দৈকঘনমূর্ত্তির কি সন্ধান পাওয়া যায়? তাই তাঁহারা বিফল-মনোরথ হইয়া স্ব স্ব অন্তর্জ্জগতে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সে শোকো-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চ্ছ্বাসের ধ্বনি আজও নীরব নিশীথে শ্রীযমুনা পুলিনে ও একনিষ্ঠ প্রেমিক সাধকের হৃদয়বৃন্দাবনে থাকিয়া থাকিয়া রণিয়া উঠিতেছে এবং বিশাল আকাশে সে বিরহ আর্ত্তনাদ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া প্রকৃতিকে অশ্রুস্নাত করিতেছে। সেই করুণ গোপীগীতিঝঙ্কারের বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ইহা ভক্তের পরম আস্বাদ্য—করুণ বলিয়াই এত মধুর। পাশ্চাত্য ভাবুক কবি 'শেলি' তাই বলিয়াছেন 'Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.' সমস্ত স্থাবর জঙ্গম সেই এক গভীর বিরহের অসীম পরাবারে মগ্ন হইয়াছিল, এই ব্যাকুল আর্ত্তি কি শ্রীভগবান্ উপেক্ষা করিতে পারেন? সেই সচ্চিদানন্দঘন অতি রমণীয় দর্শন হইয়া ত্বরায় গোপীদিগের সম্মুখে আসিলেন। এখানে শ্রীমদ্ভাগবতে যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহার তুলনা অতি বিরল। একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়াই এখানে দেখান যাইতেছে,—

"তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃস্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥"

অর্থাৎ বনমালা শোভিত পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ মদনমোহন রূপে গোপবালাদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। এখানে পরম সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠতা দেখানই অভিপ্রায়। সেই সৌন্দর্য্য যে জড়ীয় নহে তাহাও অভিব্যক্ত হইতেছে। জড় জগতে যাহা কিছু কণা কণা সুষমা দেখিতে পাওয়া যায় সে কেবল এক সৌন্দর্য্যসিন্ধুরই কণিকা মাত্র। এ পৃথিবীতে যত কিছু সুন্দর, সুশীতল, সুগন্ধি, মধুর দ্রব্য আছে তাহার সমবায়েও আনন্দ মূর্ত্তির তুলনা হয় না। সমস্ত আনন্দসৌন্দর্য্যের মূল শ্রীভগবান্। এই শ্রীকৃষ্ণরূপ ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে,—'ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং' ইত্যাদি অর্থাৎ ত্রিভুবনসুন্দররূপ যাহা দেখিয়া গাভী বিহগ তরুলতা ও পশুপক্ষীর পর্য্যন্ত রোমাঞ্চ হয়, সেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরম-মনোহর রূপ প্রকাশ করিয়া তিনি প্রেমময়ী গোপীগণের বসনাঞ্চলে আসিয়া বসিলেন। তিনি যে 'ভক্তিবশঃ পুরুষঃ'—তিনি যে 'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা' অর্থাৎ তাঁহার চরণ নাই অথচ তিনি যে নলিনসুন্দর চরণ দ্বারা ভক্তের নিকট আসিয়া থাকেন, তাহা স্বয়ং লীলা করিয়া দেখাইলেন। গোপীরা সমস্ত বস্তু অনুসন্ধান করিলেও তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতেন না, যদি তিনি তাঁহার নিজ করুণায় চিন্ময় তনু প্রকাশ না করিতেন।

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং' 'তমক্রতুঃ' পশ্যতি বীতশোকো ধাতুপ্রসাদান্ মহিমানমাত্মনঃ" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে বেশ স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে তাঁহার দয়া ব্যতীত কেহই তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ হয় না।

তিনি নিষ্কিঞ্চন ভক্তের আকুলতা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারেন না।

তাহা হইলে এখন দেখা গেল, কেমন করিয়া ব্যাকুলতা হইতে সাধকহৃদয়ে ক্রমে ক্রমে ভক্তির তারতম্যানুসারে উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাব সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং কেমন করিয়া চরম ও পরম পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে,—

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ"। ইহা ভগবানেরই বাণী। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে প্রাণভরা ব্যাকুলতা লইয়া পরম অনুরাগে ভজনা করেন, তিনি তাঁহাদের একান্ত আপনার হইয়া থাকেন এবং তাঁহারাও তাঁহার নিজ জন হন' কারণ—

"যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্"

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বর্ষাগমে লীলাস্মৃতি

কোথা হইতে সরস বরষার আগমনে নিদাঘতাপতপ্ত নিখিল বিশ্ব নব প্রাণে সঞ্জীবিত হইল? কোথা হইতেই বা এই করুণার ধারার মত অবিরাম বারিধারা তৃষাতুর ধরণীর উপর ঝরিয়া পড়িল? দেখিতে দেখিতে সকল আকাশ নবনীরদচ্ছায়ায় ঢাকিয়া গেল। মেঘমেদুর চির-শ্যামল আকাশের দিকে অনিমেষনয়নে চাহিয়া থাকিতে কত সুখ! আহা এই গগনে গগনে নবীন মেঘের গুরুগরজন ধ্বনি কত ভীষণ, মধুর! এই বাদলের সজল কাজল মেঘের ঘটা দেখিয়া কত অতীত সুখস্মৃতি হৃদয়াকাশে উদিত হইল—কোন্ সুদূরের সোণার স্বপন মানসনয়ন সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। এই সুখস্মৃতির ঘনঘোরে নয়ন মুদিয়া আসিল—সকল গাত্রে মহানন্দের শিহরণ জাগিয়া উঠিল। এই ঘন বরষায় বির-হিণী কুরুরীর কাতর রব শ্রুতিগোচর হইলে কি এক অব্যক্ত আকুলতায় প্রাণ ভরিয়া যায়। ঘন বনচ্ছায়ে তৃণদল, আঁখিশীতলকারী মেঘের আভায় পুলকিয়া উঠিতেছে—আবার সবুজ তৃণতরুলতাবিতানে সেই শ্যামল শোভা কেমন ধীরে ধীরে সুদূরে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া মিশিয়াছে। নীপনিকুঞ্জে কাহার জন্য কদম্ব কেশর পুলকাকুল হইয়া ঝরকে ঝরকে ঝড়িয়া পড়িতেছে? স্নিগ্ধ মধুর সরস শীতল মেঘের আলোছায়ার খেলা দেখিতে কত সুন্দর। আহা! এত সুষমা প্রকৃতির মধ্যে কোথা হইতে আসিল—কোন্ সুন্দরের অদৃশ্য হস্তের সোণার কাটির পরশে এত শোভা উথলিয়া উঠিতেছে? কে এমন আপনাকে মানবনয়নান্তরালে লুকাইয়া জলে স্থলে নদী নদে আকাশে বাতাসে অসীম রূপের রেখা ফুটাইয়া তুলিতেছে এবং রসের ধারায় নিখিল ভুবন পরিপ্লুত করিতেছে?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সে কে—যে তাহার সুষমা ভাণ্ডার শূন্য করিয়া আপনাকে অনন্ত কাল ধরিয়া প্রকাশ করিতেছে—প্রতি মুহূর্ত্তেই যাহার শোভা নবনবায়মান হইয়া মানবের প্রাণে ব্যাকুল বাঁশরী বাজাইতেছে ? আহা! এত রূপ এত রস যাহার—যে রূপে রূপে অপরূপ—যে সীমার মাঝে ভূমা তাহারই অনন্ত রূপরশ্মির একটি ক্ষীণ রেখাপাতে সকল ভুবন এমনি করিয়া উজ্জল হইয়া উঠে, না জানি সে নিজে কত সুন্দর! তাই মনে হয় "কৃষ্ণাদন্য কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি"। ঐ দেখ বিটপীশ্রেণী অবিশ্রাম প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে এবং তাহার ফলে সে কেমন নিবিড় করিয়া কাহার অজানা পবনপরশে পুলকিতা হইতেছে। সমস্ত আকাশ জুড়িয়া একখানি কালমেঘ নামিয়াছে, চপলার চকিত চমকে সেই মেঘখানি যেন বহু খণ্ডবৎ মনে হইতেছে এবং মাঝে মাঝে তাহারই অঙ্গে তড়িল্লতা জড়াইয়া আছে। এই দৃশ্য কত মনোমুগ্ধকর—কত সুন্দর। প্রেমবিভাবিত নেত্রে এই বিশ্বরূপ দেখিয়া মন কি আপনা আপনি বিনা আয়াসে কোন অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ধামে—নিভৃত নিকুঞ্জ লীলা নিকেতনে—চলিয়া যায় না? স্থূল দেহ ত এই স্থানেই পড়িয়া থাকে কিন্তু অন্তশ্চিন্তিতভাবদেহের গতি রোধ করিতে পারে, জগতে এমন কোন বস্তুই নাই। সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মের মধ্যে যিনি অবস্থান করেন, তিনি তাহারই সাহায্যে চিরমুক্ত বিহঙ্গমের মত অসীম প্রেমগগনে উড়িয়া বেড়ান। তিনি বিপুল সুদূরের অসীম আহ্বানে আর স্থির থাকিতে পারেন না। এই প্রাবৃটের শ্যামল শোভার মধ্যে তিনি তাঁহার প্রেমযজ্ঞে আমন্ত্রণ লিপি পাইয়া থাকেন এবং প্রতি পত্রের মর্ম্মর ধ্বনিতে চকিত হইয়া কাহার গোপন আগমন প্রতীক্ষা করেন। সহসা দূরাগত মনপ্রাণহরণকারী মধুর মুরলী নিকণে তিনি উদাস হইয়া ব্যাকুল প্রাণে সেই নানাবিহগকাকলীকূজিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কেকাকলরবমুখরিত কেতকী কাননের দিকে চাহিয়া থাকেন। মনে আশা ঐ বুঝি বাঁশীতে মেঘরাগ আলাপ করিতে করিতে আসিয়া চির বিরহের দীপকস্মৃতিজ্বালা নির্ব্বাপিত করিবে। এই আশায় আশায় কত যুগ কাটিয়া যায়—কত কাল মানসমূরতির রূপধ্যানে চলিয়া যায় —কুঞ্জ কুটীরের দ্বার খুলিয়া রাখিয়া নীরব নির্জ্জন বন পথে কোন চির-লীলাকিশোর পান্থের আশায় বসিয়া থাকে। এই যে পূজার জন্য মালা গাঁথা, প্রদীপ জ্বালা, লীলার স্রোতে ভেসে যাওয়া তাহাতে কত সুখ তাহা কে বলিয়া শেষ করিতে পারে? অজানার উদ্দেশে প্রেমের সাগরে গানের তরী ভাসান যে কত প্রীতিপ্রদ তাহা "মূকাস্বাদনবৎ" নিজেই অন্তরের অন্তরতম হৃদয় মধ্যে অনুভবনীয়। কানন-ভূমি ঝিল্লি রবে মুখরিত—বরষার ঘন ধারার বিরাম নাই—সে যেন নুপূর ধ্বনির মতই বাজিতেছে। প্রতি পত্রের মর্ম্মর শব্দে যেন মনে হইতেছে, কে আসিতেছে। সজল জলদের গায়ে চপল চপলার চমকের মত কাহার পীতাম্বরের উত্তরীয়টুকু যেন নয়ন সমুখে ভাসিয়া উঠিতেছে। গভীর নীরবতার মধ্যে যমুনার পরপার হইতে বাঁশরীর গানের মৃদু মূর্চ্ছনা প্রাণের চির নিভৃত দেশে প্রবেশ করিয়া বিরহী চিত্তকে মিলন আশায় ব্যাকুলিত করিতেছে। ভরা ভাদরে জলস্থল পূর্ণ, কিন্তু হৃদয় মন্দির শূন্য। কাহার চরণের মৃদু নুপূরনিক্কণ অতি নিকটে স্পষ্ট হইতে গিয়াও আবার যেন মৃদু মলয়স্পর্শে অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে ও হৃদয়, বেদনায় স্পন্দিত হইতেছে।

এই ঘন বরষার দিনে 'বর্ষাণার' দৃশ্যাবলী মানসনয়নে দেখিতে কত সুখ। সেই তৃণতরুগুল্মাচ্ছাদিত শুভ্র পর্ব্বতটী নয়নে ভাসিয়া উঠে ও আনন্দোৎসব চিহ্নিত লীলাস্থলীসমূহ মনে পড়ে। আর মনে পড়ে বাদলাভিসারের কথা। এমনিতর বর্ষার নিবিড় নীরদজাল সমাকীর্ণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আকাশ এমনই ঝিমি ঝিমি বাদল বরিষণ "শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।" এই দুর্দ্দিনে পুরবাসীরা তাহাদের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যাবটের নির্জ্জন বেণু-বন-বীথীকার পথ, কোথাও শব্দ নাই, ক্বচিৎ পত্রাবলীর উপর বারিধারাপতনশব্দ বিরাট নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিতেছে। এমন সময় কুঞ্জ হইতে বংশীধ্বনি ভাসিয়া আসিল—কনক-কেতকী-কুসুম-গৌরী প্রেমময়ী কর্ণে শ্রবণ করিয়া পুলকাকুল হইলেন, অভিসারে প্রস্তুত হইলেন। যিনি চিরদিন রাগাতিশয্যনিবন্ধন প্রিয়দর্শন লাভ করিলে মহা দুঃখকেও সুখ-কর বলিয়া বোধ করেন, পক্ষান্তরে প্রিয়তমের অদর্শন ঘটিলে মহা সুখও যাঁহার নিকট দুঃখকর বলিয়া প্রতীত হয়, সেই অসমোর্দ্ধ রাগবতী শ্রীবৃষভানুনন্দিনী অভিসারে গমন করিতেছেন। প্রেমাতিশয্যে যাঁহার স্বাভাবিক কুললজ্জা ভয় ত্যক্ত হইয়াছে, যাঁহার নিখিল চেষ্টা কান্তের জন্য, তিনি কি নিজ সুখদুঃখ গণনা করিতে পারেন? এই জন্য অন্ধ-কারাবৃত বর্ষারজনীতে নানা বিঘ্নসঙ্কুল সুদীর্ঘ দুর্গম পথ দিয়া প্রেমে আত্মহারা হইয়া চলিয়াছেন। এমন নিবিড় অন্ধকার যে নিজ দেহ পর্য্যন্ত সেই আঁধারে দেখা যাইতেছে না। তাই রসিক ভাবুক কবি শ্রীগোবিন্দ দাস গাহিয়াছেন,—

"অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ
বাহিরে তিমিরে না হেরি নিজ দেহ।"

তথাপি অন্তরে শ্যামলচন্দ্র উদিত হইয়াছেন। সেই কোটিরাকা চন্দ্র নির্ম্মঞ্ছিত শ্যামচন্দ্রের আলোকচ্ছটায় হৃদয় উদ্ভাসিত, সকল পথ আলোকিত—তাহারি সাহায্যে চলিয়াছেন। সেইজন্য কুঞ্জে উপস্থিত হইলে শ্রীরাধামাধবের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে কবি তাহা পরিস্ফুট করিয়াছেন। শ্রীমাধব কহিতেছেন "এ অমাবস্যার বর্ষারজনী কি করিয়া বনপথে আসিলে?" শ্রীমতী বলিলেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি, মর্ম্মের ভিতরে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যার উজ্বল বাতি জ্বলে তার আবার বাহিরে আলোর প্রয়োজন কি? সিদ্ধান্তের দিক দিয়া দেখিলে শ্রীব্রজমণ্ডলের ভূমি শ্রীকৃষ্ণলীলানুরূপ বিস্তারসঙ্কোচসামর্থ্যযুক্ত। ইহার দ্বারা রাগাধিক্য দর্শনই কবির অভিপ্রায়। যাহার হৃদয় কোটিকুসুমশরাঘাতে জর্জ্জরিত, তাহার উপর বারিবর্ষণ আর অধিক কি? প্রেমদহনে যাহার হৃদয় সর্ব্বদাই জ্বলিতেছে তাহার পক্ষে বজ্রদহনভীতির অবসর কোথা? এই বর্ষার ঘোর রজনীতে শঙ্কাকুল দুর্গম পথে অভিসার-প্রস্থিতা শ্রীভানুনন্দিনীর চিত্রটী ধ্যাননিমজ্জিত মহা যোগীর মত অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ভাবদেহে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি-নেত্রে রাগমার্গীয় সাধক ভক্ত দর্শন করিয়া থাকেন, শ্রীমতীর সাগর সদৃশ অসীম অতলস্পর্শী ভাবমাধুর্য্য ও নিরুপাধি প্রীতিতে সর্ব্বদুঃখসহিষ্ণুতা সন্দর্শন করিয়া আত্মহারা হইয়া যান; তিনি মনে করেন যে এরূপ রাগাতিশয্য জগতে কিম্বা জগতাতীত পরব্যোম বৈকুণ্ঠাদিতেও দৃষ্টিগোচর হয় না, শ্রীবৃন্দাবনেই রাগের পরাকাষ্ঠা।

শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তদীয় সঙ্কল্পকল্পদ্রুমে এইরূপ প্রাবৃটকালীন শ্রীরাধামাধবের লীলাবিলাস ভাবনেত্রে দর্শন করিয়া কহিতেছেন,—

"বহিরনুঘনগর্জ্জিতং সবর্ষং, গৃহমনুতল্প বরেণ্যমল্পশীতম।
তদনুবসিত শস্তবস্ত্রমেতন্মিথুনমনুস্মর চিত্ত গৌরকৃষ্ণম্‌॥"

হে মন, পটগৃহের বহির্দ্দেশে মেঘগর্জ্জন ও বর্ষণ হইতে লাগিল, গৃহ-মধ্যে উত্তম শয্যা, ঈষৎ শীত এবং অত্যাশ্চর্য্য বসনধারী গৌরকৃষ্ণবর্ণ—শ্রীরাধামাধব বিরাজ করিতেছেন—তুমি স্মরণ কর।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে অভিসার অর্থে সাধারণতঃ নায়ক নায়িকার সঙ্কেতস্থলে মিলনের জন্য গমন করাই বুঝায়; কিন্তু বৈষ্ণব মহা-ভাবুক কবিগণ যেরূপ হৃদয়ের ভাষা দিয়া অভিসার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে সামান্য নায়ক নায়িকার মিলন বর্ণন করা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাঁহাদের মত ভক্তিপ্রাণ প্রেমিক মহাজনগণের উদ্দেশ্য নহে, উহার নিগূঢ়তর অর্থ আছে। যাঁহারা লীলার দিক দিয়া উহার তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ, তাঁহারা তত্ত্বের দিক্ দিয়াও দেখিতে পারেন, এই বর্ষাভিসারের অর্থ, ভক্তের সকল দুঃখ ও বাধা দলন পূর্ব্বক ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়া ও ভক্তকে দুঃখানল স্পর্শ করাইয়া তদীয় হৃদয়ের সকল মলিনতা অপসারণ পূর্ব্বক ভগবানের প্রেমাভিসারে আহ্বান করা। হৃদয়বান্ মানবমাত্রই এই অভিসারলীলা নিবিড় দুঃখের দিনে হৃদয়কুঞ্জে অনুভব করিয়া থাকেন। যখন ঘন বরষার সজল কাজল মেঘের মত হৃদয়াকাশ আচ্ছন্ন করিয়া বিষাদকালিমা দেখা দেয়—যখন শ্রাবণের ধারায় মতই দুঃখের বরষায় নয়নধারা অবিরলভাবে ঝরিয়া বক্ষ সিক্ত করিয়া দেয়, তখন অনুভবী ভক্ত সেই দুঃখের দিনে পৃথিবীতে কিছুই সুখকর দেখিতে পান না, একা নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া যেন হৃদয়দেবতার জন্য ব্যাকুল হন ও বাহিরের শত ঝঞ্ঝাবাত অগ্রাহ্য করিয়া তীব্র উৎকণ্ঠার সহিত অন্তর্মুখ হন। এইরূপে ক্ষণকালের জন্য দেহ গেহ বিস্মরণ পূর্ব্বক অন্তরে অন্তরতম দেবতার সহিত অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করেন। এইরূপে লীলা ও তত্ত্ব দুই দিক দিয়াই বর্ষাভিসার ভক্তগণের পরম আস্বাদনীয়।

বর্ষার মেঘ শ্রীকৃষ্ণস্মৃতির উদ্দীপক। শ্রীব্রজসুন্দরীগণ সেইজন্য মেঘকে শ্রীভাগবতের 'যুগল গীতে' শ্রীকৃষ্ণ সুহৃদ্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যথাঃ—

"সুহৃদমভ্যবর্ষৎ সুমনোভিশ্ছয়য়াচ বিদধৎ প্রতপত্রং" ১০।৩৫।৭, অর্থাৎ মেঘ তাহার সুহৃদকে আতপতাপে ক্লিষ্ট দেখিয়া পুষ্পবর্ষণ করিল ও ছায়া দ্বারা ছত্র বিধান করিল। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই শ্লোকের টীকায় বলেন, "বিশ্বার্ত্তিহরণকর্ম্মবর্ণাদিসামাৎ" অর্থাৎ এখানে যে মেঘকে শ্রীকৃষ্ণের সখা বলা হইল তাহার কারণ এই যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহার কর্ম্ম ও বর্ণের সমতা দেখা যায়। মেঘ যেমন বারি বর্ষণ দ্বারা সূর্য্যতাপে তপ্ত পৃথিবীকে সুশীতল করে, সেইরূপ অপূর্ব্ব মেঘ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ তদীয় করুণা ও লীলামৃত বর্ষণ দ্বারা ত্রিতাপতপ্ত জীবগণকে আপ্যায়িত ও কৃতার্থ করেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উক্ত আছে ;

'কৃষ্ণ নব জলধর জগৎ শস্য উপর
বরিষয়ে লীলামৃত ধার'।
'কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র-চাতক,
না দেখি পিয়াসে মরি যায়'। ইত্যাদি।

মেঘনির্ম্মুক্ত বারিই চাতকের জীবন—সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ কৃপাই একান্তীভক্তের জীবাতু। মেঘের শোভা, বকপাঁতি ও চপলা দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে মুক্তামালা ও পরিধানে পীতাম্বর তদীয় অঙ্গের সুষমা সম্পাদন করে। মেঘোদয়ে শিখীর নৃত্য দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণের শিখীপুচ্ছও মৃদুমন্দ মলয়ানিলে আন্দোলিত হইয়া থাকে। মেঘের গম্ভীর গর্জ্জনধ্বনিনিন্দাকারী শ্রীকৃষ্ণের গম্ভীর অথচ মধুর বেণুরব ত্রিভুবনে আনন্দ বিধান করে। সেইজন্যই বোধ হয় প্রেমবৈচিত্ত দশার শ্রীমহিষীগণও মেঘকে শ্রীকৃষ্ণ-সখারূপেই সম্বোধন করিয়াছেন। যথা :—

'মেঘশ্রীমং ত্বমসি দয়িতো যাদবেন্দ্রস্য নূনং
শ্রীবৎসাঙ্কং বয়মিব ভবান্ ধ্যায়তি প্রেমবদ্ধঃ।
অত্যুৎকণ্ঠঃ শবলহৃদয়োঽস্মদ্বিধো বাষ্পধারাঃ
স্মৃত্বা স্মৃত্বা বিসৃজসি মুহুর্দুঃখদস্তৎপ্রসঙ্গঃ॥ ভাঃ ১০।৯০।১২

অর্থাৎ হে শোভাসম্পন্ন মেঘ, তুমি নিশ্চয়ই যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের সখা, এই নিমিত্ত প্রীতিবদ্ধ হইয়া আমাদের ন্যায় তুমি তাঁহার শ্রীবৎসচিহ্ন ধ্যান করিতেছ। তাঁহার কথা বার বার স্মরণ করিয়া বিষাদ-মলিন চিত্তে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উৎকণ্ঠা বশতঃ বারিবর্ষণচ্ছলে আঁখিজল বিসর্জ্জন করিতেছ। ইহা যুক্তিযুক্তই বটে, তাহার প্রস্তাব মাত্রই দুঃখপ্রদ।

মানবের হৃদয়ের ভাব এবং গ্রহণসামর্থ্য অনুরূপেই বস্তুর আবেদন হইয়া থাকে। এ তত্ত্বটী বৃহদারণ্যক্ শ্রুতিতে লিপিবদ্ধ আছে। প্রজাপতি কোন সময় দেব, মনুষ্য ও অসুর সম্প্রদায়ে 'দকার' উপদেশ করিয়াছিলেন। উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি দেবগণ শুনিলেন 'দাম্যথ' এই শব্দ হইতেছে অর্থাৎ সংযত হও। কৃপণস্বভাব মানব শুনিল 'দত্ত' অর্থাৎ 'দান কর' ও নিষ্ঠুর অসুরগণ শুনিল 'দয়ধ্বম্' অর্থাৎ 'দয়াকর'। আজও মেঘ যেন গর্জ্জনচ্ছলে সেই পূর্ব্বোক্ত উপদেশেরই অনুবাদ করিয়া থাকে। এইরূপ বর্ষাগমে মেঘোদয়ে কৃষীর প্রাণে বারিবর্ষণে শস্যোৎপাদন হইবে বলিয়া আশার সঞ্চার হইয়া থাকে, ভেকের কলবর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, শিখীর আনন্দ নৃত্য দেখা যায়, মেঘনির্ম্মুক্ত বারিপাতে চাতকের মর্ম্মে মর্ম্মে আনন্দতরঙ্গ উদ্বেলিত হয়, প্রোষিতভর্ত্তিকার হৃদয় বিরহচ্ছায়ায় ঢাকিয়া দেয়। আর ভাবুক কবির হৃদয়সাগরে অনেক স্মৃতির তুফান উছলিয়া উঠে। ইন্দ্রধনুরঞ্জিত শ্যামল নব জলধর উদিত দেখিয়া কবি কালিদাসের হৃদয়ে শিখিপুচ্ছবিভূষণ শ্যামসুন্দরের কথাই স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছিল। তাই তিনি তদীয় "মেঘদূতে" বর্ণনা করিয়াছেন ;—

'রত্নচ্ছায়া ব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতৎপুরস্তাদ্
বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃ খণ্ডমাখণ্ডলস্য
যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমাপ্যস্যতে তে,
বর্হেনেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ'।

অর্থাৎ হে পয়োধর! ঐ দেখ, পদ্মরাগাদি মণিপ্রভা মিশ্রণের ন্যায় প্রিয়দর্শণ ইন্দ্রধনু পুরোভাগে বল্মীকস্তূপ হইতে আবির্ভূত হইতেছে;

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0: In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উহা দ্বারা তদীয় শ্যামল দেহ অতিশয় শোভা সম্পন্ন হইবে এবং বোধ হইবে, যেন তুমি উজ্জ্বলকান্তি শিখিপুচ্ছবিভূষিত নবনীলোচিত গোপ-বেশধারী কৃষ্ণের দিব্য সৌন্দর্য্য অপহরণ করিয়া লইয়াছ। এইরূপে দেখা যায় যে একই বস্তু বিভিন্ন ভাবাপন্ন মানবের নিকট বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়।

অহঙ্কারতত্ত্ব।

অদ্বৈত গুরু শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তদীয় শারীরক-ভাষ্য ভূমিকা—যাহা অধ্যাস ভাষ্য নামে বিশ্ববিশ্রুত—তাহাতে অস্মদর্থ বা অহঙ্কার ও যুষ্মদর্থ বা ইদং শব্দবাচ্য জড় যাহা কিছু, তৎসমুদয়ই অবিদ্যা দ্বারা শুদ্ধ চিন্মাত্র আত্মায় অধ্যস্ত হইয়া থাকে, ইহা বহু বিচার দ্বারা সিদ্ধান্তিত করিয়াছেন! প্রথমে আত্মায় জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম অর্থাৎ অহং জ্ঞান ইহার শঙ্কা পক্ষ দেখাইয়া পরে উহার পরিহার ও স্বীয় যুক্তি দ্বারা পূর্ব্ব পক্ষ মত খণ্ডন করিয়াছেন। অধ্যাস কি, তাহা তিনি নিজেই বলিয়াছেন যথা—"কোঽয়মধ্যাসো নামেতি? উচ্যতে স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্ব দৃষ্টাবভাসঃ। তং কেচিদন্যত্রান্যধর্ম্মাধ্যাস ইতি বদন্তি' ইত্যাদি। অর্থাৎ অধ্যাস পদার্থটা কি? হাঁ, বলা হইতেছে; অধ্যাস একপ্রকার অবভাস অর্থাৎ কোন পূর্ব্ব দৃষ্ট বস্তুর সংস্কার যাহা মনে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহাই পরদৃষ্ট বস্তু দর্শনে স্মরণ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া উহাকে পূর্ব্ব বস্তুর সহিত অভেদ প্রতীত করাইয়া থাকে। অর্থাৎ এক বস্তুতে অপর বস্তুর জ্ঞান হইলেই অধ্যাস আখ্যা প্রাপ্ত হয়। যেমন বারি দর্শনে উহার সংস্কার চিত্তে বর্ত্তমান

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

থাকে, তৎসদৃশ মৃগমরীচিকা দর্শনে পূর্ব্ব সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর সহিত পর দৃষ্ট বস্তুর অভেদ প্রতীতি ঘটাইয়া থাকে। সেইজন্য শ্রীপাদ নিজেই বলিয়াছেন যে 'অধ্যাসো নাম অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিরিত্য-বোচাম। তদ যথা পুত্রভার্য্যাদিষু বিকলেষু সকলেষু বা অহমেব বিকলঃ সকলোবেতি বাহ্যধর্ম্মাত্মন্যধ্যস্যতি. তথা দেহধর্ম্মান্ স্থূলোঽহম্ কৃশোঽহং গচ্ছামি চেতে, তথেন্দ্রিয়ধর্ম্মান্—মূকঃ ক্লীবঃ কাণোঽহমিতি তথা অন্তঃকরণ ধর্ম্মান্ কাম সংকল্প বিচিকিৎসাধ্যবসায়াদীন্। অর্থাৎ যাহা যদ্রূপ নহে তাহাতে তাহার বা তদ্রূপের জ্ঞান হওয়াই অধ্যাস। যেমন চিন্মাত্রস্বরূপ আত্মায় অনাত্মবুদ্ধ্যাদির জ্ঞান ও বুদ্ধ্যাদি অনাত্ম পদার্থে অহংমমাদি জ্ঞান—এইরূপ পরস্পর চিজ্জড়ের ধর্ম্ম অধ্যাস হয়। যেমন পুত্র ভার্য্যাদির দুঃখে মানব দুঃখী ও তাহাদের সুখে সুখী হয়। স্থূলত্ব কৃশত্ব প্রভৃতি দেহ ধর্ম্ম আত্মায় আরোপ করিয়া 'আমি স্থূল, কৃশ', এইরূপ মনে হয়। মূকত্ব, কানত্ব, ইন্দ্রিয় ধর্ম্ম আপনাতে আরোপ করিয়া মনে হয় আমি মূক, অন্ধ। কাম, সংকল্প প্রভৃতি মানস ধর্ম্মও এইরূপে আত্মায় আরোপিত হয় ও 'আমি সংকল্প করি' 'সন্দেহ করি' 'নিশ্চয় করি' প্রভৃতি বহুবিধ জ্ঞানোৎপন্ন হয়। রজ্জুতে সর্প বা শুক্তিতে রজত ভ্রমই উহার দৃষ্টান্ত স্থল। যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে এখানে দুইটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় বস্তুর অধ্যাস সম্ভব, কিন্তু আত্মা অদৃশ্য, অস্পর্শ, অশব্দ. অরূপ ও অব্যয় তাহাতে কিরূপে অধ্যাস সম্ভব? তদুত্তরে বলা হয় যে যেমন অপ্রত্যক্ষ মেঘ নির্ম্মুক্ত আকাশ—যাহার কোনই রূপ নাই—তাহাকে অজ্ঞ ব্যক্তিরা নীল কটাহ তলের মত দেখিয়া থাকেন 'অপ্রত্য-ক্ষেঽপি হ্যাকাশে বালাস্তলমলিনতাদ্যধ্যস্যন্তি'। অজ্ঞ ব্যক্তিরা ভ্রম বশতঃ পৃথিবীর ছায়াকে ও গোলতাকে আকাশে আরোপিত করিয়া এইরূপ দর্শন করে। আত্মার ভোক্তৃত্ব, কর্তৃত্ব জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্ম "অহং"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জ্ঞান প্রভৃতি সকলই অবিদ্যা দ্বারা সংঘটিত হয়। এক চিন্মাত্র আত্মাই সত্য,—জীব, জগৎ স্বপ্নবৎ অলীক মায়া। এই অধ্যাস ভাষ্যই এক জীববাদোপজীব্য বিবর্ত্তবাদ স্থাপনের মূল ভিত্তি। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায় এই তিন প্রস্থানেই কেবলাদ্বৈতবাদ, বহুল যুক্তি দ্বারা, সুদৃঢ় ভাবে সিদ্ধান্তিত করিয়াছেন।

জ্ঞাতৃত্ব শব্দে জ্ঞানক্রিয়ার কর্ত্তা বুঝায়। এই জ্ঞাতৃত্ব বিকার রূপ জড় ও অসত্য। আমি বিজ্ঞাতা—এইরূপ জ্ঞান অস্মদর্থের সহিত অভেদই প্রতীত হয়। কিন্তু অস্মদর্থ বা অহঙ্কার জড়, কারণ 'আমি কৃশ' ইত্যাদি স্থলে ঐ অহঙ্কার জড় দেহাদির সহিত অভেদেই প্রতীত হয়। অধিকন্তু অহঙ্কার যদি নিত্য ও সত্যই হইত, তাহা হইলে উহার অভাবে সুষুপ্তি দশার অনুভব হইত না। শ্রীভাগবতে উক্ত আছে "সন্নে যদেন্দ্রিয়-গণেহমি চ প্রসুপ্তে কুটস্থ আশয়মৃতে তদনুস্মৃতিনঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ সুষুপ্তিতে জীবের ইন্দ্রিয়গণও অহঙ্কার বিলীন হইলে সে নির্ব্বিকার হয়, কারণ তখন বিকার-হেতু লিঙ্গদেহের অভাব হয়। যেহেতু নিদ্রান্তে সুখ জ্ঞান স্বরূপ সুষুপ্তির সাক্ষী নির্ব্বিকার আত্মার স্মৃতি আমাদের হইয়া থাকে। এইরূপ অদ্বৈতবাদীরা যুক্তি দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীপাদ রামানুজ তদীয় শ্রীভাষ্যে এই অস্মৎ প্রতীতির বিষয় সবিশেষ বিচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে আত্মা কেবল জ্ঞানস্বরূপ নহে কিন্তু জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম বিশিষ্ট। যেমন সূর্য্য প্রকাশ স্বরূপ হইয়াও অন্য বস্তু প্রকাশক সেইরূপ আত্মাও জ্ঞান স্বরূপ হইয়াও জ্ঞাতা। তাহা না হইলে "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" "বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" অর্থাৎ যিনি সকল বিষয়ের জ্ঞাতা সেই আত্মা:ক কোন বস্তু দ্বারা জানিবে ইত্যাদি বাক্যের বিরোধ উপস্থিত হয়।

শ্রীভগবান্ গীতায় বলেন—"বেদাহং সমতীতানি" ইত্যাদি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগীতা আরও বলেন "এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহু ক্ষেত্রজ্ঞঃ"। স্বয়ং সূত্রকার ভগবান্ বাদরায়ণও "নাত্মা শ্রুতে" এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া "জ্ঞঃ অতএব" এই সূত্রে এ বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। এইজন্য শ্রীভাষ্যে উক্ত আছে "অহংপ্রত্যয় সিদ্ধোহ্যস্মদর্থ, যুস্মৎ-প্রত্যয় বিষয় যুস্মদর্থঃ। তত্রাহং জানামীতি সিদ্ধো জ্ঞাতা যুস্মদর্থ ইতি বচনং 'জননী মে বন্ধ্যা' ইতিবদ্ ব্যাহতার্থঞ্চ। অর্থাৎ অহঙ্কার অহং প্রতীতিসিদ্ধ ও যুস্মদ পদার্থটা যুস্মদ জ্ঞানের বিষয়। সুতরাং 'আমি জানি' এই অহং প্রতীতি-গম্য জ্ঞাতাকে যে জড় পদার্থ বলা হয় তাহা ঠিক 'আমার মাতা বন্ধ্যা' এই বাক্যের মত স্বকীয় উক্তির বিরুদ্ধ।

শ্রুতি বলেন 'অবিনাশী অয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মা' 'অর্থাৎ এই আত্মা অবিনাশী, জ্ঞানাদি নিত্যধর্ম্মবিশিষ্ট। সুষুপ্তি অবস্থায় অত্যধিক তমো-গুণ হেতু বাহ্য পদার্থের প্রতীতি না থাকায় যদিও সেই সময় অহং ভাবের স্পষ্ট জ্ঞান থাকে না কিন্তু তাহার বিলোপ কখনও হয় না। তাই শ্রুতি বলেন—

"ন বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতে র্বিপরিলোপো বিদ্যতে।"

অর্থাৎ বিজ্ঞাতার বিজ্ঞানের লোপ হয় না। কোন জাগ্রত ব্যক্তি এরূপ অনুভব করে না যে জ্ঞাতৃত্বাদি বিরহিত আমি সুষুপ্তি কালে অজ্ঞান সাক্ষি ছিলাম। অধিকন্তু সুপ্ত্যোত্থ ব্যক্তির এইরূপই প্রত্যভিজ্ঞা হয় যে আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম। ইহা দ্বারা উপলব্ধি হয় যে অহংপদার্থ আত্মার সুখিত্ব ও জ্ঞাতৃত্ব তখনও বিদ্যমান ছিল কারণ তাহার সুখানু-ভূতি না হইলে স্মরণ অসম্ভব হইত। এইজন্য শ্রীপাদ শ্রীজীবও তদীয় তত্ত্ব সন্দর্ভের শেষের দিকে শ্রীভাগবতের "অণ্ডেষু পেষিষুতরুষ্ববিনিশ্চি-তেষু' ১১।৩।৪০ শ্লোকের টীকায় বলেন—'অতোহনঙ্গভূতস্য তস্যাস্মর-নাদস্ত্যেব সুষুপ্তৌ তাদৃগাত্মানুভবঃ, বিষয়সম্বন্ধাভাবাচ্চ ন স্পষ্ট, ইতি ভাবঃ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতঃ স্বপ্রকাশমাত্রবস্তুনঃ সূর্য্যাদেঃ প্রকাশবদুপলব্ধিমাত্রস্থাপ্যাত্মন উপলব্ধিঃ স্বাশ্রয়েঽন্যেবেত্যায়াতম্'। তথা চ শ্রুতি যদ্বৈতন্ন পশ্যতি নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টে র্বিপরিলোপোবিদ্যতে'। অর্থাৎ ভাগবতীয় শ্লোকে উক্ত আছে—'অহঙ্কার পর্য্যন্ত লোপ হইল, ইহাতে সন্দেহ হয় যে তবে শূন্যই অবশিষ্ট রহিল। তদুত্তরে বলেন যে, সুষুপ্তি কালে প্রাকৃতিক অহঙ্কার বিলীন হইলেও স্বরূপানুবন্ধি অহং প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে। সেইজন্যই সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির সুষুপ্তি সাক্ষি অখণ্ড আত্মার সুখস্মৃতি উদয় হয়। যখন অননুভূত বস্তুর স্মৃতি অপ্রসিদ্ধ, তখন সুষুপ্তি কালেও যে তাদৃশ আত্মা ছিলেন তাহা স্বীকার্য্য। যদি বলা যায় যে সে সময় চিন্মাত্র আত্মাই ছিলেন, জাগ্রদবস্থায় নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া অহঙ্কারের সহিত যোগ হওয়ায় উক্ত বিষয় অনুভব হইয়া থাকে, তাহাও বলা যায় না। কারণ, অনুভব ও স্মরণের সমানধিকরণতা নিবন্ধন যে অনুভব করে তাহারই স্মরণ সম্ভব, অপরের নহে। অতএব অনুভব কর্ত্তা জীবাত্মা তখনও বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা সিদ্ধ হইতেছে। অতএব সুষুপ্তিকালে যে আত্মা দেখেন না বলা হইয়াছে তাহা বিষয়াভাব নিবন্ধন কিন্তু দ্রষ্টৃত্বের অভাব হেতু নহে। যদি বলা যায় 'এতাবন্তং কালং ন কিঞ্চিদহমজ্ঞাসিষ্ম' অর্থাৎ এতাবৎকাল আমি কিছুই জানি না—এইরূপে জাগ্রত ব্যক্তির পরামর্শ হেতু সকল জ্ঞানেরই প্রতিষেধ করা হইয়াছে। তাহা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ 'নাহমবেদিষম্' অর্থাৎ আমি জানি না বলায় জ্ঞাতার অহং পদার্থের সম্বন্ধ রহিয়াছে। অতএব জ্ঞেয় বস্তু বিষয়েই প্রতিষেধ বুঝিতে হইবে, 'ন মাম্ জ্ঞাতবান্' এই শ্রুতিবাক্যেও অহং পদার্থ প্রতীতির অভাব সূচিত হইতেছে না। উহার অর্থ এই যে জাগ্রদবস্থায় বর্ণাশ্রমাদি বিশেষ ধর্ম্মসমূহ থাকে, সুষুপ্তিকালে তাহাদিগের অভাব হয়, সেই জন্যই এতাদৃশ উক্তি। বিশেষতঃ অদ্বৈতবাদীরা সুষুপ্তিকালে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আত্মা অজ্ঞানসাক্ষি বলিয়া থাকেন। সাক্ষিত্ব অর্থে জ্ঞাতৃত্বই বুঝায়। কি লৌকিক, কি বৈদিক ব্যবহার, সর্ব্বত্রই সাক্ষি-অর্থে জ্ঞাতাই বুঝায় কিন্তু কেবল জ্ঞান নহে। ভগবান্ পাণিনি তাই 'সাক্ষাৎদ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম' এই সূত্রে দ্রষ্টাতেই সাক্ষিত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোন বস্তু না দেখিয়া কেহ কখনও সাক্ষি হইতে পারে না। অস্মদর্থই সাক্ষিরূপে বিদ্যমান থাকেন। অহং পদার্থটী আত্মার ধর্ম্ম নহে—পরন্তু উহা আত্মার স্বরূপই। অধিকন্তু কেহ যদি জানে যে মোক্ষদশায় স্বীয় সত্তাই লুপ্ত হইবে তবে কাহারই তৎপ্রাপ্তি লাভে অভিলাষ হইবে না কারণ আত্মসত্তা হারাইতে কেহই চাহে না। পঞ্চদশীতে উক্ত আছে,—

"ইয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ
মা ন ভূবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনীক্ষ্যতে।"

অর্থাৎ এই জ্ঞানই আত্মা যাহা পরম আনন্দ স্বরূপ, কেন না ইনি পরম প্রেমের আধার। নিজের অস্থায়িত্বে অনিচ্ছা ও স্থায়িত্বে ইচ্ছাই আত্মপ্রেমের পরিচায়ক। মোক্ষাবস্থায়ও যে অহং পদার্থের অনুবৃত্তি রহিয়াছে তাহা শ্রুতিতে দেখা যায়। যথা—'তদ্ধৈতৎ পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদে অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ' অর্থাৎ বামদেব ঋষি সেই তত্ত্ব সন্দর্শন করিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে 'আমিই মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম।' 'বহুস্যাম্' 'প্রজায়েয়ম্' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে স্বয়ং পরব্রহ্ম বিষয়েও অহং শব্দ প্রয়োগ দেখা যায়। তাহা হইলে দেখা গেল এই অহঙ্কারটী স্বরূপের; কিন্তু গীতায় শ্রীভগবান্ করণান্তর্গত একটি জড় অহঙ্কার বা গর্ব্ব বলিয়া যাহা সর্ব্বশাস্ত্রে নিন্দিত হয়, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন যথা,—

'ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধি
অহঙ্কার ইতীয়ং মে প্রকৃতিভিন্নরষ্টধা',

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেবচ'।"

এখানে কিন্তু অহঙ্কার শব্দটি অভূততদ্ভাবার্থে চি প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন অর্থাৎ যাহা অহং নহে তাহাকে যাহা দ্বারা অহং করা হয় অর্থাৎ দেহ আত্মা নয় তথাপি তাহাতে যে অহং ভাব, তাহাই এখানে অহঙ্কার শব্দে অভিহিত। শরীরে আত্মবুদ্ধি অবিদ্যা দ্বারা ঘটিয়া থাকে তাই বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত আছে,—শ্রয়তাং চাপ্যবিদ্যায়াঃ স্বরূপং কুলনন্দন, অনাত্মন্যাত্মবুদ্ধি র্যা। অর্থাৎ হে কুলনন্দন! অনাত্মায় আত্মবুদ্ধিরূপ অবিদ্যার স্বরূপ শ্রবণ কর; কিন্তু আত্মবিষয়ক যে অহং প্রতীতি—যাহা সকল অবস্থায় অবাধিত—তাহার কুত্রাপি শাস্ত্র নিষেধ করেন নাই।

শ্রীভাগবতে উক্ত আছে যে মায়াময় অহঙ্কার বিবেক দ্বারা পরিবর্জ্জনীয়। এখানে 'মায়াময়' পদটী অহঙ্কারের বিশেষণ। স্বরূপের অহং হইতে বিশেষিত করিবার জন্যই এইরূপ প্রয়োগ। তাহা না হইলে বিশেষণের ব্যর্থতাই ঘটে। যেমন যে কাননে বহুপ্রকার পুষ্প সেখানে বলা হয় 'শুভ্র পুষ্প আনয়ন কর'।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী "সর্ব্বসম্বাদিনীতে" পরমাত্ম সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় শ্রীপাদ রামানুজের মতটিই সমর্থন করিয়া অনেক স্থানে তাঁহার অক্ষরও উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেইজন্য বাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ তদীয় 'ভাষ্যপীঠকে' পূর্ব্বোক্ত এই মতটিই সুবিচারিতভাবে স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যগণ জীবের স্বরূপানুবন্ধি অহংটি নিত্য পদার্থ বলিয়াই স্বীকার করেন। তাই শ্রুতিও বলেন—

নিত্যোনিত্যানাম্ চেতনশ্চেতনানাম্
একোহকহনাম যো বিদধাতি কামান্ ইত্যাদি—

অর্থাৎ যিনি নিত্য ও চেতন জীবগণের মধ্যে নিত্য ও চেতন ইত্যাদি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কীর্ত্তন ও স্মরণ।

নববিধা ভক্তি মধ্যে শ্রীকীর্ত্তন ও স্মরণ দুইটী প্রধান অঙ্গ। নাম-রূপাদির উচ্চৈঃস্বরে কথনই কীর্ত্তন নামে কথিত হয় ও ইষ্ট-বিষয়ক যৎ-সামান্য অনুসন্ধানই স্মরণ নামে অভিহিত হয়। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তদীয় ভক্তিসন্দর্ভে বলেন 'তদিদং স্মরণং পঞ্চবিধম্। যৎকিঞ্চিদনুসন্ধানং স্মরণং। সর্ব্বতশ্চিত্তমাকৃষ্য সামান্যাকারেণ মনোধারণং ধারণা। বিশেষতো রূপাদিচিন্তনং ধ্যানং। অমৃতধারাবদবিচ্ছিন্নং তৎ-ধ্রুবানুস্মৃতিঃ। ধ্যেয়মাত্রস্ফুরণং সমাধিরিতি।" অর্থাৎ যৎসামান্য অনুসন্ধানই স্মরণ; সর্ব্ববিষয় হইতে চিত্ত প্রত্যাহৃত করিয়া সামান্যরূপে মনোনিবেশকে ধারণা বলে। বিশেষরূপে রূপাদি-চিন্তন ধ্যান নামে অভিহিত হয়। নিরবচ্ছিন্ন অমৃত-ধারার মত এক বিষয়ে চিত্ত-প্রবাহকে ধ্রুবানুস্মৃতি কহে। কেবল ধ্যেয় মাত্রের স্ফুরণই সমাধি। এইরূপে স্মরণ পঞ্চবিধ। সকল শাস্ত্রই ভগবৎ স্মরণের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া থাকেন। বদ্ধজীব ভগবান্‌কে অনাদিকাল হইতে বিস্মৃত হইয়া বহির্ম্মুখ হইয়াছে ও পর-তত্ত্বের জ্ঞানাভাব নিবন্ধন এই সংসার দশা প্রাপ্ত হইয়া দুঃখ ভোগ করিতেছে। সেইজন্য গীতা বলেন,—"স্মৃতি-ভ্রংশাৎ বুদ্ধি নাশঃ।" শ্রীচরিতামৃতও বলেন "কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ"। সকল শাস্ত্রই এই ভবরোগের-মূল ভগবৎ-বিস্মৃতি-নিবৃত্তির জন্য ভগবৎ-স্মরণই ঘোষণা করিতেছেন। স্মরণটী প্রগাঢ়—নিরবচ্ছিন্ন তৈল ধারার মত হইলেই ধ্যান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এই ধ্যান বা নিদিধ্যাসনই ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের অব্যবহিত ও প্রকৃষ্ট সাধনা। সেইজন্য শ্রুতিতে দেখা যায়, আত্ম-সাক্ষাৎকারের উপায়-স্বরূপ শ্রবণ, মনন ও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সর্ব্বশেষে নিদিধ্যাসন উপদিষ্ট হইয়াছে; যথা—'আত্মাবারে দ্রষ্টব্যো শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যশ্চ'। ছান্দোগ্য-উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—'আহার শুদ্ধৌ সত্ত্ব-শুদ্ধিঃ, সত্ত্ব-শুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ, স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাম্ বিপ্রমোক্ষঃ।" অর্থাৎ রাগ-দ্বেষাদি-দোষ-শূন্য বিষয়ানুভূতি সম্পন্ন হইলে চিত্ত শুদ্ধ হয় ও শুদ্ধ চিত্তে অবিচ্ছিন্ন স্মরণ উপস্থিত হয়—তখনই হৃদয়গত সর্ব্বপ্রকার অবিদ্যা-জনিত বন্ধন মুক্তি হয়। সেই ধ্রুবানুস্মৃতি, দর্শন বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সমবাচী। কারণ, অন্যস্থলে শ্রুতিতে আত্মদর্শন দ্বারাই হৃদয়-গ্রন্থি নাশ সম্ভব হয়, তাহা উক্ত হইয়াছে, যথা—

"ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিন্দ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।

(মুণ্ডক ২।২।৯।)

অর্থাৎ ভগবৎ দর্শন হইলে অবিদ্যা-বাসনাময় বুদ্ধি আশ্রিত কামনা ত্যাগ হয়, সর্ব্ব সংশয় দূরীভূত হয় ও সঞ্চিত কর্ম্মাদির অবসান হয়' এইরূপে "আত্মা-বারে দ্রষ্টব্য" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে নিদিধ্যাসন শব্দ তাহা আত্মদর্শন বা সাক্ষাৎকার বুঝায়। শ্রীপাদ রামানুজ আচার্য্য তদীয় শ্রীভাষ্যের প্রারম্ভে ধ্রুবানুস্মৃতি সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন "ভবতি চ স্মৃতের্ভাবনা প্রকর্ষাদ্দর্শনরূপতা" অর্থাৎ স্মৃতি যখন প্রগাঢ় হয়, বিজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহশূন্য হইয়া স্বজাতীয় প্রত্যয় যখন একতানতা লাভ করে, তখন স্মরণাত্মক জ্ঞানও প্রত্যক্ষ জ্ঞানরূপে পরিণত হয়। ভগবান্ পতঞ্জলিও তদীয় যোগসূত্রে ধ্যানের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানং" অর্থাৎ একই বিষয় অবলম্বনে যখন চিত্তের চিন্তা-ধারা অবিচ্ছেদে প্রবাহিত হয়, তাহাতে অন্য কোন চিন্তার ব্যবধান উপস্থিত হয়না, তখন ঐরূপ চিন্তা ধ্যানরূপে অভিহিত হয়। এইরূপ প্রকৃষ্ট চিন্তনই যে সমাধির একমাত্র

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রেষ্ঠতম উপায় তাহাও যোগশাস্ত্রে কথিত আছে। এই স্মরণও উপাসনা-পর। শ্রীপাদ আচার্য্য-শঙ্কর তদীয় ছান্দোগ্য-শ্রুতি ভাষ্য ভূমিকায় উপাসনা-শব্দের এইরূপে সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন; যথা "উপাসনং তু যথাশাস্ত্রসমাপিতং কিঞ্চিদালম্বনমুপাদায় তস্মিন্ সমান-চিত্তবৃত্তি-সন্তান-করণং—তদবিলক্ষণপ্রত্যয়ান্তরিতম্" ইতি, অর্থাৎ উপাসনা অর্থে-শাস্ত্রানুসারে ব্যবস্থিত কোন একটী ধ্যানের বিষয় অবলম্বন করিয়া তাহাতে এমন ভাবে চিত্তবৃত্তির একাকার প্রবাহ উৎপন্ন করিতে হয় যে, তাহাতে তাহার মধ্যে অন্য বস্তুর জ্ঞান ব্যবধানরূপে আসিতে না পারে। "অপি চ সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম' ব্রঃসূঃ ৩।২।২৪, এই সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন 'সংরাধনং চ ভক্তিধ্যান -প্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানম্' অর্থাৎ সংরাধন শব্দে ভক্তি, ধ্যান, প্রণিধানাদি ক্রিয়া বুঝায়। শ্রীভগবান্ স্বয়ং গীতায় শ্রীমুখে বহুবার স্মরণ-মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছেন যথা—

"অনন্যচেতা সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ।" ৮।১৪

অর্থাৎ যিনি অনন্যচিত্তে নিত্য অনুক্ষণ আমায় স্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি সুখলভ্য। আরও বলেন—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।" ৯।২২

অর্থাৎ যাহারা অনন্যভাবে আমার চিন্তাপরায়ণ হইয়া উপাসনা করেন, সেই সকল নিত্য সম্যক্‌যুক্ত পুরুষগণের আমি অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি করাইয়া রক্ষণ করিয়া থাকি। "তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর" ৮।৭, "কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ" ৮।৯ ইত্যাদি। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে পদ্মপুরাণ হইতে উদ্ধৃত বচন, যথা—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"স্মর্ত্তব্যো সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ।"

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বিষ্ণুকে সর্ব্বদা স্মরণ করিবে, কদাপিও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না, ইহাই নিখিল বিধি-নিষেধের রাজা। অর্থাৎ রাজাকে যেরূপ অন্যান্য কর্ম্মচারী প্রভৃতি অনুসরণ করে, সেইরূপ শাস্ত্রে নিখিল-বিধি নিষেধ এই মহাবিধি-নিষেধের অনুগতভাবে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

স্মরণের প্রভাব এতাদৃশ যে, যে যাহাকে প্রগাঢ়ভাবে স্মরণ করে, সে তদ্রূপই দর্শন করে ও প্রাপ্ত হয়। 'চিন্তয়ানোহৃষীকেশমপশ্যত্তন্ময়ং জগৎ' কাচপোকাকে প্রগাঢ় ভাবে চিন্তা করিয়া কীট (তেলাপোকা) তদ্রূপই প্রাপ্ত হয়। এইরূপ শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। কূর্ম্মাদির ডিম্ব স্মরণ-প্রভাবেই প্রস্ফুটিত হয়, ইহাও শাস্ত্রে কথিত আছে। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ বিরহানলে যখন স্থাবর জঙ্গম দগ্ধীভূত হইয়াছিল, তাঁহারই-স্মরণ-দ্বারা নিষিক্ত হইয়া তদীয় স্বহস্তে প্রোথিত একটি তরু জীবিত ছিল, ইহাও শাস্ত্রে দেখা যায়। শ্রীভগবানের স্মরণমহিমার মত তদীয় শ্রীনাম-কীর্ত্তন-মাহাত্ম্যও শাস্ত্র বহুলরূপে ঘোষণা করিয়াছেন। এই স্মরণ ও কীর্ত্তন শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা বা পরিকর বিষয়ক হইতে পারে। শ্রীনাম-কীর্ত্তনে নিরপরাধ সাধকের চিত্ত শুদ্ধ হইয়া তাহাতে প্রেম পর্য্যন্ত উদয় হইয়া থাকে ও উহার প্রভাবে প্রারব্ধ পর্য্যন্ত ক্ষয় হয়—ইহাই শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামি-কৃত শ্রীনাম সম্বন্ধে স্তবমালার একটী শ্লোকে উক্ত আছে,—

"যদ্ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃত নিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ
অপৈতি নামস্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধ কর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ যে প্রারব্ধ কর্ম্ম, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারী জীবন্মুক্ত সাধককেও ভোগ করিতে হয়, শ্রীনাম-স্ফুরণে তাহা বিনষ্ট হয়। ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে আছে "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্নবিমোক্ষ্যেঽথ সংপৎস্যেহেতি" ৬।১৪।২ অর্থাৎ সেই জীবন্মুক্ত পুরুষের ব্রহ্ম-প্রাপ্তির ততকালই বিলম্ব, যতকাল না প্রারব্ধ দেহপাত হয়, তদনন্তর প্রাপ্ত হন। কিন্তু শ্রীনাম-প্রভাবে প্রারব্ধ, আরব্ধ বা ফলনোন্মুখ, ক্রিয়মাণ সঞ্চিত ও করিষ্যমাণ—সকল কর্ম্মই অগ্নি-সংযোগে তুলারাশির মত নাশ প্রাপ্ত হয়। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী তদীয় বৃহদ্ভাগবতামৃতের ২য় খণ্ডের ৩য় অধ্যায়ে স্মরণ ও কীর্ত্তন বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। সেখানে শ্রীবৈকুণ্ঠ-পার্ষদগণ শ্রীগোপকুমারকে যেরূপ উপদেশ দান করিয়াছিলেন, তিনি তাহা মাথুর ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিয়াছিলেন। সেখানে উক্ত আছে—

"প্রেম্নোঽন্তরঙ্গং কিলসাধনোত্তমং
মন্যেতকশ্চিৎ স্মরণং ন কীর্ত্তনম্
একেন্দ্রিয়ে বাচি বিচেতনে সুখম্
ভক্তিস্ফুরত্যাশু হি কীর্ত্তনাত্মিকা।" ১৪৬ বৃঃ ভাঃ

অর্থাৎ তপোলোকবাসী যোগীন্দ্রগণ মনে করেন, নবধা-ভক্তির মধ্যে স্মরণই শ্রেষ্ঠতম। উহাই প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধন। কীর্ত্তন সেরূপ নহে। কারণ, শ্রীকীর্ত্তন কেবল একমাত্র জড়-কর্ম্মেন্দ্রিয় বাক্যে স্ফুরিত হন ও শীঘ্র কিঞ্চিৎ ফলদানে সমর্থ হন; কিন্তু স্মরণ ইন্দ্রিয়াধিপ মনোব্যাপার। সেই মনকে নিখিল বস্তু হইতে প্রত্যাহার পূর্ব্বক নিরুদ্ধ করা সহজসাধ্য নহে। সেইজন্য স্মরণাত্মিকাভক্তি যে কীর্ত্তন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এ বিষয় সন্দেহ নাই। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষের মত উত্থাপন করিয়া তদনন্তর শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী স্বমত বলিতেছেন যথা—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"মন্যামহে কীর্ত্তনমেব সত্তমং
লীলাত্মকৈক স্বহৃদি স্ফুরৎ স্মৃতেঃ
বাচি স্বযুক্তে মনসি শ্রুতৌ তথা
দীব্যৎ পরাণপ্যুপকুর্ব্বদাত্মবৎ।" ১৪৮ বৃঃ ভাঃ

অর্থাৎ আমরা কীর্ত্তনকেই শ্রেষ্ঠতম মনে করি; কারণ কীর্ত্তন, বাক্যে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেও মনের সহিত উহার সংযোগ অবশ্যই ঘটিয়া থাকে। কারণ, মনের সাহায্য ব্যতিরেকে কোন ইন্দ্রিয়ই যে স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করিতে সক্ষম নহে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। শ্রীকীর্ত্তন-প্রভাব কর্ণেও ক্রিয়া করেন; কারণ, যাঁহারা শ্রীকীর্ত্তন শ্রবণ করিবেন, তাঁহাদেরও চিত্ত-শুদ্ধির পরে ভক্তিলাভ হইয়া থাকে। তাই শ্রীভাগবত বলেন, "সদ্যোহৃদ্যবরুদ্ধতে কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ" অর্থাৎ যাহারা পুণ্যশালী অপরাধশূন্য, সেইরূপ শ্রবণকারীর হৃদয়ে ভগবান্ সদ্যই অবরুদ্ধ হন। যাহার পক্ষে ভক্তির যে অঙ্গটি সুখ-সাধ্য ও প্রীতিপ্রদ তাহার পক্ষে তৎসেবনই শ্রেষ্ঠতম। তাই শ্রীচরিতামৃতে উক্ত আছে।

"এক অঙ্গ সাধে কিবা সাধে বহু অঙ্গ
নিষ্ঠা হইতে উপযায় প্রেমের তরঙ্গ"

শ্রীপাদ জীব-গোস্বামীও তাই ভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন যে, সাধকের রুচি অনুসারে এক কিম্বা দুই, তিইটী ভক্তির অঙ্গ, মিশ্রণে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কারণ, এক অঙ্গ নিষ্ঠাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইলেই যে ফলপ্রদ হয়, তাহা শাস্ত্রে কথিত আছে। যথা—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে তথা পদাবলীতে ধৃত দাক্ষিণাত্য শ্রীবৈষ্ণব-কৃত শ্লোক,—

"শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে,
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি-ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথসখ্যেঽর্জ্জুনঃ,
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্"

অর্থাৎ ভগবানের গুণাদি শ্রবণে রাজা পরীক্ষিত, কীর্ত্তনে ব্যাসনন্দন শুকদেব, স্মরণে প্রহ্লাদ, পাদ-সেবনে লক্ষ্মী, পূজায় পৃথুরাজ, অভিবন্দনে অক্রূর, দাস্যে বানররাজ পবননন্দন, সখ্যে অর্জ্জুন, আত্মনিবেদনে বলিরাজ কৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের সকলেরই শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি শ্রেষ্ঠ। শ্রীমান্ প্রহ্লাদের অসুর বালকগণের প্রতি উপদেশ প্রসঙ্গে "ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা" এই পদটার ব্যাখ্যায় ভক্তিসন্দর্ভে উক্ত হইয়াছে "অত্র নবলক্ষণা ইতি সমুচ্চয়ো নাবশ্যকঃ। একেনৈবাঙ্গেন সাধ্যাব্যভিচারশ্রবণাৎ। ক্বচিদন্যাঙ্গমিশ্রণন্তু তথাপি ভিন্ন শ্রদ্ধা রুচিত্বাৎ। শাণ্ডিল্য সূত্রেও আছে, 'ঈশ্বরতুষ্টেরেকোপিবলী'—২অ, ২আঃ ৬৩ সূঃ অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদির মধ্যে যে অঙ্গটী বার বার অতিশয় অনুষ্ঠান দ্বারা প্রবল হয়, সেই একটী অঙ্গও পরমেশ্বরের সন্তোষ উৎপাদন করিয়া পরাভক্তি প্রদান করিতে সমর্থ হয়। যেরূপ জগতে দেখা যায় যে, কোন প্রভু বহু প্রকার শিথিল পরিচর্য্যা দ্বারাও তদীয় দাসের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন না, কিন্তু অকপট ভাবে একমাত্র পাদ সংবাহন দ্বারাই পরিতুষ্ট হন, সেইরূপ কীর্ত্তনাদির কোন একটী দ্বারা দৃঢ়তর রূপে সেবা করিলে শ্রীভগবানের প্রসাদ বশতঃ পরাভক্তি লাভ হইয়া থাকে। ইহাই শ্রীপাদ স্বপ্নেশ্বরাচার্য্যের ভাষ্যের মর্ম্ম। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে ধ্যান ও কীর্ত্তনের সমন্বয় দেখান হইয়াছে। যথা—

সংকীর্ত্তনাদ্ধ্যান সুখং বিবর্দ্ধতে
ধ্যানাচ্চ সংকীর্ত্তন মাধুরী সুখম্
অন্যোন্যসম্বর্দ্ধকতানুভূয়তে
হস্মাভিস্তয়োস্তদ্দ্বয়মেকমেব তৎ।" ১৫৩ বৃঃ ভাঃ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ সংকীর্ত্তন দ্বারা ধ্যানসুখ বৃদ্ধি পায়, আবার ধ্যান দ্বারা কীর্ত্তনানন্দ বর্দ্ধিত হয়। উভয়ই পরস্পরের পোষক, এক্ষেত্রে কাল-দেশাদির বিভাগ ব্যবস্থায় অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে না, কারণ সংকীর্ত্তন ও ধ্যান এক বলিয়া মনে করি, কেননা কার্য্য ও কারণ অভেদাত্মক। তবে এমন মানসিক অনেক লীলাগান আছে, যাহা সাধক নির্জ্জনে ও ভাষায় প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করেন; কিন্তু প্রগাঢ় চিন্তনে গভীর আনন্দাস্বাদন করেন। এ স্থলে ধ্যান অবশ্য আদরণীয়। কীর্ত্তন নির্জ্জনে ও বহু লোকাকীর্ণ স্থানে সম্ভব; কিন্তু স্মরণ—যাহা রাগানুগাভক্তির প্রাণ-স্বরূপ—তাহা কেবল নির্জ্জন স্থানেই সম্ভব। এই কীর্ত্তন মধ্যে শ্রীনাম কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যথা—"কৃষ্ণস্য নানাবিধ কীর্ত্তনেষু তন্নাম সংকীর্ত্তনমেব মুখ্যং" বৃঃ ভাঃ ১৫৮। শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পার্ষদ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীনাম কীর্ত্তনবহুলা ভক্তিকেই প্রেমাবির্ভাবের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীনাম-সাধনের মত সুখসাধ্য ও আশুফলপ্রদ ভক্তির কোন অঙ্গই নহে। উহাই যুগধর্ম্ম।

শ্রীভগবন্নামকীর্ত্তনে প্রারব্ধ কর্ম্মও যে নষ্ট হয়, সে বিষয় শ্রুতি প্রমাণ এই,—

'তস্যোদিতি নাম। স এষঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্য উদিত।
উদেতি হবৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্য য এবং বেদ'।

ছাঃ ১।৬।৭

অর্থাৎ শ্রীভগবানের একটী নাম 'উৎ' কারণ তিনি সর্ব্বপাপ হইতে উদিত বা বিনির্ম্মুক্ত। যে তাঁহাকে একান্তভাবে নামোপাসনা দ্বারা জানে, সেও তদ্রূপ হয়। এখানে 'সর্ব্বপাপ গত হয়' এই উক্তি হইতে ক্রিয়মান, সঞ্চিত ও প্রারব্ধ—সকল প্রকার পাপই বুঝাইতেছে।

শ্রীনাম মাহাত্ম্য সম্বন্ধে পৌরাণিক প্রমাণ বহুলই আছেন, তাহা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এস্থলে উদ্ধৃত হইল না। পঞ্চদশীকার পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ভারতীতীর্থ বিদ্যারণ্য সম্বাদি ভ্রমের উদাহরণ স্থলে ভ্রমবশতঃ শ্রীনাম গ্রহণ করিলেও যে স্বর্গাদি লোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে সে বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন যথা—

'জ্বরেণাপ্তঃ সন্নিপাতং ভ্রান্তা নারায়ণং স্মরন্
মৃতঃ স্বর্গমবাপ্নোতি স সংবাদি ভ্রমো মতঃ' ৯।৯

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি সান্নিপাতিক বিকার জ্বরে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুকালে যদি অননুসন্ধানে ভ্রান্তি বশতঃ নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিয়া স্বর্গলাভ করে, তাহাই সংবাদি ভ্রম বলিয়া অভিহিত হয়।

প্রণব সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন, 'ওঁ ইত্যেতদ্ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম' অর্থাৎ ওঁকার ব্রহ্মের নিকটতম বা লক্ষণাদি ব্যবধান শূন্য নাম—তৎ স্বরূপ-দ্যোতক। শ্রুতি আরও বলেন, 'নাম ব্রহ্মেত্যুপাসীত'—'নামব্রহ্মেত্যুপাস্তে' ছাঃ ৭।১।৫ অর্থাৎ নামকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিবে ইত্যাদি। ছান্দোগ্যোপনিষদ প্রারম্ভ বাক্য এই 'ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত' অর্থাৎ 'ওম্' এই অক্ষরটী কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য ইহার ভাষ্যে বলেন, 'ওমিত্যেতদক্ষরং পরমাত্মনোঽভিধানং নেদিষ্টম্; তস্মিন হি প্রযুজ্যমানে স প্রসীদতি, প্রিয়নামগ্রহণে ইব লোকঃ'। জগতে যেমন কেহ প্রিয়নাম গ্রহণে সুখী হয় সেইরূপ ভগবান্‌ও তাঁহার নাম করিলে প্রসন্ন হন। এই 'ওম্' উদ্গীত ভক্তির অবয়ব বলিয়া উদ্গীথ শব্দবাচ্য। এইরূপে শ্রীনামের মহিমা বিষয়ে বহুল শ্রুতি উদ্ধার করিয়া দেখান যাইতে পারে। বিশ্ববিশ্রুত মীমাংসক আপদেবপুত্র শ্রীমৎ লক্ষ্মীধর তদীয় প্রণীত 'শ্রীনামকৌমুদিতে' শ্রীনামের মহিমা সম্বন্ধে সবিশেষ বিচার করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-যোগ।

শ্রীভগবান্ গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ ও জ্ঞান-তত্ত্ব অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন। সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ জীবরূপ পরা ও অহঙ্কারাদি অষ্টধা ভিন্না অপরা প্রকৃতির কথা বলিয়াছেন—এখানে সেই পরা ও অপরা প্রকৃতি যে তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে, তাহাই আলোচিত হইতেছে। শ্রীপাদ শ্রীধর-স্বামী এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন যে, আত্ম-জ্ঞান বিনা মোক্ষের সম্ভাবনা নাই। সেইজন্য শ্রীভগবান্, প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক-যোগ উপদেশ করিতেছেন। এই শরীর বা ভোগায়তনই ক্ষেত্র, সংসারবীজ অবিদ্যা ইহাতেই অঙ্কুরিত হয় এবং যিনি দেহকে আমি ও আমার বলিয়া অভিমান করেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞেরা এইরূপ বলেন। যেমন কৃষক তাহার ক্ষেত্রের ফল-ভোক্তা, সেইরূপ যিনি দেহাত্ম-বুদ্ধি পোষণ করেন, তিনিই সেই দেহজাত সুখ-দুঃখভোগী। এই জন্যই শ্রীভগবান্ বলিলেন,

"ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ইতি তদ্বিদঃ।"

তাহার পরের শ্লোকেই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারতঃ।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্ জ্ঞানং মতং মম॥"

অর্থাৎ ভগবান্ বলিলেন, "আমাকেই সকল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও এবং ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের যে বিবেক বা ভেদ জ্ঞান, তাহাই আমার অভিপ্রেত যথার্থ জ্ঞান।" এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় মহাধীশক্তি-সম্পন্ন ভাষ্যকার টীকাকারগণ স্ব স্ব অচিন্ত্য মহীয়সী প্রতিভার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক শ্রুতি-স্মৃতি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আদি অনন্ত শাস্ত্রমন্থন করিয়া অমৃত উদ্ধার করিয়া মানবসমাজে পরিবেশন করিয়াছেন। আমরা সংক্ষেপে তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটিত করিতে প্রয়াস পাইব। যাঁহারাই অদ্বৈত-গুরু শ্রীমদাচার্য্য শঙ্করের গীতা-ভাষ্য আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, তিনি এই শ্লোকের উপর কিরূপ গবেষণাপূর্ণ ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে শ্রীভগবান্ যে পূর্ব্বশ্লোকে জীবকে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে উল্লেখ করিয়াছেন. তাহার সহিত এই শ্লোকে কথিত ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্বতঃ কোনও প্রভেদ নাই। কারণ. আচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে ইহাই দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্যই জীব-ব্রহ্মের একত্ব-বিজ্ঞানে। যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে, যদি এক ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দ্বিতীয় বস্তুই নাই, তবে সংসারের সুখ দুঃখ ভোক্তা কে? ইহার উত্তরে বলা হয়—ব্রহ্ম নিত্য-শুদ্ধ বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব। তাঁহার কখনই সংসার সম্ভব হয় না; তবে কেবল অবিদ্যাকৃত উপাধি-ভেদবশতঃ ক্ষেত্রজ্ঞে যেন সংসার ভোগ দৃষ্ট হয়। এই গীতা-শাস্ত্রে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ"।

"ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ॥"

অর্থাৎ অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত হয় বলিয়া মানুষ মোহ প্রাপ্ত হয়—মন সমতায় স্থিত হইলে সংসার-দুঃখ এইখানেই নিবৃত্ত হয়; ইত্যাদি বচন তাঁহার বাক্যের প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রুতি-তেও আছে,—"আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্নবিভেতি কুতশ্চন" "অবিদুষস্তথ তস্য ভয়ং ভবতি"—ব্রহ্মের স্বরূপভূত আনন্দ জানিলে কোনই ভয় থাকেনা—ভেদদর্শনকারী অবিবেকীই ভীত হয়। এইরূপ আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত একব্রহ্ম ভিন্ন কিছুরই অস্তিত্ব নাই। অর্জ্জুন পাছে আশঙ্কা করেন যে, কেবল ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানেই কি জ্ঞানের পর্য্যবসান?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেইজন্য শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, এই ক্ষেত্রজ্ঞের অর্থ অতি গূঢ়। পূর্ব্বশ্লোকে যে ক্ষেত্রজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে, তাহা তত্ত্বতঃ অসংসারী-স্বরূপ আমাকেই জানিবে—এইরূপ ক্ষেত্রজ্ঞরূপ ঈশ্বর-জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, জানিবার অন্য কিছুই নাই। এইরূপে শ্রীপাদ আচার্য্য শঙ্কর জীব-ব্রহ্মের অভেদ-প্রতিপাদনে বহুশাস্ত্র-বচন সমাহৃত করিয়া বেদের "তত্ত্বমসি" বাক্যের দ্বারা একত্ব-বিজ্ঞানই প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। শেষে কাহার অবিদ্যা? ইত্যাদি নানাপ্রকার বিরাট তর্ক-জালের অবতারণা করিয়া পূর্ব্বপক্ষ-উত্থাপন পূর্ব্বক শেষে স্বীয় সিদ্ধান্ত যুক্তিবলে স্থাপন করিয়াছেন। অবিদ্যাকে দেখিলে অবিদ্যাবানকেও দেখিতেছ, অতএব যাহার অবিদ্যা, তাহাকেও দেখা গেল—সেই জন্য বৃথা এরূপ প্রশ্ন যুক্তিযুক্ত নহে যে, কাহার অবিদ্যা? যেমন গো স্বামীকে দেখিলে কাহার গো এরূপ প্রশ্ন হয় না, সেইরূপ অবিদ্যা যে কাহার, এইরূপ প্রশ্নই যুক্তি-যুক্ত নহে; কারণ অবিদ্যাজনিত ক্রিয়াকারক ফলভেদ ইত্যাদি শুদ্ধ আত্মায় কিছুই নাই; কেবল প্রকৃতির ধর্ম্মগুলি আত্মায় উপচরিত হইয়া তাহাকে সংসারীতুল্য প্রতিভাসিত করিতেছে। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। তিনি কখনই জ্ঞেয় হইতে পারেন না—অবিদ্যা কেবল জ্ঞেয়, তাহার সহিত জ্ঞাতা আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই। এরূপে ক্ষেত্রজ্ঞ যে এক, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী বলেন, সেই সংসারী ক্ষেত্রজ্ঞ জীবকে বস্তুতঃ সর্ব্বক্ষেত্রে অনুস্যূত আমি বলিয়া জানিবে; কারণ, 'তত্ত্বমসি' এই বেদবাক্যে চিদংশে জীব আমার স্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শ্রীমদা-চার্য্য রামানুজ বলেন, "দেব-মনুষ্যাদি সর্ব্বক্ষেত্রেষু বেদিতৃত্বৈকাকারং ক্ষেত্রজ্ঞং চ মাং বিদ্ধি। ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি ইতি 'অপি'-শব্দাৎ ক্ষেত্রমপি মাং বিদ্ধীত্যুক্তমিত্যবগম্যতে। যথা ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞং বিশেষণৈতকস্বভাব-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তয়া তদপৃথক্ সিদ্ধে স্তৎসামানাধিকরণ্যেনৈব নির্দ্দিষ্টং তথা ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞং চ মদ্বিশেষণতৈকস্বভাবতয়া মদপৃথক সিদ্ধের্যৎ সামানাধিকরণ্যেনৈব নির্দ্দেশ্যৌ বিদ্ধি।" অর্থাৎ দেব-মনুষ্যাদি সর্ব্বক্ষেত্রের একমাত্র জ্ঞাতৃরূপে বিদ্যমান আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। মূলে যে "ক্ষেত্রজ্ঞমপি" আছে ঐ "অপি"-শব্দে ক্ষেত্ররূপেও আমাকেই জানিবে—এইরূপই গীতা হইতে বুঝা যায়। বৃহদারণ্যকোপনিষদের অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণ উদ্ধৃত করিয়া আচার্য্য বলিয়াছেন—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যংপৃথিবী ন বেদ। যস্ত শরীরং পৃথিবী' ইত্যাদি। যেমন ক্ষেত্রটী ক্ষেত্রজ্ঞের বিশেষণ নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় তাহা ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে পৃথক্ নহে, সেইরূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বা অচিৎ-চিৎ-বিশিষ্ট আমি বলিয়া উহারা মদতিরিক্ত নহে, অর্থাৎ আমারই বিধা বা প্রকার। আমার সহিত সামানাধিকরণ্যে উহারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদ্বারা শ্রীপাদ রামানুজ আচার্য্য তদীয় বিশ্ব-বিশ্রুত-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই উপদেশ করিয়াছেন।

এইরূপ, বহু টীকাকার ও ভাষ্যকার স্ব স্ব সম্প্রদায়ানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্যৈকবর্য্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তদীয় পরমাত্মসন্দর্ভ বিবৃত করিতে যাইয়া এই শ্লোকের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহারই মর্ম্ম সংক্ষেপে বলিতে প্রয়াস পাইব। মূলে "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত" এই শ্লোকে "সর্ব্বক্ষেত্রেষু" পদটী শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভগবানের ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ব্বে অর্জ্জুনকে তিনি প্রত্যেক জীবকে স্ব স্ব ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। এখানে বলিতেছেন যে, আমাকে সকল ক্ষেত্রেরই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে—ইহাই পার্থক্য। জীব যেমন কেবল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিজের ক্ষেত্রেই ক্ষেত্রজ্ঞ, অন্য ক্ষেত্র সম্বন্ধে ক্ষেত্রজ্ঞ নহে, পরমাত্মা কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এই জন্য এস্থলে "সর্ব্বক্ষেত্রেষু" এইরূপ পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। পরমাত্মা সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ নচেৎ 'সর্ব্বক্ষেত্রেষু' এই পদটী নিরর্থক হয়। তাই শ্রীপাদ শ্রীজীব বলিয়াছেন, জীব ও ঈশ্বরে চিদংশে নির্ব্বিশেষ ভাবে সামানাধিকরণ্যে যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহাও বলা যায় না। প্রথম ব্যষ্টি-ক্ষেত্রজ্ঞ পরে সমষ্টি-ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ প্রতিপাদনার্থেই ঐরূপ উক্ত হইয়াছে। আরও এই অধ্যায়ের অন্যান্য শ্লোকে যথা—"সর্ব্বতঃ পানিপাদস্তৎ" "জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি" ইত্যাদি বাক্যে সবিশেষ ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করা হইবে ও "অমানিত্বম্ অদম্ভিত্বং" ইত্যাদি শ্লোকে সবিশেষ জ্ঞানই বলা হইবে। শ্রুতি-কথিত "তত্ত্বমসি" বাক্যের মত এখানে সমানাধিকরণ্য স্থাপন দ্বারা অর্থাৎ তৎ ও ত্বম্ এই দুই পৃথক্ পদের একার্থ বিধান দ্বারা যদি নির্ব্বিশেষ জ্ঞানই বিবক্ষিত হইত, তাহা হইলে মূল শ্লোকে ক্ষেত্রজ্ঞ ও ঈশ্বরের অভেদ জ্ঞানই বলা হইত; কিন্তু তাহা হয় নাই। পক্ষান্তরে "ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়ো জ্ঞানং"ই বলা হইয়াছে—অর্থাৎ ক্ষেত্র-জ্ঞান ও ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞান এই উভয়বিধ জ্ঞান আমারই জ্ঞান; কারণ, তাহারা মদতিরিক্ত পদার্থ নহে। গীতার সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ ভূমি, বায়ু, আপ, অনল, অহঙ্কার ইত্যাদি অষ্টপ্রকার জড়া (অপরা) প্রকৃতি ও জীব পরা প্রকৃতি যে তাঁহার অংশ, তাহা বলিয়াছেন। "মমৈবাংশো জীব লোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ১৫।৭ ইত্যাদি বাক্যে ও উক্ত মতের সমর্থন করিতেছে। বেদান্ত-দর্শনের "অন্যার্থস্তু পরমর্শঃ" ১।৩।১৯ ব্রঃ সূঃ ন্যায়ে গীতার এই শ্লোকে যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, তাহার ভগবদজ্ঞানেই তাৎপর্য্য অর্থাৎ ছান্দোগ্যোপনিষদে "অথ য এষ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত" ৮।২ ইত্যাদি বাক্যের প্রতি পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্ম-সূত্রটীর লক্ষ্য। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়, জীবকেই দহরাকাশ রূপে উপাসনা বিহিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা নহে। তৎপদার্থ জানিতে হইলে, ত্বম্পদার্থজ্ঞান পূর্ব্বেই আবশ্যক। সেই জন্য আত্মজ্ঞান ব্রহ্মোপাসনার অন্তর্গত—এই বাক্যে পরমাত্ম-বিজ্ঞানেই তাৎপর্য্য। সেইরূপ এখানেও মূল ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মজ্ঞানই অভিলষিত; কারণ তিনিই একমাত্র জ্ঞেয়—জীব ও জগৎ তাঁহাতেই অবস্থিত। নিরীশ্বর সাংখ্য-বাদীর ন্যায় এখানে যে কেবলমাত্র প্রকৃতি-পুরুষ-বিচ্ছিত্তি জন্য জ্ঞান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাও নহে। কারণ "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি" এখানে "মাং" শব্দে ভগবানকেই বুঝিতে হইবে। বিবর্ত্তবাদ-মতে যেরূপ ঈশ্বর মায়োপহিত চৈতন্যমাত্র, তাহাও এখানে উক্ত হয় নাই। কারণ, তাহা হইলে ভগবদ্বাক্য, নিখিল বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়। পক্ষান্তরে বৌদ্ধ-বাদও আসিয়া পড়ে। সেইজন্য বৌদ্ধগণের ন্যায় বিবর্ত্তবাদীর অভিমতও যুক্তিযুক্ত নহে। ঈশ্বর সত্য পুরুষরূপে স্বীকৃত হইলেও নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানই যে মোক্ষ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়, তাহারও শাস্ত্রীয় প্রমাণ হইতে পাওয়া যায় না। কারণ, গীতায় দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ "এবং সতত যুক্তাযে"ইত্যাদি বাক্যে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের ক্লেশকরত্ব ও হেয়ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে "যে তু সর্ব্বানি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য" ইত্যাদি বাক্যে ভগবানে সকল কর্ম্মফল সমর্পণ করিলে তিনিই সাধককে মৃত্যুময় সংসার সাগর হইতে পরিত্রাণ করেন—তাহা নিজমুখেই বলিয়াছেন। তবেই নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানের কিছুমাত্র অপেক্ষাও আদৃত হইতেছে না। শ্রীভাগবতে একাদশ অধ্যায়ে "যৎ-কর্ম্মভির্যত্তপসা" ইত্যাদি বাক্যে কর্ম্মদ্বারা ও জ্ঞানদ্বারা যাহা লভ্য হয়,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তিদ্বারা তৎসমুদয়ই সুখে লব্ধ হয়, তাহা শ্রীউদ্ধব-মহাশয়কে স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন। মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মেও কথিত হইয়াছে—

"যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে।
তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ।"

অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষরূপ চারিটী পুরুষার্থ লাভ করিতে হইলে যে যে সাধনের প্রয়োজন, তাহা বিনাও নারায়ণ চরণাশ্রিত পুরুষ তৎ-সাধনলভ্য সকল ফলই লাভ করেন। দ্বাদশ অধ্যায়ে যে ভক্তির বিশেষ প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহাই সবিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়া,—

"ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবোপপদ্যতে।"

এই বাক্য দ্বারা, ভক্তি দ্বারাই ভগবান্ সুখ-সাধ্য হন, তাহা উক্ত হইয়াছে। অতএব ব্যষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞ ভক্তরূপে, সমষ্টি-ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞেয় পরমাত্মারূপে নির্দ্দেশ করিয়া ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানের সহিত জ্ঞেয় একত্র পঠিত হইয়াছে—ইহা স্মরণ পূর্ব্বক পরে সেই জীবরূপ ব্যষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরমাত্মারূপে সমষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞের কখনই ক্ষরত্ব বা স্বরূপ বিচ্যুতি প্রতিপাদন করা হয় নাই। কারণ, জীব প্রকৃতির মধ্যে অবস্থান করিয়াই ইন্দ্রিয়সঙ্গ হেতু দেহজাত সুখ-দুঃখানুভব করে; নচেৎ স্বরূপতঃ সে প্রকৃতির অতীত, তাহাও "পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্" এই বাক্যে উক্ত হইয়াছে ও পরমাত্মা জীব হইতেও যখন শ্রেষ্ঠ, তখন তাঁহার অক্ষরত্ব সুষ্ঠুভাবেই পরিস্ফুট আছে। যথা—

"উপদ্রষ্টানুমন্তাচ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ,
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ।"

গীতায় পঞ্চদশাধ্যায়ে এবিষয় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, যথা—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষয়শ্চাক্ষর এবচ
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কুটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।"
"উত্তমপুরুষস্ত্বন্য" ইত্যাদি।

এখানে 'কূটস্থ' শব্দে একরূপে যাহা সর্ব্বকালে অবস্থান করে বুঝাইতেছে ও শুদ্ধ জীবই কূটস্থ চৈতন্য; কারণ উত্তমপুরুষ অন্য অর্থাৎ ক্ষরাক্ষর হইতে ভিন্ন, ইহা পরশ্লোকে উক্ত হইয়াছে। অতএব দুইটী ভিন্ন সৎ অক্ষর পুরুষের স্বরূপ বিচ্যুতি কখনই সম্ভবপর নহে এবং নির্ব্বিশেষরূপে অবস্থিতিও দেখান হয় নাই। এখানেও ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ ও সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞ এই বিভাগ প্রাপ্ত হওয়া গেল। এইরূপে জীব ও ঈশ্বর দুই অক্ষর হইলেও জীব হীন-শক্তি ও দেহাত্ম-বুদ্ধি-সম্পন্ন বলিয়া তন্নিবৃত্তিনিবন্ধন ঈশ্বরই ভজনীয়রূপে জ্ঞেয়—ইহাই শ্লোকের মর্ম্মগত অভিপ্রায়। শ্রুতিও তাই বলেন—

"জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জ্জন্মমৃত্যুপ্রহানিঃ
তস্যাভিধ্যানাত্তৃতীয়ং দেহভেদে বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ।"
১।১১। শ্বেত

"এতজ্ জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং নাতঃপরং বৈদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।"
১।১২। শ্বেত

অর্থাৎ স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মাকে জানিয়া লোকের পাশ-স্থানীয় অবিদ্যাদি সকলের ক্ষয় হয়, ক্লেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে জন্ম ও মৃত্যুর ক্ষয় হয়, পরমেশ্বরের ধ্যান করিয়া দেহপাত হইলে জীব পরিপূর্ণ-কাম হইয়া বিরাট্‌কে অপেক্ষা করিয়া বিশ্বৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়। স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মতত্ত্ব অপেক্ষা জ্ঞাতব্য আর কিছুই নাই।

এই শ্রুতি লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্ম-সূত্রে উক্ত হইয়াছে—

"পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততোহ্যস্য বন্ধ-বিপর্য্যয়ৌ" ৩।২।৫

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই সূত্রে শাঙ্কর-ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে যে, অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ঈশ্বর ও জীব সমানধর্ম্মা হইলেও অবিদ্যার ব্যবধান হেতু জীবে ঈশ্বরের জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোহিত হইয়াছে। সম্যক্ ঈশ্বরের ধ্যান দ্বারা তৎপ্রসাদ হেতু কোন জীবের সেই অবিদ্যা দূরীভূত হইলেই তাহার স্বরূপ উপলব্ধি হইবে—জ্ঞানৈশ্বর্য্যের আবির্ভাব হইবে। যেমন ঔষধি-সামর্থ্যে চক্ষের তিমির রোগ দূরীভূত হইলেই দৃক্‌শক্তি উন্মেষিত হইয়া থাকে। জীবের বন্ধন ও মুক্তি ঈশ্বরের স্বরূপ না জানা ও স্বরূপ-বিজ্ঞান নিমিত্তই হইয়া থাকে।

জীব নিজ নিজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ; কিন্তু ভগবান্ সমষ্টি-ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ। তাঁহার একাংশেই তিনি জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। ঋক্‌মন্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি" গীতাও বলেন "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।"

যেখানে অভিধাবৃত্তি দ্বারা অর্থ তাৎপর্য্য সুবোধিত হয় না, সেখানেই লক্ষণাময় কষ্টকল্পনার আশ্রয় করা হয়, কিন্তু এখানে সেরূপ প্রয়োজন নাই। যদি তৎ ও ত্বম্পদার্থের সামানাধিকরণ্যই বিবক্ষিত হইত, তাহা হইলে "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি" স্থলে "তং (ক্ষেত্রজ্ঞং) চ মাং বিদ্ধি" এইরূপই উক্ত হইত; সর্ব্বক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে—এরূপ অধিক উক্তির প্রয়োজন হইত না।

জীব ও পরমাত্মা ভিন্ন ধর্ম্মাত্মক, তাহা শ্রুতিতে "ছায়া তপৌব্রহ্মবিদো বদন্তি" "জ্ঞাজ্ঞৌ" ইত্যাদি বাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল শ্রুতি লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ বাদরায়ণ "গুহাংপ্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শাৎ" ১।২।১১ এই ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন। গীতায়ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শেষে "পুরুষ প্রকৃতিস্থো" ইত্যাদি বাক্যে জীব ও পরমাত্মার দ্বৈবিধ্য উপসংহৃত হইয়াছে, সুতরাং উপক্রম, উপসংহারের অধীন বলিয়া·

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাই সমীচীন। এই মর্ম্মে ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন,—"অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ" ২।১।১৭ ব্রঃ সূঃ অর্থাৎ ছান্দোগ্যোপনিষদে 'অসদেবেদমগ্র অসীৎ', ৩।১৯।১ ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে; ইহাতে প্রথমতঃ দেখিলেই মনে হয়, অসৎ অর্থাৎ বিরাট্ শূন্যই সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল; কিন্তু 'অসৎ' অর্থে আদৌ অস্তিত্বহীন বুঝিতে হইবে না, কারণ, তাহার পরেই বলা হইল "তৎ সৎ আসীৎ" অর্থাৎ পূর্ব্বে জগৎ অসৎ বা যাহার নামরূপ অভিব্যক্ত হয় নাই এইরূপেই ছিল—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন দ্রব্যেরই অভিব্যক্তি হয় নাই—এইজন্য অসৎ বলা হয়। উহা সৎরূপেই অর্থাৎ সূক্ষ্মাবস্থায় ছিল; কারণ, আকাশ-কুসুমের মত অস্তিত্বহীনতা হইতে সৎপদার্থ জন্মিতেই পারে না। সেইজন্য বাক্যশেষের অর্থালম্বনে সূক্ষ্মরূপেই ছিল, এইরূপ ব্যাখ্যা করাই সুসঙ্গত। এস্থলেও সেইরূপ উপসংহার বাক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত। অতএব ক্ষেত্রে যে ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান ও চেতনাগত জ্ঞান, তাহা ভগবৎ জ্ঞানেরই অংশ-স্বরূপ। কারণ ক্ষেত্রে ও জীবরূপ ক্ষেত্রজ্ঞে ভগবানের অতি ক্ষুদ্রাংশে প্রবেশ নিবন্ধন যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা ভগবৎজ্ঞানের ছায়াস্বরূপ। এইজন্য ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দ শ্রীভগবানে বা ভগবানের আবির্ভাব বিশেষ পরমাত্মায় প্রযোজ্য।

যিনি মূল ক্ষেত্রজ্ঞ বা পরমাত্মা, তিনি স্বয়ংপ্রকাশ অর্থাৎ তাঁহার প্রকাশ অন্য বস্তু নিরপেক্ষ। কিন্তু তিনি স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ হইলেও অন্য বস্তু প্রকাশক—যেমন সূর্য্যমণ্ডলে জগৎ প্রসবিতা সবিতা স্বপ্রকাশ হইয়াও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুকেও প্রকাশিত করিয়া থাকেন। জীব কিন্তু চিৎকণ হইলেও তাহার প্রকাশ পরমাত্মার প্রকাশ-সাপেক্ষ। পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ স্বরূপ বলিয়া জীব তাঁহা দ্বারাই প্রকাশিত হয়, ঘটাদির মত অন্য বস্তুর দ্বারা নহে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কো দূর করব পিয়াসা।

সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুখায়ব
কো দূর করব পিয়াসা ? (বিদ্যাপতি)

মিথিলার কবিকুঞ্জ হইতে এই মহাবাণী একদিন ধ্বনিত হইয়াছিল—তাহা আজও ভারতের আকাশে বাতাসে শুনা যায়, তাহা নীরব নিশিথে যখন বর্ষার আকাশের মত হৃদয়গগন নিবিড় বিরহঘনাচ্ছাদিত থাকে তখন অন্তরের অন্ততম প্রদেশ হইতে বিনাইয়া উঠে। এই বাণীর অর্থ কি ? ইহা প্রাণের নিবিড় বেদনাপূর্ণ তীব্র বিরহার্ত্তির করুণ ধ্বনি। কবি বলিয়াছেন যে সিন্ধুর নিকটে থাকিয়াও যদি কণ্ঠ শুষ্ক হয়, তবে সেই তৃষ্ণা কে আর দূর করিবে ? আমরা আমাদের অন্তরের দিকে যখন দেখি তখন এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া আক্ষেপ করিতে ইচ্ছা হয়। অন্তরে যে আনন্দসিন্ধু বিরাজিত, তাহা শ্রুতি স্মৃতি ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রমাণ অপেক্ষা না করিয়াও স্বতঃ অনুভব করা যায়, আর অজ্ঞাত জ্ঞাপক শাস্ত্র ইহাই স্পষ্ট করিয়া ধরাইয়া দিয়া থাকেন। শাস্ত্র দেখাইয়া দেন আমরা শুধু যে সেই আনন্দসিন্ধুর নিকটেই থাকি তা নয়, আমরা তাহার বক্ষে অনাদিকাল ভাসিতেছি, তবু আমাদের অন্ত তৃষ্ণার শেষ নাই। এই অনাদি মৃগতৃষ্ণা আমাদের হৃদয় প্রপীড়িত করিতেছে। যেমন সাগরে যতদিন না মগ্ন হওয়া যায় ততদিন প্রখর রবির কিরণে তৃষাতুর প্রাণ আকুল হইয়া উঠে, তেমনি অসীমসিন্ধু অনাদিকাল অন্তরে উছলিত হইলেও যতদিন না মানুষ সেই আনন্দসাগরে মগ্ন হইতেছে ততদিন জ্বালা যন্ত্রণা নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই—ততদিন ত্রিতাপ তপ্ত জীবের চিরশান্তি প্রাপ্তি হইতেই পারে না। সাগরের তীরে দাঁড়াইয়া লোক যেমন কেবল উর্ম্মিমালার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কলরব শুনে, সেইরূপ আনন্দ-সাগরে যে মায়ার অবিরাম উত্তাল তরঙ্গ নৃত্য করিতেছে, তটস্থ শক্তি জীব তাহার শব্দেই বধির—জানেনা যে অসীম সাগরের গভীরতম নিম্নদেশে এক বিরাট্ নিশ্চল অক্ষুদ্ধ নীরবতা বিরাজিত।

শাস্ত্রগুরুসাধুমুখে কত সৎপ্রসঙ্গই মানুষ শ্রবণ করিতেছে, কিন্তু আনন্দের সন্ধান পাইল কি? বিষয়তৃষ্ণা উপশান্ত হইল কি? না, দিনে দিনে বরং ভোগস্পৃহা বিবর্দ্ধমান হইয়া উঠিতেছে, রাগদ্বেষের প্রতি আসক্তি ঘনীভূত তিমির পুঞ্জের মতই তাহার চারিদিক আঁধার করিয়া তুলিতেছে। আনন্দসিন্ধু অন্তরে লইয়া আমরা বিন্দুর জন্য ক্ষুদ্র জীবের মত সময় সময় কতই না লালায়িত হইয়া থাকি। অল্পে শান্তি নাই, সে কথা ভুলিয়া যাই—"যো বৈ ভূমা তৎসুখম্ নাল্পে সুখমস্তি" শ্রুতির এই গভীর বাণী শুনিয়া ও পড়িয়া প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করিতে পারিনা। যিনি আদিত্যবর্ণ, তমোগুণের অতীত তাঁহাকে অনাদি বিস্মৃতির তিমিরাবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া আর দেখিতে পাইনা। কি করিলে এই আবরণ অপসারিত হইবে সেই পন্থা দেখাইবার জন্য শাস্ত্র পরম হিতৈষী সখার মতই উদ্যত। শাস্ত্র বলেন—যেখানে আনন্দের কেন্দ্র—যেখান হইতে জগতে কণা কণা আনন্দ উৎসারিত হইতেছে, সেই আনন্দের মূল উৎস হইতে বিচ্যুত হইলেই দুঃখ. কেন্দ্র বা centre হইতে যিনি দূরে আসেন তিনি Eccentric অথবা উন্মত্ত, যিনি দহরাকাশে হৃদ্‌গুহাশায়ী পরম আনন্দ তত্ত্বে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া বাহিরে জড়ের রাজ্যে আনন্দ উপভোগ করিতে অভিলাষ করেন তাঁহাকে বিষয়ের পশ্চাতে উন্মত্তের মতই ধাবমান হইতে হয় ও অসীম মৃত্যুসংসারসাগরেব মহাভয়াবহ উত্তাল জন্মজরামরণতরঙ্গে ভাসিয়া যাইতে হয়। ইহাদের সম্বন্ধেই শ্রুতি বলিয়াছেন—"মৃত্যোঃ স মৃত্যু-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি"। কি দুঃখ, আনন্দ আমাদের মধ্যে—মধ্যে কেন, আমরাই আনন্দ স্বরূপ বা আনন্দের কণিকা, কিন্তু আমাদের দুঃখের সীমা নাই, ইহা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষেদের ও নির্ব্বেদের বিষয় কি হইতে পারে? তাই কবি তাঁহার বিরহগীতির মধ্যে কয়েকটী কথায় এই আক্ষেপ—এই জ্বালাময়ী আর্ত্তি ব্যক্ত করিয়াছেন। যেমন শীতল বারিপূর্ণ পাত্র সর্ব্বাঙ্গে অনন্তকাল স্পর্শ করিলেও তৃষ্ণার নিবৃত্তি নাই, তেমনি বিষয় বিষয়ী সম্বন্ধ জনিত আনন্দের বিকার ভোগ করিয়া দুঃখের আত্যন্তিক অবসান হইতে পারে না। সেইজন্য গীতায় উক্ত আছে :—'যে হি সংস্পর্শজাভোগা দুঃখযোনয় এব তে'। সেই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—"বাচারম্ভনম্ বিকার নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" অর্থাৎ একটী বস্তুই সত্য এবং তাহার সহিত যাহার সম্বন্ধ নাই তাহার বহু ভোগের বিষয় থাকিলেও কামনা নির্ব্বাণের উপায় নাই। অথচ পরতত্ত্বকে যাঁহারা জানেন, তাঁহাদের সকল কামনারই নিঃশেষে শান্তি হয়। সেইজন্য শ্রুতি বলেন 'যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমেব্যোমন্, সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি'। আমরা প্রত্যহ জীবনে নানা জড়বস্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া এইরূপ দুঃখের আমন্ত্রণ করিয়া থাকি। কোন বস্তু স্পর্শ বা আলিঙ্গন করিয়া, দর্শন, শ্রবণ করিয়া একটু আনন্দাভাস পাই, কিন্তু তাহা চঞ্চল চপলার চকিত চমকেরই মত ক্ষণস্থায়ী। সে আনন্দ আমরা ধরিয়া রাখিতে পারিনা ও পশ্চাতে হৃদয় অবসাদভারে নমিত হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রকৃত আনন্দের এইরূপ লক্ষণ নহে। তাহাতে অবসাদ নাই, দুঃখ নাই, তাহা নিত্য প্রতি মুহূর্ত্তে নব নবায়মান হইয়া তাহার সেবককে কৃত কৃতার্থ, পরিতৃপ্ত করিয়া দিবে। সে আনন্দ, নির্ম্মল নির্ঝরের স্বচ্ছ উৎসের মতই অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে স্বতঃ উছলিত হইয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উঠিবে। তাহার উচ্ছাস বাহিরের কোন অন্য বস্তুর উপর নির্ভর করিবেনা। এই আনন্দই শ্রুতি "রসো বৈ সঃ" বলিয়া গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন ও এই রসজ্ঞান হইলেই যে জীবের চির আনন্দ সঙ্গ লাভ ঘটে তাহাও স্পষ্ট ভাবে শ্রুতি বলিয়াছেন, যথা—"রসংহ্যেবায়ং লব্ধা-নন্দী ভবতি।" এই রসতত্ত্ব মানবের হৃদয়পুণ্ডরীকে ও বাহিরে অতি রমণীয় দর্শন হইয়া প্রকাশ পায়, সে রূপমাধুর্য্যের সিন্ধুতে অবগাহন করিলে তৃষ্ণার চির নিবৃত্তি, "রসোবর্জ্জং রসোপ্যস্য পরং দৃষ্টা নিবর্ত্ততে"। এই আনন্দসাক্ষাৎকারের জন্য ব্যাকুল হইয়া কাতর ভাবে প্রার্থনা করিতে হয়। সেইজন্য কবি গাহিয়াছেন—যদি সিন্ধুর তটে থাকিয়াও প্রাণ তৃষাতুর থাকে, তবে সেই দুঃখ আর ব্যক্ত করিবার ভাষা নাই, এত নিকটে থাকিয়াও যদি সে বস্তু উপলব্ধ না হয় তবে মানবজীবনে লাভ কি? কৃপার সিন্ধু যিনি, তিনি যদি মর্ম্মের গোপন ব্যথা বুঝিয়া জ্বালা না জুড়াইয়া দেন, তবে সেই সন্তাপ কি জগতের কোন বস্তুর দ্বারা প্রশমিত হইতে পারে? এই পদটাতে কবি তাঁহার হৃদয় নিষ্পেষিত করিয়া প্রাণের বেদনা, ভাষার মধ্য দিয়া ভাব-তুলিকায় চির প্রতিফলিত করিয়া রাখিয়াছেন ও মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার মধ্য দিয়া দারুণ বিরহসময়ে কিরূপ মানসিক অবস্থা হয়, জীবগণকে তাহার লেশাভাষ ইঙ্গিত করিয়াছেন; সেই জন্যই শ্রীপাদ গোস্বামিগণ মহাভাবস্বরূপিণী ব্রজ বালাগণের ও তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীরাধার প্রেমের পরম উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। সেই জন্যই শ্রীমতী "বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভা", কারণ তাঁহার হৃদয়ে স্ব সুখ কামনার গন্ধ মাত্র নাই। যিনি পরম সুখ ও মঙ্গল স্বরূপ ভগবানকেও বলিতে পারেন—

"আমি আপন কুশল কিছু না জানি,
তোমার কুশলে কুশল মানি"।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেই পরা হ্লাদিনী শক্তি যে জগতে প্রেমের আদর্শরূপে গৃহীত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। শ্রুতি ও "সৈষা আনন্দস্য মীমাংসা ভবতি" বলিয়া সম্পূর্ণ কামনার উপশমে যে উপরোক্ত আনন্দের শত গুণ উৎকর্ষ, তাহা দেখাইয়াছেন। যেখানে স্বসুখ-তাৎপর্য্য আদৌ নাই, সেখানে যে আনন্দের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ অপ্রাকৃত আনন্দসাগরে অবগাহন করিলেই চির তরে বিষয়তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইয়া যায়, অন্য পন্থা নাই। "নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

গীতায় সাম্যযোগ।

সম্ শব্দের উত্তর ষ্ণ্য প্রত্যয় করিয়া সাম্য পদ সাধিত হইয়াছে। ইহার অর্থ সমতার ভাব। গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে এই মহাসাম্যভাব লাভ করিবার জন্য বার বার উপদেশ করিয়াছেন। কি কর্ম্মযোগী, কি জ্ঞানী, কি ধ্যান যোগী, কি ভক্ত সকলেই স্ব স্ব সাধনার সমুন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়া এই সমতা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অনুভব করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে সুখ, দুঃখ, শীত, উষ্ণ, লাভ, অলাভ—এই সকল দ্বন্দ্ব ধর্ম্মের অতীত হইতে বলিলেন এবং এগুলি নীরবে সহ্য করিতে শিক্ষা দিলেন। যথা—

"সুখ দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌজয়াজয়ৌ
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি"
'মাত্রা স্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখদুঃখদাঃ,
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাং তিতিক্ষস্ব ভারত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই শীত, উষ্ণ, সুখদুঃখ সকলই ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয় সংযোগে উৎপন্ন। যিনি 'সমদুঃখসুখ ধীর'. দ্বন্দ্বাতীত হইতে পারিয়াছেন তিনি অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন। যদি কেহ সকল ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্মুখ করিয়া ইন্দ্রিয় গ্রামের নিয়ামক হৃষীকেশকে সদাসর্ব্বদা স্মরণ মনন দ্বারা সেবা করিতে যত্নবান্ হন, তাহ'লে তাঁহার মন স্বতঃই কোন্ এক অপ্রাকৃত চিন্ময় আনন্দধামে বিরাজ করিবে এবং বাহিরের বস্তু মনের উপর কার্য্য করিতে পারিবে না।

জ্ঞানী অতন্নিরসণ দ্বারা সমস্ত বিশ্বকে স্বপ্নবৎ জানিয়া 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্' ব্রহ্মকেই তত্ত্বমস্যাদিলক্ষণযুক্ত বেদান্তবাক্য আশ্রয় করিয়া তত্ত্ব বিচারে নিযুক্ত থাকেন; ধ্যানযোগী পরবৈরাগ্য আশ্রয় পূর্ব্বক চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া ধ্যেয় পরমাত্মার প্রগাঢ় ধ্যানে রত হ'ন, ভক্ত পরম অনুরাগে আনন্দঘন শ্রীভগবানের শরণাগত হইয়া এই অনন্ত কোটি জীব পূর্ণ জগৎ তাঁহারই শক্তির লীলাক্ষেত্র ভাবিয়া সকলের মধ্যেই তাঁহার বিকাশ দেখিতে পান। এই সকল নানা পথের সাধকের সাধন মার্গে তারতম্য থাকিলেও চরম অবস্থায় সকলেই এই সাম্য ও প্রশান্তি লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলিলেন,—

'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ,
বীতরাগভয় ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্মুনিরুচ্যতে'
'যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা'।

এখানেও সেই সাম্যাবস্থা লক্ষ্য করা হইয়াছে. মনকে এমন ভাবে বহির্বিষয়ে দোষানুসন্ধান করিতে শিখাইয়া প্রত্যাহৃত করিয়া আনিতে হইবে যে বাহিরের শত ঝঞ্ঝাবাতেও যেন হৃদয় প্রশান্ত সাগরের মতই অক্ষুব্ধ, অতরঙ্গায়িত অবস্থায় থাকে। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে জাতরতি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ক্তের 'ক্ষান্তি' বা চিত্তক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও যে অক্ষুব্ধভাব, অক্ষুভাব রূপে উল্লেখ আছে। জ্ঞানযোগে এই সমতারূপ পরাবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে। যথা,

'যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ
সমঃসিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে'।

যদি কোন কর্ম্ম, ফলানুসন্ধান পূর্ব্বক করা যায় তবে তাহা বন্ধন সৃষ্টি করে, কারণ কর্ম্মে সাফল্য লাভ করিলে আনন্দ এবং বিফল মনোরথ হইলে দুঃখ অপরিহার্য্য; কিন্তু যদি কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য হইয়া শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম কৃত হয়, তবে সেই কর্ম্মই কর্ম্মক্ষয়ের সহায় হইবে এবং কালে ভগবৎপ্রসাদে আত্মজ্ঞান আনিয়া দিবে। সেই জন্য সিদ্ধি অসিদ্ধির দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া কার্য্য ফল ভগবৎচরণে সমর্পণ করিয়া সুখে দুঃখে চঞ্চল না হইয়া কেবল কর্ত্তব্যবোধে যিনি কর্ম্ম করিয়া যান, তিনি পদ্মপত্রের মত জলে থাকিয়াও নির্লিপ্ত থাকেন।

সন্ন্যাস যোগেও মহাসাম্যের বাণী প্রচারিত হইয়াছে—'যিনি প্রকৃত জ্ঞানী তাঁহার লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

'বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি
শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ'

জ্ঞানী সমদর্শী—তাঁহার শুভাশুভ, সদসৎ কোনটীতে ভেদবুদ্ধি নাই। তাই চণ্ডালে ও ব্রাহ্মণে কোনপ্রভেদ দেখেন না, কারণ তিনি ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিয়া জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা সমস্ত বিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্মময় দেখেন। যখন সকলের মধ্যেই এক ভূমা ব্রহ্মসত্তা বিরাজিত, তখন কাহার প্রতি ঘৃণা করিবেন, কাহাকেই বা আদর করিবেন? যোগীও যখন তৈল-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধারাব মত নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানের একতানতা দ্বারা ধ্যেয়বস্তুর সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হন তখন দেখেন—

'সর্ব্বভূতস্থমাত্মানম্ সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ'॥

তিনিও তখন সমগ্র বিশ্বে এক অন্তর্য্যামীরূপ সাক্ষী পুরুষের সত্তানুভব করিয়া সাম্যভাব প্রাপ্ত হন। প্রকৃত যোগীর লক্ষণ শ্রীভগবান্ বলিলেন,—

'আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমংপশ্যতি যোঽর্জ্জন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ'॥

এই সাম্যাবস্থা লাভ করিলে পৃথিবীর কোন বস্তুই মানুষকে ক্লেশ দিতে পারিবেন। এ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে মনে হইবে—

'যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'।

সুতরাং তখন ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হইবে এবং শাশ্বতী শান্তি অনুভব হইবে। যখন সাধন পথে সম্যক্ প্রকারে অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হইবে ও হৃদয় হইতে হিংসার বীজ আমূল উৎপাটিত হইবে তখনই সমতা প্রভৃতির আবির্ভাব সম্ভব। এবিষয় পূজ্যপাদ যোগসূত্রকার আলোচনা করিয়াছেন। সেই জন্য বিজ্ঞানযোগে ভগবান্ বলিলেন,—

'যেষামন্তগতং পাপং জানানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্
তে দ্বন্দ্ব মোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ'।

সাম্যাবস্থা লাভ না হইলে ঐকান্তিকী পরাভক্তি আবির্ভাব সম্ভব হয় না। মোক্ষযোগে কথিত হইয়াছে,—

'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহা হইলে আমরা দেখিলাম যে, সকল সাধনায় শ্রেষ্ঠ বিকাশ হইলেই এই মহাশান্ত সাম্য ভাব অনুভূত হয়।

অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারা যখন উত্তম ভক্ত শ্রীভগবানের সেবাপরায়ণ হন, তখন তাঁহারও ঐ অবস্থা। যথা—

'তুল্য নিন্দাস্তুতি মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ'
'যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি
শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ সঃ মে প্রিয়ঃ
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ
শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ'
'অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ
নির্ম্মমোঃ নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী'

শ্রীভাগবতেও উক্ত আছে—

'সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যংকিঞ্চভূতং প্রণমেদনন্যঃ'

জ্ঞানের অবস্থাও এইরূপ, 'সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়' ইত্যাদি। কারণ তত্ত্বজ্ঞের দৃষ্টি পৃথিবীর স্থূলাবরণ ভেদ করিয়া সকল বস্তুতে সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম ব্রহ্মসত্তা দেখিতে পায়। যথা—

'সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি'

যাঁহারা এইরূপ সমদর্শী, তাঁহারাই আনন্দ সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ। যথা—

'সমং পশ্যং হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্
নহিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিং'

তূরীয় অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে এই সাম্য সম্যগনুভব হয় না। যথা,—

'সমদুঃখসুখ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্চকনঃ
তুল্য প্রিয়াপ্রিয়ো ধীর স্তুল্য নিন্দাত্মসংস্তুতি'

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'মানাপমানয়োস্তুল্য স্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়ো
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে'।

এইরূপ গীতার প্রত্যেক অধ্যায় হইতেই সাম্যাবস্থাসূচক বাক্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। এই একাত্মক সমতার ভাবই যে সাত্ত্বিক, তাহা শ্রীভগবান্ নিজমুখেই বলেছেন,—

'সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্ জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্'।

এইরূপ শুদ্ধ সত্ত্বে যখন উত্তম ভক্তের মন প্রাণ ভরিত হইয়া থাকে, তখনই তাঁহার আত্মপ্রসাদনী ভক্তির উদয় হয় এবং তিনি শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পূর্ণরূপে অবগত হন। কারণ, ভগবদ্‌বাক্য এই— "ভক্ত্যাহম্ একয়া গ্রাহ্যঃ"।

'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ'
'ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া'
'ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্য অহমেবং বিধোঽর্জ্জুন
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ'। ইত্যাদি।

এইরূপ ভক্তির দ্বারাই যে তিনি সুখলভ্য, তাহা গীতার অনেক অধ্যায়েই উক্ত হইয়াছে।

যিনি শ্রীভগবানের চরণে পরম অনুরাগে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করেন এবং তাঁহার অসীম করুণায় দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া তাঁহারি দিকে চাহিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন, তাদৃশ নিত্যযুক্ত ভক্তের ভার স্বয়ং ভগবান্‌ই বহন করিয়া থাকেন 'যোগক্ষেমং বহাম্যহং' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে এবং ঘোর মৃত্যু সংসার হইতে উদ্ধার হইবার জন্য তাদৃশ মহাভাগবত আদৌ স্বয়ং যত্নবান্ হয়েন না। কারণ ভগবান্ বলিয়াছেন,—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ'।

ভক্তের পতন নাই, 'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'।

'নহিকল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'।

তিনি ত্রিগুণের পারে যাইতে সক্ষম,

'মাঞ্চযোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্',

ইত্যাদি বাক্য তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এরূপ ভক্ত, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

যোগীনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা,
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ'।

সমস্ত গীতার মধ্য দিয়া কোথাও বা প্রকাশ্য রূপে কোথাও বা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত একটি ভক্তির স্রোত তর তর বেগে বহিয়া চলিয়াছে। টীকাকারকেশরী শ্রীধর স্বামী গীতার মোক্ষ যোগের 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু' ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন যে, অতি গম্ভীর গীতাশাস্ত্র সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিতে অক্ষম জীবের প্রতি পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ স্বয়ং তাহার সার—গুহ্য হইতেও গুহ্যতম বাক্য বলিয়াছেন। এই বাক্যটী আর কিছুই নহে, কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের চরণে শরণাগতি। তাহা হইলেই দেখা গেল যে সাম্যাবস্থা লাভ করিতে হইলে বিধি নিষেধের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের চরণে নিষ্কিঞ্চন হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে সরলভাবে শরণাগত হওয়াই গীতা শাস্ত্রের উপদেশ। শ্রুতিও বলেন 'শান্ত উপাসীত'। অর্থাৎ শান্ত বা রাগদ্বেষশূন্য হইয়া শ্রীভগবানের উপাসনা করিবে। এইরূপে ধীরে ধীরে চিত্তমালিন্য অপগত হইয়া সাম্যাবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অজাতবাদ।

পরপক্ষে দোষ দর্শন করাইয়া শাস্ত্রযুক্তিসহকারে পরমত খণ্ডন পূর্ব্বক পঞ্চাবয়ব ন্যায় দ্বারা স্বমত স্থাপন করাই সাধারণতঃ বাদ বলিয়া খ্যাত। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পরম গুরু আচার্য্য গৌড়পাদ তদীয় মাণ্ডুক্য-কারিকায় অন্যান্য দার্শনিক বাদ খণ্ডন করিয়া অজাতবাদ অর্থাৎ তত্ত্বতঃ কোন বস্তুই জাত হয় না, অথবা দৃশ্য পদার্থ মাত্রই মায়ার বিজৃম্ভণ, ইহা স্থাপন করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর কারিকাভাষ্যের একস্থানে বলিয়াছেন যে এখানে পঞ্চাবয়ব এইরূপ :—প্রতিজ্ঞা :—জাগ্রৎকালীন দৃশ্যপদার্থের মিথ্যাত্ব। হেতু :—দৃশ্যত্ব। দৃষ্টান্ত :—স্বপ্ন। উপনয় :—যেমন স্বপ্নে সেইরূপ জাগ্রতে দৃশ্যত্ব হেতুটী একই। নিগমন :—জাগরিত অবস্থাতেও পদার্থসমূহ মিথ্যা। এই মত যে শ্রুতিমূলক তাহা দেখাইতে তিনি সবিশেষ যত্ন করিয়াছেন এবং অন্যান্য দার্শনিক মত পরস্পর বিরোধী, তাহা প্রমাণ করিয়া তাঁহার স্বীয় মত যে বেদের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত তাহা জানাইতে কারিকার মধ্যেই ভূরি ভূরি শ্রুতিবাক্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কিরূপে তিনি স্বমত স্থাপন করিয়াছেন তাহাই এখানে সংক্ষেপে আলোচিত হইবে। আচার্য্যের মতে কি সৎ, কি অসৎ, কোন বস্তুই জন্মে না। কারণ যাহা সৎ বা অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান, তাহা আর জন্মিবে কিরূপে এবং যাহা অসৎ তাহার জন্ম হইতেই পারে না। গীতায় তাই উক্ত হইয়াছে—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"। যাহা নির্ব্বিকার, অজ, তাহার জন্ম নিতান্তই অসঙ্গত এবং যাহা শশবিষাণাদির মত অস্তিত্বশূন্য তাহার কি পারমার্থিক ভাবে, কি মায়িকভাবে, কোনরূপেই জন্ম হইতে পারে না। তাই কারিকায় উক্ত হইয়াছে,—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"অসতো মায়য়া জন্ম তত্ত্বতোনৈব যুজ্যতে।
বন্ধ্যা পুত্রো ন তত্ত্বেন মায়য়া বাপি জায়তে ॥" অঃ প্রঃ ২৮।

আর যাহা সৎ তাহারও পরমার্থতঃ জন্ম হইতে পারে না কিন্তু মায়া দ্বারা হইতে পারে। যথা, "সতোহি মায়য়া জন্ম যুজ্যতে ন তু তত্ত্বতঃ" অঃ প্রঃ ২৭। কারণ যাহাদের মতে বস্তুতই বস্তুজন্ম স্বীকৃত হয় তাহদের মতে জাত বস্তুই জন্মে। কারণ অজের জন্ম নিতান্ত বিরুদ্ধ, কিন্তু জাত বস্তুই জন্মিয়াছে, ইহার পূর্ব্বেও তাহার জন্ম হইয়াছে—তৎপূর্ব্বও জন্ম স্বীকৃত হইলে, জন্মপ্রবাহকল্পনার বিশ্রাম না হওয়ায় অনবস্থা দোষ ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য আচার্য্য গৌড়পাদ,—যাঁহারা নিত্য সৎস্বরূপ ব্রহ্মই জগদাকারে সত্যই জাত বা পরিণত হন বলিয়া স্বীকার করেন,—তাঁহাদের সিদ্ধান্ত, শাস্ত্রও বহুল যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। যিনি চিরদিন স্বরূপে বর্ত্তমান, সেই নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, নিরাকার তুরীয়, চৈতন্য, একান্ত শান্ত স্বভাব—তাহাতে বিন্দুমাত্রও চলন বা স্পন্দন নাই। তাই শ্রুতি বলেন 'অনেজদেকং'। তথাপি অজ্ঞানতা বশঃতঃই এই বিরাট্ স্থূল জগৎ ব্রহ্মে অধ্যস্ত হইতেছে; ইহা যেন রজ্জুতে সর্প ভ্রম তুল্য। যেরূপ রজ্জু জ্ঞানোদয়ে সর্প প্রতীতি থাকে না, সেইরূপ যথার্থ অদ্বয়ানুভূতি উদয় হইলে মায়িক জগজ্জাল ছিন্ন হয়। সৎ স্বরূপ ব্রহ্ম যে স্বজাতীয়, বিজাতীয়, স্বগত ভেদ শূন্য—তিনি যে অজ সে বিষয় 'স বাহ্যাভ্যন্তরহ্যজঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সাক্ষ্য দিতেছে। সাধারণ বুদ্ধির প্রবেশ জন্য স্থানে স্থানে মূল শ্রুতি বাক্যই কারিকায় বিন্যস্ত হইয়াছে। যথা—

"নেহ নানেতি চাম্নায়াদিন্দ্রো মায়াভিরিত্যপি।
অজায়মানো বহুধা মায়য়া জায়তে তু সঃ ॥"

এই কারিকার ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর বলেন, 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইত্যাদি রান্নায়োঃ দ্বৈতভাবপ্রতিষেধার্থঃ। তস্মাৎ আত্মৈকত্বপ্রতিপত্ত্যর্থা কল্পিতা সৃষ্টি..............ইন্দ্রোঃ মায়াভিঃ ইত্যভূতার্থপ্রতিপাদকেন মায়াশব্দ ব্যপদেশাৎ' ইত্যাদি অর্থাৎ ইহাতে কিছুই ভেদ নাই। এইরূপ শ্রুতি বাক্য দ্বৈত্যপ্রতিষেধক। আত্মৈকত্ব-প্রতিপাদনার্থ কল্পিত সৃষ্টি অসত্য ও "ইন্দ্রো মায়াভিঃ" এই স্থলে অসত্যতাবোধক মায়া শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। মূল শ্রুতি যথা 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে' 'অজায়মানো বহুধা বিজায়তে' ইত্যাদি। এইরূপ শ্রুতি বাক্য দ্বারা দ্বৈতের অস্তিত্ব আদৌ নাই, ইহা প্রমাণিত ইহয়াছে এবং যাহারা সম্ভূতির বা জন্মের উপাসনা করে, তাহারা অন্ধতমে প্রবেশ করে 'অন্ধতমং প্রবিশন্তি যে সম্ভূতিমুপাসতে'। জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ বহু নিন্দনীয় শ্রুতি বাক্য আছে। জন্ম পারমার্থিক হইলে কখনও শ্রুতি এরূপ নিন্দা করিতেন না। জাত বস্তু মাত্রই ধ্বংসশীল—যেখানে উৎপত্তি সেখানেই বিনাশ আছে, ইহাই প্রাকৃত জগতে দৃষ্ট হয় কিন্তু একটী বস্তু, যাহার আদি নাই, তাহাই কেবল অনন্ত হইতে পারে। আত্মার আদি নাই, সেই জন্যই উহা অনন্ত। শ্রুতি তাই বলেন,—"নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ" অর্থাৎ এই আত্মা কোন কারণ হইতে কখনও উৎপন্ন হন নাই। অজ বস্তর যাঁহারা জন্ম কল্পনা করেন, তাঁহারা অমৃতেরও মৃত্যু ইচ্ছা করেন কিন্তু ইহা স্বভাব বিরুদ্ধ। যাহার যাহা প্রকৃতি তাহার কখনও অন্যথা ভাব হইতে দেখা যায় না। যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তির লোপ কখনও দৃষ্টি গোচর হয় না, সেইরূপ অজ ব্রহ্মেরও স্বরূপ বিচ্যুতি কখনই হয় না। তবে মায়াবী যেরূপ ইন্দ্রজাল দ্বারা বহু কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে, সেইরূপ ব্রহ্মও মায়া দ্বারা জগদ্ব্যাপারে নিযুক্ত হন। শ্রুতি বলেন,—

"য একো জালবানীশত ঈশনিভিঃসর্ব্বান্ লোকানীশত ঈশনিভিঃ
যঃ এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ যে এতদ্বিদুরমৃতা স্তে ভবন্তি"।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ যিনি অদ্বিতীয় হইলেও মায়াবী হইয়া নিজ নিজ শক্তি দ্বারা প্রভু রূপে সকল লোককে পরিচালিত করিতেছেন—যিনি জগতের উৎপত্তি, স্থিত ও সংহারে একই আছেন—যিনি ইহা জানেন তিনি মুক্ত হন। রজ্জু যেরূপ ভ্রান্তি বশতঃই সর্পাকারে দৃষ্ট হয়, ব্রহ্মও সেইরূপ মায়া দ্বারা যেন জন্ম লাভ করেন কিন্তু সত্য সত্যই তাঁহার জন্ম কল্পনা, নিতান্ত অযৌক্তিক। কারণ স্বরূপতঃ নির্ব্বিকার 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম' তাঁহার আবার পরিণাম কিরূপে হইবে? বিকার শূন্য বস্তুর অবস্থান্তর কল্পনা নিতান্ত বিরুদ্ধ। তাহা হইলে দ্বৈত জ্ঞান কোথা হইতে আসে? তাহার উত্তরে বলা হয় দ্বৈতজ্ঞান মনোবিলাস মাত্র, কারণ মনই দৃশ্য দর্শন করে। কিন্তু উহা অসৎ। মনই মায়া দ্বারা স্পন্দিত হইয়া বাহ্য জগতের প্রতীতি আনয়ন করে এবং স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ কোন বস্তু না থাকিলেও বস্তু সত্তা প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ জাগ্রতবস্থায় বস্তুতঃ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দৃশ্য পদার্থ বিদ্যমান্ না থাকিলেও মনই নানাত্ব জ্ঞানের জনক। যিনি "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং"—যিনি "বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ"—যিনি "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্"—তাঁহার কোনরূপে চলন বা স্পন্দন স্বীকার করা যাইতে পারে না।

শ্রুতি মানবের বুদ্ধি প্রবেশ জন্য অখণ্ড ব্রহ্মের চারিটী পাদ কল্পনা করিলেন যথা—বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয়। সহসা তুরীয় চৈতন্যের প্রসঙ্গ অবতারণা না করিয়া ক্রমশঃ স্থূল বিশ্ব-চৈতন্য হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম তেজস ও সূক্ষ্মতর প্রাজ্ঞ ও শেষে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তুরীর চৈতন্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। অনন্তের অংশ হইতে পারেনা—ইহা কেবল অখণ্ডে সখণ্ড ভাবের আরোপ মাত্র। পরে শ্রুতি পাদত্রয়ের অস্তিত্ব 'নেতি নেতি' করিয়া অস্বীকার পূর্ব্বক এক অখণ্ড নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। এইরূপে ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি কার্য্যাদি যাহা উক্ত হইয়াছে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহাও বুদ্ধ্যারোহের জন্য। যেরূপ মায়াবী ব্যক্তি আকাশে সূত্র নিক্ষেপ করিয়া আরোহণ করে, সেইরূপ সুষুপ্তি ও স্বপ্নাদির বিকাশও মায়াবীর সূত্র প্রসরণ সমান, প্রাজ্ঞ তৈজস ও সূত্রারূঢ় মায়াবীর মত, কিন্তু যথার্থ মায়াবী যেমন সূত্রারূঢ় মায়াবী হইতে পৃথক্ অথচ মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অদৃশ্য ভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ তুরীয় চৈতন্য নামক পরমার্থ তত্ত্বও আত্ম মায়ায় বহুত্বের প্রকট করেন। তাই আচার্য্য গৌড়পাদ বলেন,—

"মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টির্যাচোদিতান্যথা
উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন।"

অর্থাৎ মৃত্তিকা, লৌহ বিস্ফুলিঙ্গাদি দ্বারা শ্রুতিতে পূর্ব্বে যে সৃষ্টি তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা কেবল বুদ্ধি প্রবেশের উপায় মাত্র, সেই এক তুরীয় চৈতন্যই মায়া বিজৃম্ভিত হইয়া বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন কিন্তু তিনি বস্তুতঃ "একমেবাদ্বিতীয়ং"—স্বরূপ হইতে প্রচলিত হন না ইহাই বিবর্ত্তবাদের ভিত্তি। যাহা স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া অন্যরূপে প্রতিভাসিত হয় তাহাই বিবর্ত্ত। আচার্য্য বলেন এই যে নয়ন সন্মুখে বিরাট্ দৃশ্য, জগদাকারে অবভাসিত হইতেছে, ইহা মিথ্যা—মনের সঙ্কল্প মাত্র। অমনীভাব অবস্থায় অর্থাৎ নিরোধ সমাধিতে যখন মন. সকল সঙ্কল্প বিকল্প বর্জ্জিত হয়, তখন আর দ্বৈত প্রতীতি হয় না—এই ব্যভিচার ভাবই দ্বৈত প্রপঞ্চের অসত্যতা প্রমাণ করিতেছে। যেমন তিমির রোগাক্রান্ত রোগীই একাধিক চন্দ্র দর্শন করে, সেইরূপ অবিদ্যাগ্রস্ত জীবই নানাত্ব দেখেন, কিন্তু নিরোগীর মত ব্রহ্মবিৎ এক অদ্বয় সত্তাই অনুভব করেন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে যদি একটী মাত্র বস্তু বিদ্যমান, তবে প্রকৃত আত্মতত্ত্ব কে জানে? তাহার উত্তরে বলা হয় যে অদ্বয় জ্ঞানই ব্রহ্মভাবে জ্ঞেয় ও স্বরূপতঃ জ্ঞাতা; কারণ জ্ঞান ও জ্ঞাতার ভেদ নাই। তাই কারিকায় উক্ত হইয়াছে—"অকল্পকমজং জ্ঞানং জ্ঞেয়াভিন্নং প্রচক্ষতে'

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্র, ৩৩। শ্রুতিও বলেন, "নহি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতেঃ বিপরিলোপো-বিদ্যতে," অর্থাৎ জ্ঞাতার কখনও জ্ঞানের বিপরিলোপ বা অভাব হয় না। সুতরাং স্বয়ংপ্রকাশ সবিতার মত স্বতঃপ্রকাশ ব্রহ্ম আত্ম প্রকাশের জন্য বস্ত্বন্তর অপেক্ষা করেন না। এইরূপে নামরূপাত্মক দ্বৈত প্রপঞ্চের সত্তাশূন্যতা প্রতিপাদন করিয়া অদ্বয় ব্রহ্মসত্তা স্থাপিত হইয়াছে। বিকার বা কার্য্য, নাম মাত্র, মৃত্তিকাই সত্য 'বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্' এই শ্রুতি সাহায্যে দ্বৈতের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয়। মৃত্তিকাই সত্য মৃত্তিকার বিকার ঘট মিথ্যা—যাহার যথার্থ মৃত্তিকা জ্ঞান আছে সে ঘটকে মৃত্তিকাই বলিবে, সেইরূপ যাহার পরমার্থ বিজ্ঞান উদ্বোধিত হয়, তাহার পক্ষে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু থাকে না। তাই শ্রুতি বলেন 'একোহি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুর্য ইমাল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ'। আকাশ সদৃশ নির্লেপ আত্মাই আছেন, অনন্ত অসঙ্গ পুরুষ, মায়ান্ধ জীবের নিকট অবিদ্যা বশতঃ বহু রাগদ্বেষ দুষ্ট বলিয়া স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন—যেমন অবিবেকী, সূক্ষ্ম সর্ব্বগত আকাশেও তল মালিন্যাদি দর্শন করে। তাই কারিকায় উক্ত হইয়াছে,—

> "যথা ভবতি বালানাং গগনং মলিনং মলৈঃ।
> তথা ভবত্যবুদ্ধানামাত্মাপি মলিনো মলৈঃ"॥

পঞ্চদশীতেও উক্ত হইয়াছে,—

> "অবস্থান্তর ভানস্তু বিবর্ত্ত রজ্জু সর্পবৎ
> নিরংশেহপ্যন্তসৌ ব্যোম্নি তলমালিন্য কল্পনাৎ।"

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে "আত্মা আকাশবৎ,'। গীতাও বলেন,—

> "যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশো নোপলিপ্যতে
> সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে"।

২২

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এইরূপ সর্ব্বব্যাপী আত্মার উদ্ভব কোনরূপেই হইতে পারে না। তাই শ্রুতি বলেন, "ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ"। যদি সকলের আশ্রয় স্বরূপ অভয়পদ ব্রহ্মও জাত হন, তবে আর নিত্য পদার্থ কি রহিল? ব্রহ্ম অজাত বলিয়াই নিত্য; যথা, "অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরু প্রতিপদ্যতে" অর্থাৎ জন্মাদি ষড়্ ভাব বিকার বর্জ্জিত বলিয়াই দুঃখময় সংসারভীত মানব তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে।

যে সকল দ্বৈতবাদী বাহ্য পদার্থ ব্যতিরেকে জ্ঞানোৎপত্তি স্বীকার করেন না, আচার্য্য তাঁহাদের মত দোষদুষ্ট প্রমাণ করিয়া বলেন যে জ্ঞানোৎপত্তির জন্য বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব অঙ্গীকার আবশ্যক হয় না। স্বপ্ন সময়ে বাহ্য পদার্থ না থাকিলেও বিচিত্র জ্ঞানভেদ উৎপন্ন হয় এবং জাগ্রদবস্থায়ও যখন শুক্তিতে রজত ভ্রম হয় তখনও রজতের কিছুমাত্র অস্তিত্ব থাকে না অথচ সুস্পষ্ট জ্ঞান হইয়া থাকে—সুতরাং বাহ্য পদার্থ ব্যতিরেকেও জ্ঞান-বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়। পরমার্থ দর্শনে বাহ্য পদার্থের বিচিত্র জ্ঞান বিনিবৃত্ত হয়। এইরূপে চিত্ত বা চিত্ত-কল্পিত কোন বস্তু জন্মে না, তাহা বহুল যুক্তি সহকারে প্রকরণ চতুষ্টয়ে উপন্যস্ত হইয়াছে। অলাৎশান্তি-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে—'এবং ন জায়তে চিত্তমেবং ধর্ম্মাঃ অজা স্মৃতাঃ' অলা-প্র-৪৬। "ধর্ম্মাঃ" শব্দের অর্থ আচার্য্য শঙ্কর বলেন "আত্মানঃ", 'ধর্ম্মাঃ ইতি বহু বচনং দেহে ভেদানুবিধায়িত্বাৎ অদ্বয়স্যৈব উপচারতঃ'। অর্থাৎ আত্মা অদ্বয় (এক) হইলেও ভিন্ন ভিন্ন দেহে অনুগত থাকায় বহুত্বের আরোপ করিয়া ধর্ম্ম শব্দের উত্তর বহু বচন প্রযুক্ত হইয়াছে। অজাত চিত্ত ব্রহ্মস্বরূপই, অতএব সেই অজাত চিত্ত যাহা হইতে জন্ম লাভ করে, তাহার অজা প্রকৃতি। সেইজন্য অজার জন্ম বা প্রকৃতির অন্যথা ভাব কোনরূপেই হইবে না, ইহা বিরুদ্ধ কথা। তাই উক্ত হইয়াছে—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"অজাতং জায়তে যস্মাদজাতি প্রকৃতি স্ততঃ
প্রকৃতেরন্যথাভাবো ন কথঞ্চিদ্ভবিষ্যতি"। অলা-প্র-২৯।

শেষে অলাৎশান্তিপ্রকরণে আচার্য্য বলিয়াছেন যে যেমন একটী অলাত চক্র সবেগে ঘূর্ণিত হইলে অগ্নিরেখা কখনও সরল কখনও বা বক্র রেখা যায় কিন্তু স্পন্দন শূন্য হইলে ওরূপ বহুরূপে প্রকাশ পায় না, সেইরূপ বিজ্ঞানও, অবিদ্যাস্পন্দন বর্জ্জিত হইলে অচল ভাবেই অবস্থান করে; কারণ স্বভাবতঃই আত্মা আদিশান্ত ও অনুৎপন্ন, যথা—"আদি শান্তাহ্যনুৎপন্নাঃ প্রকৃত্যৈব স্থনির্বৃতাঃ" ইত্যাদি, অল-প্র-৯৩। কোন বস্তুই স্বতঃ বা পরতঃ উৎপন্ন হয় না; সেইরূপ সৎ, অসৎ বা সদসৎ ভাবেও কিছুরই উৎপত্তি হয় না। সাঙ্খ্যমতে অসৎ হইতে কিছু উৎপন্ন অর্থাৎ আবির্ভাব হয় না, যেমন বালুকা হইতে তৈল কোন প্রকারেই বহির্গত হয় না কিন্তু তিল হইতে তৈল লাভ করা যায় কারণ উহা তিলের মধ্যেই নিহিত ছিল; নৈয়ায়িকগণ পক্ষান্তরে বলেন যাহা বিদ্যমান বা সৎ তাহার জন্ম হয় না। অসৎ বা যাহার অস্তিত্ব ছিল না তাহাই উৎপন্ন হয়—যেমন ঘট। এইরূপে দ্বৈতবাদীরা বিবাদ করেন। আচার্য্য বলেন যখন উভয় পক্ষই সদসৎ কোনরূপ উৎপত্তিরই অনুমোদন করেন না, তখন তাঁহাদের মতেও উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না। সুতরাং অদ্বৈতবাদই স্বীকৃত হইতেছে। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে এইরূপ অনুভব হয়,—

"ন নিরোধ ন চোৎপত্তি ন বদ্ধো ন চ সাধক।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা।"

বৈতথ্য প্রকরণ, ৩২

অর্থাৎ প্রলয় নাই, উৎপত্তি নাই, যখন বন্ধনই নাই তখন মুক্তিও নাই। এইরূপ ভাবই পরমার্থতা। শ্রৌতমন্ত্রে এইরূপ নিত্য, অজ, কার্য্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কারণহীন আত্মাকে জানিয়াই অমৃতত্ব লাভ হয়, তাহা প্রচারিত হইয়াছে, যথা,—

"বেদাহমেতমজরং পুরাণং সর্ব্বাত্মনং সর্ব্বগতং বিভুত্বাং।
জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য ব্রহ্মবাদিনো হি বদন্তি নিত্যম্"॥

এইরূপে আচার্য্য গৌড়পাদ অজাতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। জীবের ও প্রকৃতির যখন ব্রহ্মসত্তাতিরিক্ত অস্তিত্বই নাই, তখন তাহারা ত জন্মেই না—ইহা বলাই বাহুল্য। তাই উক্ত হইয়াছে,—

"ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবোঽস্য ন বিদ্যতে
এতত্তদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে।" অদ্বৈত প্র-৪৬

অর্থাৎ কোন জীবই জন্মে না, স্বভাবতঃ অজ আত্মার উৎপাদক নাই। ইহাই সর্ব্বোত্তম সত্য (ব্রহ্ম) যাহাতে কিছুই জন্মেনা।

শ্রীভাগবত-রহস্য

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ।"

শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে গরুড়পুরাণ বলেন যে, উহা ব্রহ্মসূত্রের অর্থ প্রতিপাদক এবং যাহাতে সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নির্ণীত হইয়াছে, সেই মহাভারতেরও অর্থ ইহাতে নির্ণীত হইয়াছে। অধিকন্তু ইহা গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং ইহাতে বেদার্থও পরিস্ফুট হইয়াছে। পুরাণ যে পঞ্চমবেদস্থানীয়, তাহা ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। যথা—"ঋগ্বেদ ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং" ৭।২

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সুতরাং পুরাণরাজ ভাগবতের প্রামাণ্য যে বেদের সমান, এবিষয়ে মতদ্বৈধ হইতে পারে না। কারণ, বেদার্থ পূরণ করে বলিয়াই পুরাণ বলা হয়—"পূরণাৎ পুরাণম্।" বেদাদিতে যাহা অস্ফুটভাবে উক্ত আছে, তাহাই পুরাণাদিতে পরিস্ফুটভাবে বলা হইয়াছে; সেই জন্য শাস্ত্র বলেন—"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ" অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদার্থ বিস্তার করিতে হইবে। শ্রীপাদ জীব-গোস্বামী সেই জন্য তদীয় তত্ত্বসন্দর্ভে শ্রীভাগবতের বেদবৎ অভ্রান্ত প্রামাণ্য প্রতিপাদন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "ন চাবেদেন বেদস্য বৃংহণং সম্ভবতি, নহ্য-পরিপূর্ণস্য কনক-বলয়স্য ত্রপুণা পূরণং যুজ্যতে" অর্থাৎ যেরূপ অপরিপূর্ণ কনক-বলয়ের স্বর্ণাংশ সীসক দ্বারা পূরিত হইতে পারে না, সেইরূপ যাহা বেদ নহে, তদ্দ্বারা বেদার্থের স্পষ্টীকরণ সম্ভব নহে। বেদ অপৌরুষেয়—পুরাণাদিও তদ্রূপ। কারণ, মাধ্যন্দিন শ্রুতিতে আছে "এবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বা-ঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্"। অর্থাৎ ঋগ্বেদাদি ও পুরাণ ইতিহাস সকলই সেই মহান্ পুরুষ হইতে অনায়াসে নির্গত হইয়াছে। এইরূপে বেদের সহিত পুরাণের অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীভাগবত যে কিরূপে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-স্থানীয়, শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর পদাঙ্কানুসরণ করিয়া তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

উপক্রম ও উপসংহারাদি ষড়্বিধ লিঙ্গ দ্বারা শাস্ত্রার্থ নির্ণেয়, যথা—

"উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতাফলম্
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে।"

শ্রীমদ্ভাগবতে উপক্রম ও উপসংহারে "সত্যং পরং ধীমহি" এই বাক্যের ঐক্য দেখা যায়। "জন্মাদ্যস্য যতো" ভাগবতের এই প্রথম শ্লোকটী আলোচিত হইলে ইহা কিরূপে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্থানীয় তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। বেদান্ত-দর্শনের প্রথম অধ্যায়ে প্রথম পাদে প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্র হইতেছে "অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" ও "জন্মাদ্যস্য যতঃ"। ভাগবতের "সত্যং পরং ধীমহি" এই বাক্যটী প্রথমসূত্রের ব্যাখ্যা স্থানীয়। শ্রীভগবান্‌ই পরম সত্য। মুক্তপ্রগ্রহ-ন্যায়ে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া যিনি সর্ব্বাত্মক—অন্তরবাহির ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্ম। এই পরতত্ত্ব সূর্য্যের মত স্বীয় রশ্মিসমূহ হইতে স্বতঃই শ্রেষ্ঠ। এইরূপে মূল স্বরূপ স্বপ্রকাশ অন্য-নিরপেক্ষ-তত্ত্ব প্রদর্শনার্থ "পরং" এই পদ দ্বারা ব্রহ্মসূত্রের ব্রহ্ম পদের ব্যাখ্যা হইল। সেই ব্রহ্মপদটী ভগবান্‌কেই বুঝাইতেছে; কারণ অন্তর্য্যামী পরমাত্মা ভগবানের অংশ ও নির্গুণ ব্রহ্ম সর্ব্বগুণবিবর্জ্জিত। শ্রীপাদ আচার্য্য রামানুজ বেদান্ত-দর্শনের শ্রীভাষ্যে বলিয়াছেন "সর্ব্বত্রই বৃহত্ত্ব গুণ যোগে বা সম্বন্ধ অনুসারেই ব্রহ্ম-শব্দ প্রযুক্ত হয়—সেই বৃহত্ত্বও স্বরূপে ও গুণে অর্থাৎ যাহাতে স্বরূপতঃ ও গুণতঃ অশেষ ও নিরতিশয় 'বৃহত্ত্ব" বর্ত্তমান আছে, তিনিই ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্য বাচ্য। এইরূপে সর্ব্বেশ্বর ভগবান্‌ই অশেষ অপ্রাকৃত-কল্যাণ-গুণগণ-সমন্বিত বলিয়া ব্রহ্ম-শব্দে অভিহিত হন। প্রচেতাগণও বলিয়াছেন—'যাঁহার বিভূতিগণের সংখ্যা নাই তিনিই অনন্ত'। অতএব তাঁহার বিবিধ মনোহর স্বরূপ থাকিলেও তত্তৎ স্বরূপের আশ্রয় পরম অদ্ভুত ও মুখ্য আকারই এখানে অভিব্যক্ত হইল। এইরূপে মূর্ত্তত্ব সিদ্ধ হইলে বিষ্ণু প্রভৃতি রূপই এখানে প্রতিপাদিত হইতেছেন; কারণ, বিশুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ বিষ্ণুর, ব্রহ্মা-শিবাদি হইতে শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বথা প্রমাণিতই আছে। ব্রহ্মসূত্রে "জিজ্ঞাসা" পদটীর ব্যাখ্যা-স্থানীয় ভাগবতের "ধীমহি"। যেহেতু, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার তাৎপর্য্যই তদীয় ধ্যান। জিজ্ঞাসা-পদের অর্থ যে নিদিধ্যাসন, তাহা আচার্য্য রামানুজেরও অভিমত। "ধীমহি" অর্থাৎ "ধ্যায়েমঃ" পদের বহু বচন দ্বারা কাল-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দেশ-পরম্পরা অবস্থিত জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্যতা বোধিত হইতেছে। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী পরমাত্মগণের অংশীভূত ভগবানেই ধ্যানের তাৎপর্য্য। ইহা দ্বারা একজীববাদ উপজীব্য বিবর্ত্ত বাদও নিরস্ত হইল। সবিশেষ বস্তুরই ধ্যান সম্ভব—নির্ব্বিশেষ বস্তুর নহে। অধিকন্তু সুখসাধ্য পুরুষার্থ বিদ্যমান থাকিতে দুঃসাধ্য সাধনে মানবের অপ্রবৃত্তি স্বতঃই হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ নিজেও গীতায় বলিয়াছেন যে, তদীয় উপাসকই যুক্ততম, যথা—

"ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতা স্তে মে যুক্ততমাঃ মতাঃ'।
"ক্লেশোঽধিকতর স্তেষাং অব্যক্তাসক্ত-চেতসাম্।" ইত্যাদি!

অতএব স্বয়ং ভগবান্ই ধ্যেয়। "ধীমহি" এই পদপ্রয়োগ দ্বারা পৃথকানুসন্ধান-রহিত ধ্যানোপলক্ষিত ভগবদ্ভজনই যে পরম পুরুষার্থ তাহা সূচিত হইতেছে। ইহা হইতেই পরম মনোহর মূর্ত্তি ভগবত্তত্ত্ব লক্ষিত হইতেছেন। গীতার বিভূতি যোগে ভগবান্ বলিতেছেন—"বেদানাঃ সামবেদোস্মি" "বৃহৎ সাম তথা সাম্নাম্" অর্থাৎ আমি বেদের মধ্যে সামবেদ ও সামবেদের মধ্যেও আবার বৃহৎ সাম। বৃহৎ সামে মহিমার বিষয় উক্ত হইয়াছে, যথা—"বৃহদ্বামং বৃহৎপার্থিবং বৃহদন্তরীক্ষং বৃহদ্দিবং বৃহদ্বামং বৃহদ্ভ্যো বামং বামেভ্যো বামং" ইত্যাদি। ইহা দ্বারা ব্রহ্ম-শব্দে শ্রীভগবান্ই অভিহিত হইলেন, এইরূপে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ব্যখ্যাত হইল।

এখন "সত্যম্' ইত্যাদি দ্বারা বেদান্ত-দর্শনের 'অথাতঃ' এই পদের ব্যাখ্যা বলা হইতেছে। ব্রহ্মসূত্রে 'অথ' শব্দ আনন্তর্য্যে ও 'অত' শব্দে পূর্ব্বাবগত বিষয়ের হেতুত্ব সূচিত হইতেছে। বেদের দুইটী ভাগ, পূর্ব্ব-ভাগ বা কর্ম্মকাণ্ড ও উত্তরভাগ বা জ্ঞানকাণ্ড। জৈমিনী পূর্ব্বকাণ্ডাব-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লম্বনে পূর্ব্ব-মীমাংসা-দর্শন রচনা করেন ও বেদব্যাস উত্তরকাণ্ডাবলম্বনে ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন। এখন 'অথ' এই পদে ইহাই বুঝায় যে. স্বাধ্যায়ক্রমে প্রথমে কর্ম্মকাণ্ডে পূর্ব্বমীমাংসা দ্বারা সম্যক্ কর্ম্ম-জ্ঞানানন্তর ও 'অত' পদে বেদাধ্যয়নক্রমে তদনন্তর ব্রহ্মকাণ্ডে উত্তর-মীমাংসা দ্বারা তত্ত্ব-নিরূপণ হেতু। অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডে জ্ঞানশূন্য কেবল কর্ম্মের ফল অস্থায়ী, ধ্বংসশীল ইত্যাদি ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু। পূর্ব্ব-মীমাংসা যখন পূর্ব্বপক্ষ, তখন উত্তর মীমাংসা নির্ণয়ে উহার অবশ্যই অপেক্ষা আছে অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসার প্রাথমিক কর্ম্মতত্ত্বের নশ্বর ফল-জ্ঞানের পর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার আবশ্যকতা উপলব্ধ হয়; অধিকন্তু কর্ম্ম-কাণ্ডের অবিরুদ্ধাংশ যখন জ্ঞানোপলব্ধির সহায়ক ও ফলাভিসন্ধান-রহিত-কর্ম্ম যখন শান্তিলক্ষণ চিত্তশুদ্ধির হেতু, তখন পূর্ব্বমীমাংসাই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্ববৃত্ত বা অবশ্য অপেক্ষিত বলিতে হইবে। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আছে "তদ্‌যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃক্ষীয়তে এবমেবামূত্র পুণ্য-জিতোলোকঃক্ষীয়তে" ৮।১।৬ অর্থাৎ ইহলোকে কৃষি প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা অর্জ্জিতলোক (শস্যাদি ভোগ্যবস্তু) যেমন ভোগদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পরলোকেও পুণ্যকর্ম্মলব্ধলোক (স্বর্গাদি) ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়। বৃহদারণ্যক শ্রুতিও বলেন "অন্তবদেবাস্য তদ্ ভবতি ৩।৮।১০ অর্থাৎ জ্ঞান-রহিত কর্ম্মীর কর্ম্মফল ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। "ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে ধ্রুবং কর্ম্মভিঃ" কঠ ২।১০ "প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ" (মুণ্ডক) ১।২।৭১ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যদ্বারা শ্রীপাদ আচার্য্য রামানুজ তদীয় শ্রীভাষ্যে কর্ম্মজ্ঞানানন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসার আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। ভগবান্ বোধায়ন—যিনি বেদান্ত-দর্শনের একটী বৃত্তি বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ করিয়াছেন, তিনিও বলেন "বৃত্তাৎ কর্ম্মাধিগমাদনন্তরম্ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" অর্থাৎ পূর্ব্বাধিগত কর্ম্মজ্ঞানের অনন্তর ব্রহ্ম জানিতে ইচ্ছা হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই ব্রহ্ম-তত্ত্বই ভাগবতে 'সত্যম্' ইত্যাদি দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "সত্য" শব্দে এখানে সকল দেশে ও কালে অব্যভিচারী সত্যবস্তু—যাহার সত্তায় অপর বস্তু সত্তাবান্ হয়—তাহাই বুঝাইতেছে। 'পরং' পদদ্বারা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ 'সত্যম্ জ্ঞানং অনন্তম্ ব্রহ্ম'স্বরূপই বুঝায়। কর্ম্মকাণ্ডে ক্ষয়শীল বস্তুর ধ্যান বিহিত হইয়াছে। শ্রীভাগবত বলিতেছেন 'আমরা এখন অব্যভিচারী বস্তুর ধ্যান করি'। "ধাম" পদে প্রভাব বা প্রকাশ—কুহক শব্দে প্রতারক অর্থাৎ মায়া, যাহা নিজ বৈভবদ্বারা জীব-স্বরূপ আচ্ছাদন পূর্ব্বক দেহাত্মবুদ্ধি জন্মায়। ভগবান্ তদীয় নিজ প্রভাব ও স্বপ্রকাশ শক্তিদ্বারা সর্ব্বদা মায়া-বৈভব পরাস্ত করিয়া স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত আছেন। শ্রুতিও বলেন "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ" "স্বে মহিম্নীতি" ছাঃ ৭।১৪।১, 'স্বেন' পদদ্বারা স্বকীয় স্বরূপশক্তিই বুঝায়; উহা আগন্তুকী নহে। সেইজন্য শ্রুতি বলেন "পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ।" ইহাদ্বারা মায়া ও তৎকার্য্য হইতে বিলক্ষণ যে বস্তু, তাহার স্বরূপ উপলব্ধি হইতেছে। স্বরূপ-শক্তির বিষয় এখানে যখন বিশেষভাবে উপন্যস্ত হইতেছে, তখন এই তত্ত্বটী যে ভগবান্—তাহাও স্পষ্টই দেখা যায়। সর্ব্বত্রাবস্থিত ভগবৎ-তত্ত্ব হইতে ত্রিগুণাত্মিকা সৃষ্টিও সত্য। উহা শুক্তিতে রজতারোপের মত মিথ্যা নহে। শ্রীগীতাও তাই বলেন—

"যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে
মত্তএবেতি তান্ বিদ্ধি নত্বহম্ তেষু তে ময়ি।" ৭।১২

শ্রুতিও বলেন "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন যাতানি জীবন্তি" ইত্যাদি।

এই ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত কর্তৃভোক্তৃসংযুক্ত প্রতিমুহূর্ত্ত-দেশ-কাল-নিমিত্ত-ক্রিয়া ফলাশ্রিত বিবিধ-বিচিত্র নামরূপময় নিখিল বিশ্বের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উৎপত্তি স্থিতি-প্রলয়াদি কার্য্য যাঁহার অতর্ক্য অচিন্ত্যশক্তি-নিবন্ধন সংসাধিত হইতেছে, সেই পরমতত্ত্ব—যাহা জগতের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ, আমরা তাঁহার ধ্যান করি। এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণও আছে, 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।' এখানে কিন্তু বিশ্বের জন্মাদি ভগবানের উপলক্ষণ (পরিচায়ক), বিশেষণ নহে। সেইজন্য শুদ্ধরূপেই তাঁহার ধ্যান বিধেয়। তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিময়, সত্য-সঙ্কল্প, সর্ব্বেশ্বর তাহা বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কার্য্যকর্ত্তারূপে পরিস্ফুট আছে। শ্রুতিও সংবাদ দেন 'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ংতপঃ' 'সর্ব্বস্য বশী' ইত্যাদি। এইরূপে 'জন্মাদস্য যতঃ' এই দ্বিতীয় ব্রহ্মসূত্রটীর স্পষ্ট অনুবাদ ভাগবতে দেখা যায়। 'পরম্ সত্যং' ইহাদ্বারা যিনি অখিল হেয়গুণ বিবর্জ্জিত ও অশেষ অপ্রাকৃত কল্যাণ গুণগণের আকর, তিনিই সূচিত হইয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি তাই বলেন 'ন তস্য কার্য্যম্ করণঞ্চ বিদ্যতে' ৬।৮

যাঁহারা কিন্তু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই জিজ্ঞাস্য বলেন, তাঁহাদের মতে পূর্ব্বোক্ত সূত্রটী অসঙ্গত হয়। কারণ, ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ—যিনি নিরতিশয় বৃহৎ ও বৃংহণ ধর্ম্ম-বিশিষ্ট অর্থাৎ যিনি অন্য বস্তুকেও বৃহৎ করিতে সমর্থ, সেই ব্রহ্ম জগৎ-জন্মাদির কারণ। এইজন্য সূত্রে, সূত্রোদাহৃত শ্রুতিগণে ঈক্ষণাদি সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। যেখানে ঈক্ষনাদি ব্যাপার আছে সেখানে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ অসিদ্ধ। "জগজ্জন্মাদি ভ্রম যাহা হইতে হয় তিনিই ব্রহ্ম" এই স্বোৎপ্রেক্ষপক্ষ বা স্বকপোল কল্পিত মতেও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সিদ্ধ হয় না। কারণ, ভ্রমমূল যে অজ্ঞান তাহার সাক্ষী ব্রহ্ম। এই সাক্ষিত্ব প্রকাশৈকরসতারূপে প্রতীত হয় অর্থাৎ সূর্য্য ও তদীয় প্রকাশ ধর্ম্মের ন্যায় অভেদ। প্রকাশত্ব ধর্ম্মটী স্বীয় ও অন্য জড় বস্তুর বিরুদ্ধ স্বভাব দ্বারাই ঘটিয়া থাকে। তাহা হইলেই সবিশেষ বস্তু প্রমাণিত হইলে। অন্যথা প্রকাশত্বই সম্ভব হয় না,—তুচ্ছতাই আপতিত হয়। 'তেজো বারি মৃদাং'

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইত্যাদি ভাগবতীয় প্রথম শ্লোকদ্বারা যদি বিবর্ত্তবাদিগণের অভীষ্ট সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যাদি শব্দ অনাবশ্যক হইত। বিশেষতঃ বিবর্ত্তবাদ যে শ্রুতি অনুমোদিত নহে সে বিষয় মহর্ষি কপিল সাংখ্যসূত্রে উল্লেখ করেছেন। আত্মার বহুত্বই তদীয় সূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন। যথা—'পুরুষবহুত্বং ব্যবস্থাতঃ' ৬।৪৫ সাং সূঃ, অর্থাৎ যদি পুরুষ বহু হয় তবে আত্মাদ্বৈতবোধিকা শ্রুতি বাধিত হয়। এই আশঙ্কা পরিহারের জন্য পূর্ব্বোক্ত সূত্রটী রচিত। ইহার ভাষ্যে শ্রীপাদ বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন. 'যে তদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি' ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত বন্ধমোক্ষব্যবস্থাত এব পুরুষবহুত্বং সিদ্ধ্যতীত্যর্থঃ' অর্থাৎ যাঁহারা সেই ব্রহ্মকে জানেন তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন—অন্য সকলে দুঃখই প্রাপ্ত হয়, এই শ্রুতি কথিত বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা হইতেই আত্মা বা পুরুষ যে বহু তাহা সিদ্ধ হইতেছে। শ্রীমৎ অনিরুদ্ধও তদীয় বার্ত্তিকে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি হইতে 'অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং' ইত্যাদি বচন উদ্ধার করিয়া পুরুষবহুত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই শ্রুতিতে আছে যে একপ্রকার অজ অর্থাৎ বদ্ধ পুরুষ প্রকৃতির ধর্ম্ম সুখদুঃখাদিকে আপনার বলিয়া অভিমান করে—অপর প্রকার অজ বা মুক্তপুরুষগণ সুখদুঃখ, প্রকৃতি দ্বারাই আত্মায় উপচরিত হয় বলিয়া তাহা হইতে আপনাকে ভিন্ন বলিয়াই জানেন। শ্রীমৎ বাচস্পতি মিশ্রও এই শ্রুতিদ্বারাই উভয়বিধ পুরুষকে নমস্কার করিয়া সাংখ্যশাস্ত্রের সারমর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন।

উপাধি দ্বারাই যে ভেদ হইয়াছে তাহাও বলা যায় না, কারণ উপাধি স্বীকার করিলে কেবলাদ্বৈতসিদ্ধান্তের হানি হয়। আর যদি উপাধিও মিথ্যা হয় তবে ভেদ সিদ্ধি হয় কি প্রকারে? এ বিষয়ও প্রণিধানযোগ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইহা দ্বারা সবিশেষ বস্তুই প্রতিপন্ন হইল। সেইজন্য যাঁহার ধ্যান শ্রীভাগবতে বিহিত হইয়াছে তিনি মূর্ত্ত। কারণ, মূর্ত্ত-জগতের মূর্ত্তশক্তির নিধান-স্বরূপ অনন্ত পরা শক্তির আধার ভগবান্‌ই পরম কারণরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছেন. অধিকন্তু মূর্ত্ত বস্তরই ধ্যান সম্ভবপর। এই মূর্ত্তত্ব নিবন্ধন তাঁহার অন্য বস্তু হইতে জন্মাদিদোষও আপতিত হয় না। কারণ, অনবস্থাদোষ নিবারণার্থ সাংখ্যগণের অব্যক্তের মত একটী বস্তুকে আদি কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয়। সাংখ্যেরা যেমন অব্যক্তকে 'অমূলং মূলং" বলেন, সেইরূপ আদি কারণ কল্পনার বিশ্রাম না হওয়ায় পাছে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়, সেই জন্যই শ্রীভগবান্‌কেই অনাদি আদি কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয়। শ্রুতিও বলেন "স কারণং করণাধিপা-ধিপো নচাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ।" 'জন্মনিরোধং প্রবদন্তিযস্য'। শ্বেতাশ্বতর ৬।৮ ও ৩।২১

শ্রীভগবানের অনাদি অপ্রাকৃত স্বাভাবিক মূর্ত্তি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। এইরূপে শ্রীভাগবতে তটস্থ-লক্ষণ দ্বারা পরতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া সেই লক্ষণই 'শাস্ত্র-যোনিত্বাৎ' 'তত্তু সমন্বয়াৎ (১।১।৩৪)' এই ব্রহ্মসূত্র-দ্বয়ে উপন্যস্ত হইয়াছে। এখানে "তু" শব্দটী ব্রহ্মের শাস্ত্র-যোনিত্ব আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য। ব্রহ্ম কেন জগজ্জন্মাদির কারণ? তদুত্তরে বলা হয়—শাস্ত্রই ব্রহ্মবিষয়ক একমাত্র জ্ঞানকারণ অর্থাৎ ব্রহ্ম যে জগতের স্থিত্যাদির হেতু, তাহা কেবল শাস্ত্রদ্বারাই নির্দ্ধারিত হইবে—প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি প্রমাণদ্বারা নহে। কারণ শব্দ-প্রমাণ ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রমাণই ভ্রম-প্রমাদাদি দোষদুষ্ট। অধিকন্তু, ব্রহ্ম অত্যন্ত অতীন্দ্রিয় বস্তু; এজন্য অপৌরুষেয় শব্দ-প্রমাণ দ্বারাই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইতে হইবে, ভগবান্ বাদরায়ণ স্বয়ং এবিষয় তদীয় ব্রহ্ম-সূত্রে বলিয়াছেন 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' ২।১।১১,। বৈনাশিক বুদ্ধগণ কিন্তু বেদান্ত-দর্শনের অবিরোধ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অধ্যায়ে (অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেখানে অন্যান্য দার্শনিক মত দোষ-দুষ্ট বলিয়া যুক্তি ও শাস্ত্র-সাহায্যে বেদান্তের অবিরোধ স্থাপিত হইয়াছে) তর্কদ্বারাই অন্য মত নিরাকরণ করিয়া থাকেন। সাংখ্যদর্শনকার বলেন ঈশ্বর জগতের কর্ত্তা নহেন ; কারণ, তিনি মুক্ত জীবের মত প্রয়োজনশূন্য। আবার নৈয়ায়িকগণ বলেন পৃথিবীতে যেরূপ ঘটাদি কার্য্য দর্শনে উহার নির্ম্মাতার বিষয় স্বতঃই হৃদয়ে উদিত হয়, সেইরূপ বিশ্ব-দর্শনে একজন বিশ্বেশ্বর আছেন—যাহা হইতে নিখিল-বিশ্ব জাত হইয়াছে, ইহা সহজেই অনুমেয়। এইরূপে একটা প্রতিকূল অপরটা অনুকূল অনুমান দ্বারা তর্ক হত হইয়া পড়ে, সেই জন্য শাস্ত্রই প্রমাণ। সেই শাস্ত্রই, সকল প্রমাণ পরিদৃষ্ট, সকল বস্তু হইতেই বিলক্ষণ, সর্ব্বজ্ঞ, সত্য-সঙ্কল্প নিরতিশয় বিচিত্র কল্যাণগুণময়, হেয় গুণ বর্জ্জিত তত্ত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। এইজন্য প্রমাণান্তর দ্বারা পর্য্যবসিত বস্তুর সমধর্ম্মযুক্ততা-নিবন্ধন দোষ-গন্ধও নাই।

অতএব স্বাভাবিক অনন্ত নিত্য মূর্ত্তিমত্ব সিদ্ধ হইতেছে। এখন 'তত্তু-সমন্বয়াৎ' এই ব্রহ্ম সূত্রটীর ব্যাখ্যা হইতেছে। ব্রহ্ম কেন শাস্ত্র প্রমাণগম্য ? তদুত্তরে বলা হয়—সমন্বয় হেতু অর্থাৎ শাস্ত্র ব্রহ্মকেই অন্বয় ও ব্যতিরেক বা বিধি-নিষেধ মুখে প্রতিপাদান করিতেছেন। অন্বয় যথা—'সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্', 'আনন্দোব্রহ্ম', 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ইত্যাদি। ব্যতিরেক যথা—'কথমসতঃ সজ্জায়েত' "কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদ্যেষো আকাশঃ আনন্দোনস্যাৎ" ইত্যাদি। এইরূপে অন্যান্য শ্রুতিবাক্যের সমন্বয়ও বেদান্ত-দর্শনে উক্ত হইয়াছে, যথা—"আনন্দময়োভ্যাসাৎ' অর্থাৎ শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ আনন্দ-শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় পরমাত্মাই আনন্দময়-পদবাচ্য। এইরূপে ব্রহ্মকে যখন শ্রুতি পরম আনন্দ-তত্ত্বরূপেই সমন্বয় করিয়াছেন, তখন তৎপ্রাপ্তি যে পরম পুরুষার্থ তাহা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলা বাহুল্য। ইহাই শ্রীভাগবতে 'অন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষু' ইত্যাদি বাক্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'অর্থেষু' অর্থাৎ নানাবিধ বেদ-বাক্যার্থে 'অন্বয়াৎ' অন্বয়মুখে—যে এক পরম কারণ হইতে নিখিল বিশ্বের জন্মাদি প্রতীত হয়, সেইরূপ 'ইতরতো' অর্থাৎ ব্যতিরেক মুখেও—যাহার অভাব হইলে বিশ্বেরও অভাব। অতএব সেই পরতত্ত্বকে পরম সুখরূপে শ্রুতি ঘোষণা করিয়াছেন। এইহেতু পরম পুরুষার্থ ধ্বনিত হইতেছে। শ্রীভাগবতের 'অভিজ্ঞ' পদটী 'ঈক্ষতের্নাশব্দম্' এই ব্রহ্ম-সূত্রটীর ব্যাখ্যা-স্থানীয়। এই সূত্রে প্রধান-কারণবাদ আশঙ্কা করিয়া তন্নিরাকরণ করা হইতেছে। অশব্দার্থ—যাহাতে শব্দই (বেদ) প্রমাণ হয় না, তাহা অশব্দ অর্থাৎ বেদে যাহার প্রতিপাদক কোন শব্দ নাই, উহা কেবল মনগড়া মাত্র। সেই কাল্পনিক প্রধান বা প্রকৃতি, জগৎ সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে কারণ নহে, কেন? সৎশব্দবাচ্য ব্রহ্মে ঈক্ষ ধাতুর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ঈক্ষণাত্মক জ্ঞান-ব্যাপারটী জড়া প্রকৃতিতে সম্ভব নহে। যদি কেহ বলেন—তিনি যদি অদ্বিতীয় স্বরূপেই সৃষ্টি করেন, তবে ঈক্ষণ কার্য্যটী হয় কিরূপে? তদুত্তরে শ্রীভাগবত বলেন 'স্বরাট্' অর্থাৎ স্ব-স্বরূপেই সদা বিরাজমান। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান, বল, ক্রিয়াশক্তি সমূহের দ্বারাই সকল কার্য্য করেন। সেইজন্য শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন—

'ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে'
'স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ' ইত্যাদি।

ইহা দ্বারা ঈক্ষণ ক্রিয়াটীর ন্যায় তাঁহার স্বাভাবিক মূর্ত্তিমত্বও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। মৈত্রেয়ব্রাহ্মণও বলেন—শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি নিখিল শাস্ত্র শ্রীভগবানের নিশ্বাসরূপে বহির্গত হইয়াছে; অর্থাৎ অবলীলাক্রমে সেই মহান্ ব্রহ্ম হইতে নির্গত হইয়াছে। শাস্ত্র, সকল প্রমাণের অগোচর, বিবিধ অনন্ত জ্ঞানের আকর; ব্রহ্ম তাহারই নিদান স্বরূপ। এইরূপে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আচার্য্য শঙ্করের মতে শাস্ত্রযোনিত্ব ব্যাখ্যাত হইলেও ব্রহ্ম যে জগৎ-জন্মাদির কারণ, প্রধান বা জীবান্তর নহে, তাহা উপপন্ন হয়। শ্রীভাগবতে ইহা "তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে" ইত্যাদি দ্বারা বিবৃত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ ব্রহ্ম (বেদ) আদি-কবি অর্থাৎ ব্রহ্মাতে অন্তঃ-করণ দ্বারা আবির্ভাবিত করিয়াছিলেন। এখানে বৃহৎ-শব্দ-বাচক ব্রহ্মপদ দ্বারা পরতত্ত্বের জ্ঞানময়ত্ব ও 'হৃদা' এই পদ দ্বারা অন্তর্য্যামিত্ব ও সর্ব্বশক্তিময়ত্ব জ্ঞাপিত হইল। ব্রহ্মাও যাঁহার নিকট জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তিনি যে নিখিল শাস্ত্রের কারণ, ইহা সূচিত হইল। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন,—

'যো ব্রহ্মাণম্ বিদধাতি পূর্ব্বম্ যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ
তমহং দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশম্ মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে। ৬।১৮

অর্থাৎ যিনি সৃষ্টির প্রথমেই হিরণ্যগর্ভকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি তাঁহাকে বেদজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, আমি মুক্তি-কাম হইয়া স্বয়ং প্রকাশ, বুদ্ধিসাক্ষী সেই পরমেশ্বরের শরণ প্রাপ্ত হই।

মুক্তজীবও যে শাস্ত্রযোনি নহে, তাহা 'মুহ্যন্তি যত্র সূরয়ঃ' ইত্যাদি বাক্যে ধ্বনিত হইতেছে। অর্থাৎ যে বেদ-বিষয়ে শেষাদিও মোহ প্রাপ্ত হন। ইহা দ্বারা অনন্তশায়ী শ্রীভগবান্ই—যাহা হইতে নিখিল বেদ নির্গত হইয়াছে, তিনিই শাস্ত্র-কারণ বলিয়া অভিহিত হইতেছেন। শ্রুতি তাই বলেন—'স বেত্তি বিশ্বম্ নহি তস্য বেত্তা'। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকেও এই কথা বলিয়াছেন—

'কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যোমদ্বেদ কশ্চন'॥

'গীতাও বলেন 'বেদান্তকৃদ্বেদবিদেবচাহম্।'

যদি কেহ শঙ্কা করেন যে, ব্রহ্মের শাস্ত্র-যোনিত্ব কিরূপে সম্ভব হয়?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কারণ, শ্রুতি বলেন তিনি 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্' তদুত্তরে বলা হয়—প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম শব্দশূন্য নহেন ; কারণ, তৎসম্বন্ধে শব্দাত্মক ঈক্ষ ধাতুর প্রয়োগ শুনা যায়। শ্রুতি বলেন 'তদৈক্ষত বহুস্যাম্ প্রজায়েয়'। ইহাই শ্রীভাগবতে অভিজ্ঞ বা বহুস্যাম্ ইত্যাদি-শব্দ-বিচারজ্ঞরূপে কথিত হইয়াছে। এই সমুদায় শব্দাদি শক্তি প্রাকৃত নহে। কারণ, প্রকৃতি-ক্ষোভের পূর্ব্বেও উহার বিদ্যমানতা উপলব্ধি হয়—উহা স্বরূপভূত। সেইজন্য শ্রীভাগবতে 'স্বরাট্' এই পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহাদ্বারা সধর্ম্মকত্ব ও মূর্ত্তিমত্ত্বও সাধিত হইল। ব্রহ্মসূত্রেও উক্ত হইয়াছে 'অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ' ১।১।২০ অর্থাৎ আদিত্য ও অক্ষির অভ্যন্তরে যে পুরুষ সম্বন্ধে শুনা যায়, তিনি পরমাত্মা। কারণ, পরমাত্মায় যে 'অপহত পাপ্মা' ইত্যাদি ধর্ম্মের শ্রুতি সংবাদ প্রদান করেন, এ পুরুষেও সেই সকল ধর্ম্মের উল্লেখ আছে। এই সূত্রটীর লক্ষ্য ছান্দোগ্যশ্রুতি 'য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়পুরুষোদৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুহিরণ্যকেশ' ইত্যাদি ও 'অথ য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষোদৃশ্যতে' ইত্যাদি ১।৬ ও ৮ শ্রীভাগবতের ১ম শ্লোকে বেদান্তদর্শনের অধ্যায়-চতুষ্টয়ের অর্থ দেখান হইল যথা—সমন্বয়াধ্যায়ের অর্থ 'অন্বয়াদিতরতশ্চ' ইত্যাদি বাক্যে, অবিরোধ অধ্যায়ের তাৎপর্য্য 'মুহ্যন্তিযত্রসূরয়ঃ' - ইত্যাদি দ্বারা, সাধনাধ্যায়ের মর্ম্ম 'ধীমহি' ইত্যাদি বাক্যে ও ফলাধ্যায়ের অর্থ 'সত্যং পরমং' ইত্যাদি দ্বারা।

গায়ত্রীর অর্থ অবলম্বনে যে শ্রীভাগবত প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন, তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। শ্রীভাগবতে বিশ্ব-জন্মাদির কারণরূপে যে তত্ত্ব উক্ত হইয়াছেন, তিনিই গায়ত্রীতে সবিতা বা জগৎ-প্রসবিতা শব্দে অভিহিত হইয়াছেন—স্থিতি-লয়ও উপলক্ষিত হইয়াছে। শ্রীভাগবতের 'পরম্' পদটী গায়ত্র্যোক্ত বরেণ্যপদের সমবাচী। কারণ, উভয়ই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতেছে। সত্য-শব্দ দ্বারা গায়ত্রীর 'ভর্গ' পদের অর্থ উক্ত হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীভাগবতের স্বরাট্ ও গায়ত্রীর 'দেব' শব্দে দিপ্তীমান্ স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ তত্ত্বই প্রকাশিত হইয়াছে—ব্রহ্মভিন্ন অন্যনিরপেক্ষ স্বয়ংপ্রকাশ দ্বিতীয় তত্ত্ব নাই। 'তেনে ব্রহ্ম হৃদা' ইত্যাদি বাক্যে গায়ত্রীর 'যিনি আমাদের বুদ্ধি প্রদান করেন' এই বাক্যের অর্থ উক্ত হইয়াছে। কারণ, যিনি ব্রহ্মাকেও বেদজ্ঞান প্রদান করেন, তিনিই জীবসমূহের বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরণকর্ত্তা—ইহা উপলব্ধ হইতেছে। 'ধীমহি' উভয়ত্রই একার্থবাচী। অর্থাৎ ভগবদ্-ধ্যান-বিষয়ক।

কলি-কলুষ-নাশন শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের তিরোভাবানন্তর শ্রীব্যাস-দেবের সমাধিগগনে স্ফুরিত হইয়াছিলেন। তিনি যে সমগ্র পুরাণ ও ব্রহ্মসূত্রাদি প্রণয়ন করিয়াও চিত্তের সম্যক্ প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন নাই, তাহা শ্রীভাগবতে ব্যাস-নারদ-সংবাদ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়। এই সাত্বত-সংহিতা, মুক্ত পরমহংসচূড়ামণি মহাভাগবতগণের পরম আস্বাদ্য ও সাত্ত্বিক পুরাণগণ মধ্যে রাজচক্রবর্ত্তী। তাই শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছেন "পীবত ভাগবতম্ রসমালয়ম্ মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকা।" ইহাতে সকল শাস্ত্রের সমন্বয় দেখান হইয়াছে ও নির্ম্মৎসর সাধুগণের নিষ্কাম ধর্ম্ম—যাহার উদ্দেশ্য শ্রীভগবানে প্রীতিসম্পাদন—তাহাই নিরূপিত হইয়াছে। নিগমকল্পতরুর গলিত ফলস্বরূপ এই শ্রীভাগবত শ্রীভগবানের দ্বিতীয় বিগ্রহতুল্য। ইহা অধীত হওয়া বিশেষ আবশ্যক; কারণ, যাঁহারা প্রকটলীলা দর্শনের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন নাই, কিম্বা ভাগবত-রসিক ভক্তগণের সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া ভক্তি-লাভানন্তর প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত নেত্রে শ্রীভগবানের লীলাবিলাসাদি দর্শন করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের পক্ষে এই শ্রীলীলা-গ্রন্থই অধ্যাত্ম-জগতের দ্বার উদ্ঘাটনে আলোকবর্ত্তিকার মত কার্য্য করিবেন। ইহাই একমাত্র মানবের কৃতার্থ হইবার সুগম পন্থা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশুকদেব এই উপদেশ-দানই করিয়াছেন, যথা—

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো
নান্যঃপ্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য
লীলাকথারসনিষেবনমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য ।

অর্থাৎ অপার ভবসাগর-পারেচ্ছু বিবিধ দুঃখক্লিষ্ট মানবের পক্ষে শ্রীভগবানের লীলাকথা-রস-নিষেবন ভিন্ন অন্য কোন ভেলা নাই ।

দ্বিতীয় স্কন্ধেও উক্ত আছেন—

'পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতং,
পুণন্তি তে বিষয়-বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণ-সরোরুহান্তিকম্' —২।২।৩৭

অর্থাৎ যাঁহারা স্বীয় ভাবানুরূপ ভক্তগণের প্রাণস্বরূপ শ্রীভগবানের লীলাকথামৃত পান করেন, তাঁহারা বিষয় দূষিত অন্তঃকরণ শোধিত করিয়া শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দের সাক্ষাৎ সেবার অধিকার লাভ করেন ।

শ্রীভাগবতরসতৃপ্তগনের অন্যত্র রতি হয়না, সেই জন্য উক্ত আছে—

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ কচিৎ ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অহিংসা।

অহিংসা বা কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা সর্ব্বথা সর্ব্ব প্রাণীর প্রতি অনভিদ্রোহ, যাহা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের প্রাণ ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম দ্বারাও বিশেষ অনুমোদিত, তাহার মূল কোথায় তাহা যদি আমরা চিন্তা করি তবে দেখিব যে স্বয়ং বেদই প্রভুর মত এই উদার নীতি 'মাহিংসাৎ সর্ব্বভূতানি" বলিয়া বজ্রনির্ঘোষে আদেশ করিতেছেন। এখানে যদি কেহ বলেন যে বেদ "অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত" ইহাও ত বলিয়াছেন কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য অন্য প্রকার।

ধর্ম্ম দুই প্রকার—প্রবৃত্তি ধর্ম্ম ও নিবৃত্তি ধর্ম্ম। যে ধর্ম্মের দ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে অস্থায়ী সুখ ভোগ করা যায়, তাহাই প্রবৃত্তি মার্গ নামে কথিত হয়। কিন্তু এই স্বর্গসুখভোগও চিরস্থায়ী নহে, স্বর্গটী ভোগস্থান; তথায় পুণ্য কর্ম্ম জন্য ফলভোগ শেষ হইলেই সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয়। সেইজন্য গীতা বলেন "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকম্ বিশন্তি"; কিন্তু নিবৃত্তি মার্গে সাধক সদসৎ বস্তু বিচার পূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র ফল ভোগে বিরক্ত হইয়া শাশ্বতী শান্তির সন্ধান করেন, এবং এরূপ নিবৃত্তি ধর্ম্মাচরণেই অনাদি জন্মজরামরণপ্রবাহের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হয়। যাহারা সাধারণ মনুষ্য, তাহারা সহসা এই নিবৃত্তি মার্গাবলম্বনে সমর্থ হয় না, সেজন্য সকাম প্রবৃত্তি মার্গীয় কর্ম্মীকে বড়িশামিষার্পণ ন্যায়ে ধর্ম্মে প্রবৃত্তি করিবার জন্যই শ্রুতি যজ্ঞে হিংসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে অসিংসা ধর্ম্মপ্রচার, কারণ যত দিন না সম্যক্ অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হয় ততদিন শান্তি সুদূর পরাহত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি' অর্থাৎ সকল ভূতগণকে হিংসা করিও না এইরূপ শ্রুতির সামান্য বিধি যে 'অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত'। অর্থাৎ অগ্নীষোম যজ্ঞের জন্য পশুহিংসা করিবে, এইরূপ বিশেষ বিধিদ্বারা বাধিত হইতেছে. তাহা বলা যায় না, কারণ উহারা ভিন্ন বিষয়ক। পূর্ব্বোক্ত সামান্য বিধি দ্বারা হিংসা যে অনর্থের হেতু তাহা জ্ঞাপন করা হইতেছে কিন্তু যজ্ঞের নিষ্প্রয়োজনীয়তা সূচিত হইতেছে না। যজ্ঞে পশু হিংসা বিধান থাকিলেও, উহা দ্বারা অনর্থের অভাব বিহিত হয় নাই, কারণ তাহা হইলে বাক্য ভেদ প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। হিংসা নিশ্চয়ই মানবের সম্বন্ধে দোষ বহন করিবে, যদিও উহা যজ্ঞের উপকারক।

কেহ জ্যোতিষ্টোম যাগ দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্ত হইলেন, অপর কোন ব্যক্তি বাজপেয় যাগ দ্বারা স্বারাজ্য লাভ করিলেন। এখানে একের সম্পত্তুৎকর্ষ অন্য হীন সম্পত্তিমান জনকে যে দুঃখ প্রদান করিবে, ইহাত যুক্তিযুক্ত। সেইজন্য যজ্ঞাদি দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায় না। কেবল ত্যাগ বা সন্ন্যাস দ্বারাই উহা লভ্য।

এই জন্য এই প্রবৃত্তি মূলক শাস্ত্রের অত্যন্ত বিপরীত মোক্ষ শাস্ত্র, যাহা আত্যন্তিকী ও ঐকান্তিকী শান্তি লাভের বিষয় উপদেশ করিতেছেন। দুঃখ নাশক অবিশুদ্ধ ও অনিত্য সাতিশয় অদৃষ্ট ফলপ্রদ সোমযাগ প্রভৃতি হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন, বিশুদ্ধ, হিংসাদি মিশ্রণরহিত অথচ নিত্য নিরতিশয় ফল অপুনরাবৃত্তি লক্ষণা মুক্তি যাহা শ্রুতি বার বার ঘোষণা করিতেছেন। এ বিষয় শ্রীমৎ বাচস্পতি মিশ্র মহোদয় তদীয় তত্ত্বকৌমুদী টীকার প্রারম্ভে বিশেষ বিচার করিয়াছেন।

সাংখ্য দর্শনের প্রথম অধ্যায়ে ষষ্ঠ সূত্রের শ্রীমৎ বিজ্ঞানভিক্ষু কৃত ভাষ্য ও তদীয় যোগবার্ত্তিকও দ্রষ্টব্য। যদি কেহ বলেন যে বৈধ হিংসা পাপ জনক নহে, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ যুধিষ্ঠিরাদির স্বর্গা-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রমোচিত ধর্ম্মযুদ্ধে জ্ঞাতিবধ জনিত পাপ পরিহারের জন্য প্রায়শ্চিত্ত শ্রবণ করা যায়।

এ বিষয় বৃহন্মনুবচনটীও বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। যথা :—

'হিংসা চৈব ন কর্ত্তব্যা বৈধহিংসাতুরাজসী।
ব্রাহ্মনৈঃ সা ন কর্ত্তব্যা যতস্তে সাত্বিকা মতাঃ' ॥

ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টমাধ্যায়ের শেষে উক্ত আছে 'অহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ' অর্থাৎ তীর্থ বা শাস্ত্রানুমোদিত বিষয় বা ক্ষেত্রাদি, তদতিরিক্ত স্থলে সকল প্রাণীকে হিংসা না করিয়া'। এখানে বৈধাতিরিক্ত হিংসানিবৃত্তি প্রতিপাদনই শ্রুতির অভিপ্রায়, কিন্তু বৈধ-হিংসায় যে অনিষ্ট সাধন হইবে না, তাহা সূচিত হইতেছে না। কারণ হিংসা মাত্রই সর্ব্বপ্রকার অনর্থের হেতু। তবে জীবন ধারণ করিতে হইলে আহারাদির জন্য সর্ব্বথা হিংসা পরিবর্জ্জন অসম্ভব হইতে পারে। কারণ পরিব্রাজকের ভিক্ষাদির জন্য পর্য্যটনেও পরপীড়া সম্ভব হয়। গৃহস্থের আহারাদির জন্য যে পাপ হইবে সেই পাপ হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য শাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তেরও ব্যবস্থা দিয়াছেন কিন্তু স্বকীয় সুখভোগ সাধনের জন্য শাস্ত্রের সাহায্যে বৈধ হিংসা করা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ইহার দ্বারা আত্মার অধোগতিই সাধিত হয়। যোগশাস্ত্রে কথিত আছে যে অহিংসা, সত্য প্রভৃতি জাতি দেশ কাল ও সময় বা কর্ত্তব্যের নিয়ম দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হইয়া সার্ব্বভৌম বা ক্ষিপ্তাদি সকল চিত্ত ভূমিতে সকল বিষয়ে, সর্ব্বদা সর্ব্বথা ব্যভিচারশূন্য হইলে, যম সকলকে মহাব্রত বলা হয়।

যাঁহারা বলেন যজ্ঞে পশুহিংসা করা শাস্ত্রের বিধান তাঁহারা একটু ধীর মনে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে যজ্ঞে ত্যাগই প্রধান উপাদান; যথার্থ পশুবধই যে প্রয়োজন, তাহাও বলা যায় না,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কারণ, দেবতারা তাঁহাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বস্তুতেই আনন্দ লাভ করেন কিন্তু বলিদান পূর্ব্বক পশুর স্থূল মাংসপিণ্ড ভিক্ষা করেন না। কারণ তাঁহাদের ভোগ আমাদের মত স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্পন্ন হয় না কিন্তু সূক্ষ্ম দ্বারাই হইয়া থাকে। যজ্ঞের ইংরাজী অনুবাদ 'Sacrifice' শব্দটী ত্যাগদ্যোতক ও যথাযথ যজ্ঞের নিগূঢ় অর্থ প্রতিপাদক। শ্রুতিতে আছে 'যজ্ঞোবৈ বিষ্ণুঃ' অর্থাৎ যজ্ঞই বিষ্ণু। শ্রীভাগবতে উক্ত আছে,

'ভক্ষঃ সুরায়া বিহিতো ন পানং
তথা পশোরালভনং ন হিংসা'।

শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী তদীয় টীকায় বলেন, 'যেষু যেষু শাস্ত্রেষু সুরায়া ভক্ষোবিহিতঃ, তত্র পানং—ঘ্রানং (ন তু গলাধঃকরণং) তথা পশোঃ আলভনমপি হিংসা জীবোপঘাতঃ ন; (অপিতু উৎসর্গ এব)।' অর্থাৎ যে সকল শাস্ত্রে সুরাপানের বিধি আছে, বুঝিতে হইবে, সে সকল স্থলে পান অর্থ গন্ধগ্রহণ—আঘ্রাণ মাত্র। আর পশুর আলভন অর্থও উহার প্রাণ-বিয়োগকরণ নহে, পরন্তু ত্যাগমাত্র। স্বামিপাদের এই সারগর্ভ উক্তি হইতেও যজ্ঞীয় পশুহিংসার অকর্ত্তব্যতা ও পাপজনকতা প্রমাণিত হয়।

আমরা ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ হইতেও জানিতে পারি যে দেবতারা ভক্ষণ করেন না, পানও করেন না, কেবল অমৃত দর্শনে তৃপ্ত হন যথা—'ন বৈ দেবাঃ অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতম্, দেবা অমৃতম্ দৃষ্টা তৃপ্যন্তি।" সুতরাং যজ্ঞেও এইরূপ পশু হিংসার কোনরূপ প্রয়োজন নাই। যোগশাস্ত্রে ভগবান্ পতঞ্জলি যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ আলোচনা করিতে যাইয়া যমের সংজ্ঞাবধারণে বলিয়াছেন "অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহ যমাঃ" ২।৩০। এই সূত্রের ব্যাস ভাষ্যে এইরূপ উক্ত আছে, "তত্রাহিংসা সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বভূতানামনভিদ্রোহঃ, উত্তরে চ যমনিয়মাস্তন্মুলা স্তৎসির্দ্ধিপরতয়া তৎপ্রতিপাদনায় প্রতিপাদ্যন্তে তদবদাতরূপকরণায়ৈবোপদীয়স্তে, তথা-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চোক্তং "স খল্বয়ং ব্রাহ্মণো যথা যথা ব্রতানি বহূনি সমাদিৎস্যতে তথা তথা প্রমাদকৃতেভ্যো হিংসানিদানেভ্যো নিবর্ত্তমানস্তামেবাবদাতরূপামহিংসাং করোতি," অর্থাৎ ইহার মধ্যে অহিংসা সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বভূতের অনভিদ্রোহ, সত্যাদি অন্য যমনিয়ম সকল অহিংসা মূলক, তাহারা অহিংসা সিদ্ধির হেতু বলিয়া অহিংসা প্রতিপাদনের নিমিত্তই শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে, আর অহিংসাকে নির্ম্মল করিবার জন্যই সত্যাদি গুণের শ্রেষ্ঠত্ব। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে "ব্রহ্মবিৎ যে যে রূপে ব্রত সকল অনুষ্ঠান করেন, সেই সেই রূপেই ঐ ব্রতের দ্বারা হিংসামূলক কর্ম্ম হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া অহিংসাকে নির্ম্মল করেন" অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানীর সকল ধর্ম্মা-চরণই অহিংসাকে নির্ম্মল করে।

ইহা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে হিংসা বলিতে কেবল যে পশু-বধ বুঝায় তাহা নহে, পক্ষান্তরে যে কোন প্রকারে প্রাণী পীড়ন মাত্রই হিংসা শব্দে অভিহিত হয়। মৈত্র্যাদিভাব পোষণ দ্বারা স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া সর্ব্ব প্রকারে জীবের কল্যাণ কামনায় সত্য অপরিগ্রহাদি ব্রত পালন করাই অহিংসা, কারণ যিনি স্বার্থান্ধ তিনি স্বীয় সুখানুসন্ধান নিমিত্ত অন্যকে দুঃখ দিতে কুণ্ঠিত হন না। সত্যাদি অন্যান্য নিয়ম পালন দ্বারা হৃদয়ের হিংসা লোভাদি হীনবৃত্তিনিচয় ক্ষীণ হয় বলিয়া উহারা অহিংসাকে নির্ম্মল করে বলা হইয়াছে। তবেই অহিংসা সিদ্ধির জন্য উহার স্বার্থকতা। সেইজন্য শাস্ত্রকারেরা অহিংসা শব্দের অর্থ করিয়াছেন—

"কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদা।
অক্লেশ জননং প্রোক্তং অহিংসাত্বেন যোগিভিঃ॥"

এই অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে কি ফল হয় তাহা পূজ্যপাদ যোগ সূত্র-কার বলিয়াছেন "অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াম তৎ সন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ" পাঃ দঃ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

২।৩৫ অর্থাৎ যখন যোগী তদীয় ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে চিত্ত হইতে হিংসা বৃত্তিটী আমূল উৎপাটিত করেন—যখন স্বতঃ বা উদ্দীপক কোন কারণ বশতঃ তাঁহার চিত্তে হিংসার উদ্রেক হয় না, তখনই তাঁহার অহিংসা-ব্রত উদ্‌যাপন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সেরূপ অবস্থায় তাঁহার নিকট যে সকল প্রাণী আসিবে তাহারাও তদ্‌ভাবে ভাবিত হইয়া হিংসা ত্যাগ করিবে—ইহাতে আর বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। পূর্ব্বতন ঋষিদিগের শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যে বাসই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। শ্রীচরিতামৃত আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন ঝারি-খণ্ডের পথ দিয়া নিবিড় বনানী অতিক্রম করিয়া শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে গমন করিতেছিলেন, তখন হিংস্র পশু সকল তাহাদের কুবৃত্তি বিস্মৃত হইয়া প্রভুর পদতলে লুণ্ঠিত হইতেছিল।

হিংসাদি বিতর্ক, যোগীর বিশেষ অন্তরায়, তাহাও যোগশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। এইরূপে অহিংসা বৃত্তির উন্মেষে মানুষ ক্রমে ক্রমে দেবত্বে উন্নীত হয়, আর হিংসা বৃত্তির পোষণে মানুষ ক্রমে ক্রমে পশুত্বরে অবনত হয়। হিংসা বৃত্তির সঙ্কোচে মন রজস্তমোগুণদ্বারা অনভিভূত হইয়া শুদ্ধ সত্ত্বে পূর্ণ হইয়া যায় ও সমস্ত জগতে আর সেইরূপ মহাত্মার দ্বেষের বিষয় থাকে না; কারণ তিনি অনুভব করেন যে, যে আত্মা তাঁহার ভিতরে, সেই আত্মাই নিখিল জগতে ওতঃপ্রোতভাবে অনুস্যূত রহিয়াছেন। তাই গীতা বলেন—

"সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিং"।

পুণ্য ভূমি ভারতে অহিংসার আদর্শ চিরদিনই শ্রুতি স্মৃতি ঘোষণা করিয়াছেন। যে দেশে ভগবান্ বুদ্ধ সামান্য ছাগশিশুর জন্য স্বীয় অমূল্য জীবন তুচ্ছ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই—যে দেশে শত বার প্রহার ভোগ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য সখা ও পার্ষদ শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভু প্রেম বিতরণ করিতে ক্ষান্ত হন নাই—যে দেশে শত পুত্রের জীবন নাশেও প্রশান্ত চিত্ত বশিষ্ঠ ঋষি বিশ্বামিত্রের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করেন নাই সে দেশে অহিংসার আদর্শ জন্য অন্য কোথাও যাইতে হয় না। শাস্ত্রে পত্রে পত্রে বহু মহাপুরুষদিগের পুণ্য চরিত স্বর্ণাক্ষরে জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত রূপে ভারতবাসীকে ও অন্যান্য সভ্য জগতের অধিবাসিগণকে এক মহান্ আদর্শে প্রোৎসাহিত করিতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতে রন্তিদেব নামক নৃপতি যখন পারাবত রূপে ধর্ম্ম দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছিলেন তখন ঐ ক্ষুদ্র জীবের প্রাণরক্ষার জন্য শ্যেন পক্ষীকে তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে মাংস কর্ত্তন করিয়া দিতে ভীত হন নাই। শ্রীভগবান্ বহুবার গীতায় অহিংসার মহিমা অর্জ্জুনের নিকট বলিয়াছেন,

"অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসাক্ষান্তিরার্জ্জবম্।"

"অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।"

"ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাচ শরীরং তপ উচ্যতে।"

এইরূপ ভূরি ভূরি শাস্ত্রবাক্য ও মহাপুরুষের আচরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে ভারতে চিরদিনই অহিংসা ধর্ম্ম বেদানুমোদিত। হিংসা কোন দিনই হিন্দুশাস্ত্রে সমর্থিত হয় নাই। তবে জগৎ সৎ ও অসতের মিশ্রণে নির্ম্মিত। সেইজন্য যেরূপ সাধু মহাপুরুষেরা অহিংসাকে জীবনে মূল মন্ত্র স্বরূপ করিয়া জীবনকে উচ্চতর সাধনার স্তরে উন্নীত করিয়াছেন, সেইরূপ অসৎ কদাচারী ভণ্ড ধূর্ত্ত লোভী দ্বেষী ব্যক্তিগণও স্বার্থান্ধ হইয়া বৈধ হিংসা বেদানুমোদিত বলিয়া যজ্ঞস্থল পশুরক্তে প্লাবিত করিয়াছে। ইহা হইতে ঘোরতর নৈতিক আত্মহত্যা আর কি হইতে পারে? এইরূপ পৈশাচিক জড় কর্ম্মিগণের নিন্দা করিয়াই ভগবান্ বুদ্ধ, বেদের কর্ম্মকাণ্ডটী অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। সদয়হৃদয় তথা-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গতের প্রাণ ঈদৃশ ধর্ম্মের নামে প্রত্যুত অধর্ম্মাচরণ দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছিল. ও বুদ্ধদেবের করুণা জলভারাক্রান্ত নিবিড়মেঘের মত স্বকীয় অসীম প্রাচুর্য্যে সর্ব্বজীবের উপর নিঃশেষে নির্ব্বিশেষে বর্ষিত হইয়াছিল। এইরূপে কলুষিত যজ্ঞভূমির রুধির-চিহ্ন তাঁহার করুণার ধারায় বিধৌত করিয়া তিনি অন্তর্ধান করিলে বৌদ্ধধর্ম্মে পুনরায় কদাচার প্রবেশ করিয়াছিল ও ভিক্ষুসঙ্ঘ, বুদ্ধপ্রদর্শিত উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল। সেই সময় ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হয়, কারণ এইরূপ ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলেই ভগবান্ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। তিনি কর্ম্মের নশ্বরত্ব দেখাইয়া কেবল জ্ঞানের দ্বারাই চিরশান্তি বা মোক্ষলাভ হইতে পারে তাহা বিচার পূর্ব্বক স্থাপন করিলেন ও প্রচার করিলেন কিন্তু তাঁহার তিরোধানের পর তন্ত্রের দোহাই দিয়া অবৈধ প্রাণিহিংসা ও অযথা তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপে ভারতভূমি ধর্ম্মের উচ্চাদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। যখন ভারতাকাশ এইরূপ অধর্ম্মের নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন, তখন বঙ্গদেশের অধ্যাত্মগগনে শ্রীনবদ্বীপধামে অকলঙ্ক পূর্ণ গৌরচন্দ্র উদিত হইলেন। তিনি পুনরায় প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করিয়া দেশে দেশে নগরে নগরে ভাবের বন্যা প্রবাহিত করিলেন। এইরূপ সকল সহৃদয় অবতারগণের প্রচারকার্য্য হইতে বেশ স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, যে হিংসার প্রশ্রয় দেওয়া কখনই শাস্ত্র-সম্মত নহে—অহিংসাই তাঁহাদের সকল ক্রিয়ার কেন্দ্রস্বরূপ ছিল ও সেই মহাভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই তাঁহারা আপামর সাধারণে ধর্ম্ম ও প্রেম দানে সমর্থ হইয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রে চারিটী আশ্রমেই ত্যাগ উপদিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে কিরূপ তীব্র বৈরাগ্য ও কঠোর ত্যাগস্বীকার প্রয়োজন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যিনি আদর্শগৃহী তাঁহাকেও কম ত্যাগ শিক্ষা করিতে হয় না—তাঁহার সম্বন্ধে বেদ বলেন "ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত তদ্ ব্রতম্। তস্মাদ্ যয়া কয়া চ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ” অর্থাৎ গার্হস্থ্য আশ্রম কেবল গৃহসুখভোগের জন্য নহে। গৃহাগত অতিথির জন্য যেরূপে হউক অন্ন সংগ্রহ করিবে ও বাসস্থানাভীলাষী ব্যক্তিকে কখনও প্রত্যাখ্যান করিবে না। উক্ত অন্নসংস্থানের তারতম্যানুরূপ ফললাভ বৈশিষ্টও দেখান হইয়াছে। মনু বলেন, 'নৃযজ্ঞোঽতিথি পূজনম্' অর্থাৎ মনুষ্যের অতিথিসেবা যজ্ঞ। বানপ্রস্থাশ্রমে যদৃচ্ছালব্ধ ফলমূল ভক্ষণে জীবন ধারনেও ত্যাগের প্রয়োজন। সন্ন্যাসে সম্যক্ ত্যাগ—সকল বাসনা নির্ব্বাণপূর্ব্বক পরতত্ত্বানুসন্ধান করাই প্রকৃত সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য। তাই শ্রুতি বলেন, “ন কর্ম্মণা ন ধনেন ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশু।” তবে প্রথমাধিকারীর পক্ষে চিত্ত শুদ্ধিকর কর্ম্ম প্রয়োজন। 'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেনতপসানাশকেন' অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যায়ন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনাশক বা ভোগতৃষ্ণা রাহিত্য দ্বারা সেই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন। এইরূপ ত্যাগেই প্রেমের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। যিনি প্রেমিক তিনি আব্রহ্মস্তম্ভ কাহারও প্রতি হিংসা পোষণ করেন না, বা কায়মনোবাক্যে কাহাকেও উদ্বেগ প্রদান করেন না, কারণ প্রেম ও হিংসা পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ। তবেই দেখা গেল অহিংসা ব্যতীত প্রেমের আবির্ভাব সম্ভব নহে। আত্মাই পরম প্রেমাস্পদ—তাই শ্রুতি বলেন,—“তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাচ্চ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বেষামন্তরতরো যদয়মাত্মা” অর্থাৎ আত্মা অহৈতুকী প্রীতির আস্পদ। এইরূপ আত্মাকে যিনি ভালবাসেন, তিনি কখনই অন্যকে হিংসা করিতে পারেন না; কারণ সেই এক আত্মাই সকল ভূতে অনুপ্রবিষ্ট—কাহাকেই বা তিনি হিংসা করিবেন? সেইজন্য প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের প্রীতি সীমাবদ্ধ হয় না, তাহা ভানুর কিরণের মতই শত্রুমিত্র-নির্ব্বিচারে নিখিল বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু যতদিন হিংসার বীজ হৃদয়ে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বদ্ধমূল থাকিবে তত দিন কেহই এরূপ মহান্ সাম্যভাব লাভ করিতে পারেন না। হিংসাবৃত্তি যে ধর্ম্মোন্নতির মহা অন্তরায় তাহা সকল দেশের সভ্যজ্ঞানোন্নত শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। এইজন্যই পাশ্চাত্যদেশে 'Love thy neighbour as thyself' একটী প্রধান আদেশবাক্য। ইহার অর্থ এই যে মানুষ নিজের প্রতি যেরূপ প্রেম পোষণ করে সেরূপ কোথাও করে না। সেইজন্যই বলা হইয়াছে নিজের প্রতি যেরূপ স্বভাবসিদ্ধ ভালবাসা আছে তাহাই নিখিল বিশ্বে বিস্তৃত করিয়া আমিত্বের প্রসার কর অর্থাৎ অহমিকার গণ্ডি পার হও। এরূপ অবস্থা লাভে অহিংসা যে একটী প্রধান সহায় তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। সুতরাং অহিংসার মহিমা যতই উদ্গীত হউক, উহা অতিরঞ্জিত হইবে না। এখন বুঝিতে পারা গেল কেন হিতকারিণী মাতার মত শ্রুতি 'মা হিংসাৎ সর্ব্বভূতানি' বলিয়া জীবকে মহা হিতোপদেশ দান করিয়াছেন।

প্রস্থানভেদ।

বৈদান্তিক শিরোমনি শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী মহোদয় তদীয় 'প্রস্থান ভেদ' নামক গ্রন্থে স্বল্পাক্ষরে নিখিল শাস্ত্রের সারমর্ম্ম অভিব্যক্ত করিয়াছেন। যাঁহারা মূল শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের সুযোগ ও সামর্থ্য প্রাপ্ত হন না, তাঁহাদিগকে শাস্ত্রের নিগূঢ় অভিপ্রায় উপলব্ধি করাইবার জন্যই এই প্রয়াস। বিশ্ববিশ্রুত শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতীর নাম বিদ্বজ্জনগণের নিকট সুবিদিত। তাঁহার সকল শাস্ত্রেই প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল, তাহা না হইলে এত অল্প কথায় ও সরল ভাষায় সকল শাস্ত্র নির্য্যাস নিষ্পীড়িত করিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জন সাধারনের নিকট প্রদান করা অসম্ভব। শ্রীমত্তুলসী দাস যখন শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতীর নিকট তদীয় প্রণীত শ্রীরামায়ণ প্রেরণ করেন, তখন উক্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া সরস্বতী মহোদয় মধুর ভাষায় স্বীয় ভাব প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন. যথা :—

"আনন্দ কাননে কাশ্যাং তুলসী জঙ্গমস্তরুঃ
কবিতা মঞ্জরী যস্য রাম ভ্রমর চুম্বিতা"

অর্থাৎ আনন্দ ধাম শ্রীবারানসীরূপ কাননে গমনশীল একটী তুলসী তরু বিদ্যমান আছেন। সেই তরুর কবিতাই মঞ্জরী, যাহা নবদূর্ব্বাদলশ্যাম ভ্রমর দ্বারা চুম্বিত। পরে শ্রীপাদ মধুসূদন যখন ভক্তবর শ্রীমত্তুলসী দাসের নিকট তাঁহার অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি তদীয় সাগর সম অসীম পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় পাইয়া এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন—

"বেত্তি পারং সরস্বত্যাঃ মধুসূদন সরস্বতী
মধুসূদন সরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতী"।

অর্থাৎ সরস্বতীর পার মধুসূদনই জানেন অর্থাৎ তিনি সকল বিদ্যায় পারদর্শী ও মধুসূদন সরস্বতীর বিদ্যাবত্তা একমাত্র স্বয়ং সরস্বতীর বিদিত, অন্যের তাহা জ্ঞাত নহে। শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীর শ্রীগীতার টীকা ও ভক্তিরসায়ন পাঠে দেখা যায় যে, একদিকে যেমন তাঁহার অসামান্য প্রতিভা, অলৌকিক বিদ্যাবত্তা ও গভীর গবেষণা প্রকাশ পাইয়াছে, সেইরূপ অন্যদিকে তাঁহার ভক্তিরসবোধ, শ্রীভগবানের অসীম সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যানুভূতিও অভিব্যক্ত হইয়াছে। গীতার টীকায় স্থানে স্থানে ভক্তির উচ্ছ্বাসে তাঁহার ভাষা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও লালিত্য লাভ করিয়াছে। উহা উপমায় অলঙ্কারে ও মধুর পদসংযোগে সরস সুন্দর, প্রসন্নগম্ভীর ও সারগর্ভ হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ ত্রয়োদশ অধ্যায়ের টীকার প্রারম্ভবাক্য,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সপ্তমাধ্যায়ের চতুর্দ্দশ ও পঞ্চবিংশ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। টীকায় অন্য স্থানে উক্ত আছে—

'পরাকৃত নমদ্বন্ধং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি
সৌন্দর্য্যসারসর্ব্বস্বং বন্দে নন্দাত্মজং মহঃ'।

অর্থাৎ যিনি শরণাগত ও প্রণত জনকে সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি দান করেন, সেই নিখিল সৌন্দর্য্যের একমাত্র আশ্রয় উজ্জ্বলবপু নরাকার পরব্রহ্ম নন্দনন্দনকে আমি বন্দনা করি। শ্রীগীতার টীকা উপসংহার ব্যাক্যটীও বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তাহা এইরূপ,

"বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ
পূর্ণেন্দু সুন্দর মুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎপরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে"।

অর্থাৎ বেণুবাদনশীল, শ্যামলজলধর দ্যুতি, পীতাম্বর, অরুণবিম্বফল সম অধরোষ্ঠবিশিষ্ট, পূর্ণচন্দ্র সদৃশ সুন্দর স্মেরানন, নীলনলিননিভ নয়ন দ্বয় শোভিত শ্রীকৃষ্ণ হইতে অন্য শ্রেষ্ঠ তত্ব আমি জানিনা।

এই বাক্যটী যেরূপ শ্রেষ্ঠকাব্যকলার নিদর্শন, সেইরূপ সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্টিত ও অপূর্ব্ব প্রসাদগুণগুম্ফিত। তত্ত্বের কঠিন প্রস্তর ভেদ করিয়াই যেন প্রেমপ্রেরণার প্রস্রবণ প্রবাহিত হইয়াছে। যাহা হোক্ প্রস্থান ভেদে শ্রীপাদ মধুসূদন বলেন, 'অথ সর্ব্বেষাং শাস্ত্রানাং ভগবত্যেব তাৎপর্য্যং সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বেতি সমাসেন তেষাং প্রস্থান ভেদোঽত্রোদ্দিশ্যতে' অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরম্পরাভাবে শ্রীভগবানেই নিখিল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অর্থাৎ তিনিই সকল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় বা সকল শাস্ত্রের তাঁহাতেই সমন্বয়। (শ্রীভাগবতে ১১ স্কন্ধে ২১ অধ্যায়ের উপসংহারে উক্ত আছে ;—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতেহ্যহং
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাং
মায়া মাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি।"

অর্থাৎ বেদ, যজ্ঞরূপে আমাকে বিধান করেন ও দেবতারূপে আমা-কেই ব্যক্ত করেন এবং আমাকেই আশ্রয় করিয়া তর্কবিতর্ক করেন। সেই বেদরাশি সকল পরমার্থরূপে আমাকে আশ্রয় করিয়া মায়ামাত্ররূপ ভেদকে অনুবাদ করতঃ শেষে পুনর্ব্বার তাহার প্রতিষেধ করিয়া প্রসন্ন হন, ইহাই সমুদায় বেদের তাৎপর্য্য। গীতায়ও আছে 'বেদৈশ্চ সর্ব্বৈ রহমেব বেদ্যো" ।)

প্রস্থান সমূহ যথাঃ—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ—এই চতুর্ব্বেদ। শিক্ষা, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দো, জ্যোতিষ ও কল্প—এই ছয় বেদাঙ্গ। পুরাণ ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র—এই চারটী উপাঙ্গ। এখানে উপপুরাণ সমূহ পুরাণান্তর্গতরূপে উক্ত হইয়াছে। বৈশেষিক-শাস্ত্র ন্যায়ে, বেদান্ত শাস্ত্র মীমাংসাতে. মহাভারত, রামায়ণ, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পাশুপত, বৈষ্ণব শাস্ত্র সমূহ ধর্ম্মশাস্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এইরূপে চতুর্দ্দশবিদ্যা। পূজ্যপাদ যাজ্ঞবল্ক বলেন,—

"পুরাণ ন্যায় মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গ মিশ্রিতাঃ
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ" । ইতি

অর্থাৎ পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র ও সাঙ্গবেদ এই সকল মিলিয়া বিদ্যা ও ধর্ম্মের চতুর্দ্দশ স্থান। ইহার সহিত আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র এই চারটী উপবেদ মিলিয়া অষ্টাদশ বিদ্যা। সকল আস্তিক গণের এই সকল মাত্রই শাস্ত্র প্রস্থান। অন্যান্য যত শাস্ত্র আছে তাহা ইহার মধ্যেই ক্রোড়ীকৃত হইয়াছে। অবশ্য নাস্তিকগণের প্রস্থান সমূহ বেদবাহ্য ও পরম্পরাভাবেও পুরুষার্থ প্রাপ্তির অনুপযোগী বলিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপেক্ষনীয়। কেবল তাঁহাদের ষট্ প্রস্থানের নামোল্লেখ আছে, যথা—সুগত বা বৌদ্ধগণের চারিটী প্রস্থান। দেহাত্মাবাদী চার্ব্বাকগণের এক প্রস্থান ও দেহাতিরিক্ত দেহ পরিমাণ আত্মবাদী দিগম্বরগণের এক প্রস্থান—এইরূপে নাস্তিকগণের ছয়টী প্রস্থান।

যাহা হোক্ এখন অষ্টাদশ প্রস্থানের বিষয় আলোচিত হইতেছে। ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম প্রতিপাদক অপৌরুষেয় প্রমাণ বাক্যই বেদ নামে অভিহিত হয়। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ লইয়াই বেদ। মন্ত্র সমূহ ভূত (সৃষ্ট) দ্রব্যদেবতা প্রকাশক অর্থাৎ যজ্ঞের উদ্দিষ্ট দেবতা প্রভৃতির স্মারকরূপে মন্ত্রের উপযোগিতা। সেই মন্ত্র সকল ঋক্, যজু ও সাম ভেদে ত্রিবিধ। পাদবদ্ধ গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রই ঋক্। গীতি বিশিষ্ট মন্ত্রই সাম। উভয় হইতে বিলক্ষণ গদ্য রচনাই যজুঃ। অথর্ব্ব বেদে সর্ব্ব প্রকার রচনাই দৃষ্ট হয়। পদ্য, গদ্য, ও গান এই ত্রিবিধ রচনা প্রণালীতেই বেদ মন্ত্র বিরচিত। সেইজন্য বেদের অপর নাম ত্রয়ী। ব্রাহ্মণ ত্রিবিধ :—বিধি, অর্থবাদ ও তদুভয় হইতে বিলক্ষণ। ব্রাহ্মণ মন্ত্রের বিবৃতি স্থানীয় অর্থাৎ কি প্রকারে ঐ মন্ত্র সমূহ প্রযুক্ত হইলে ফলপ্রদ হইবে তাহা ব্রাহ্মণ ভাগেই জ্ঞাত হওয়া যায়।

এখন বেদাঙ্গ বিষয় কথিত হইতেছে। যথা শিক্ষাঃ—মন্ত্র সমূহের উদাত্ত, অনুদাত্ত স্বরিত, হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুতাদি স্বর ব্যঞ্জনা ও বর্ণোচ্চারণ যে শাস্ত্রে জানা যায় তাহাই শিক্ষা নামে অভিহিত। শিক্ষা শ্রৌত কর্ম্মানুষ্ঠানের নিয়মশাস্ত্র প্রকাশক। সর্ব্ব বেদ সাধারণী শিক্ষা ভগবান্ পাণিনি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বৈদিক পদসাধুত্ব জ্ঞানের দ্বারায় উহাদি বা তর্কই, ব্যাকারণ বা শব্দ শাস্ত্রের প্রয়োজন। বৈদিক মন্ত্র ও পদ সমূহের ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থজ্ঞান আকাঙ্খায় ভগবান্ যাস্ক নিরুক্তি রচনা করেন। ছন্দোজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভগবান্ পিঙ্গল ছন্দো

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিবৃতি প্রকাশ করেন। বৈদিক কর্ম্মের অঙ্গ যজ্ঞাদির কাল নিরূপণের জন্য ভগবান্ আদিত্য ও গর্গাদি জ্যোতিষ শাস্ত্র রচনা করেন। বৈদিকানুষ্ঠানের ক্রম বিশেষ জ্ঞানের জন্য কল্পসূত্র লাট্যায়ন প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। এই ছয় প্রকার শাস্ত্র বৈদিক জ্ঞান লাভে সাহায্য করে বলিয়া বেদাঙ্গ নামে অভিহিত। অনন্তর সর্গ, প্রতিসর্গ প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত অষ্টাদশ পুরাণ ভগবান্ বাদরায়ণ (ব্যাস) প্রণয়ন করেন। ন্যায় বা পঞ্চাধ্যায়ী আন্বীক্ষিকী তর্কবিদ্যা শ্রীগৌতম ঋষি প্রণয়ন করেন। (১) প্রমাণ, (২) প্রমেয় (৩) সংশয় (৪) প্রয়োজন (৫) দৃষ্টান্ত (৬) সিদ্ধান্ত (৭) অবয়ব (৮) তর্ক (৯) নির্ণয় (১০) বাদ (১১) জল্প (১২) বিতণ্ডা (১৩) হেত্বাভাস (১৪) ছল (১৫) জাতি (১৬) নিগ্রহ স্থান। এই ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা তত্ত্ব জ্ঞান প্রয়োজন। এইরূপ কণাদ্ ঋষি দশাধ্যায়ী বৈশেষিক শাস্ত্র রচনা করেন। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সপ্ত পদার্থের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য দ্বারা জ্ঞান লাভ করাই প্রয়োজন। ইহা দ্বারা অপবর্গ বা নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। বৈশেষিক সূত্রটী এইরূপ 'ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানং সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাম্ তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সম্'।

মীমাংসা দ্বিবিধ ;—কর্ম্ম মীমাংসা ও শারীরক মীমাংসা। পূর্ব্বটী মহর্ষি জৈমিনী দ্বারা রচিত ও দ্বাদশ অধ্যায়ে সমাপ্ত। এই দর্শনের মতে যজ্ঞাদি কর্ম্ম সম্পাদনেই বেদের তাৎপর্য্য। কর্ম্মপর ভিন্ন অন্যান্য বেদবাক্যনিরর্থক, ব্রহ্মপর বাক্য সমূহ অর্থবাদ মাত্র। নিখিল বেদ বিধি নিষেধাত্মক অর্থাৎ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত করা বা কোন কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্যই বেদ উপদেশ করিয়াছেন। এইরূপে অশ্বমেধ বাজপেয়, দর্শপৌর্ণমাসী প্রভৃতি যাজ্ঞিক কর্ম্মের প্রাধান্যই স্বীকৃত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়াছে এবং ইহা দ্বারাই সুখ প্রাপ্তি হইবে—ইহাই মীমাংসকগণের সিদ্ধান্ত। তাঁহাদের মতে কর্ম্মই আপনি ফল প্রসব করে, তাহাতে ঈশ্বরের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। তাঁহারা বলেন, 'অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম'। অর্থাৎ আমরা সোম পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছি।

কিন্তু এ অমৃতত্ব আপেক্ষিক, কারণ বিষ্ণু পুরাণে আছে 'আভূত সংপ্লবং স্থানম্ অমৃতত্বংহি ভাষ্যতে' অর্থাৎ প্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থানকেই অমরত্ব বলা হয়।

ব্রহ্ম মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন, বেদের জ্ঞানকাণ্ড অবলম্বনে ভগবান্ বাদরায়ণ দ্বারা প্রণীত। উহার চারিটী অধ্যায়। প্রত্যেক অধ্যায় আবার চারিটী পাদে পূর্ণ। প্রথম অধ্যায় দ্বারা নিখিল বেদান্ত বাক্যের সাক্ষাৎ বা পরম্পরা ভাবে অদ্বিতীয় ব্রহ্মেই তাৎপর্য্য, এইরূপে সমন্বয় দেখান হইয়াছে। প্রথম পাদে স্পষ্ট ব্রহ্মবাচকবাক্য সমূহ বিচারিত হইয়াছে, দ্বিতীয়ে অস্পষ্ট ব্রহ্ম প্রতিপাদক উপাস্য ব্রহ্ম বিষয়ের কথা লিপিবদ্ধ আছে। তৃতীয় পাদে অস্পষ্ট ব্রহ্মবাচক শব্দ প্রায়শঃই জ্ঞেয় ব্রহ্ম বিষয়ক দেখান হইয়াছে। চতুর্থ পাদে অব্যক্তাদি পদ সমূহ প্রধান পর রূপে সন্দেহ করিয়া বিচারিত হইয়াছে। এইরূপে নিখিল বেদান্ত বাক্যের ব্রহ্মেই সমন্বয় সিদ্ধ হইলে স্মৃতি ও তর্কাদি শাস্ত্র দ্বারা সম্ভাবিত বিরোধ আশঙ্কা করিয়া তাহা পরিহার পূর্ব্বক বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বারা অবিরোধ দেখান হইয়াছে। ইহার প্রথম পাদে সাংখ্য, যোগ, কণাদ প্রভৃতি স্মৃতিগণ দ্বারা ও সাংখ্যাদি প্রযুক্ত তর্ক দ্বারা বেদান্ত সমন্বয় সম্বন্ধে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার পরিহার বা মীমাংসা পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে সাংখ্যাদি মতের দোষ প্রতিপাদন করা হইয়াছে; স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ নিরাকরণরূপ বিচার দৃষ্ট হয়, তৃতীয় পাদে মহাভূত সৃষ্টি বিষয়ক শ্রুতি সমূহের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিরোধ, পূর্ব্বভাগ দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে, উত্তরভাগ দ্বারা জীব বিষয়ক শ্রুতি সমূহের বিরোধ সমাধান করা হইয়াছে। চতুর্থ পাদে ইন্দ্রিয় বিষয়ক শ্রুতি সমূহের বিরোধ পরিহৃত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে সাধন নিরূপণ। উহার প্রথম পাদে জীবের পরলোক গমনাগমন নিরূপণ দ্বারা বৈরাগ্য নিরূপিত হইয়াছে, দ্বিতীয় পাদে পূর্ব্বভাগ দ্বারা ত্বম্ পদার্থ; উত্তর ভাগে তৎ পদার্থ শোধিত হইয়াছে, তৃতীয় পাদে নির্গুণ ব্রহ্মে নানা বেদশাখায় পঠিত পুনরুক্ত পদের উপসংহার করা হইয়াছে। প্রসঙ্গ ক্রমে সগুণনির্গুণবিদ্যা সমূহে অন্য শাখার গুণোপসংহার ও অনুপসংহার নিরূপিত হইয়াছে। চতুর্থ পাদে আশ্রম ও যজ্ঞাদি নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধন ও শম-দমাদি, শ্রবণ নিদিধ্যাসনাদি অন্তরঙ্গ সাধনরূপে নিরূপিত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে সগুণ নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের ফলবিশেষ নির্ণীত হইয়াছে। প্রথম পাদে শ্রবণাদি অভ্যাস দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়া জীবদ্দশায় পাপপুণ্যস্পর্শশূন্য জীবন্মুক্তি অভিহিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে মৃত ব্যক্তির উৎক্রান্তি বা দেহান্তর প্রাপ্তির বিষয় চিন্তিত হইয়াছে। তৃতীয় পাদে সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানীর মৃত্যুর পর উত্তর মার্গ বা দেবযান-গতি অভিহিত হইয়াছে, চতুর্থ পাদে পূর্ব্বভাগে নির্গুণ ব্রহ্ম জ্ঞানীর বিদেহ কৈবল্য প্রাপ্তি ও উত্তর ভাগে সগুণ ব্রহ্মজ্ঞের ব্রহ্মলোকে স্থিতি কথিত হইয়াছে।

শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে এইরূপ বলেন:— "ইদমেব সর্ব্বশাস্ত্রানাং মূর্দ্ধন্যম্। শাস্ত্রান্তরং সর্ব্বমস্যৈব শেষভূতমিতী-দমেব মুমুক্ষুভিরাদরণীয়ং শ্রীশঙ্করভগবৎপাদোক্তপ্রকারেণেতি রহস্যম্'। অর্থাৎ এই বেদান্ত দর্শন সকল শাস্ত্রের শির্ষস্থানীয়। অন্যান্য সকল শাস্ত্রই ইহার অন্তর্গত। এইজন্য মুক্তিকামী জনমাত্রেরই ইহা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অত্যন্ত আদরণীয়। ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য পাদ উক্ত প্রকারে এই শাস্ত্রের রহস্য অভিব্যক্ত করিয়াছেন। 'ন্যায়বিন্দু'তেও শ্রীপাদ বলেন, 'ঔপনিষৎপক্ষ এব শ্রেয়ান্'।

এইরূপে মনু, যাজ্ঞবল্ক প্রভৃতি কর্ত্তৃক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিশেষের বিভাগে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণীত হয়। সাংখ্য শাস্ত্র প্রভৃতি ধর্ম্ম শাস্ত্রের অন্তর্গত হইলেও উহাদের পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ হেতু তন্নিহিত সার মর্ম্ম বলা হইতেছে। সাংখ্যশাস্ত্র ভগবান্ কপিল দ্বারা প্রণীত। ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিকী ও ঐকান্তিকী নিবৃত্তিই এই দর্শনের পরম পুরুষার্থ। ইহাতে ছয়টা অধ্যায় আছে, প্রথমাধ্যায়ে বিষয় নিরূপন, দ্বিতীয়ে প্রধানের কার্য্য সমূহ, তৃতীয়ে বিষয় সকল হইতে বৈরাগ্য—চতুর্থে বিক্ত পিঙ্গলা প্রভৃতির আখ্যায়িকা—পঞ্চমে পরপক্ষ নির্ণয়—ষষ্ঠে সর্ব্বার্থ সংক্ষেপ, প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞান বা বিচ্ছিত্তিই সাংখ্য শাস্ত্রের প্রয়োজন।

যোগশাস্ত্র ভগবান্ পতঞ্জলি দ্বারা প্রণীত। ইহা চারিটী পাদে বিভক্ত। প্রথম পাদে অভ্যাস ও বৈরাগ্যরূপ সাধন দ্বারা যে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া সমাধি লাভ হয় তাহা কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে বিক্ষিপ্ত চিত্ত মানবেরও সমাধিসিদ্ধির জন্য যমনিয়মাদি যোগের অষ্টাঙ্গ নিরূপিত আছে। তৃতীয় পাদে যোগজ বিভূতি সমূহের বর্ণন ও চতুর্থ পাদে কৈবল্য ও স্বরূপে অবস্থান। বিজাতীয় প্রত্যয় (জ্ঞান) নিরোধ দ্বারা নিদিধ্যাসন সিদ্ধিই প্রয়োজন।

পাশুপতশাস্ত্র শ্রীপশুপতি দ্বারা বিরচিত, পশু শব্দে জীব—পতি শব্দে ঈশ্বর, জীবকে পাশ বা দুঃখ হইতে মুক্তি প্রদানই এই শাস্ত্রের প্রয়োজন।

বেদ চতুষ্টয়ের ক্রমে চারিটী উপবেদ। আয়ুর্ব্বেদের অষ্ট স্থান, যথা—সূত্র, শারীর, ঐন্দ্রিয়, চিকিৎসা, নিদান, বিমান, বিকল্প ও সিদ্ধি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্রহ্মপ্রজাপতি ভরদ্বাজ, ধন্বন্তরী প্রভৃতি দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া চরক কর্ত্তৃক এই শাস্ত্র সংক্ষিপ্ত হয়। তাহার মধ্যেই সুশ্রুত পঞ্চস্থানাত্মক অন্য-একটী প্রস্থান করেন।

কাম শাস্ত্রও আয়ুর্ব্বেদান্তর্গত, কারণ সুশ্রুত বাজীকরণাখ্য কাম-শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। বাৎস্যায়ন পঞ্চাধ্যায়ে কামশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। তাহার উদ্দেশ্য বিষয়ে বৈরাগ্য প্রতিপাদন, কারণ শাস্ত্র প্রকাশিত মার্গেও বিষয় ভোগ যে দুঃখমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়, ইহা প্রতিপাদন করাই উদ্দেশ্য।

এইরূপে ধনুর্ব্বেদ শ্রীবিশ্বামিত্র দ্বারা প্রণীত, ইহা চারিটী পাদে বিভক্ত। ধনুর্লক্ষণ ও অধিকারীলক্ষণাদির প্রসঙ্গ প্রথম পাদে আলোচিত আছে। এই শাস্ত্রের প্রয়োজন ক্ষত্রিয়গণের স্বধর্ম্ম যুদ্ধাচরণ, দুষ্ট ও দণ্ডনীয় চোর প্রভৃতির হস্ত হইতে প্রজাগণের রক্ষণ।

গান্ধর্ব বেদশাস্ত্র ভগবান্ ভরত প্রণীত। ইহাতে গীত, বাদ্য ও নৃত্য প্রভৃতি বহু বিষয়ের শিক্ষা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ইহার প্রয়োজন দেবতা-রাধন ও নির্ব্বিকল্প সমাধি-সিদ্ধি।

অর্থশাস্ত্রও বহুবিধ। নীতি শাস্ত্র, অশ্ব শাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, চতুঃষষ্টি কলা-প্রভৃতি। এই শাস্ত্র সমূহ নানা মুনি দ্বারা প্রণীত হয়।

এই অষ্টাদশ বিদ্যাই ত্রয়ী শব্দে কথিত হয়, তাহা না হ'লে ন্যূনতা প্রসক্ত হয়।

এইরূপে প্রস্থান ভেদ দেখান হইল। সকল শাস্ত্রের সংক্ষেপে তিন প্রকারই প্রস্থান ভেদ, যথা,—(১) আরম্ভবাদ, (২) পরিণামবাদ (৩) বিবর্ত্তবাদ। পার্থিব, আপ্য, তৈজস ও বায়বীয়—এই চতুর্ব্বিধ পরমাণু সমূহ দ্ব্যণুকাদিক্রমে ব্রাহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত জগৎ সৃষ্টি আরম্ভ করে। সৃষ্টির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ, পরে অণুপরমাণুর সংঘাতেই জগৎ উৎপন্ন হয়, এই আরম্ভ-বাদ তার্কিক ও মীমাংসকগণের মত। এই শ্রেণীর দার্শনিকগণ বলেন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যেমন ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটের অভাব, সেইরূপ বিশ্বোৎপত্তির পূর্ব্বে বিশ্বেরও বুঝিতে হইবে, ইহারা অসৎকার্য্যবাদী।

সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক প্রধানই মহৎ, অহঙ্কারাদি ক্রমে পরিণত হয়। সৃষ্টির পূর্ব্বেও জগৎ সূক্ষ্মাকারে বিগুমান ছিল, পরে কারণ বা প্রধানের পরিণাম-ব্যাপার বশতঃ অভিব্যক্ত হয়—এই পরিণামবাদ সাংখ্য, পাতঞ্জল পাশুপতগণের সম্মত, ইহারা সৎকার্য্যবাদী। এই শ্রেণীর দার্শনিকগণ বলেন যে একেবারে অসৎ বস্তুর উৎপত্তিই হইতে পারে না—যেমন বালুকা নিষ্পেষণ করিয়া কখনও তৈল উৎপন্ন হইতে পারে না, অথচ তিলের মধ্যে তৈল ছিল বলিয়াই উহার মর্দ্দনে তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈষ্ণবগণও জগৎ যে ব্রহ্ম পরিণাম, তাহা স্বীকার করেন। (যদিও সেই ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তি বশতঃ স্বরূপ চ্যুতি হয় না)

স্বপ্রকাশ পরমানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, স্বকীয় মায়া বশতঃ মিথ্যাই জগদাকারে কল্পিত হন—ইহাই ব্রহ্ম বা বিবর্ত্তবাদীগণের তৃতীয় পক্ষ। ইহারা সৎকারণ বাদী ও কার্য্য কারণের অত্যন্ত অভেদ নিবন্ধন সৎকার্য্য বাদীও বটে।

শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতীপাদ বলেন 'সর্ব্বেষাং প্রস্থানকর্ত্তৃনাং মুনীনাং বিবর্ত্তবাদ পর্য্যবসানেনাদ্বিতয়ে পরমেশ্বরে প্রতিপাদ্যে তাৎপর্য্যম্। নহি তে মুনয়ঃ ভ্রান্তাঃ, সর্ব্বজ্ঞত্বাত্তেষাম্। কিন্তু বহির্বিষয় প্রবণানামপাতন্তঃ পুরুষার্থে প্রবেশো ন সম্ভবতীতি নাস্তিক্য বারণায় তৈঃ প্রকারভেদাঃ প্রদর্শিতাঃ' অর্থাৎ সকল প্রস্থান কর্ত্তৃগণের বিবর্ত্তবাদ দ্বারা অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই প্রতিপাদ্য হইয়াছেন। সেই মুনিগণও ভ্রান্ত নহেন, কারণ তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ। কিন্তু বহির্বিষয়াশক্ত মানবগণের শীঘ্র পুরুষার্থে প্রবেশ হয়না বলিয়া তাহাদের নাস্তিক্য নিবারণের জন্য এই প্রকার বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহাদের তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া বেদ-বিরুদ্ধ অর্থেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাৎপর্য্য কল্পনা পূর্ব্বক সেই মতই উপাদেয় রূপে গ্রহণ করিয়া মানবগণ নানা পন্থা অবলম্বন করে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে বেদ ও বেদার্থ প্রতিপাদক শাস্ত্র সমূহ নিত্য ও সনাতন। এ বিষয় পূজ্যপাদ জয়ন্তভট্ট তদীয় ন্যায়মঞ্জরীতে উল্লেখ করিয়াছেন। বেদের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিয়া শঙ্কা উত্থাপন করিয়াছেন :—'ননু অক্ষপাদাৎ পূর্ব্বংকুতঃ বেদপ্রামাণ্যনিশ্চয় আসীৎ? অত্যপ্নমিদমুচ্যতে। জৈমিনেঃ পূর্ব্বং কেন বেদার্থোব্যাখ্যাতঃ? পাণিনেঃ পূর্ব্বং কেন পদানি ব্যুৎপতানি? পিঙ্গলাৎ পূর্ব্বং কেন ছন্দাংসি রচিতানি? সর্গাৎ প্রভৃতি বেদবৎ ইমা বিদ্যাঃ প্রবৃত্তাঃ। সংক্ষেপ বিস্তর বিবক্ষয়া তু তান্ তান্ তত্র কর্ত্তৄন্ আচক্ষতে'। অর্থাৎ গৌতমই যদি স্বকীয় শাস্ত্রে বেদ প্রামাণ্যের ব্যুৎপাদক, তবে তাঁহার পূর্ব্বে, ন্যায়শাস্ত্র আবির্ভাব যখন হয় নাই, তখন বেদের প্রামাণ্য কিরূপে নিশ্চিত হইত? ইহার উত্তরে শ্রীপাদ জয়ন্তভট্ট বলিতেছেন যে, পূর্ব্বপক্ষী অতীব তুচ্ছ বিষয়ই প্রশ্ন করিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ প্রশ্ন করা উচিত ছিল যে, যে জৈমিনী প্রণীত দর্শন দ্বারা বেদার্থ নিশ্চিত হয়, সেই জৈমিনীর পূর্ব্বে কে সেই বেদার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন? ইহার কারণ এই যে বেদের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ। যেহেতু নিখিল বিদ্যাই অনাদি সৃষ্টি হইতেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ঋষিগণ সেই সকল বিদ্যার বক্তা বা দ্রষ্টা মাত্র কিন্তু কর্ত্তা নহেন। তাঁহারা কোন বিদ্যা সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত করিয়াছেন বলিয়া লোকে তাঁহাদের কর্ত্তা বলিয়া থাকে, ইত্যাদি। ইহা দ্বারা উপলব্ধি হয় যে বেদ ইত্যাদি যেমন নিত্য হইয়াও কালের প্রবাহে কখনও লোকচক্ষুর অগোচরে অবস্থান করেন, সেইরূপ বেদার্থ-নির্ণায়ক শাস্ত্র সমূহও অনাদিকাল হইতে প্রবর্ত্তিত থাকিলেও কখনও সঙ্কুচিত শরীরে কখনও বিস্তৃত শরীরে অবস্থান করেন, ইহাই তাৎপর্য্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্যামসুন্দর

শ্রীশ্যামসুন্দর নামটী শুনিয়াই শ্রীভাগবতের বস্ত্রহরণলীলা প্রসঙ্গে কাত্যায়নীব্রতপরা প্রেমময়ী গোপকুমারিকাগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রথম প্রেমসম্ভাষণের কথাটী সহসা হৃদয়ে উদিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য নাম থাকিতেও 'শ্যামসুন্দর' বলিয়া কেন তাঁহারা সম্বোধন করিলেন, তাহা ভাবিবার বিষয়। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, 'শ্যামসুন্দর তে দাস্যঃ করবাম তবোদিতং' অর্থাৎ হে শ্যামসুন্দর, আমরা তোমার দাসী হইয়া তুমি যেরূপ করিতে বলিবে সেইরূপই করিব। ইহার তাৎপর্য্য এই যে তুমি (শ্রীকৃষ্ণ) রাজা স্থানীয় অতএব আমাদের প্রজা হইয়া তোমার দাসীত্ব পদবী প্রার্থনা করা যুক্তি সঙ্গত। এই দাস্য করিবার ছলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণই করিয়াছেন ও তাঁহার কথানুরূপ কার্য্য করিবেন বলিয়া আপনাদের ভাব বিশেষই প্রকাশ করিয়াছেন অর্থাৎ হে সুন্দর, তোমার সহিত আমাদের এই দাস্য জগতে প্রকাশ করিব না অর্থাৎ রহোদাস্যই প্রার্থনা করিয়াছেন।

শ্যাম শব্দের অর্থটী অভিধানে এইরূপ লিখিত আছে,—'শ্যায়তে গচ্ছতি মনোঽস্মিন্নিতি শ্যামঃ'। অর্থাৎ ইহাতে মন গমন করে এইজন্য ইহার নাম শ্যাম। আমরা যদি ধীর মনে এ বিষয় চিন্তা করি তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে নিখিল বিশ্বের মন আনন্দের দিকেই ধাবমান হইতেছে। মানুষ, সুখ বা আনন্দই চাহিয়া থাকে, আর সেই আনন্দের ঘনীভূত মূর্ত্তিই শ্যামসুন্দর। সেইজন্য শ্রীচরিতামৃতে উক্ত আছে,

'পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বপ্রাণী আকর্ষয়ে সাক্ষাৎ মন্মথ মদন'।

এই আনন্দলীলাবিগ্রহ—সাক্ষাৎ মদনমোহন শ্যামসুন্দরের অপ্রাকৃত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, রূপ ও রস আস্বাদনে নিখিল বিশ্ব আকৃষ্ট হইয়া থাকে ; বিশ্ব আকৃষ্ট হইবে আর বেশী কথা কি ? আপনার সৌন্দর্য্য দর্শনে স্বয়ং শ্যামসুন্দরও আপনি চমৎকৃত হইয়া আপন মাধুর্য্য আস্বাদনে ব্যাকুল হন। অাবহমান কাল হইতে এই বিশ্ব সংসারে মানব যে সৌন্দর্য্য কণিকা লাভাশায় ব্যাকুল হইয়া স্থির হইতে সমর্থ হইতেছে না, সে সৌন্দর্য্য এ জড় জগতে নাই ; তাহা ত্রিভুবন সুষমার নিলয় স্বরূপ শ্যামসুন্দরেই আছে, তাঁহারই কণিকা মাত্র জগতে নিঃস্যন্দিত হইয়া এই ভুবনকে সুন্দর ও শ্যামল করিয়াছে। তাই শ্রুতি বলেন, 'এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি'। যে সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া জীব, সংসারের সুখ দুঃখ, প্রিয় অপ্রিয়, লাভালাভ সকল দ্বন্দ্ব ধর্ম্মের অতীত হইতে পারে ও যাহা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মপদ, মুক্তিও অতীব তুচ্ছ বলিয়া উপেক্ষা করে, যে বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি সন্দর্শনে দেবাদিদেব মূর্ত্তিমান্ সমাধি স্বরূপ মহেশও অত্যধিক চঞ্চল হইয়া আপনার স্থৈর্য্য রক্ষণে সমর্থ হয়েন নাই, সেই অসীম রূপ যখন কোন প্রেমিক ভক্ত, ভাববিভাবিত নয়নে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ও বাহিরে দর্শন করেন, তখন তিনি যে কোন এক অপূর্ব্ব লোকবাহ্য দশা লাভ করেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি তখন দেহ গেহ, সুখ দুঃখ সকলই বিস্মৃত হন, আপনাকেও যেন সেই রূপের মধ্যে হারাইয়া ফেলেন। ইহাই প্রেম-সমাধি ; কারণ যোগ সূত্রকার সমাধির লক্ষণ এইরূপই করিয়াছেন 'তদেবার্থ মাত্র নির্ভাসঃ স্বরূপ শূন্যমিব সমাধি'। এখানে কিন্তু 'শূন্যইব' শব্দটী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য, যেন আপনার স্বরূপটাও সেই ধ্যেয় বস্তুতে প্রগাঢ় তন্ময়তা নিবন্ধন হারাইয়া যায় অর্থাৎ তখন আপনার বিষয় পৃথক্ অনুসন্ধান থাকে না।

তাহা হইলে দেখা গেল যে যাহা স্বভাবতঃই সুন্দর ও মনোহর তাহা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভিন্ন আর কাহাকে তনুমনপ্রাণ নিবেদন করা যাইতে পারে? এই শ্যাম নাম পরম মনোপ্রাণরসায়ন। বিরহ অবস্থায় গোপকুমারিকা-গণের ঈদৃশ সম্বোধন অতীব যুক্তিযুক্তই বটে। শ্রীরাধিকাও 'সখি, কে বা শুনাইল শ্যাম নাম' বলিয়া ঐ নামের অসীম মাধুর্য্য জ্ঞাপন করিয়াছেন ও বিরহে তিনিও 'শ্যামেতি সুন্দরবরেতি মনোহরেতি কোটিকন্দর্প ললিতেতি' বলিয়া আক্ষেপ করিয়া বিগাঢ় বিরহ বেদনা ক্ষণকালও বিস্মৃত হন। এ বিষয় শ্রীরাধারসসুধানিধিতে উল্লিখিত আছে। শ্রীকৃষ্ণের বহু নাম থাকিলেও এই নামটী তাঁহার কোন একটী স্বরূপদ্যোতত। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীপাদ বল্লভ ভট্টকে তাই বলিয়াছেন,—

প্রভু কহে কৃষ্ণ নামের বহু অর্থ নাহি মানি।
শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন এই মাত্র জানি॥

মেঘের মত যিনি শ্যাম—পরম স্নিগ্ধ, তিনি ভিন্ন কে আর বিরহতপ্ত প্রাণ শীতল করিবে? সেইজন্য উপনিষদের ঋষিও 'শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে, শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে' বলিয়া রসসূক্তরূপেই যেন শ্যাম নামের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য পাদ ইহার ভাষ্যে বলেন 'শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে' ইত্যাদি মন্ত্রাম্নায়ঃ পাবনো জপার্থশ্চ ধ্যানার্থো বা। শ্যামো গম্ভীরো বর্ণ—শ্যাম ইব শ্যামঃ হার্দ্দিং ব্রহ্ম অত্যন্ত দুরবগাহ্যত্বাৎ' অর্থাৎ এই পবিত্র মন্ত্র পাঠ, জপের জন্য ও ধ্যানের জন্যও হইতে পারে। শ্যাম-গভীর বা নিবিড় বর্ণ, শ্যাম শব্দে হৃদয়স্থ ব্রহ্মই সূচিত হয়েন, কারণ তিনি অত্যন্ত দুরবগাহ। শ্রীলীলাশুক তাঁহাকেই 'হৃদয়েশয়ঃ' বলিয়াছেন। ধ্যান যোগে তাঁহাকে অবগত হইয়া শবল অর্থে ব্রহ্মলোক, প্রাপ্ত হই। সেই ব্রহ্মলোকও মথুরা মণ্ডলান্তর্গত শ্রীবৃন্দাবন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, কারণ গোপাল তাপনী শ্রুতি মথুরাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মগোপালপুরীরূপেই উল্লেখ করেছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্যও শবল শব্দে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'অরণ্যাগ্যনেককামমিশ্রত্বাদ্ ব্রহ্মলোকস্য শবলত্বম' বলিয়াছেন। শবল শব্দটী নদীগিরি অরণ্যাদি শোভিত বিচিত্র অপ্রাকৃত ভোগস্থান শ্রীবৃন্দাবনেই সুষ্ঠুভাবে সম্ভব হয়। সেই শ্রীবৃন্দাবন আশ্রয় করিয়া শ্রীশ্যামসুন্দরকে প্রাপ্ত হইতেছি।

শ্রীবৃন্দাবনে এই শ্যামসুন্দররূপেই বিশেষ ভাবে শ্রীকৃষ্ণ, গোপীগণের নয়নাভিরাম। পৃথিবীর মধ্যে রসিক ভাবুক সমাজ আজও সেই মনোমোহিনী মুর্ত্তিরই উপাসক। হে শ্যামসুন্দর, তুমি তোমার অঙ্গের শ্যামলিমা দ্বারা সংসারের ত্রিতাপতপ্ত জীবগণকে আবরণ কর ও লীলা-রসামৃত বর্ষণে নিখিল বিশ্বকে আপ্যায়িত কর। রসিকভক্তগণের মানস-চুম্বিনি, হে অপ্রাকৃত মাধুর্য্যকাদম্বিনি, তুমি মানবের হৃদয়াকাশে সমুদিত হইয়া তাহার শুষ্ক মরু হৃদয়কে সুশীতল কর—শোক সন্তাপ বিদূরীত কর, ইহাই কাতর প্রার্থনা। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীগণ বলিয়াছেন,—

'হা হা কৃষ্ণ ঘনং বিনা কথয় কোনিস্তার-বিস্তারকঃ।'

আনন্দ।

"ব্রহ্ম যে আনন্দস্বরূপ এবং আনন্দতত্ত্বই যে চরম উপাস্য, ইহা প্রতিপাদন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ব্রহ্মসূত্রে লিখিত হইয়াছে "আনন্দময়ঃ অভ্যাসাৎ"। বহুল শ্রুতিবাক্য এই সূত্রের পোষক যথা—

১। 'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ'।

২। 'প্রজ্ঞানমানন্দম্ ব্রহ্ম'।

৩। 'সত্যম্ জ্ঞানমানন্দম্'।

৪। 'আনন্দং নন্দনাতীতম্'।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে ব্রহ্ম যে আনন্দস্বরূপ তাহা উপদিষ্ট হইয়াছেন। তৈত্তিরীয় শ্রুতি 'সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি' বলিয়া মানুষের আনন্দ হইতে প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতির আনন্দের শতগুণক্রমে উৎকর্ষ দেখাইয়া পুনর্ব্বার তাহা হইতেও পরব্রহ্মানন্দ শতগুণ অধিক স্থাপিত করিয়া "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, আনন্দম্ ব্রহ্মণো বিদ্বন্ ন বিভেতি কুতশ্চন" ইত্যাদি শ্লোকে আনন্দতত্ত্বের অসীমতা ও বৈলক্ষণ্য দেখাইয়াছেন। পরে "কো হেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্ যদেব আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের নানা স্বরূপ-ধর্ম্ম থাকিলেও কেবল আনন্দ-রূপত্বই দেখান হইয়াছে। নিখিল বিশ্ব আনন্দ হইতেই জন্ম লাভ করিয়াছে, আনন্দেই স্থিত এবং আনন্দেই লয় প্রাপ্ত হইবে উপনিষদ এই মহা আনন্দ-বাণী প্রচার করেন। সুতরাং আনন্দ ভিন্ন বিশ্বে অন্য কোন বস্তুরই সত্তা বিদ্যমান থাকা সম্ভব নহে। যিনি "আনন্দরূপমমৃতম্"—যিনি "রসোবৈসঃ"—যিনি "সর্ব্বেষাম্ ভূতানাম মধু" তাঁহার বিশ্বে কখনও দুঃখ থাকিতে পারে না। তবে যে সুখ দুঃখ আলোক আঁধারের মত জীবনে অনুসরণ করিতেছে দেখা যায় তাহা কেবল আমাদের কর্ম্ম বিপাক ভিন্ন কিছুই নয়। অনাদি ভগবদ্‌বহির্মুখতা হেতু জীবহৃদয় সদাই মলিন, এবং সেই হেতুই মায়া পরাভূত হইয়া স্বরূপতঃ জীব সচ্চিদানন্দের অংশ স্থানীয় হইলেও তত্ত্বজ্ঞানাভাব বশতঃ স্বীয় দেহাধ্যাস জন্য অনাদি সংসার দুঃখভোগ করে। অথবা ভগবান্ পতঞ্জলির ভাষায় এই যত কিছু দুঃখ, তাহার হেতু, দ্রষ্টার সহিত দৃশ্যের সংযোগ, এবং সংযোগের হেতু অবিদ্যা, "তস্য হেতুরবিদ্যা।" এই অনাদি অজ্ঞান, পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকার লক্ষণ জ্ঞানের দ্বারাই নষ্ট হয়, এবং এই জ্ঞানই পরমানন্দপ্রাপ্তি ও তাহাই পরম পুরুষার্থ, এইরূপেই শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তদীয় প্রীতি-সন্দর্ভে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরমানন্দ প্রাপ্তি বা প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়া অবিশংসয়িতভাবে প্রমাণ করিয়াছেন।

তবেই দেখা গেল আত্মা আনন্দ স্বরূপ, কোন দুঃখই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু অনাদি অজ্ঞান বশতঃ জীবের যত দুঃখ, ইহা প্রায় সকল দর্শন শাস্ত্রেই স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীভগবানের ও মহতের কৃপায় যে দিন জীব আবার অন্তঃমুর্খ হইয়া ভগবৎসেবাপরায়ণ হইবে এবং তাঁহাকেই প্রিয় হইতেও প্রিয়তররূপে প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিবে, সেইদিন আবার তাহার স্বরূপজ্ঞানের উন্মেষ ও নিত্য সিদ্ধ প্রেমের উদয় হইবে এবং বিশ্বে যে অনাদিকাল আনন্দসঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে তাহাও শ্রবণ করিবে। যোগীরা এই অনাহত নাদ সমাহিত চিত্তে প্রত্যক্ষানুভব করেন এবং পরম ভাগবতও মধুর মুরলী-ধ্বনি শুনিয়া থাকেন, তাহা স্থির সত্য। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া জলে স্থলে মহাশূন্যে নদী নদে গিরি গুহায় যে প্রেমলীলা অনুক্ষণ হইতেছে তাহা কবি কল্পনা বা রূপক নহে। মহর্ষিগণের তাহা প্রত্যক্ষানুভূতি। তাই তাঁহারা সংসার-তাপ-দগ্ধ জীবকে মহা আশার বাণী শুনাইয়া বলেন "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা, আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ" অর্থাৎ দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণ, তোমরা সেই মহান্ পুরুষকে জানিতে পারিলেই অজ্ঞানের পারে যাইতে পারিবে। "বেদাহমেতম্ পুরুষম্ মহান্তম্ আদিত্য-বর্ণম্ তমসঃ পরস্তাৎ" ইত্যাদি শ্রৌত মন্ত্রও উপরি উক্ত বাক্যের অনুমোদন করিতেছে। এইরূপেই ঋষিরা মুক্ত হইয়া আনন্দ সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, এবং জীবগণের প্রতি অসীম করুণা করিয়া নিখিল বিশ্বকে মুক্তির উপায় উপদেশ করিয়াছেন। নির্জ্জন শান্ত রসাস্পদ তপোবনে সাধনাবলে যে মহাসত্য সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন তাহাই আবার জীবের কল্যাণ কামনায় প্রচার করিলেন। তাঁহারা বিশ্বের অণুপর-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

-স্নাণুতে আনন্দ সত্তানুভব করিয়াছিলেন। সেইজন্ত "মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ" ইত্যাদি বেদবাক্যে মধুর ও পরম রসতত্ত্বের উপাসনা ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই আনন্দের মূল কোথায় তাহা আমরা চিন্তা করিলেই বেশ বুঝিতে পারি যে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির পর পারে, বিশ্বের বাহিরে অপ্রাকৃত চিন্ময় ধামে প্রেমলীলা অনুক্ষণ হইতেছে। সেই স্থানই আনন্দের মূল কেন্দ্র। গীতায় উক্ত হইয়াছে "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" অর্থাৎ একাংশ দ্বারা শ্রীভগবান্ এই জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। শ্রুতিও বলেন "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি."। প্রকৃতির পারে যেখানে ভগবানের ত্রিপাদ বিভূতি, সেখানে অনাদিকাল আনন্দলীলা হইতেছে, তাহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। সেই ভূমালোক হইতে আনন্দ, ঘন বরষার বারিধারার মত মরুময় তপ্ত ধরণীর উপর ঝরিয়া পরিতেছে, তাই প্রকৃতির মধ্যেও এত সুষমা ও আনন্দ দেখিতে পাওয়া য়ায়। নিত্যধামের এই প্রেম-লীলা মহাভাগ্যবান্ সাধক অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অনুভব ও আস্বাদন করেন। অন্তর্দ্দৃষ্টিহীন জীবও কখন কখন কোন অনির্ব্ব-চনীয় শুভ কর্ম্মফলে বা ঈশ্বরের কৃপায় আনন্দভাস পাইয়া থাকে। কিন্তু তাহা চলচপলার চকিত চমকের মতই হৃদয়াকাশে স্ফুরিত হইতে না হইতেই মিলাইয়া যায়। এই আনন্দানুভূতি স্থায়ী করিবার জন্যই যত কিছু সাধনা। সেই ভাবরাজ্যের আলোক যখন ক্ষণকালের জন্য সাধক-হৃদয়ে পতিত হইয়া উহাকে উদ্ভাসিত করে, তখন তিনি পুলকে মগ্ন হন এবং অত্যধিক আনন্দ হেতু সর্ব্বাঙ্গে কম্পন অনুভব করেন। পরক্ষণেই সেই ভাব চলিয়া গেলে তিনি তৎপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হন। লোকলোচনের বহির্দ্দেশে নিশ্চয়ই কোন অনাদি প্রেম-যজ্ঞানল অনির্ব্বাণ রহিয়াছে। সেই আলোকই যখন জীব ক্ষণকালের জন্য দর্শন করে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তখন ক্ষীণ রেখার মত অনাদি জীবনের স্মৃতি মনে ফুটিয়া উঠে। সেই নিত্য আনন্দধামে জীবকে লইয়া যাইবার জন্যই শ্রীভগবান্ অতীন্দ্রিয় হইয়াও যেন ইন্দ্রিয় গোচর হন, অসীম হইয়াও যেন সসীম হন, আত্মারাম আপ্তকাম হইয়াও ভক্তের প্রেমবশ্যতা স্বীকার করেন। সেইজন্যই প্রপঞ্চে নিজ চিন্ময় তনু প্রকট করেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে,—

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষম্ দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥"

এই আনন্দধাম স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু; নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। শ্রুতি তাই বলেন "স্বে মহিম্নি" 'সকৃদ্বিভাতঃ হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ।

"ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্র তারকম্
নেমাবিদ্যুতোভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ" ইত্যাদি।

গীতাও বলেন :—

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্ক ন পাবকঃ।
যদগত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥"

তাহা হইলেই দেখা গেল—আনন্দধাম চিন্ময়, উহা কোন জড় পদার্থে নির্ম্মিত নহে। পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত প্রবর প্লেটো এই ভাব রাজ্য বা "World of Ideas" এর বিষয় Phaedo, Phaedrus, Symposium. প্রভৃতি গ্রন্থে সবিশেষ আলোচন করিয়াছেন এবং এই ধাম যে স্থূল দৃষ্টির অতীত এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে তাহা দেখাইয়াছেন।

ভারতীয় ঋষিগণের মত প্লেটো, এই জড় জগত যে নশ্বর ও ইন্দ্রিয় জন্য বিষয় জ্ঞান যে মৃগমরীচিকার মত মিথ্যা, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ, যেস্থানে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ানুভূতি হইয়া থাকে—উভয়ই নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল। সেইজন্য,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এ জগতে নিত্য ও শাশ্বত জ্ঞান লাভ সম্বব নহে বলিয়া তিনি World of Ideas'এর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাকে ভাবরাজ্য বলা যাইতে পারে। সেই রাজ্যেই তিনি জ্ঞান ও আনন্দ, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে মর্ত্ত্য লোকে সকল সুন্দর বস্তুই কালে নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু Idea or Essence of Beauty, সৌন্দর্য্যসার বা নির্য্যাস যাহা হইতে সৌন্দর্য্যকণিকা জগতে ক্ষরিত হয়, তাহা কেবল মানস নয়নে দ্রষ্টব্য, তাহা অমর, নিত্য ও সত্য। Keats ও বলেন 'Beauty is truth, truth beauty'.

সেই জন্য Jowetts Translation যাহা The philosophy of Plato নামে অভিহিত, তাহাতে এই বিষয় উল্লেখ আছে।

'Who has learned to see the beautiful in due order and succession, when he comes towards the end will suddenly perceive a nature of wonderous beauty—a nature which in first place is everlasting, not growing and decaying, or waxing or waning ; Secondly not fair in one point of view and foul in another, or at one time or in another relation or at another place foul, as if fair to some and foul to another........ but beauty absolute, separate, simple and everlasting, which without diminution or without increase, or any change, is imparted to the ever-growing and perishing beauties of all other things.'

But what if the man had the eyes to see the true beauty—the divine beauty, pure, clear and unalloyed ? Remember how in that communion only, beholding beauty with the eyes of the mind, he will be enabled to bring forth not, images of beauty, but realities, and bringing forth and nourishing true virtue to become the friend of God and be immortal.'

Symposium.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এখানে সর্ব্বদা, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে ও সকল অবস্থায় যে শাশ্বত সুন্দর তাহার বিষয়ই বলা হইয়াছে।

যদিও প্রথমে প্লেটো সৌন্দর্য্যানুভূতির জন্য সুন্দর আকার বিশিষ্ট মানবের মধ্যেই আত্মার মূল আদর্শের (Archetype) অনুসন্ধান করিতে উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু পরে অপ্রাকৃত অশরীর প্রেমের পূজাতেই চরম ও পরম পরিণতি দেখাইয়াছেন। কারণ, মানসিক সৌন্দর্য্য যে শারীরিক সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অধিকতর আদরণীয় ও সেবাযোগ্য তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। বিশেষতঃ একটী আকারের সৌন্দর্য্য হইতে বিশ্বের সকল আকারের সৌন্দর্য্য যে অভিন্ন তাহা উপন্যস্ত হইয়াছে। ক্রমে একটী বস্তুর প্রতি প্রীতি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া এইরূপে উহা সার্ব্বজনীন হয় ও বিশ্বে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ে। সেইজন্য যে ব্যক্তি পবিত্রচেতা ও পুণ্যাত্মা, তাঁহার বাহিরের দৈহিক সৌন্দর্য্য না থাকিলেও তিনি পূজার ও প্রীতির যোগ্য পাত্র। ইহাই প্রেম ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে নিগূঢ় অন্তরতম রহস্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাই এই গ্রন্থের ভূমিকায় উক্ত আছে :—

'Incited to love by a fair human form, one passes thence to the love of all fair forms, to the love of Form of Beauty itself, that compassing order and beauty which is the summit of mystic vision. The love of beauty is a longing for the homeland of the soul.'

এইরূপে প্লেটোর গ্রন্থে বহুল প্রেম ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা দৃষ্ট হয়। তিনি নিশ্চয়ই ভগবৎপ্রেমোন্মত্ত মহাপুরুষ, অথবা Emersonএর ভাষায় তাঁহাকে 'God-intoxicated man' বলা যাইতে পারে। 'And there is the madness too, of love, the greatest of Heaven's blessing'. An inspired mad man—এই তদীয় উক্তিটী তাঁহার প্রতিই প্রযোজ্য। সক্রেটীসের মুখে এইরূপ 'Divine madness সম্বন্ধেও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আলোচনা দৃষ্ট হয়। গ্রীকগণ এইরূপ ভাবপ্রেরণার মুহূর্ত্তকে being 'filled with a God' বলিতেন। ইটালীর কবিবর Dante এর 'Vita Nuova' বা নবজীবন নামে যে গ্রন্থ আছে তাহাতেও ভাবরাজ্যের অনেক সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব সমূহ উদ্ঘাটিত হইয়াছে ও তাঁহার অতি অল্প বয়সে Beatrice এর সহিত বিশুদ্ধ প্রেম প্রাকৃত প্রীতির আদর্শ স্থানীয়। তাহাতে কামগন্ধের লেশমাত্রও নাই কিন্তু সাত্ত্বিক ভাবের উচ্ছ্বাস ও আনন্দ বিরাজিত।

Dante বলেন যে 'The glorious Lady of my mind' Beatrice, নবম বৎসরের প্রারম্ভে—যখন কবিবর স্বয়ং নবম বৎসরের শেষে উপনীত, সেই সময় প্রথম দর্শন পথের পথিক হইয়াছিলেন। এই প্রথম মিলনে তাঁহার যে সাত্ত্বিক ভাবোদয় হইয়াছিল তাহাও লিপিবদ্ধ আছে :—'At that moment, I say most truly that the spirit of life, which hath its dwelling in the secretest chamber of the heart, began to tremble so violently that the least pulses of my body shook therewith' etc.

Rossetti's Translation.

'The natural functions of my body began to be vexed and impeded, for I was given up wholly to thinking of this most gracious creature whereby in short space I became so weak and reduced' etc. ইহা আমাদের রসশাস্ত্রানুসারে তানব বা কৃশতা ও প্রেমবৈবশ্য।

'She has that paleness of the pearl that's fit in a fair woman' etc ইহাও সাত্ত্বিক ভাবের অন্যতম বৈবর্ণ বা মলিনবর্ণ হইতে পারে।

'And when I perceived her, all my senses were overpowerd by the lordship that Love obtained, finding himself

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

so near unto that most gracious being until the Spirits of sight remained to me; and even these remained driven out of thier own instruments because Love entered in that honoured place of theirs, so that he (Love) might the better behold her'

এখানে কবি প্রেম বিভাবিত নেত্রেই তাঁহার হৃদয়ের দেবীকে দেখিয়া থাকেন, সে বিষয় স্পষ্টই বুঝা যায়। এইরূপ ভাবপূর্ণ গ্রন্থখানি বিশ্ব সাহিত্যভাণ্ডারে এক সমুজ্জ্বল রত্ন বিশেষ. কিন্তু এই শ্রেণীর গ্রন্থ নিহিত ভাব সাধারণের জ্ঞানগম্য নাও হইতে পারে। ইংলণ্ডের কবিদ্বয় শেলী ও কীট্‌স্‌এর গ্রন্থ সমূহে অনেক স্থলে প্লেটো ও ডান্টের ভাবচ্ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শেলীর Alastor, Epipsychidion ও কীট্‌সের 'Odes' গুলি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ ইচ্ছা করিলে তাহা দেখিতে পারেন। এখানে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধিভয়ে সে সকল কবিতা উদ্ধৃত হইল না।

এইরূপে প্রায় সকল দেশের মনীষী দার্শনিক ও কবিগণ প্রেম ও আনন্দের বিষয় গভীর গবেষণা করিয়া তাঁহাদের জীবনব্যাপী সুদীর্ঘ শ্রমফল সাহিত্যসেবী সুধীবৃন্দের করকমলে উপহার প্রদান করিয়াছেন। প্লেটোর মানস-নয়ন দ্বারা সৌন্দর্য্য সন্দর্শন যেন আর্য্য ঋষিগণের অরণ্য হইতে উত্থিত বেদবাণীরই প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হয়। যথা :—

'ন সংদৃশে তিষ্ঠতে রূপমস্য,
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চিদেনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো-
য এনং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি' কঠ ৩।৯,

অর্থাৎ সেই আনন্দময় পরম পুরুষের রূপ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হয় না; সুতরাং কেহই চর্ম্মচক্ষু বা কোন প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে দর্শন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিতে পায় না। কিন্তু বিকল্পহীন সমাহিত বুদ্ধি দ্বারা প্রেমাকারিত মনের সাহায্যে সেই পুরুষ অভিব্যক্ত হন। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহারা অমৃত হন। সমাহিত চিত্তেই তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়। তাই ন্যায়দর্শনেও উক্ত আছে 'সমাধি বিশেষাভ্যাসাৎ' সূঃ ৪।২।৩৫

প্লেটো বলেন Being alone remains unmoved, which is the name for all'.

এই উক্তিটীর সহিত শ্রুতির 'অনেজদেকং' ও 'আকাশো বৈ নাম-রূপয়োনির্বহিতা' এই দুই বাক্যের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে।

ঋষি কবি Wordsworth ও Shelley তাঁহাদের কাব্যগ্রন্থেও এবিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। শুধু Shelley র সৌন্দর্য্যদেবীর স্তব নামক কবিতা হইতে তিনি যেখানে অনন্ত সৌন্দর্য্যের ছায়াপাতে পুলকিত হইতেছেন সেই স্থানটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

'The awful shadow of some unseen Power.
Floats tho' unseen among us.
'Sudden the shadow fell on me ;
I shrieked and clasped my hands in ecstacy'.

Wordsworth,—The Prelude Book XIII কবিতার শেষে বলিয়াছেন,

I seemed about this time to gain clear sight of a new World'.

'The light that never was, on sea or land
The consecration and the poets' dream'.

এই দুই ছত্রে তিনি ভাব রাজ্যের আলোকের বিষয় ইঙ্গিত করিয়াছেন। যেমন Shelley বলিয়াছেন—"Like a poet hidden in the light of thought'.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহা হইলে দেখা গেল আনন্দ প্রবাহ কোন এক অজ্ঞাত ভাবলোক হইতে আসিয়া সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে উপাসকের হৃদয় একেবারে অনাহূত ভাবে অভিভূত করে। তাহার কারণ এই যে, বিশ্বের মূলে সেই আনন্দময় পুরুষোত্তম। সেইজন্য পৃথিবীকে অশ্বত্থ বৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়া শ্রুতি ও গীতা ইহার মূলে সেই এক শাশ্বত, ভূমা, অপরিবর্ত্তনশীল তত্ত্বের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছেন। যথা "উর্দ্ধমূলমধঃ শাখমশ্বত্থ প্রাহুরব্যয়ম" (গীতা)। কঠ শ্রুতিও বলেন "উর্দ্ধমূলোঽবাক্ শাখ এষোঽশ্বত্থ সনাতনঃ" ইত্যাদি। পৃথিবীতে যাহা কিছু আনন্দাভাস পাওয়া যায় তাহা কেবল সেই অসীম আনন্দরাশিরই কণিকামাত্র। অনাদিকাল হইতে জীব আনন্দান্বেষণ করিতেছে, জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে সে আনন্দ লাভের জন্যই ব্যাকুল। তাহার চারিদিকেই অসীম আনন্দ হিল্লোলিত হইতেছে. কিন্তু সে তাহার সন্ধান পাইতেছে না। কোন্ স্থানে চিত্ত স্থায়ী ভাবে সংযত হইলে শাশ্বতী শান্তি পাইবে তাহা নির্ণয় করিতে পারিতেছে না, অসীম বারিধি বক্ষে যেমন ফেনিল তরঙ্গ রাশি অবিরাম নৃত্য করিতেছে, জীবও সেইরূপ আনন্দ বক্ষেই রহিয়াছে। সে যেন অনন্ত সলিলপূর্ণ নদী তীরে বসিয়াও তৃষ্ণার্ত্ত। সকল শাস্ত্রই এই আনন্দের সন্ধান দিতেছেন এবং প্রায় সকল ধর্ম্মেরই, আপাত বিরোধী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদ থাকিলেও, লক্ষ্য এক—জীবকে আনন্দরাজ্যে অগ্রসর হইতে সহায়তা করা।

বৈদিক দর্শনশাস্ত্র সমূহ জীবের দুঃখ পরিহারের উপায় উদ্ভাবনেই রচিত। যদিও বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন উপায় দ্বারাই দুঃখ হানির উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তথাপি উদ্দেশ্য একই অর্থাৎ সকল দর্শনশাস্ত্রকারগণ জীবকে এই দুঃখালয়স্বরূপ সংসার হইতে পরিত্রাণ করিতেই প্রয়াসী।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আপাতঃ দৃষ্টিতে এই মত বাদ গুলি অত্যন্ত পরস্পর বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও—একদিক্ দিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে বস্তুতঃ উহাদের বিরোধ নাই,—তাহা মানব মনের চিন্তার ক্রমোবিকাশের দিক্। শ্রুতিই সকল দর্শন গুলির উপজীব্য। এমন কি বেদবাহ্য দেহাত্ম বাদী চার্ব্বাকের মতও শ্রুতির 'সবা এষ পুরুষো অন্নরসময়ঃ' এই উক্তির মধ্যে পাওয়া যায়। ইহা মানব চিন্তার অত্যন্ত নিম্নতম স্তর ও প্রথম ভূমিকা. তাহা একটু প্রণিধান করিলেই উপলব্ধি হয়। এই চার্ব্বাক-দর্শন দেহাত্মবাদ, ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, প্রাণাত্মবাদ ও মনআত্মবাদে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যেও মানব মনের চিন্তা কিরূপে অত্যন্ত স্থূল বিষয় হইতে সূক্ষ্মের দিকে ধাবমান হইতেছে তাহা সহজেই অনুমেয়। অবৈদিক দর্শনের অন্যতম আর্হত দর্শন, যাহা দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন অথচ দেহপরিমাণ অবিনাশী আত্মতত্ত্ব নিরূপণে পর্য্যবসিত। বৌদ্ধগণের চারপ্রস্থানের মধ্যে, বৈভাসিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার প্রস্থান ত্রয়ে আত্মা ক্ষণিক বিজ্ঞান স্বরূপই বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রুতিতে দেখা যায় 'অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়'। তাঁহারা বুদ্ধিকেই আত্মা বলিয়া থাকেন। যদিও বৌদ্ধগণ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, তথাপি তাঁহাদের মতবাদ যে শ্রুতিপ্রদর্শিত তাহা বুঝা যায়। মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ শূন্যই আত্মা, এইরূপ বলিয়া থাকেন। প্রাভাকর (মীমাংসক বিশেষ) নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ, আত্মা অজ্ঞান বা জড় স্বরূপই বলেন। তাঁহাদের মতে আত্মা জ্ঞানাশ্রয় জড়, অনাদি. বিভু, কর্ত্তা, ভোক্তা। আকাশের মত আত্মা গুণ বিশিষ্ট দ্রব্য। সুষুপ্তি সময়ে যে আনন্দময় কোষ অবশিষ্ট থাকে, তাঁহাদের মতে তাহাই আত্মা। ভাট্ট (মীমাংসক বিশেষ) মতে আত্মা চিদচিৎ স্বরূপ। সাংখ্য পাতঞ্জল মতে আত্মা চিদ্রূপ, অকর্ত্তা কিন্তু ভোক্তা। শাঙ্কর বেদান্তমতে আত্মা সকল ধর্ম্মবিবর্জ্জিত নিরুপাধি চিদানন্দ মাত্র স্বরূপ। বৈষ্ণব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বেদান্তে দেখা যায় যে আত্মা চিদানন্দস্বরূপ হইয়াও চিদানন্দ ধর্ম্মবিশিষ্ট। শ্রুতিতে আছে 'রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি'। অর্থাৎ সেই রসস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দবিশিষ্ট হয়। 'রসো বৈ সঃ' এই শ্রুতির ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর 'রসবদ্ ব্রহ্ম'ই বলিয়াছেন। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য অহং পদার্থের বিষয় সবিশেষ তদীয় 'শ্রীভাষ্যে' বিচার করিয়াছেন। শেষে বলেন, 'এবমাত্মা চিদ্রূপ এব চৈতন্যগুণকঃ।...অতো ন জ্ঞপ্তি মাত্রমাত্মা, অপিতু জ্ঞাতৈবাহমর্থঃ'। অর্থাৎ আত্মা চৈতন্যস্বরূপ হইয়াও চৈতন্যগুণ বিশিষ্ট। উহা কেবল জ্ঞানমাত্র নহে—কিন্তু জ্ঞান ধর্ম্ম বিশিষ্ট। শ্রুতিও বলেন 'অবিনাশী বারে আত্মা অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা'। 'এইরূপ আনন্দ স্বরূপ হইয়াও, আনন্দ ধর্ম্ম বিশিষ্ট।

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী তদীয় পরমাত্ম সন্দর্ভের ১৯ অনুচ্ছেদে জীবের স্বরূপলক্ষণ নিরূপণ প্রসঙ্গে শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়-গুরু, শ্রীরামানুজাচার্য্য হইতেও অতি প্রাচীন জামাতৃমুনির বচন উদ্ধৃত করিয়া বলেন,

'ন জড়ো ন বিকারীচ জ্ঞানমাত্রাত্মকো ন চ।
স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশঃ স্যাদেকরূপ স্বরূপভাক্॥
চেতনোব্যাপ্তিশীলশ্চ চিদানন্দাত্মকস্তথা।
তথা জ্ঞাতৃত্ব কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব নিজধর্ম্মকঃ'॥

শ্রীরামানুজাচার্য্যের ভাষ্যানুসারেই এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইল।

যাহা হোক্ এখন বুঝা গেল যে আত্মা চিদানন্দস্বরূপই বটে। জীব সচ্চিদানন্দ স্বরূপ শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশ। জৈবানন্দে ভগবদানন্দে জাতি ও পরিমাণে তারতম্য আছে, এ বষয় শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য দ্রষ্টব্য। অন্যান্য দর্শন শাস্ত্রে দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তিই পুরুষার্থ কিন্তু বেদান্ত দর্শনের বৈশিষ্ট্য ইহাই যে, দুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তিই পুরুষার্থ। এ বিষয় সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী তদীয় ভক্তি রসায়ণের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রথমোল্লাসের প্রারম্ভে বিশেষ বিচার করিয়াছেন। সেইজন্য মনে হয় বেদান্ত দর্শনেই জীবের চরম ও পরম পুরুষার্থের বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে।

শ্রুতি আত্মসাক্ষাৎকারের উপায় স্বরূপ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে আদেশ দিয়াছেন। আর বৈদিক ষড়্ দর্শনও পূর্ব্বোক্ত কার্য্যে আনুকূল্যের নিমিত্তই রচিত। পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা আত্মার বিষয়ে শ্রবণসহায়ক। বৈশেষিক, ন্যায় ও সাংখ্য দর্শন মননের উপকারক। সেইজন্য 'কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থে শ্রীমৎ উদয়নাচার্য্য বলেন—

'ন্যায়চর্চ্চেয়মীশস্য মননব্যপদেশভাক্।
উপাসনৈব ক্রিয়তে শ্রবণানন্তরাগতা'। ১৩

এইরূপে আত্মার সম্বন্ধে শ্রবণ ও মননের পর নিদিধ্যাসন কর্ত্তব্য। সে বিষয় পাতঞ্জলদর্শনে সবিশেষ আলোচনা দৃষ্ট হয়। এইজন্য যোগদর্শন নিদিধ্যাসনান্তর্গত। তাহা হইলে দেখা গেল যে আত্মদর্শনের উপায় নির্দ্দেশ করিতে প্রত্যেক দর্শন শাস্ত্রের একটী বিশেষ স্থান ও উপযোগীতা আছে। পুরাণ শাস্ত্রেও উক্ত আছে,—

'শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্য শ্চোপপত্তিভিঃ,
মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শন হেতবঃ'।

ইহার বিবরণ প্রসঙ্গে শ্রীমৎ উদয়নাচার্য্য 'আত্মতত্ত্ব বিবেকে' বলিতেছেন—

'শ্রুতিতঃ শ্রুত্বাত্মানং তদনুসমনুক্রান্তবপুষো,
বিনিশ্চিত্য ন্যায়াদর্থং বিহত হেয় ব্যতিকরম্।
উপাসীত শ্রদ্ধাশমদমবিরাগৈক বিভবো,
ভবোচ্ছিত্যৈ চিত্ত প্রণিধি বিহিতৈ যোগবিধিভিঃ'

অর্থাৎ শ্রুতি হইতে আত্মার সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়া পরে পঞ্চাবয়ব বিশিষ্ট ন্যায় হইতে অর্থ বিনিশ্চয় করিয়া শ্রদ্ধা, শম, দম, বিরাগ অবলম্বন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পূর্ব্বক চিত্তের একাগ্রতা জনিত যোগদ্বারা সংসার দশার উচ্ছেদ সাধনের নিমিত্ত, হেয় সম্পর্ক শূন্য আত্মাকে উপাসনা করিবে। এইরূপ ভাবে দেখিলে সকল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় আপাততঃ পরস্পর বিরোধী বলিয়া প্রতীত হইলেও, উহাদের লক্ষ্য যে এক তাহা সুচারুরূপে উপলব্ধি করা যায় অর্থাৎ জীবকে অস্বরূপের আবেশ পরিত্যাগ করাইয়া স্বরূপে অবস্থিত হইতে সহায় করাই বেদের ও বেদানুকূল শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

মানুষ আনন্দ লাভের জন্যই কর্ম্ম করে কিন্তু প্রকৃত আনন্দ কিরূপে লাভ করা যায় তাহা সে জানে না। শাস্ত্র সেই পথ প্রদর্শন করাইয়া দেন, ইহাই 'দর্শন' শব্দের নিগূঢ় অর্থ। বিষয়ানন্দও যে ব্রহ্মানন্দেরই অংশ বা বিকার তাহা পঞ্চদশীর শেষ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে। মানুষের নিখিল উত্তম আনন্দ প্রাপ্তির জন্য। শ্রীভগবান্ তাই গীতায় বলেন,—

'মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ'।

সেই বিরাট্ আনন্দই এই দুঃখ বহুল সৃষ্টিকে ধরিয়া রাখিয়াছে। তাহা না হইলে কেহই জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইত না। সেইজন্য শ্রুতি বলেন, 'কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ এষ এবানন্দয়াতি'। পুরাণেও লিখিত আছে, 'কস্তিষ্ঠেত জীবেদ্বাপি যদ্যানন্দো ন বিদ্যতে'। প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য্যসন্দর্শনে যে আনন্দ হয়, তাহাও সেই ভূমানন্দের ছায়া। সেইজন্য মহাভাগ শাতকর্ণি বিজন আশ্রমে এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন, 'কুতোহ্যেবায়মানন্দঃ। অর্থাৎ কোথা হইতে এই আনন্দ প্রবাহ আসিতেছে?

'শুদ্ধরূপং জগৎসর্ব্বং আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যগম্।
আনন্দো নিহিতস্তত্র তেনানন্দ ইতি স্মৃতঃ।

জড় জগতে তিনি আনন্দ নিহিত করিয়াছেন বলিয়া তিনি আনন্দ নামেঅভিহিত হন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিন্তু আনন্দময়কে না জানিলে দুঃখ নিবৃত্তির অন্য উপায় নাই। তাই শ্রুতি বলেন "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" পৃথিবীতে কোন বস্তুই চিরস্থায়ী প্রেমাস্পদ হইতে পারে না, কারণ সকলই মুহুর্মুহুঃ পরিবর্ত্তনশীল, নশ্বর। কিন্তু এই অনন্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে, নিয়ত পরিণামের ভিতর যিনি শাশ্বত, সদাই স্ব স্বরূপে অবস্থিত, সেই পুরুষের সন্ধানই জীবের সাধনা—এই মহীয়সী মহাসাধনায় সিদ্ধিলাভ হইলেই সুখ চিরস্থায়ী। সেইজন্য শ্রুতি বলেন, "যোবৈ ভূমা তৎসুখম, নাল্পে সুখমস্তি।' আর সেই আনন্দ যখন ঘনীভূত হইয়া, অখিল রসামৃত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সাধকের দিব্যদৃষ্টির বিষয়ীভূত হন, তখন যে সেই প্রেমিকের হৃদয় কত আনন্দে পূর্ণ হয় তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই, সে মহাভাব প্রকাশ করিতে ভাষা নিতান্ত অক্ষম—ভাষা তখন নীরব। গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

"ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ" ॥

এখানে প্রতিষ্ঠা শব্দের প্রতিশব্দ শ্রীধরস্বামী বলেন 'প্রতিমা ঘনীভূত ব্রহ্মৈবাহং যথা ঘনীভূত প্রকাশসূর্য্যমণ্ডলং তদ্বদিত্যর্থঃ'। এই স্থানেই আনন্দের পরাকাষ্ঠা। এরূপ রমণীয়দর্শন, সৌন্দর্য্য-সিন্ধুকে যে মহাভাগ্যবান্ দর্শন করিবেন তখন তাঁহার নয়ন-সম্মুখে সকল বিশ্ব মধুময় ও সুন্দর হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। সেই-জন্য যিনি এরূপ অসীম আনন্দলাভেচ্ছু তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে সকল জড়ের সম্বন্ধ ছাড়িতে হইবে এবং আনন্দময় শ্রীভগবানের একান্ত শরণাগত হইতে হইবে। তিনিই পরম প্রেমাস্পদ। তাই শাস্ত্র বলেন "অয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ।" আত্মার জন্যই সকল বস্তু প্রিয় হয়। 'আত্মানস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি'।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এইরূপে সকলশাস্ত্রই আত্মজ্ঞান দ্বারা নিত্যানন্দপ্রাপ্তির সংবাদ দিতেছেন। সমস্ত বেদ সচ্চিদানন্দ পুরুষকে জানিবার জন্যই উপদেশ করিতেছেন, "বেদৈশ্চসর্ব্বৈরহমেববেদ্যঃ"। এই রসময় ভগবানের চিন্তায় হৃদয়-বিহঙ্গম স্বতঃই কোন সুরপুরে উড়িয়া যায় এবং সাধকের নয়ন-সম্মুখে অফুরন্ত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের উৎস উৎসারিত হয়। পরম প্রেমিক বিল্বমঙ্গল ঠাকুর তাই অনির্ব্বচনীয় অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিয়া প্রকাশ করিবার যথাযথ ভাষা না পাইয়া "মধুরম্ মধুরম্ মধুরম্ মধুরম্"। বলিলেন। ইহা সত্য, প্রেমিকের হৃদয়-সাগরে যে অসীম প্রেমতরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠে তাহার শতাংশের একাংশও ভাষার ভিতর আমরা দেখিতে পাই না। মহাভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা যাহা প্রকাশ করেন তাহা যেন তাঁহাদের মিলন-সাগর-বেলায় মহাভাবোচ্ছ্বাসের ক্ষীণ রেখা। সেই অসীম আনন্দ প্রবাহকে কেহই ধরিতে পারে না। তবে তাহারই কিঞ্চিমাত্র মহাপ্রেমিক ভাষার ভিতর ফুটাইতে পারেন। এই গভীর চিরস্থায়ী আনন্দ অনুভবই জীবের স্বরূপে অবস্থান—ইহাই চৈতন্য শক্তির জয়লাভ—ইহাই স্বারাজ্য-লাভ। যিনি এতদিন যেন কতদূরে ছিলেন তিনি নিকটে আসিলেন—মানব হৃদয়ে যে বিরহ-বহ্নি অনাদিকাল ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল তাহা মিলনের আনন্দে নির্ব্বাপিত হইল। ইহাই চিরশান্তি। তখন অন্তরে বাহিরে আনন্দ স্ফূর্ত্তি। এইরূপে প্রথমে অন্তরে পরে সমগ্র বিশ্বে আনন্দ সত্তা অনুভব হয়। শ্রুতি বলেন—'তমাত্মস্থং যে নু পশ্যন্তি ধীরাস্তেষাম্ সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্' 'তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যত'। এ অবস্থায় দুঃখ কোথায়ঃ? আছে কেবল অনন্ত সুখ,—মৃত্যু নাই, রোগ নাই, শোক নাই, আছে কেবল পূর্ণানন্দ—শান্তি—প্রশান্তি।

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীরাসলীলা।

শ্রীমান মহারাজ পরীক্ষিৎ-সভায় যে স্থানে বহুল মহর্ষি, রাজর্ষি উপস্থিত হইয়াছিলেন, সে স্থানে ভগবান্ বাদরায়ণি স্বয়ং শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের কৌমার, পৌগণ্ড ও কিশোর বয়োচিত নানা লীলা বর্ণনানন্তর সকল-লীলা-মুকুটমণি শ্রীভগবানের সহিত ব্রজসুন্দরীগণের রাসক্রীড়া বলিয়াছেন। শ্রীপাদ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ও অন্যান্য পূজ্যপাদ টীকা-কারগণ এই রাসলীলার তথ্য উদ্ঘাটন করিতে অনেক লিখিয়াছেন। তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা বাঞ্ছনীয়। নিগূঢ় হইতেও নিগূঢ় এই লীলায় যে প্রাকৃত-কাম-ভাবাপন্ন নিম্ন অপক্ক শ্রেণীর শ্রোতৃগণের অধিকার নাই, তাহা মূল শ্লোকে "বাদরায়ণিরুবাচ" পদের ব্যাখ্যা-স্থলেই স্ফুট হইয়াছে। শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামী তদীয় বৃহদ্বৈষ্ণব-তোষণী টীকায় ও লঘু-তোষণীকার শ্রীপাদ শ্রীজীব বলেন যে,—"শুকদেব বলিলেন" ইহা না বলিয়া, উক্তরূপে বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বক্ষ্যমাণ মহামহিম নিগূঢ় শ্রীরাসলীলার প্রভাবে প্রতিপন্ন হইল যে, ভগবান্ ব্যাস-দেব বদরিকাশ্রমে অবস্থিত হইয়া পুত্র কামনায় শ্রীকৃষ্ণের কঠোর উপাসনা করিয়াছিলেন, এই জন্য তদীয় নাম বাদরায়ণ হইয়াছিল। সেই তপঃ-প্রভাব-বলে সর্ব্বজ্ঞ, ভেদজ্ঞান-তিরোহিত, আকুমার ব্রহ্মচারী পরমহংস-শিরোমণি-শুকদেবকে লাভ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত বেদব্যাস-পুত্রে সর্ব্বজ্ঞত্ব ও শ্রীভগবৎ-প্রেমরসময়ত্বাদি ভক্তোচিত নানাবিধ গুণের অধিক মাত্রায় স্ফুরণ হওয়া সম্ভব, তথাপি "বাদরায়ণের" ব্যুৎপত্তি হেতু এই শ্রীরাসলীলাতেই তদীয় মাহাত্ম্যের চরম পরিণতি ও পরাকাষ্ঠা লাভ হইয়াছে। অর্থাৎ শুকদেব ভগবানের পরম প্রিয়ভক্ত। তাঁহার মত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিশুদ্ধচিত্ত ভক্তগণই ইহা শ্রবণ করিবেন। বস্তুতঃ এই লীলা যদি প্রাকৃত-কামময়ী হইত, তাহা হইলে শ্রীবেদব্যাসের পরম-সংকল্পলব্ধ, আজন্ম-বিরক্ত, ভেদজ্ঞানহীন, মায়াগন্ধমাত্র-শূন্য ভাগবত-পরমহংস-পুত্র শ্রীপরীক্ষিৎ-মহারাজ-সভায় উপস্থিত দেবর্ষি, মহর্ষি রাজর্ষিগণের সম্মুখে এইরূপ কথার কদাপি অবতারণ করিতেন না। এই কথাটী হৃদয়ে বিশেষরূপে ধারণ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই লীলা শ্রবণই বিহিত হইতেছে। তাহা না হইলে উপসংহারে রাসলীলা-শ্রবণানন্তর হৃদ্‌রোগ-নাশ হয় এই কথাটীর সঙ্গতি রক্ষা পায় না।

শ্রীভগবান্ সকল বিষয়ে আত্মারাম আপ্তকাম-মুকুটমণি হইলেও কমল কোরকস্থ মধুলোলুপ ভ্রমরের মত প্রেমিকভক্ত-হৃদয়স্থ বিশুদ্ধ প্রীতি-রস-নির্য্যাস আস্বাদনে অনন্তকাল ব্যাকুল আছেন ও থাকিবেন। সেই-জন্য এই রাসলীলাটী ভক্তজন মনোরথ-পরিপূরণাত্মিকা ও প্রেমরমণবাসন ময়ী। শ্রীভগবান্ যে ভক্ত-বিনোদন-প্রয়োজনার্থই বিবিধ লীলা করেন, তাহাও শাস্ত্র ঘোষণা করেন।

"মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ লীলাঃ"

সর্ব্বাতিশয়ী প্রেমবতী শ্রীব্রজসুন্দরীগণের মনোরথ-পরিপূরণই এই লীলার মুখ্যতম প্রয়োজন ও তাঁহাদের বাঞ্ছানুরূপ ফল দান করাই যে শ্রীকৃষ্ণের পরম সুখ, তাহাও লীলা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। এইজন্য রমণটী তাঁহার অভাবে নহে কিন্তু স্বভাবে হইয়া থাকে। তিনি যে কেবলমাত্র সৌন্দর্যে মুগ্ধ, তাহা নহে। এ সম্বন্ধে শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"স্মায়াবলোকলবদর্শিত ভাবহারি
ভ্রূমণ্ডল-প্রহিত-সৌরতমন্ত্র-শৌণ্ডৈঃ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পত্ন্যস্তু ষোড়শসহস্রমনঙ্গবাণৈ
র্যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং করণৈর্ন শেকুঃ।"

ভাঃ ১০ম ৬১ অঃ ৪।

অর্থাৎ শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে কহিলেন, "রাজন্! ষোড়শ সহস্র পত্নীগণ গূঢ় হাস্যযুক্ত কটাক্ষ সূচিত, ভাবজনিত এবং মনোহর ভ্রূমণ্ডল দ্বারা প্রকাশিত সুরতমন্ত্রপ্রবীণ অনঙ্গবাণ সমূহ এবং কামশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ অন্যান্য হাবভাবাদি দ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণের মনঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ক্ষোভ জন্মাইতে সমর্থ হন নাই।" শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামীকৃত শ্রীললিতমাধব নাটকে পঞ্চম অঙ্কে পক্ষিরাজ গরুড় শ্রীকৃষ্ণের নিকট যখন শ্রীরুক্মিণী-দেবীর সৌন্দর্য্য-মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ বলেন, "সখে, ভবতু কিমেতেন, যদেষ রূপমাত্রেণ ন হার্য্যো হরিঃ।" অর্থাৎ সখে! হউক্, ইহাতে আর প্রয়োজন নাই। রূপমাত্র দেখিয়া কৃষ্ণ কখনও মুগ্ধ হন না।" এই সকল বাক্যদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ সকল বিষয়েই উদাসীন হইলেও কেবল ভক্তের বিশুদ্ধ প্রীতিরসাস্বাদনেই ব্যাকুল। তাই শ্রুতি বলেন "ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ" ইত্যাদি। যদিও ভক্তি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছেন, তথাপি উহা যখন ভক্ত-কোটি প্রবিষ্ট হইয়া তদীয় হৃদয় বিগলিত করে, তখনই অধিকতর চিত্তচমৎকারিত্ব প্রকাশ পায়। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য-বান্ হইয়াও, শৃঙ্গাররসের আলম্বন শিরোমণি, শতকোটি যূথবিলাসিনী, আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিত মহাভাব-স্বরূপিণী-উজ্জ্বলরসচিন্তামণিগণের সৌকুমার্য্য, সৌরভ্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধ্যাদি বহুবিধ পরম মনোহর গুণরাশি স্বীয় ইন্দ্রিয় দ্বারা আস্বাদন করিতে বিশেষ ব্যাকুল হইয়াও স্বীয় সৌন্দর্য্যা-দিও তাঁহাদিগকে আস্বাদিত করাইবার অভিলাষে শারদীয় মল্লিকা-সুর-ভিত পূর্ণিমা রজনীতে ব্রজবালাগণের সহিত বিহার করিবার জন্য মনস্থ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিলেন। এই স্থানে বক্তব্য এই যে, মূলে "মনশ্চক্রে" এই পদ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, অনেকে বলেন শ্রীভগবান্ আত্মারাম, স্বতস্তৃপ্ত পূর্ণকাম—ব্রজবনিতাগণের সহিত তাঁহার রমণ ব্যাপারটী বাহ্য—মানবোচিত ভাবের অনুকরণ মাত্র। এইজন্য "চক্রে" এই আত্মনেপদ প্রয়োগ দ্বারা রমণটী যে আন্তরিক তাহা দেখান হইল। কেবল মাত্র ভক্তের অনুরোধে সংঘটিত, তাহাও বলা যায় না; কারণ আত্মনেপদ প্রয়োগ দ্বারা রমণরূপ ফলটী যে কর্ত্তায় প্রবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ স্বীয় সুখার্থই অনুষ্ঠিত তাহা উপলব্ধ হয়। আত্মারাম মুনিগণের যেমন শ্রীভগবদ্ভজনে প্রয়োজন না থাকিলেও শ্রীভগবানের গুণই এইরূপ যে, তাহা তাঁহারা না করিয়া থাকিতে পারেন না, সেইরূপ সর্ব্বসুখপূর্ণ ভগবানও শ্রীব্রজবালাগণের সহিত রমণ না করিয়া থাকিতে সমর্থ নহেন। কারণ, তাঁহাদের প্রেমমাধুর্য্যের মহিমাই ঈদৃশ। মূলে "ভগবানপি" পদের তাৎপর্য্য এই যে, উহা শ্রীব্রজবালাগণের নবরাগকেই বিশেষ রূপে স্মরণ করাইতেছে—শ্রীরাসলীলায় তাঁহাদের নবসঙ্গমই প্রকাশ পাইতেছে। এতাবৎকাল শ্রীগোপীসমূহ অনুরাগ দ্বারা চপলচিত্ত হইয়া রমণ করিতে মানসিক সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; শ্রীভগবান্ জাতানুরাগ হইলেও ধৈর্য্যধারণ করিয়া সময়-বিশেষের অপেক্ষা করিতেছিলেন। সম্প্রতি কৈশোরমধ্যপ্রাপ্ত সর্ব্বপ্রকার সুখপ্রদ রসনির্য্যাসাস্বাদনে যোগ্য-জ্ঞানে শারদীয় পূর্ণিমার দীর্ঘরাত্রি উদ্দীপকরূপে অনুভব করিয়া শ্রীভগবানও বিগলিত-ধৈর্য্য হইয়া আজ শ্রীবংশীবট-তটাশ্রয় পূর্ব্বক শ্রীরাসরসারম্ভ-মানসে বংশী দ্বারা গোপীগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এখানে রসশাস্ত্রের একটী জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, শ্রীভগবান্ ভক্তের প্রীতির বিষয়রূপেই আশ্রয় হয়েন, কিন্তু কিন্তু আশ্রয়রূপে বিষয় নহে, অর্থাৎ ভক্ত যে ভাব লইয়া তাঁহাকে ভজনা করিবেন, শ্রীভগবান্ সেই ভাবের বিষয়রূপেই তাঁহার তজ্জাতীয় প্রীতির

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিধান করিবেন। তাই শ্রীগীতা বলেন "যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্"—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্। এই শ্রীগীতার বাক্যে শ্রীভগবান্ যে ভক্তের প্রীতির জাতি ও পরিমাণ অনুরূপই অনুগ্রহ করেন, তাহাও প্রকাশ পাইতেছে।

কিম্বা "অপি" শব্দের অন্যার্থও শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণব-তোষণী-টীকায় উক্ত আছে, "যেমন শ্রীনন্দাদি গোপগণ সেই বৈকুণ্ঠদর্শনে পরমানন্দিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ স্বীয় অশেষ ভগবত্তাসার প্রকটন করিতে অভিলাষী শ্রীভগবানও পরমানন্দলাভাশায় সর্ব্বকালাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতরা তৎক্রীড়া-যোগ্য-শোভমানা ব্রহ্মরাত্রি সকল দর্শন করিয়া রাসক্রীড়া বিশেষ ইচ্ছা করিলেন। ইহাই শ্রীরাসলীলা। শ্রীরাস নৃত্য বিশেষ। তাহার লক্ষণ এই—

"নর্ত্তকীভিরনেকাভির্ম্মণ্ডলে বিচরিষ্ণুভিঃ
যত্রৈকো নৃত্যতি নটস্তদ্বৈ হল্লীশকং বিদুঃ।
তদেবেদং তালবন্ধগতিভেদেন ভূয়সা
রাসঃস্যান্ন স নাকেঽপি বর্ত্ততে কিং পুনর্ভুবিঃ।"

অর্থাৎ অনেক বিচরণশালি নর্ত্তকীসমূহ দ্বারা মণ্ডিত মণ্ডল মধ্যে যদি একটী মাত্র নট নৃত্য করে, তাহা হল্লীশক নামে কথিত হয়, তাহাই যদি তাল, লয়, গতি ভেদে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাস নামে খ্যাত হয়। এই রাস স্বর্গেও নাই, পৃথিবীতে ত সম্ভবই নহে। ইহা হইতেই স্পষ্ট উপলব্ধি হয়—রসিক-শেখর বল্লভী-বল্লভ শ্রীব্রজরাজ-নন্দনই রাসলীলা অনুষ্ঠানে সমর্থ। রাসলীলায় বহু নর্ত্তকী-সমূহের হাব ও ভাবাদি প্রকটনশীল নৃত্য-দর্শনে প্রাকৃত কোন নায়কেরই চিত্তস্থৈর্য্যরক্ষণ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ স্বরালাপ সম্ভব নহে। কথিত আছে, দেবরাজ-সভায় হল্লীশক নৃত্যকালে শ্রীনারদ মৃদঙ্গ বাজাইতেছিলেন। তথায় রমণীগণের নৃত্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বৈদগ্ধ্যাদি দর্শনে তাঁহারও তালচ্যুতি ঘটিয়াছিল। আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য এই যে, একটী পুরুষকেই সকল রমণীগণই তাঁহাদের স্ব স্ব নিকটস্থ অনুভব করিতেছেন, এইরূপ অচিন্ত্যপ্রভাব প্রকাশ দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতে যেরূপ শ্রীরাসলীলা বর্ণিত আছেন এরূপ কুত্রাপি সম্ভব নহে। যতগুলি নর্ত্তক, ততগুলি নর্ত্তকী দ্বারা নৃত্যানুষ্ঠান সকল স্থানেই সম্ভব হয়। কারণ শ্রীধরস্বামিপাদ বিষ্ণুপুরাণের টীকায় সাধারণ রাস লক্ষণ এইরূপ লিখিয়াছেন—"অন্যোন্যব্যতিষিক্তহস্তানাং স্ত্রীপুংসানাং গায়তাং মণ্ডলীরূপেণ ভ্রমতাং নৃত্যবিনোদ রাসো নাম"—তদুক্তং ভরতেন,—

"অনেকনর্ত্তকী যোগ্যং চিত্রতাল-লয়ান্বিতং।
আচতুঃষষ্টিযুগ্মত্বাদ্ রাসকং মসৃণোদ্গতম্।"

অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষগণ পরস্পর হস্ত ধারণপূর্ব্বক মণ্ডলী করিয়া ভ্রমণ ও গান সহ নৃত্য করেন—তাহাই রাস। শ্রীভাগবতের টীকায় শ্রীপাদ শ্রীধর বলেন—

"রাসো নাম বহুনর্ত্তকীযুক্তনৃত্যবিশেষঃ।"

অলঙ্কার শাস্ত্রেও আছে—

'নটৈ গৃহীতকণ্ঠীনামন্যোন্যাত্তকরশ্রিয়াম্,
নর্ত্তকীনাং ভবেদ্রাসো মণ্ডলীভূয় নর্ত্তনম্।'

অর্থাৎ নটগণ ও নর্ত্তকীগণ মণ্ডলাকারে দাঁড়াইলে, নটগণ নর্ত্তকীগণের কণ্ঠ ধারণ করিলে ও নর্ত্তকীগণ পরস্পর বাহু ধারণ করিয়া তাহাদের সহিত যে নৃত্য করে, তাহাই রাস। এই সকল রাস লক্ষণে একটাই যে নট থাকিবে, তাহার কোন বিশেষ উল্লেখ নাই। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ উক্ত আছে—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"রাসোৎসবং সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।"

ভাঃ ১০।৩৩।৩

"তত্রাতি শুশুভে তাভি র্ভগবান্ দেবকীসুতঃ
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা।"

ভাঃ ১০।৩৩।৬

এই সকল শ্লোক হইতে প্রতীত হয় যে, নায়ক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় এরূপ নটন-চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, অনন্ত গোপী-গণের প্রত্যেকেই মনে করিয়াছিলেন যে কৃষ্ণ তাঁহারই পার্শ্বে। এরূপ অপ্রাকৃত রাস যে রসিকমণ্ডলশেখর গোপীজনবল্লভ শ্রীনন্দ-নন্দনেই সম্ভব তাহা বলা বাহুল্য। কারণ, উপরোক্ত ভাগবতীয় শ্লোক দুইটীতে "যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন" ও "মহামরকতো যথা" এই এক বচনান্তপদ-প্রয়োগ দ্বারা এক শ্রীকৃষ্ণ যে একই সময় যুগপৎ অনন্ত মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তাহা পরমহংস-চূড়ামণি শ্রীশুক প্রকাশ করিলেন। শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে যুগপৎ বহুমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক রাসবিহার কিছু মাত্রও অসম্ভব নহে কারণ তিনি যোগেশ্বর, অর্থাৎ অচিন্ত্য-শক্তিমান্ পুরুষ। শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামী ও শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধ-মাধুর্য্য ভাবাত্মক ব্রজলীলায় ঐশ্বর্য্যানুভূতি অযৌক্তিক মনে করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বস্তুতঃ একই কৃষ্ণ নৃত্যনৈপুণ্যবশতঃ একই সময়ে সকল গোপীর নিকট আছেন বলিয়া প্রতীত হইয়াছিলেন। কারণ, মূলে একবচনান্ত-পদদ্বয় দ্বারা এই অভিপ্রায়ই সূচিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ গোপীমণ্ডল-মধ্যকর্ণিকা-গত হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। যেরূপ তিনি মণ্ডলস্থ দুই দুই গোপীর মধ্যে প্রবিষ্ট ছিলেন, সেইরূপ এক পরমাণুমাত্রকাল মধ্যে তথা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইতে মধ্যপ্রদেশে আগমন করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, ইহা দ্বারা তাঁহার অলাৎচক্র হইতেও গতির লঘুতা সূচিত হইতেছে।

শ্রীচরিতামৃতেও তাই উক্তি আছে—

"শতকোটি গোপীসঙ্গে রাসবিলাস
তার মধ্যে এক মূর্ত্তি রহে রাধাপাশ।"
চৈঃ মধ্য ৮ম পরিঃ।

তিনি যে মণ্ডলকর্ণিকাগত ও মণ্ডলস্থ প্রত্যেক গোপীগত হইয়াছিলেন, তাহা তৎকালে সকলেই দেখিয়াছিলেন। শ্রীপাদ লীলাশুক রসিক ভক্তরাজ বিল্বমঙ্গলঠাকুরও তাই বলেন—

"অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবো
মাধবং মাধবং চান্তরেণাঙ্গনা।
ইত্থমা কল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগঃ
সঞ্জগৌ বেণুনা দেবকীনন্দনঃ।"

যাহা হউক, এই টীকাসমূহের আলোকে আমরা বুঝিতে পারি যে, যে নট অদ্ভুত অচিন্ত্য নৃত্যকলা দ্বারা যুগপৎ বহু হইয়া প্রকাশিত হইতে পারেন, তিনি যে অলৌকিক, অপ্রাকৃত হইবেন এবিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ইহা যোগীর কায়ব্যূহ রচনার মত নহে। সেস্থলে যোগীর আকারগত ভেদ ও ক্রিয়াগত সাম্য লক্ষিত হয়; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশমূর্ত্তিতে ইহার বিপরীত, অর্থাৎ আকারগত সাম্য, ক্রিয়াগত ভেদ। শ্রীপাদ জয়দেব গোস্বামী তাই বাসন্তীরাসে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

"শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি রামাং।"

অর্থাৎ এক শ্রীকৃষ্ণ একই সময় কোন গোপীকে আলিঙ্গন করিতেছেন কোন গোপীকে চুম্বন করিতেছেন, কোন গোপীর সহিত আনন্দবিহার করিতেছেন। শ্রীদ্বারকায় মহিষীগণের বিবাহ-লীলাতেও এইরূপ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশের সংবাদ পাওয়া যায়। এই সকল হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, এই অপ্রাকৃত 'পরমরসকদম্বময়' লীলাবিনোদ কেবলমাত্র নিত্যলীলাপুরুষোত্তম শ্রীযশোদা-নন্দন শ্যামসুন্দরেই সম্ভব। কারণ মহা সমর্থ, রসিক-শেখর ও পরম-করুণ এই তিন গুণোপেত অপ্রাকৃত-নটরাজ ভিন্ন ঈদৃশ লীলাবিলাস কাহার দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। যে ভগবান্ আপনার অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও অচিন্ত্যস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া কেবলই বিশুদ্ধ প্রীতিরস-মাধুর্য্যাস্বাদনে ব্যাকুল, যিনি প্রীতির মর্য্যাদারক্ষণে পরম-তৎপর, সেইরূপ শক্তিমান্ শ্রীভগবানের দ্বারাই ঈদৃশ লীলা-সম্পাদন সম্ভবপর। এই রাস, নিখিল আস্বাদনময়ী-লীলা অর্থাৎ শ্রীভগবানের ভিন্ন ভিন্ন রমণীয় লীলায় যে আস্বাদনটী খণ্ডিতভাবে নিগূহিত রহিয়াছে তাহাই এই রাসলীলার মধ্যে অখণ্ডিতভাবে আছে। কারণ, ইহার মধ্যে পূর্ব্বরাগ, অভিসারাদি হইতে আরম্ভ করিয়া উৎকণ্ঠিতা, মান, বিরহ প্রভৃতি অনেক নিগূঢ় রসময়ী-লীলার রস একাধারে নিহিত রহিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রজসুন্দরীগণের অনুরাগ-উদ্দীপনার্থ, শারদীয় পূর্ণিমা-রজনী সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে দেখিয়া পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতির উদ্দীপকরূপে অনুভব করিয়া মধুর অস্ফুট বেণুধ্বনি করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামিকৃত "শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি" নামক রসগ্রন্থের উদ্দীপন-প্রকরণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"কৃষ্ণ বক্ত্রেন্দু নিষ্ঠ্যূতং মুরলীনিনদামৃতং
উদ্দীপনানাং সর্ব্বেষাং মধ্যে প্রবরমীর্য্যতে।"

অর্থাৎ অপর যে সকল উদ্দীপন কীর্ত্তন করা হইল, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-বদনোদ্গীর্ণ মুরলী-রবই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই বেণুদূতী দ্বারা অনঙ্গ অর্থাৎ শ্রীভগবৎবিষয়ক কাম—যাহা পূর্ব্ব হইতেই ব্রজবালাগণে বর্ত্তমান

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রহিয়াছে—তাহা শ্রীকৃষ্ণ বর্দ্ধন করিয়াছেন। যদ্যপি পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ "ব্রজসুন্দরীগণের মনোহর অস্ফুট বেণুনাদ করিয়াছিলেন" তথাপি অধিক উক্তির কারণ এই যে, উহাতে যে অত্যন্ত অনঙ্গ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল—ইহাই সূচিত হইতেছে। যাহা পূর্ব্বে বীজাঙ্কুররূপে অবস্থিত ছিল, তাহাই এখন পল্লবিত হইল। সেই জন্য মুলে 'বর্দ্ধনম্' এবং 'অনঙ্গ' এই দুই শব্দে প্রেমরূপ কামবিশেষ অভিহিত হওয়ায় গ্রাম্য-ধর্ম্মাত্মক প্রাকৃত কামাংশের অভাবই সূচিত হইল। কারণ, গৌতমীয়-তন্ত্রে উক্ত আছে "প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎপ্রথাং"। জলাভাবে বীজাঙ্কুর যেমন ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকিলেও তাহা জলসেচন দ্বারা পল্লবিত হইয়া উঠে, সেইরূপ গোপীহৃদয়স্থ কামবীজাঙ্কুর এ স্থলে বেণুগীতামৃত অভিষেক দ্বারা তৎক্ষণাৎ সর্ব্বাঙ্গে পূর্ণভাবে পল্লবিত হইল। (অনঙ্গবর্দ্ধন শব্দটী অন্য ভাবও প্রকাশ করিতেছে, যথা—অঙ্গ-শব্দার্থ কাম-কলা—অঙ্গী শব্দে প্রেম—অতএব নাই অঙ্গ বা কামকলা যাহার এই বাক্যে অনঙ্গ বা প্রেমই বুঝায়)। শ্রীপাদ গোস্বামিগণ প্রেমরসকেই অঙ্গী বলেন ও শৃঙ্গাররস অঙ্গ। এবিষয় শ্রীঅলঙ্কার কৌস্তুভ দ্রষ্টব্য। বেণুগান দ্বারাই অনঙ্গবর্দ্ধন হইল। অনঙ্গ- বর্দ্ধন এই বিশেষণের ধ্বনিই এই যে, যেমন শুষ্ক কাষ্ঠে ঘৃতাদি স্নেহদ্রব্য পূরিত হইলে কাষ্ঠস্থিত বহ্নি, বংশদ্বারা ফুৎকারে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তখন ঘন-শ্যাম-বর্ষিত বারিধারাই সেই বহ্নি উপশমের কারণ হয়, তদ্রূপ বিরহ-রবি-সন্তাপে শুষ্ক, অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ গোপীদিগের দেহে যে কাম বা হৃচ্ছয়াগ্নি, যাহা বংশ-ধমনের (নল বা চোঙ) দ্বারা উদ্গত গীতে প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, তাহা নির্ব্বাপণ করিতে হইলে ঘনশ্যামরসবর্ষণ ভিন্ন অন্য উপায় নাই। বাঁশের স্বভাবই এই যে, বায়ুদ্বারা বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণ হইলে অগ্নি উৎপাদন করিয়া আপন বংশকে দহন করে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতএব যাহাদের নিজ বংশদাহে প্রবৃত্তি, সেই বংশজাত বংশী যে অঙ্গ সকলকে দহন করিবে, এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি হইতে পারে? এই প্রকার অনেক সুরসিক টীকাকার শ্রীরাসলীলার নিগূঢ় রস স্বয়ং আস্বাদন করিয়া সুধীসজ্জনসমাজের সেবার্থ পরিবেষন করিয়াছেন। বেণুগান শ্রবণে শ্রীব্রজবালাগণ 'অলক্ষিত-উদ্যম' হইয়া কান্তের সন্নিকটে গমন করিয়াছিলেন অর্থাৎ কেহ কাহাকেও গমনোদ্যম জ্ঞাপন করিতে পারেন নাই। শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী বলেন যে, পরস্পর সপত্নী-ভাবের উদয় না হয়, এই নিমিত্ত পরস্পরের উদ্যম জ্ঞাপন করেন নাই। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বলেন যে, স্ব স্ব যূথে সখ্যবতী হইলেও তাঁহাদের অলক্ষিতভাবে আগমন কারণ এই যে, তাঁহারা কৃষ্ণ গৃহীতমানস হইয়াছেন অর্থাৎ কৃষ্ণাকৃষ্ট চিত্ত হইয়া প্রগাঢ়আবেশনিবন্ধন তাঁহাদের বিচার অপগত হইয়াছিল; সুতরাং কৃষ্ণাভিসারে কে কাহাকে জ্ঞাপন করিবেন? ইহা অতি সত্য কথা। জগতে দেখা যায়, মানবের কোন ইন্দ্রিয়ই মনের সাহায্য ব্যতিরেকে স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিতে পারে না। এস্থলে ব্রজবালাগণের মনটা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অপহৃত, সুতরাং তাঁহাদের পরস্পরের গমন-ব্যাপারটা জ্ঞানের বিষয়ীভূত না হইবারই কথা। শ্রুতিতে আছে "তদেকং পশ্যতি" "পশ্যন্নপি ন পশ্যতি"—'যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ কেন কং বিজানীয়াৎ' অর্থাৎ "তখন সেই এক বস্তুকেই দেখে" 'তদিতর বস্তু দেখিয়াও দেখে না' অর্থাৎ চক্ষু চাহিয়া থাকিলেও দর্শন-ব্যাপারটি সাধিত হয় না', 'যখন সকলই আত্মময় হইয়া যায়, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে'? এটি তন্ময়ী অবস্থা। তাঁহারা সকলেই তখন কৃষ্ণময়ী; সুতরাং অন্তরে বাহিরে কেবল (ক-অর্থে-সুখের সীমা বা পর্য্যবসান যেখানে) সেই কান্ত দর্শনই হইয়াছিল, আর কিছুই দেখিতে পারেন নাই। এইরূপেই বাঁশীর আহ্বান শ্রবণে, গমন হইয়া থাকে—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্যবহার দশায় মানব চিন্তা করিয়া পদক্ষেপ করে। কিন্তু বাঁশীর সুরে প্রেম-বিহ্বল হইয়া দ্রুত গমন এইরূপই।

শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী তদীয় বৈষ্ণবতোষণী টীকায় রূপকের ভাষায় বলিয়াছেন যে, শ্রীভাগবত যেন একটী বিরাট্ শরীর; শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায় তাহারই পঞ্চপ্রাণ। প্রথম অধ্যায়ে ঐকান্তিক প্রেমিক-ভক্তের কিয়ৎ-কাল ভগবদ্দর্শন ও ক্ষণিক অন্যাভিনিবেশ জন্য অদর্শন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই প্রাণকোটি-শ্রেষ্ঠ সচ্চিদানন্দঘন-মূর্ত্তির অদর্শনজনিত ভক্তের অনুতাপ। তৃতীয় অধ্যায়ে তদ্দর্শনলালস হইয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে বিশ্ব-সংসার বিস্মৃত হইয়া আকুল প্রাণে ক্রন্দন ও নিরন্তর ভগবচ্চিন্তনে ও আলাপনে অনুরাগের পরিপাক এবং চতুর্থ অধ্যায়ে পুনঃ ভগবৎপ্রাপ্তি, পঞ্চম অধ্যায়ে তৎপ্রাপ্তি-নিবন্ধন বিরহতাপ পরিত্যাগ ও তৎসহ আনন্দে রাসবিহার।

শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায় পঞ্চপ্রাণ তুল্য হইলে তৃতীয় অধ্যায়টী 'সমান' বায়ু স্থানীয় হইবে। যেরূপ সমান-বায়ুর কার্য্যই হইতেছে ভুক্ত, পীত দ্রব্যের সামঞ্জস্যকরণ, সেইরূপ তৃতীয় অধ্যায়ে গোপীকাগণের ভিন্ন ভিন্ন যুথগত অভিমান ও বিরোধ বিস্মরণ পূর্ব্বক সকলে একত্র কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শন জন্য মিলন; ইহাই উপন্যস্ত হইয়াছে। শ্রীভগবানের প্রথমে শ্রীরাস আরম্ভকালে অন্তর্ধানের ইহাই হেতু, কারণ, সাম্য স্থাপন না হইলে আস্বাদন হইতেই পারে না। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি প্রণীত শ্রীপ্রেম-সম্পুট গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীরাধাকে লইয়া যদি তিনি একাকী উপবনে ভ্রমণ করেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের তখন সেরূপ হৃদয়ে সুখোদয় হইবে না, কেননা শ্রীবৃষভানুনন্দিনী সখীগণের মনঃপীড়ার আশঙ্কা করিয়া চিত্তে অতিশয় ব্যথিত হইয়াছেন। অধিকন্তু অপর গোপীকাগণও সেখানে মিলিত হইয়া ঈর্ষাবশতঃ শ্রীরাধিকার প্রতি কুটিল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কটাক্ষ ও তিরস্কার করিবেন, তাহা হইলে আরব্ধ কেলীরস ভঙ্গ হইবে, সেই জন্য ক্ষণকাল নিমিত্ত শ্রীরাধিকাকেও পরিত্যাগ করিলেন। উহার উদ্দেশ্য এই যে তাঁহাকে বিনম্রিনী ও দোষরহিতা করিয়া সকল দোষ নিজের উপর গ্রহণ ও তদ্দ্বারা গোপীকাগণকে শ্রীরাধিকার প্রতি স্নেহান্বিত করা। আর সম্ভোগরস যেমন রাধিকাতেই অধিকরূপে সিদ্ধ হয়, তেমনি বিপ্রলম্ভও তাঁহাতেই শতকোটীগুণ অধিক ও বিরহে অন্যান্য গোপীকা অপেক্ষা শ্রীরাধিকার প্রেমাগ্নির অধিকতর তীব্রতা, ইহা দেখাইবার জন্য শ্রীরাধার নিকট হইতেও অন্তর্ধান আবশ্যক হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বলিয়াছেন যে, ভজন করিলেও যে তিনি ভজন করেন না, তাহার হেতু—ভক্তের চিত্তে নিরন্তর তৈলধারার মত চিন্তার প্রবাহ সম্পাদন পূর্ব্বক অনুরাগবর্দ্ধন। শ্রীভগবান্ স্বজনপ্রেমবিবর্দ্ধন-চতুর, উৎকণ্ঠা ব্যতীত প্রীতি আস্বাদন সম্ভব নহে। সেই জন্যই ক্ষণিক বিরহ দ্বারা শ্রীব্রজসুন্দরীগণের তদ্দর্শন জন্য উৎকণ্ঠানল উদ্দীপিত করিয়া তাঁহাদের অন্তরস্থ নিগূঢ় প্রীতি বর্দ্ধন করিলেন ও তাঁহাদের মধ্যে চির ঈপ্সিত সাম্য আনয়ন দ্বারা নিজেও রসনির্য্যাস আস্বাদন করিলেন। যেখানে সাম্য, সেখানে ঈর্ষা নাই। শ্রীপ্রেম সম্পুটে উক্ত হইয়াছে—

“এবঞ্চ সেৎস্যতি মদীপ্সিতমৈক্যমাসাং
রাসাখ্যনাট্যমনু মণ্ডলতাং গতানাম্।
মধ্যে ময়া সহ রুচা তু বিরাজমানা
মেণাং বিলোক্যন ভবেদপি কাচিদীর্ষা।”

অর্থাৎ ইহাদের যে ঐক্য আমি অভিলাষ করিয়াছি, তাহা উক্ত প্রকারে সিদ্ধ হইবে। আর রাসনৃত্যে মণ্ডলাকারে রমণীগণ অবস্থান করিলে সেই মণ্ডলী মধ্যে আমার (শ্রীকৃষ্ণের) সহিত বিরাজমানা এই রাধাকে দেখিয়াও তখন তাঁহার প্রতি কাহারও ঈর্ষা হইবে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এ বিষয়ে জ্ঞাতব্য এই যে লীলাপুষ্টিকারিণী চিচ্ছক্তি যোগমায়াই সকল অঘটনের সমাধান করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কেবল লীলার সাস্বাদন করিয়াছেন। কারণ, আস্বাদনকালে বুদ্ধিপূর্ব্বক কোন কর্ম্মানুষ্ঠান রসভোগে বিঘ্নই উৎপাদন করে।

শাস্ত্রে যোগমায়া সম্বন্ধে বহু স্থানে বহু উল্লেখ দেখা যায়। ভগবদুন্মুখ-জনগণের মোহন যোগমায়া দ্বারাই ঘটিয়া থাকে। পক্ষান্তরে ভগবদ্-বিমুখজনগণের মোহন মায়ার কার্য্য। শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী-টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী যোগমায়া শব্দের অনেক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; তাহা এই.—

১। পরাখ্যাসচ্চিদানন্দ-শক্তিবিশেষঃ।

২। যোগঃ ঐশ্বর্য্যম্ তদ্ যুক্তা মায়া দয়া, "মায়াদন্তে কৃপায়াঞ্চ" ইতি বিশ্বঃ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যযুক্তা দয়া অবলম্বন করিয়া রাসক্রীড়াতে প্রবৃত্ত হইলেন।

৩। যোগঃ আত্মারামতা, মায়াং আবরণাত্মিকা কপটতাং অর্থাৎ শ্রীভগবান্ নিত্য আত্মারাম ও আবরণাত্মিকা-মায়াবৃত হইয়াও তৎকালে এতদুভয়ই ছিলনা, কিন্তু তাঁহার নিজ-পদাব্জ-প্রেমসম্পদ্-বিস্তাররূপ সত্য-স্বভাবই অভিব্যক্ত হইয়াছিল।

৪। যোগে—সংযোগে, যা মায়া যজ্ঞপত্নীম্বিব বঞ্চনা অর্থাৎ যজ্ঞ-পত্নীগণের সহিত মিলনকালে যেরূপ বঞ্চনা অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীব্রজসুন্দরীগণের সহিত সঙ্গমকালে বঞ্চনা নিবৃত্তি হইয়াছিল। কারণ, ব্রজবালাগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৫। যুনক্তি নিত্যং বক্ষসি সংযোগং প্রাপ্নোতীতি যোগা যা মা-লক্ষ্মী স্তস্যাং নিত্যং বর্ত্তমানতয়া সদা সেব্যমানোঽপি,—ভগবানপি অর্থাৎ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীভগবানের বক্ষস্থলে লক্ষ্মী নিত্যই সংযুক্তা আছেন। তৎকর্তৃক নিত্য সেব্যমান হইয়াও শ্রীভগবান্ রমণ করিতে মনস্থ করিলেন।

৬। যোগায়—সংযোগায়,—মায়ঃ—শব্দো যস্যাঃ সা যোগমায়া—বংশী। মাঙ্ মানে শব্দে চ।

৭। যোগস্য—সম্ভোগস্য, মায়ো—মানম্ পর্য্যাপ্তির্যস্যাং সা যোগমায়া শ্রীরাধা অথবা যোগস্য—সম্ভোগস্য, মা—লক্ষ্মীঃ—সম্পত্তিরিতি যাবৎ তাং যাতি প্রাপ্নোতীতি যোগমায়া, শ্রীরাধৈব।

যোগমায়শব্দে এইরূপ অন্যান্য টীকাকারগণের বহু অর্থ দৃষ্ট হয়। ইহার সার এই যে যোগমায়া শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তি, শুদ্ধসত্ত্বের পরিণাম। উহা অঘটনঘটনপটিয়সী ও অচিন্ত্য-প্রভাব-বিশিষ্টা, বহিরঙ্গা মায়া যেরূপ জীবের মোহ উৎপাদন করিয়া বহির্মুখ করে, সেইরূপ যোগমায়া জীবের মোহ অপসারণ করিয়া তাহাকে ভগবদুন্মুখ করে। শ্রীভগদ্ধামে বা পার্ষদগণে জড়ীয় মায়া প্রভাব বিস্তারে সমর্থ নহে।

শ্রীরাসলীলার ফলশ্রুতি শ্রীভাগবতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।”

অর্থাৎ যে কেহ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রীভগবানের শ্রীব্রজসুন্দরীগণসহ প্রেম-রিরংসাময়ী লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তন বা স্মরণ করিবেন, তাঁহার অচিরাৎ শ্রীভগবানে পরাভক্তি লাভানন্তর হৃদ্রোগ (কাম) নষ্ট হইয়া ধৈর্য্য লাভও হইবে। উপসংহারে এইরূপে শ্রীভগবানের ব্রজসুন্দরীগণসহ রমণাত্মিকা লীলা-মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী তদীয় শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে উক্তশ্লোকটী কান্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভাবের শুদ্ধত্ব নিরূপনকালে উদ্ধৃত করিয়া এইরূপ বলেন 'যদ্বিক্রীড়িতং খলু নিজশ্রবণ-দ্বারাপ্যন্যেষাং দূরদেশকালস্থিতানামপি শীঘ্রমেব যং কাম-মপনয়ৎ পরমং প্রেমাণং বিতনোতি, তৎ পুনস্তৎ কামময়ং ন স্যাৎ, অপিতু পরমপ্রেম-বিশেষময়মেব। ন হি পঙ্কেন পঙ্কং ক্ষাল্যতে। নতুবা স্বয়মস্নেহ স্নেহয়তি' ইত্যাদি। যে লীলা কেবল মাত্র শ্রবণ দ্বারাও দূরদেশকালস্থিত মানবের শীঘ্রই কাম নাশ করে, ও পরম-প্রেম বিস্তার করে, তাহা নিশ্চয়ই প্রাকৃত কামময়ী নহে, পরন্তু পরম প্রেমবিশেষময়ী। পঙ্কদ্বারা পঙ্কক্ষালন সম্ভব নয় এবং যাহা স্বয়ং স্নেহদ্রব্য নহে তাহাও স্নেহান্বিত করিতে পারে না।

শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামীর শ্রীরাসলীলার মঙ্গলাচরণ-বাক্য বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। তাহা এই—

ব্রহ্মাদি জয়সংরূঢ়দর্পকন্দর্পদর্পহা
জয়তি শ্রীপতি র্গোপীরাসমণ্ডলমণ্ডনঃ।

রমণেই সৃষ্টি, রমণেই স্থিতি, রমণেই লয়। রমণ ভিন্ন মানব ক্ষণ-কালও অবস্থান করিতে পারে না। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন 'স বৈ নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে' অর্থাৎ প্রথমপুরুষ একাকী আনন্দ অনুভব করেন নাই, তাই আজও মানব একাকী প্রীতি অনুভব করে না। উহা সাধারণতঃ দ্বিবিধ—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। প্রাকৃত জড়-বিষয়ে চিত্তের রতি শাস্ত্রে নিন্দিত হইয়াছে কিন্তু সেই রমণটী যদি আত্মায় সম্পাদিত হয়, তবে তাহাই "আত্মরতিঃ আত্ম মিথুনঃ, আত্মক্রীড়ঃ" ইত্যাদি বাক্যে ভূয়সঃ শ্রুতিতে শ্লাঘিত হইয়াছে। জীব জাগ্রদবস্থায় স্থূল বিষয়ে, স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্মে ও সুষুপ্তি অবস্থায় কারণে বা অবিদ্যায় রমণ করিয়া থাকে। এই তিন প্রকার রমণই জড়ে। এতদ্ব্যতীত অন্য এক প্রকার রমণ সমাধি-অবস্থায় জ্ঞানীগণ করেন, তাহা তুরীয় বা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ত্রিগুণাতীত চৈতন্যে। সেই অদ্বয়-স্বরূপ চৈতন্যের ত্রিবিধ প্রকাশ শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে—অস্পষ্ট প্রকাশ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, কিঞ্চিদভিব্যক্ত প্রকাশ পরমাত্মা ও পরিপূর্ণ সুস্পষ্ট অখণ্ড প্রকাশ ভগবান্। জ্ঞানী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে, যোগী পরমাত্মায় ও ভক্ত ভগবানে রমণ করিয়া থাকেন। ভক্তের রমণ বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য শাস্ত্রে বহুল দৃষ্ট হয়। সেই ভক্তগণ-মুকুটমণি শ্রীরাধিকায় রমণের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। সেইজন্য শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ মুক্ত-প্রগ্রহ ন্যায়ে রমাশব্দের বৃত্তি যে শ্রীরাধায় তাহা দেখাইয়াছেন। যিনি রমণ করেন ও করান তাঁহারই নাম রমা। অর্থাৎ নিজে কেবল রমণ বা রতি করেন, তাহা নহে, অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমাধিক্যে বশীভূত করিয়া স্বীয় নিখিল সুখ-দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে আনন্দ প্রদানার্থ রমণ করান। আবার শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে রতি বিধান করেন, তাই শ্রীকৃষ্ণের একটী নাম রাধিকারমণ। অখণ্ড ভাবের আধার-স্বরূপ শ্রীভানুনন্দিনীর আনুগত্যে সেই রাধিকা-রমণের সহিত জীব রমণ করিয়া কৃত কৃতার্থ হইতে পারে।

শ্রুতির 'রসো বৈ সঃ' যিনি, তিনিই পরম ঘনীভূত অবস্থায় বৃন্দাবনীয় লীলায় "শৃঙ্গার-রসরাজময় মূর্ত্তিধর" হইয়া স্বীয় অন্তরঙ্গা শক্তিগণের সহিত আপন আনন্দ আপনিই সম্ভোগ করিতেছেন। এখানে তিনি রসের স্বরূপ হইয়াও রসিক—সুখস্বরূপ হইয়াও সুখ আস্বাদক। স্বরূপে যে রস নিত্যই অবস্থিত আছে, তাহাই বিশেষরূপে আস্বাদন করিয়া জীবগণকে কৃতার্থ করিতে এই রাসলীলার প্রপঞ্চে প্রকাশ। নিত্য চিন্ময় আনন্দধামে নিত্যই শ্রীরাস-রসিক লীলা-রসাস্বাদন করিতেছেন ও তাঁহার শক্তি, যাহা নিত্যই শক্তিমানের সহিত আলিঙ্গিত, এই রসাস্বাদন-বিষয়ে মুখ্য কারণ। শ্রীভগবানের এই ভুক্ত-শেষ রসপ্রসাদ-কণিকা লাভ করিলে জীব কৃতার্থ হইবে। তাই শ্রুতি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলেন "এতস্যৈবানন্দস্যান্যাপি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।" শ্রীরাধামাধব যে বস্তুতঃ একই অখণ্ডতত্ত্ব তাহা শাস্ত্রে "শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ" ইত্যাদি বাক্যে বহুবার কীর্ত্তিত হইয়াছে। সম্মোহন-তন্ত্রে আছে "তস্য জ্যোতিরভূদ্দ্বেধা রাধামাধবরূপকং।" অর্থাৎ সেই জ্যোতি রাধামাধব এই দুইরূপে প্রকাশিত হইলেন। তাই শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

"রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্,
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ।"
"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি,
অন্যোন্যে বিলসরস আস্বাদন করি।"

চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ।

এক অখণ্ড-তত্ত্বই দুই অভিমান ভেদে পৃথক্‌রূপে দৃশ্যমান হইয়া থাকেন; একটী স্বরূপাভিমানী, অন্যটী শক্ত্যভিমানী। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্যে "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" ইহা রসিক ভক্ত-মুকুটমণি শ্রীপাদ রামানন্দ রায় দেখিয়াছিলেন। ইহাই শ্রীপাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত।

"নিজ শক্তিমুমাম্ দৃষ্ট্বা মহেশ ইব নৃত্যতি" এই ন্যায়ে শ্রীভগবান্ আপনার অন্তরঙ্গা হ্লাদিনীর চরম সার যে মহাভাব, তাহাই হইয়াছে স্বরূপ যাহার, এরূপ শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী ও তদীয় কায়ব্যূহরূপা অনন্ত গোপীমণ্ডলীর সহিত যে মহানন্দ নৃত্যে নিগূঢ় লীলারস আস্বাদন করেন তাহাই রাসলীলা। নিখিল শক্তিগণের আশ্রয়রূপা অখণ্ড মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকা এই লীলায় পরম সহায়। শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-রসাস্বাদন-বাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ আরাধন করেন বলিয়া তাঁহার নাম শ্রীরাধিকা। তাই রাসলীলায় উক্ত হইয়াছে "অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীভগবানের ও সুরসিক সাধুভাগবতের অহৈতুকী কৃপায় জীবের হৃদয় শুদ্ধ হইয়া এই রসময়ী লীলা ধারণ করিতে পারে। সাধনা দ্বারাই যে লীলা-স্ফূর্ত্তি হইবে এইরূপ নিয়ম নাই। তবে উহা দ্বারা লীলাস্ফুরণের যোগ্যতা সম্পাদিত হয়। লীলাশক্তি স্বয়ং প্রকাশিকা। তাঁহার কৃপা বিনা জীব-হৃদয়ে ঈদৃশ লীলাস্ফুরণ দুর্ঘট। এই জন্য শাস্ত্রকারগণ লীলামুকুটমণি শ্রীরাসের জয় ঘোষণা করিয়া বলেন—

"রাসলীলা জয়ত্যেষা যয়া সংযুজ্যতেঽনিশম্
হরের্বিদগ্ধতাভের্য্যা রাধা-সৌভাগ্যদুন্দুভিঃ।"

অর্থাৎ শ্রীরাসলীলার জয় হউক। এই রাসলীলা দ্বারাই শ্রীশ্যাম-সুন্দরের বিদগ্ধতারূপ-ভেরীর সহিত শ্রীরাধার সৌভাগ্যদুন্দুভি সর্ব্বদা তুমুল নাদে নিনাদিত হয়।

শ্রীরাস-লীলা-প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রেয়সী গোপীগণের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা সমীচীন মনে করি। সাধারণতঃ গোপীগণ সাধন-সিদ্ধা ও নিত্যসিদ্ধা-ভেদে দ্বিবিধ। সেই সাধন-সিদ্ধা আবার দ্বিবিধ—যৌথিকী ও অযৌথিকী, যৌথিকী, যথা—শ্রুতিচরী, ঋষিচরী। পদ্মপুরাণে গোপীগণের চারি প্রকার ভেদ দেখা যায়, যথা—

"গোপ্যস্তু শ্রুতয়োজ্ঞেয়া ঋষিজা গোপকন্যকাঃ,
দেবকন্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মানুষ্যঃ কথঞ্চনাঃ।"

অর্থাৎ শ্রুতিচরী, ঋষিচরী, দেবকন্যা ও গোপকন্যা এই চারিপ্রকার। এখানে গোপীরূপে মানুষীত্ব লব্ধ হইলেও তাঁহারা যে মানুষী নহে :—এই প্রকার নিষেধ-বাক্য দ্বারা, প্রাকৃত মানুষীত্বেরই অভাব দেখান হইল। এই গোপকন্যকাগণ নিত্য-সিদ্ধা; কারণ, তাঁহাদের সাধন শাস্ত্রে শুনা যায় না। তবে যে গোপকুমারীগণ কাত্যায়নীব্রত আচরণ করিয়াছিলেন; তাহা নর-লীলার অনুকরণ মাত্র—উহা লৌকিক রীতি মাত্র।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্রহ্মসংহিতায় নিত্য-সিদ্ধা গোপীগণের বিষয় বহু প্রমাণ দৃষ্ট হয়, যথা— "লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রম সেব্যমানম্" ইত্যাদি, অর্থাৎ সেই আদি পুরুষ গোবিন্দ—যিনি সুরভী পালন করেন ও শত সহস্র লক্ষ্মীগণ কর্ত্তৃক সেবিত, তাঁহাকে ভজনা করি। এস্থলে শত সহস্র লক্ষ্মীরূপেই শ্রীগোপীগণের নিত্য-সিদ্ধত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। "শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃপরমপুরুষঃ" ইত্যাদির অর্থও সেইরূপ। প্রাধান্য অনুসারেই ব্যপদেশ বা কথন হইয়া থাকে—গোপীগণও লক্ষ্মী-স্বরূপিণী ; কিন্তু গোপীত্ব ধর্ম্মের আধিক্য নিবন্ধন গোপী-সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন—যেমন কুরুগণে পাণ্ডব শব্দ প্রয়োগ হয়।

"আনন্দ-চিন্ময় রস-প্রতিভাবিতাভিঃ"

ইত্যাদি বাক্যে শ্রীগোপীগণের হ্লাদিনী শক্তিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীচরিতামৃতে তাই উক্ত হইয়াছে,—'প্রেমবিভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয়-কায়।' বৃহদ্গৌতমীয়ে উক্ত আছে "হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ"। দশাক্ষর-মন্ত্রাদিতেও সেই সকল হ্লাদিনী-শক্তির মূর্ত্তিমতী দেবীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অনাদি বিহার কথিত হয়।

শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি নিত্য সিদ্ধা। শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্য শাস্ত্রে ভূরি ভূরি কথিত হইয়াছে। যথা—

"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা।"

ঋক্-পরিশিষ্টে শ্রীরাধামাধবের পরস্পর অব্যভিচারিত্ব এইরূপে দেখান হইয়াছে "রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজন্তে" ইত্যাদি। মৎস্য পুরাণে আছে 'রাধা বৃন্দাবনে বনে।' এইরূপে যাঁহারা নিত্য-সিদ্ধা অর্থাৎ অনাদিকাল হইতেই যাঁহারা শ্রীভগবানের সহিত নিত্য-ধামে আনন্দ-লীলার সহায়, তাঁহাদের শ্রীরাস-রজনীতে অভিসারকালে অন্তরে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাহিরে কোন বিঘ্নই হয় নাই। তাঁহারা বংশীধ্বনি শ্রবণ মাত্র "অন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমা" হইয়া কান্তের সন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন।

শ্রুতিচরীগণের সংবাদ পাদ্মোত্তরখণ্ডে উক্ত আছে,—

"পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে
হরিং সম্প্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ।"

অর্থাৎ পুরাকালে দণ্ডকারণ্যে গোপালোপাসক ঋষিগণ শ্রীকৃষ্ণকে গোপীভাবে ভজন করিয়া লাভ করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য দর্শনার্থ তাঁহাদের নিজভজনীয় শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকেই উপভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন,কিন্তু লজ্জাবশতঃ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তাহা কহিতে পারেন নাই। কল্পবৃক্ষের মত অভীষ্টপূরক সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি শ্রীরামচন্দ্রের প্রসাদ-হেতু তাঁহাদের কামনা সিদ্ধ হইয়াছিল। ইহারাই গোকুলে স্ত্রীরূপে জন্মলাভ করিয়া স্বভাবনানুরূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের বিষয়ই শ্রীরাসলীলায় "অন্তর্গৃহগতা কাশ্চিদ্গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ" ইত্যাদিরূপে কথিত হইয়াছে। এই গোপীগণের ভাব সিদ্ধ হইলেও দেহসিদ্ধ হয় নাই। সেইজন্য যথাবস্থিত গুণময় দেহই শ্রীগোবিন্দ-সঙ্গমে বিঘ্নস্বরূপ হওয়ায় উহা ত্যাগ করিয়া শুদ্ধসচ্চিদানন্দময় দেহে শ্রীকৃষ্ণের সহিত অন্য দিবস রাসে মিলিত হইয়াছিলেন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে গোকুলজাত গোপীগণের দেহ মায়িক, ইহা সম্ভব নহে। তদুত্তরে বলা হয় যে, অবতার-লীলা প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চ-মিশ্রিত বলিয়া ওরূপ সম্ভব হয় ও শ্রীদেবকী-দেবীর ষড়গর্ভেরও প্রাকৃত জন্ম শ্রবণ করা যায়।

শ্রুতিচরীগণের বিষয় বৃহদ্বামনপুরাণে উক্ত আছে 'শ্রুতয়ো গোপ্য-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জাতাঃ'। শ্রুতিগণের স্তব হইতেও এই কথাই পাওয়া যায়, যথা—"স্ত্রিয় উরগেন্দ্র-ভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্‌ঘ্রি সরোজসুধাঃ।" অর্থাৎ—'ব্রজদেবীগণ আপনার সর্পেন্দ্র-দেহতুল্য ভুজদণ্ডে বিষক্তবুদ্ধি হইয়া যে চরণকমলযুগলের মকরন্দ আস্বাদন করেন. শ্রুত্যভিমানী দেবতাগণ আমরাও তপস্যাদ্বারা গোপীত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের তুল্যরূপা হইয়া তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকি'।

এই সকল শ্রুতিচরী গোপীগণের বিষয়ই শ্রীভাগবতে "তা বার্য্যমানাঃ পতিভিঃ পিতৃভিঃ" ইত্যাদি রূপে কথিত হইয়াছে। যদিও পতি বন্ধু প্রভৃতির দ্বারা তাঁহারা অভিসার কালে নিবারিত হইয়াছিলেন, কিন্তু নিবর্ত্তিত হন নাই। এই সকল গোপীর উৎকণ্ঠাবর্দ্ধনদ্বারা অনুরাগের পরাকাষ্ঠা দর্শন করান হইল। গোপীপ্রেমের উহাই মহিমা যে, যদি কৃষ্ণ প্রাপ্তি বিষয়ে দেহাদিও প্রতিবন্ধক স্বরূপ হয়, তবে তাহাও ত্যাজ্য। গোপীগণের প্রেমমহিমা ও শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যপ্রদর্শনই এই লীলার তাৎপর্য্য। তাঁহাদের মন কৃষ্ণকর্ত্তৃক অপহৃত হওয়ায় কোন বাধাই কার্য্যকরী হয় নাই। এখানে বিচার্য্য বিষয় এই যে, মূলে 'তা বার্য্যমানা' এই স্থলে বারিত হইতেছেন, এইরূপ বর্ত্তমানকালে প্রয়োগ ও 'ন ন্যবর্ত্তন্ত' অর্থাৎ নিবারিত হইলেন না—এস্থলে অতীতকাল প্রয়োগ দ্বারা, ইহাই সূচিত হইল যে, যাঁহারা বারিত হইতেছেন তাঁহারা যোগমায়া-কল্পিত গোপী-মূর্ত্তি, কিন্তু যাঁহারা চলিয়া গেলেন তাঁহারাই প্রকৃত গোপী। আর এই সকল গোপীর মধ্যে যাঁহারা নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের সঙ্গলাভ করিয়া বয়ঃসন্ধিদশারম্ভ হইতেই পূর্ব্বরাগবতী হইয়াছিলেন ও স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত কৃষ্ণ-সঙ্গদ্বারা সম্যক্‌রূপে দগ্ধ-কষায়া হইয়া প্রেমস্নেহ-ভূমিকায় আরূঢ়া হইয়াছিলেন, তাঁহারা গোপগণ কর্ত্তৃক পরিণীতা হইলেও যোগমায়া দ্বারা তাঁহাদের পতিগণের অঙ্গস্পর্শাদিও হয় নাই। সেইজন্য তাঁহারা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের সঙ্গে প্রিয়তমের নিকট গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কল্পিত অনুরূপ গোপীমূর্ত্তিগণই পতিগণের নিকট ছিলেন। কিন্তু যে সকল গোপী এই নিত্যসিদ্ধাগণের সঙ্গলাভ করিতে সক্ষম হয়েন নাই—সেই অলব্ধপ্রেমবতীগণ অন্তর্গৃহে পতি প্রভৃতির দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণের ধ্যান করিয়াছিলেন। যদিও সর্ব্বদাই তাঁহারা কৃষ্ণভাবনাযুক্ত ছিলেন, তথাপি সেই অন্তিম সময় "হা হা প্রাণৈকবন্ধো, বৃন্দাবন-কলানিধে, জন্মান্তরে যেন তোমার প্রেয়সী হইতে পারি। এই অন্তকালে তোমার মুখচন্দ্র দেখিতে পাইলাম না, যাহাহউক, মনদ্বারা ধ্যান করি," এইরূপে মুদ্রিত-লোচনা হইয়াছিলেন।

দেবকন্যাগণের কথা শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"দেবেষ্বংশেন জাতস্য কৃষ্ণস্য দিবিতুষ্টয়ে
নিত্য প্রিয়াণামংশাস্তু যা জাতা দেব-যোনয়ঃ
তত্র দেবাবতরণে জনিত্বা গোপকন্যকাঃ
তা অংশিনীনামেবাসাং প্রাণসখ্যোঽভবন্ ব্রজে।"

অর্থাৎ যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ অংশরূপে দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার সন্তোষার্থ নিত্যপ্রিয়াদের অংশসকলেরও দেবযোনিতে জন্ম হয়। সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণাবতারে নিত্য প্রিয়াদের যে সকল অংশ বৃন্দাবনে গোপকন্যারূপে জন্মিয়াছেন, তাঁহারাই নিত্যপ্রিয়াগণের প্রাণতুল্যা সখী। এখানে দেবগণের মধ্যে মন্বন্তরাবতাররূপে জাত কৃষ্ণ, ইহা বুঝিতে হইবে। 'তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ' এই বাক্যই প্রমাণ।

যে সকল ব্যক্তি গোপীভাবের প্রতি অনুরাগী হইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হন ও যাঁহাদের উৎকণ্ঠা বশতঃ গোপীভাব যোগ্য অনুরাগ প্রাপ্ত হইয়া কাল ক্রমে দুই তিন করিয়া ব্রজে জন্মগ্রহণ হয়, তাঁহারাই অযৌথিকী।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে পুরুষের স্ত্রীভাবে উপাসনা কিরূপে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সম্ভবপর হয় ? সে বিষয় সমাধান এইরূপ :—জীবের স্বরূপ অণুচৈতন্য। তাহার পুরুষাদি আকার নহে কিন্তু উহা প্রাকৃত দেহেরই। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন,

'নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ নচৈবায়াং নপুংসকঃ,
যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে'।

অর্থাৎ জীবাত্মা স্ত্রী, পুরুষ কিম্বা নপুংসক—ইহার কোনটীই নহে। সেই আত্মা কর্ম্মানুসারে যখন যেরূপ দেহ ধারণ করেন, তদনুসারেই স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি শব্দে অভিহিত হন। দেহ নাশ হইলে ভাবনানুসারে ভগবদ্বিষয়ক সংকল্প দ্বারা বিজ্ঞানানন্দাত্মক স্ত্রীবিগ্রহ-লাভ অসঙ্গত নহে, কারণ ছান্দোগ্য শ্রুতি বলেন, 'যথা ক্রতুরস্মিল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি' অর্থাৎ ইহলোকে পুরুষ যেরূপ সংকল্প করিবে দেহান্তে তদনুরূপই হইবে'। স্মৃতি শাস্ত্রেও আছে—'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'। সেইজন্য বৃহদ্বামন পুরাণে উক্ত আছে—

'স্ত্রিয়ো বা পুরুষোবাপি ভর্ত্তৃভাবেন কেশবং।
হৃদিকৃত্বা গতিং যান্তি শ্রুতীনাং নাত্র সংশয়ঃ'।

এইরূপ তৎক্রতুন্যায়ে বাসনানুরূপ সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ যুক্তি নাই।

মাদৃশ ভজন-সম্পত্তিহীন প্রাকৃত জীবের সাধ্যশিরোমণি শ্রীরাসলীলারসনিষেবণে বা আলোচনায় অধিকারই নাই। তথাপি মনোরথের তো অগম্য স্থান নাই। আপনার মলিন চিত্ত শোধন জন্য কোন প্রকারে সংক্ষেপে এই লীলারসতত্ত্ব আলোচিত হইল। পরিশেষে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিচরণের পাঁচটী শ্লোকে শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত সার উদ্ধৃত করা গেল।

কোমল-শশি-কর-রম্য-বনান্তর-নির্ম্মিত-গীত বিলাস।
তূর্ণ-সমাগত-বল্লব-যৌবত-বীক্ষণ-কৃত পরিহাস॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জয় জয় ভানু সুতা-তট-রঙ্গ-মহানট-সুন্দরনন্দকুমার।
শরদঙ্গীকৃত-দিব্য-রসাবৃত-মঙ্গল-রাস-বিহার॥
গোপী-চুম্বিত-রাগ-করম্বিত মান-বিলোকন-লীন।
গুণ-বর্গোন্নত-রাধা সঙ্গত সৌহৃদ-সম্পদধীন॥
তদ্বচনামৃত-পান-মদাহৃত-বলয়ীকৃত-পরিবার।
সুর-তরুণীগণ-মতি-বিক্ষোভন খেলন-বল্গিত-হার॥
অম্বু-বিগাহন-নন্দিত-নিজ জন-মণ্ডিত-যমুনা-তীর।
সুখ-সম্বিদ্ঘন পূর্ণ-সনাতন নির্ম্মল-নীল-শরীর॥

অর্থাৎ যমুনাতট-রঙ্গভূমির নটরাজ হে সুন্দর নন্দ কুমার! তোমার জয় হউক, তুমি শরৎকালে অপ্রাকৃত-রসপূর্ণ মঙ্গলজনক রাসলীলা প্রকাশিত করিয়াছ। তুমি কোমল চন্দ্র-কিরণ দ্বারা সুরম্য বনস্থলীতে গীতবিলাসের অনুষ্ঠান ও তথায় সমাগত গোপবালাগণের ভাব পরীক্ষার নিমিত্ত পরিহাস করিয়াছ। হে গোপী-চুম্বিত রাগালাপকারী শ্রীকৃষ্ণ! তুমি প্রিয়াগণের গর্ব্বভাব দর্শনে অন্তর্হিত হইয়া গুণগণ-বরেণ্যা শ্রীরাধার প্রেম-সম্পদের অধীন হইয়াছ। তুমি গোপীগণের তৎকালীন প্রেমপূর্ণ-বচনামৃত-পানে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের সমীপে উপস্থিত ও তাঁহাদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছ এবং তুমি সুরাঙ্গনাগণের চিত্তোন্মাদক-ক্রীড়া দ্বারা চঞ্চল-হার-বিশিষ্ট হইয়া বিরাজ করিতেছ। তোমার জলকেলির দ্বারা আনন্দিত স্বপরিজন ব্রজরামাগণ দ্বারা যমুনার তীরভূমি সুশোভিত হইয়াছে। হে নির্ম্মল নীলতনু শ্রীকৃষ্ণ! তুমি চিদানন্দঘন-মূর্ত্তি ও পূর্ণ সনাতন। (পক্ষে—তুমি চিদানন্দ দ্বারা কবি সনাতনকে কৃতার্থ করিয়াছ।)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শারদোৎসব স্মৃতি।

সেই কতযুগের 'রাস-রজনী আবার উপস্থিত হইল। কত সুখ দুঃখের স্মৃতিমণ্ডিত হইয়া আবার শারদীয় কুন্দেন্দু-শুভ্র ফুল্ল মল্লিকা শোভিত যামিনী আগতা, রাস-রজনীর রাকেশকররঞ্জিত, হিম বালুকাময় যমুনা পুলিন,কোন সুদূর স্বপ্নের মত মানস-নয়নে আবেশ আনয়ন করে। এই শ্রীযমুনার শীতলজল স্পর্শি মৃদুমন্দ মলয়ানিল কোন লীলা রাজ্যের মাধুরী হরণ করিয়া মর জগতে অমর নিত্য আনন্দ লোকের সৃষ্টি করে; এই যমুনা তীরস্থ বিটপীর পত্র পল্লবের মধ্য দিয়া স্নিগ্ধ চন্দ্রিকারাশি ক্ষরিত হইয়া আঁধারে আলোকে, আলোয় কালোয় এক অপরূর মিলন রচনা করিয়াছে। বংশীবটের রত্নবেদিকা হইতে রাস-রসিক শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত জগৎ বেণুরবে মোহিত করিয়া ব্রজসুন্দরীগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। প্রিয়তমের অসীম ব্যাকুলতাময় বাঁশীর সুরে গোপীগণ অনুরাগ সাগরে কুলশীল তৃণবৎ বিসর্জ্জন দিয়া দেহ গেহ বিস্মৃত হইয়া অভিসার যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহারা যমুনার উপকূলে আসিয়া প্রাণ-বল্লভের চারি পার্শ্বে অবস্থিত হইয়া তারারাজি বেষ্টিত পূর্ণ শশধরের শোভাকে গঞ্জনা দিয়াছিলেন। পরিহাসবিশারদ শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানেই গোপীগণের প্রেম পরীক্ষা করিতে বাহিরে পরিহাসময় বচন-ভঙ্গী দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন; কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহাদের আগমন সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিয়া নিরুপাধি প্রীতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

রসিক ভাগবতগণের নয়নে এখনও এই লীলা প্রকাশিত হয়েন। আবার কোন ধন্য রসিক সম্প্রদায় শ্রীযমুনা-পুলিন দেখিয়া বিরহসাগরে নিমগ্ন হন। কারণ সেই লীলাস্থলী আছে কিন্তু লীলাবিনোদী ও তৎ-সঙ্গিনীগণকে না দেখিয়া তাঁহারা বিরহ-কাতর হইয়া ভাবিতে থাকেন—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই শ্যামল শ্যাম যমুনাতীরেই রাসোৎসব হইয়াছিলেন। উৎসবের অবসান হইলেও যেরূপ শুষ্ক পত্র পুষ্প মালিকা প্রভৃতি তাহার স্মৃতিটী দর্শকগণের মনে জাগাইয়া তুলে, সেইরূপ স্থানে স্থানে লীলার চিহ্ন সমূহ ভক্তগণের চিত্তে পূর্ব্বস্মৃতি প্রবাহিত করিয়া এক অব্যক্ত বেদনার সৃষ্টি করে; এই সকল বনেই শ্রীগোপীগণ তাঁহাদের প্রিয়তম কান্তকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন ও উন্মাদিনী হইয়া তরুলতাগণকে তাঁহার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিয়া তদীয় লীলা সকল অনুকরণ করিয়াছিলেন। সেই রাস-রস-তাণ্ডবী কোথা? আর কোথাই বা সেই ব্রজরমণীগণ?

রসিকেন্দ্র চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ রাস-রজনীতে শরৎকালের কাব্যে যে সকল কথা আছে তৎ সমুদায়, ব্রজসুন্দরীগণের পূর্ব্বরাগোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া যে সকল ভাবহাবাদি প্রেম-চেষ্টা তাঁহাদের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল, স্বীয় চিত্তে নিহিত করিয়া সেবা করিয়াছিলেন। প্রথমে শ্রীরাধিকা ভদ্রাভদ্র কিছুই জানিতেন না, সখীসঙ্গে ধূলা খেলা করিতেন, তাঁহার চিত্ত নির্ব্বিকারই ছিল, সহসা একদিন শ্রীবৃন্দাবনে পদার্পণ করিয়া ললিতার মুখে শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণ করিয়া তাঁহার স্বরূপ-নিষ্ঠ রাগ উন্মেষিত হইল ও সেই রাগাতিশয্যে তিনি আহার বিহার সকলই বিস্মৃত হইলেন। তিনি সখী দ্বারা অনঙ্গ লেখা প্রেরণ করিলেন কিন্তু স্বজন-প্রেম-বিবর্দ্ধন-চতুর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার উৎকণ্ঠা শতগুণ বৰ্দ্ধিত করিয়া নিরুপাধি প্রেমরসাস্বাদনমানসে তাহা উপেক্ষা করিলেন। সেই উপেক্ষায় শ্রীরাধিকা প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্পা হইয়া বিশাখার নিকট সেই শ্রীবৃন্দাবনের শ্যামল তমাল তরুতে অবিচলিত ভাবে দেহ রক্ষা করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষান্তরাল হইতে এই তীব্র মর্ম্মবেদনাময় উক্তি শ্রবণ করিয়াছিলেন। তারপর জবাট-বীতে বৈশাখী পূর্ণিমায় প্রথম দর্শন—তারপর কত বিঘ্ন কতপ্রেমবিলাস

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই সমস্তই রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ের নিগূঢ় দেশে রত্নের মত সাতিশয় যত্নে নিহিত করিয়াছিলেন।

কোন বাসন্তী পূর্ণিমা রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ বেণুবাদন পূর্ব্বক নিখিল ব্রজসুন্দরীগণকে আকর্ষণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণ তদীয় সমীপে আগমন করিলেও শ্রীরাধিকা আগমনে সমর্থা হয়েন নাই কারণ তিনি বেণুরব শ্রবণ করিবামাত্রই মোহ দশা প্রাপ্ত হ'ন। দুই প্রহরকাল সেই অবস্থায় অতিবাহিত হইলে পৌর্ণমাসী দেবীর পরামর্শে তদীয় পর্ণকুটীরে শ্রীরাধিকা আনীতা হয়েন ও মধুমঙ্গল দ্বারা আহুত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তথায় আগমন করেন। সেইস্থানে শ্রীপৌর্ণমাসী ও বৃন্দাদেবীর সবিশেষ অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধিকার হৃদয়ে ঈষৎ চরণস্পর্শ করিলে, তিনি যেন দীর্ঘ স্বপ্ন হইতে জাগরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিলেন। এইরূপে সেদিন যাঁহাকে বংশী দ্বারা মোহিত করিয়াছিলেন, আজ রাসরজনীতে তাঁহাকেই আকর্ষণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে আপন সমীপে আনয়ন করায় অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বকথাস্মরণে আনন্দ-বিশেষ লাভ করিয়াছিলেন।

সেই রাস-রজনীতে অস্তাচলগামী সূর্য্যের শেষ কিরণমালা-মণ্ডিত খণ্ড খণ্ড মেঘ সমূহের মত পূর্ব্বোক্ত বিশুদ্ধ অনুরাগরঞ্জিত স্মৃতিগুলি তদীয় হৃদয়গগনে উদিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভাব-বিহ্বল করিয়া তুলিল।

শ্রীরাধিকার প্রেমের ক্রমবিকাশ—কবে কোন্ কুঞ্জে তাঁহার ঈষৎ হসিত ও ভাষিত প্রকাশিত হইয়াছিল ও কিরূপে মধুমাসে পূর্ণিমায় প্রথম দর্শনকালে তাঁহার বদনকমল লজ্জা, সম্ভ্রমে ও প্রেমে লোহিতাভা ধারণ করিয়াছিল, সেই স্মৃতিগুলি মঞ্জিষ্ঠা রাগের মত তাঁহার হৃদয়কে রঞ্জিত করিয়াছিল। এইরূপ মনে হয়, যে শ্রীরাসলীলার লঘুতোষণী টীকায় 'আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ' এই পদটীর ব্যাখ্যায়, শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীবিদগ্ধমাধবে শ্রীরাধার নিখিল প্রেমবিবর্ত্ত ও লীলাবৈদগ্ধ্যী শ্রীপাদ শ্রীজীবের স্ফটিকমণিবৎ স্বচ্ছ মানসে স্ফুরিত হইয়াছিল, তাই তিনি এইরূপ রসময়ী ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'স্থাপিতাঃ সৌরতাঃ তাসাং সুরতসম্বন্ধিনো ভাবহাবাদয়ো যেন তাদৃশঃ সন্নিতি ততস্তাঃ পরিত্যক্তুম্ ন শক্তবানিতি ভাবঃ'। নাটকীয় লক্ষণাবলীর পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে শ্রীবিদগ্ধমাধব অনুপম। ইহার মধ্যে শ্রীরাধামাধবের পূর্ব্বরাগ-রস পরিপাটী বর্ণনে ও ঘটনাবলীর সমাবেশে যে অদ্ভুত নাট্যকলা কৌশল ও অপ্রাকৃত ভাগবত রসপরিবেষনৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, রসঘন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর করুণা প্রেরণা ভিন্ন ঈদৃশ অলৌকিক নাটক রচনা একরূপ অসম্ভব। অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারে নায়িকার পূর্ব্বরাগ বর্ণনই প্রথমে কর্ত্তব্য। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতেও তাই দেখিতে পাই 'আদৌ রাগে মৃগাক্ষীণাং প্রোক্তে স্যাচ্চারুতাধিকা।' বয়ঃসন্ধিদশা আরম্ভ করিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে প্রথম বিক্রিয়ানন্তর যদিও স্ত্রী পুরুষগণের পরস্পর অন্বেষণ হইয়া থাকে, তাহা হইলেও স্ত্রীগণের চিত্ত লজ্জাভয়ধৈর্য্যকুলাচার প্রভৃতির দ্বারা আবৃত থাকায় সহসা পুরুষের প্রতি তদীয় পূর্ব্বরাগ প্রকাশিত হয় না, কিন্তু পুরুষগণের ঐরূপ আবরণ না থাকায় প্রথম চিত্তের বিক্রিয়াক্ষণেই প্রায়শঃ স্ত্রীজনের অন্বেষণ হইয়া থাকে, তথাপি স্ত্রীগণের পূর্ব্বরাগ প্রথমে বর্ণিত হইলে চারুতাধিক্য হইয়া থাকে কারণ স্ত্রীগণেই প্রেমাধিক্য হেতু বর্ণনার ঔচিত্য দেখা যায়। কেহ কেহ অপর দিক্ দিয়া বিষয়টী দেখেন। ভক্তি-শাস্ত্রে ভক্তিই রসস্বরূপ ও সেই ভক্তি ভক্তকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। শ্রীভগবানের প্রীতি, ভক্তের রাগের পশ্চাৎ প্রাদুর্ভূত হয়। সেইজন্য শ্রীব্রজদেবীগণ ভক্তকোটিমুকুটমণি বলিয়া শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ প্রথমে বর্ণিত হইয়াছেন। এইরূপ বিঘ্নাদি দ্বারা পূর্ব্বরাগানন্তর সংক্ষিপ্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সম্ভোগটী বহু আয়াস সাধ্য ও বিলম্বিত হওয়ায় উৎকণ্ঠা ও আকাঙ্খার দ্বারা, শ্রীরাধামাধবের প্রেমের ক্রমবিকাশ ও চরম ও পরম পরিণতি দেখাইয়া শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ প্রকৃতই অলৌকিক কবিত্বশক্তি ও প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যাহা হোক্ শ্রীরাসরজনী সন্দর্শনে শ্রীপাদ গোস্বামিপাদগণের জীবের প্রতি আস্বাদনসৌভাগ্যরূপ কৃপাদানের কথাই আমার প্রথমে মনে হইল। আমাদের মলিন চিত্তে যদ্যপি তাঁহাদের অক্ষরের মর্ম্মানুভব হওয়া দুর্ঘট, তথাপি এই সকল গ্রন্থ ভগবৎপ্রেরণায় প্রণীত বলিয়া স্বয়ংপ্রকাশ—তাঁহারা কৃপা করিলে যোগ্যাযোগ্য বিচারের অবসর নাই।

তখন ভাবিলাম যে, যে রস ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ব্রহ্মজ্ঞ মুনিগণেরও অগম্য ও যে রূপটী কেবলই ব্রজসুন্দরীগণের মহাভাবাখ্য প্রেমভাবিত নেত্রে দৃশ্য, তাহা আজও এই শ্যামল যমুনার তটস্থ বনশ্রেণীর শ্যামলিমার মধ্যে মিলাইয়া আছে, শারদপূর্ণিমার নীরব নিশীথিনীর নিস্তব্ধ শ্বেতিমার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, দিগন্তরালের সুদূর নীলিমার মধ্যে অবগুণ্ঠিত হইয়া আছে—তাহা যেন জলস্থলনদীনদ নীলাকাশের নিগূঢ় বাণী। চর্ম্মচক্ষে উহা দেখা যায় না, বা মলিন চিত্তে উহা উপলব্ধি হয় না। সেইজন্য মাদৃশ-জনের কেবল শ্রীরাসরজনীর ক্ষণিক স্মৃতির আবেশ লাভ হইলেই জীবন ধন্য হইবে। যাঁহারা শ্রীরাধামাধবের অদ্বয় অসীম প্রেমমহার্ণবোত্থিত উর্ম্মিনিবহে ঘূর্ণিত হইয়া ক্রীড়া করিবার ও লীলারসমগ্ন হইবার করুণা ও সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

গ্রন্থশেষে ইহাই বক্তব্য যে, সাগরের সদৃশ অসীম ও অনন্ত শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র সিদ্ধান্ত সমূহের বিন্দুমাত্রও এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে পরিচয় দেওয়া মাদৃশ সর্ব্বথা অযোগ্য জনের সম্ভবপর নহে, তথাপি শ্রীপাদ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গোস্বামিগণের অক্ষর সমূহ বার বার উল্লেখ করিবার সুযোগ লাভ করিয়া যদি একটুও আত্মশোধন সম্ভব হয়, তাহা হইলেই আমি বিশেষ সৌভাগ্য জ্ঞান করিব। ইহার মধ্যে ভ্রম প্রমাদ ও সিদ্ধান্ত দোষ বহুল হইতে পারে কিন্তু তথাপি আমার বিশ্বাস ভাগবতগণ তাঁহদের নিজগুণে সেদিকে লক্ষ্য করিবেন না, কিন্তু শ্রীভগবানের লীলা ও তত্ত্ব-যাহার অতি সামান্যাংশ ইহার মধ্যে ন্যস্ত হইয়াছে—তাহাতেই তাঁহারা স্বভাবতঃ আনন্দিত হইবেন। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী মহোদয়ের দৈন্যাত্মিকা বাণীটী এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। তিনি শ্রীবিদগ্ধমাধব প্রণয়নপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"মমাস্মিন্ সন্দর্ভে যদপি কবিতা নাতিললিতা।
মুদং ধ্যাস্যন্ত্যস্যাং তদপি হরিগন্ধাদ বুধগণাঃ॥
অপঃ শালগ্রামাপ্লবনগরিমোদ্গার সরসাঃ।
সুধীঃ কোবা কৌপীরপি নমিতমূর্দ্ধা ন পিবতি॥"

অর্থাৎ আমার এই গ্রন্থে কাব্যের কোন লালিত্য নাই, তথাপি ইহা হরিগুণগন্ধ যুক্ত বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহাতে প্রীতি লাভ করিবেন। কেননা, কূপোদকে শালগ্রাম শিলা স্নাত হইলে সেই জল কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অবনত শিরে ধারণ না করিবেন? ইহা নিশ্চয়ই দৈন্যেরখনি শ্রীপাদ রূপগোস্বামি মহোদয়ের দৈন্যোক্তি কিন্তু আমার সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তি সর্ব্বাংশেই সত্য।

যাঁহার অসীম ও অহৈতুকী করুণাপ্রেরণায় এই গ্রন্থখানি কোন প্রকারে সমাপ্ত হইল, সেই শ্রীশচীমাতার মন্দিরে কোন এক মূর্ত্তিমতী করুণা জয়যুক্তা হউন। তাঁহারই করযুগলে ইহা সমর্পিত হইল।

'ভবন্তি ভুবি যে নরাঃ কলিতদুষ্কুলোৎপত্তয়
স্ত্বমুদ্ধরসি তানপি প্রচুর চারু কারুণ্যতঃ
ইতি প্রমুদিতান্তরঃ শরণমাশ্রিতস্ত্বামহং
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাং' (শ্রীস্তবমালা)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধ্যানের ধন

মণিমুক্তা বিমণ্ডিত যাবটের প্রাসাদ শিখরে।
বঁধু দরশন আশে একবার ক্ষণিকের তরে
বসে আছ হে কল্যাণি। যেন এই নব পরিচয়
প্রথম জীবন-প্রাতে। তাই তব এত লজ্জাভয়।
যেন আজ হেমকান্তি সুনমিতা লজ্জাবতী লতা
পবন পরশে কাঁপে। অন্তরের গোপন বারতা
যেন এবে খনে খনে সব দেহখানি তব ভরি'
ফুটে উঠে সচকিতে বিগাঢ় বিরহ ব্যথা হরি'!
বরষার শ্যামলিমা অভিনব ঘননীল বাসে
মূরতি ধরিছে তব ; হে সুন্দরি, কেন কার আশে
বিয়াকুল তব চিত ? অন্তরের অনুরাগ চুপে
বাহিরে এসেছে যেন অধরের অরুণিমা রূপে।
তোমার সীমন্তে শোভে সমুজ্জ্বল মাণিক্যের সাঁথি
যেন কোন্ অতীতের সুগোপিত প্রীতিময়ী স্মৃতি
যতনে চয়ন করি লুকাইয়া রাখ কেশ মাঝে
হেরিয়া শ্যামল ঘন মন নাই তব গৃহ-কাজে ;
অলস অবশ তনু, ভাবাবেশে শিথিল অঞ্চল.
কাহার মধুর স্মৃতি আনে আজ দুনয়নে জল ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অলক্তক রাগে তম্বি, সুরঞ্জিত তব দুটী পদ
হেরিয়া সুষমা তার মুদিয়াছে রক্তকোকনদ।
মুক্তাপাঁতি সম শুভ্র সুরুচির সুদশনাবলী,
পেলব পল্লব মাঝে বিকশিত যেন কুন্দকলি।
অরুণ গুণ্ঠনতলে ঘন কৃষ্ণ মুক্তবেণী দুলে
অধরে সোহাগ-স্মিত, স্বর্ণ চাপা শোভে কর্ণমূলে।
তিল ফুল জিনি তব নাসিকায় মৃগমদ রেখা,
তিলকের ছলে তথা আছে যেন প্রিয় নাম লেখা।
সুন্দর সীন্দুর বিন্দু দিল মরি সখীগণ ভালে,
কণ্ঠে মণিহার দুলে বিরচিত মুকুতা প্রবালে।
সৌভাগ্যের সীমারূপে ললাটিকা অলকের মাঝে
ঝলমল করে নিতি। মধুমতী বীণাখানি বাজে
পবন পরশে তব। চকোর-চপল দুটী আঁখি
উদাস আকুল সদা। তরুণ পথিক কোথা হতে
গোধূলী বেলায় তুমি সহসা দেখিবে রাজপথে
বাঁশরী নিক্কণে ভরি' ধূসরিত দিক্ দিগন্তর
মোহন মধুর রূপে মোহিতেছে তোমার অন্তর।
হরিণীনয়নে অয়ি, দৃগঞ্চলে তব বাতায়নে
সেই ক্ষণিকের দেখা নিরজনে নিতি আঁকি মনে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঝুলনোৎসব।

হে সন্ন্যাসি,
গোলোক হইতে ভূলোকে আসিলে
কিসের লাগি ?
তব আঁখি পাতে কেন নিঁদ নাহি
রয়েছ জাগি ?
চপল নয়ন-অঞ্চল দিয়া
তোমার বীজন করে সদা প্রিয়া
স্বেদযুত কেন তবু তব হিয়া
কিসের লাগি ?
ওগো বিরাগি !
কোথা বল বেশ চারু ঘন কেশ
সুপীত বাস ?
ঘন ঘন কেন ও অধরে লাগে
তপত শ্বাস ?
স্মিতসুধা পানে নাহি মিটে তৃষা
কামনা-সাগরে নাহি কূল দিশা
কাহার মিলন লাগি সারা নিশা
হ'লে উদাস ?
হে পীতবাস !
রস তাণ্ডবি, চিনেছি তোমারে
স্মৃতির-কূলে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তোমার রূপের মোহিনী মায়ায়
নিখিল ভুলে।
প্রিয়ার কনক কিরণের মাঝে
বসতি লভিয়া মনোমত সাজে
ক্ষুবধ পরাণ অনুরাগে লাজে
উঠিছে দুলে,
তুফান তুলে।
হে দোল-বিলাসি ঝুলনের দিনে
পড়েকি মনে,
রতন দোলায় দুলিতে কাননে
প্রিয়ার সনে ?
ক্বণিত কনক কঙ্কন ধ্বনি,
সজল কাজল চোখের চাহনি,
অগুরু গন্ধে ভরিত অবনী
নিভৃত বনে
পড়ে কি মনে ?

সমাপ্ত।

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সূচী

বিষয়			পৃষ্ঠা
শ্রীকিশোরী কুণ্ড ও শ্রীমদ্দাস গোস্বামী	...	...	১
শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর শ্রীরাধানিষ্ঠা	...	...	১৪
শ্রীগীতায় ভক্তিযোগ	...	...	২৮
মুক্তাফল	...	...	৩৭
মেঘালোকে	...	...	৪৭
স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য	...	...	৫৪
ভক্তিরস	...	...	৬৯
তপস্যা	...	...	৯৭
অচিন্ত্য স্বরূপ	...	...	১১০
শরণাগতি	...	...	১২৪
শ্রীধামবৃন্দাবন	...	...	১৩৭
রসো বৈ সঃ	...	...	১৫০
বিবর্ত্ত ও পরিণাম	...	...	১৬১
শ্রীজন্মাষ্টমী	...	...	১৭৫
আত্ম প্রসাদ	...	...	১৮১
বসন্তোৎসব	...	...	১৯০
শ্রীদানলীলারস	...	...	১৯৬
কান্তাপ্রেম	...	...	২০৫
সৎসঙ্গ	...	...	২২৪
সুষুপ্তি ও প্রলয়	...	...	২৩২

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শক্তি ও লীলা	...	...	২৪১
বিষয়			পৃষ্ঠা
কর্ম্মতত্ত্ব	...	...	২৫৪
ব্যাকুলতা	...	...	২৭২
বর্ষাগমে লীলাস্মৃতি	...	...	২৭৯
অহঙ্কার তত্ত্ব	...	...	২৮৭
কীর্ত্তন ও স্মরণ	...	...	২৯৪
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞযোগ	...	...	৩০১
কো দূর করব পিয়াসা	...	...	৩১৩
গীতায় সাম্যযোগ	...	...	৩১৭
অজাতবাদ	...	...	৩২৪
শ্রীভাগবত রহস্য	...	...	৩৩২
অহিংসা	...	...	৩৪৭
প্রস্থানভেদ	...	...	৩৫৬
শ্রীশ্যামসুন্দর	...	...	৩৬৮
আনন্দ	...	...	৩৭১
শ্রীশ্রীরাসলীলা	...	...	৩৮৮
শারদোৎসব স্মৃতি	...	...	৪১৩
ঝুলনোৎসব	...	...	৪২১

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

आम्नाय–ग्रन्थालय,
वाराणसी-5

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi